প্রকাশক :
শ্রীনারায়ণদাস রামানুজদাস
শ্রীবলরাম ধর্মসোপান
পোঃ অঃ—বলরাম ধর্মসোপান
খড়দহ, ২৪ পরগণা।

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

১। শ্রীবলরাম ধর্মসোপান, খড়দহ, ২৪ পরগণা

২। 'যতিরাজ ভবন' (কলিকাতা শাখা)
১০১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

৩। 'যতিরাজ মঠ' (পুরী শাখা)
চটকপর্বত, স্বর্গদ্বার, পুরী (উড়িষ্যা)

প্রথম প্রকাশ—২৭শে ভাদ্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

শ্রীধর্মসোপান প্রেস, খড়দহ, ২৪ পরগণা হইতে শ্রীনারায়ণদাস রামানুজদাস কর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভূমিকা

শ্রীরামানুজস্বামী সর্বসমেত নয়খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। রচনার ক্রম অনুসারে গ্রন্থগুলির নাম—

১। বেদার্থসংগ্রহ
২। বেদান্তদীপ
৩। বেদান্তসার
৪। শ্রীভাষ্য
৫। গীতাভাষ্য
৬। শরণাগতিগদ্য
৭। রঙ্গগদ্য
৮। বৈকুণ্ঠগদ্য
৯। নিত্যারাধনাগ্রন্থঃ।

প্রথম চারখানি গ্রন্থ হইতেছে বাদ গ্রন্থ। এই গ্রন্থসমূহে তিনি জৈমিনির পূর্বমীমাংসাগত কার্যবাদ এবং শঙ্করাদির অদ্বৈতমতবাদ নিরসন পূর্বক নিজ দার্শনিক মতবাদ—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বেদান্তদীপ, বেদান্তসার এবং শ্রীভাষ্য ভগবান বাদরায়ণকৃত ব্রহ্মসূত্র অবলম্বনে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাঁহার গীতাভাষ্যেও তিনি অতি নিপুণভাবে বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, পরতত্ত্ব উপায় এবং পুরুষার্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন। শরণাগতিগদ্য, রঙ্গগদ্য এবং বৈকুণ্ঠগদ্য — এই গদ্যত্রয়ে উপায় এবং পুরুষার্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন। 'নিত্যারাধনা' গ্রন্থখানিতে শ্রীভগবানের নিত্য পাঞ্চ-কালিক মানসিক-পূজা এবং বাক্য-পূজার কর্ত্তব্যতা-প্রকার বর্ণিত হইয়াছে।

প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে বিভিন্ন বেদান্তবাক্যের অর্থ তিনি করিয়া যান নাই বটে কিন্তু তাহার শ্রীভাষ্যে তিনি দশোপনিষদ্‌গত অধিকাংশ শ্রুতিবাক্যের এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা বিশেষভাবে করিয়া গিয়াছেন।

রামানুজের প্রথম রচনা হইতেছে 'বেদার্থসংগ্রহ'। এই গ্রন্থখানির সমগ্র বিষয়টি প্রথমে শ্রীশৈলে শ্রীবেঙ্কটেশ ভগবানের সন্নিধিতে বক্তৃতারূপে ভক্তসমাজে

প্রদত্ত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে উপবৃংহণসহিত বেদের (কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড) অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। জৈমিনির কার্যার্থবাদ, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, ভাস্কর ও যাদবপ্রকাশের অদ্বৈতবাদ নিরসনকরতঃ আপন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের সূচী এবং পার্শ্বটীকা অনুধাবন করিলে ইহার আলোচনীয় বিষয়াবলী এবং তাহাদের আলোচনা প্রণালী বিশেষ বোধগম্য হইবে।

শ্রীমৎ যতীন্দ্র রামানুজাচার্য।

বিষয়-সূচী

শ্রীভগবদ্‌রামানুজমুনি-বিরচিত

বেদার্থসংগ্রহঃ

অশেষচিদচিদ্বস্তুশেষিণে শেষশায়িনে।
নির্মলানন্তকল্যাণনিধয়ে বিষ্ণবে নমঃ ॥১॥

পরংব্রহ্মৈবাজ্ঞং ভ্রমপরিগতং সংসরতি তৎ
পরোপাধ্যালীঢ়ং বিবশমশুভস্যাস্পদমিতি।
শ্রুতিন্যায়াপেতং জগতি বিততং মোহনমিদম্
তমো যেনাপাস্তং স হি বিজয়তে যামুনমুনিঃ ॥২॥

(এই বেদার্থ সংগ্রহ গ্রন্থের নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির জন্য এবং শ্রোতাগণের ও পাঠকগণের (অর্থ বিষয়ে) বুদ্ধি সমাধানের জন্য ভাষ্যকার শ্রীরামানুজ স্বামী প্রথমেই মঙ্গলাচরণ করিতেছেন ২টি শ্লোকে। তন্মধ্যে প্রথম শ্লোকটি ইষ্টদেবের প্রণতি ও উপাসনামুখে স্বপক্ষস্থাপন কল্পে তিনি এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়টি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্লোকে গুরু-উপাসনামুখে, প্রথমাংশে সংক্ষেপে পরপক্ষ উত্থাপনকরতঃ, দ্বিতীয়াংশে সংক্ষেপে তাহাদের নিরসন করিয়াছেন।)

শ্লোকার্থ—যিনি অশেষ চেতন এবং জড়বস্তুর মধ্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া তাহাদের শেষী ও নিয়ামক, যিনি শেষবস্তু অনন্ত নাগের উপরে শয়ান, যিনি নির্মল এবং অনন্ত সেই কল্যাণনিধি বিষ্ণুকে আমি প্রণাম করি ॥১॥

পরম ব্রহ্ম স্বয়ংই (অবিদ্যাদ্বারা তিরোহিত-স্বভাববশতঃ) অজ্ঞ হইয়া এবং ভ্রম-পরবশ হইয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিতেছেন — ('পরব্রহ্মৈবাজ্ঞং ভ্রমপরিগতং সংসরতি' — এই বাক্যে শঙ্করমত বলিয়া, অতঃপর 'তৎপরোপাধ্যালীঢ়ং বিবশং' এই বাক্যে ভাস্কর মতের উল্লেখ করিতেছেন—) এই ব্রহ্মই (অংশবিশেষে) এক উপাধি সংলগ্ন হইয়া কর্ম-বিবশ হইয়া আছেন। আবার, কেহ কেহ (যাদবপ্রকাশ মত) বলিয়া থাকেন—এই ব্রহ্মই অশুভের আস্পদ হইয়া থাকেন ('অশুভাস্পদং')। দ্বিতীয় শ্লোকে প্রথম দুই পংক্তিতে

উক্ত তিনটি মতবাদের সংক্ষেপ উল্লেখ করিয়া অতঃপর শেষ দুইটি পংক্তিতে এই মতত্রয় সংক্ষেপে নিরসন করিতেছেন — উপরি-উক্ত মতত্রয় শ্রুতি-প্রমাণ বিরুদ্ধ এবং শ্রুতি-অনুকূল তর্ক-বিরুদ্ধ বা ন্যায়-বিরুদ্ধ। এইরূপ মতবাদ তমোরূপী অজ্ঞানের দ্বারা যথার্থ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া জগৎকে বিস্তৃতভাবে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। এইরূপ তমো বা অজ্ঞানকে যিনি বিদূরিত করিয়াছেন (অস্মদ্ গুরুবর) সেই যামুনমুনিরই সবিশেষ বিজয় হউক ॥২॥

১। অশেষজগদ্ধিতানুশাসনশ্রুতিনিকরশিরসি সমধিগতোঽয়মর্থঃ। জীবপরযাথাত্ম্যজ্ঞানপূর্বকবর্ণাশ্রমধর্মেতিকর্তব্যতাকপরমপুরুষচরণযুগলধ্যানার্চনপ্রণামাদিঃ অত্যর্থপ্রিয়ঃ তৎপ্রাপ্তিফলঃ।

অস্য জীবাত্মনোঽনাদ্যবিদ্যাসঞ্চিতপুণ্যপাপরূপকর্মপ্রবাহহেতুকব্রহ্মাদিসুর-নর-তির্যক্-স্থাবরাত্মক-চতুর্বিধদেহপ্রবেশকৃত - তত্তদাত্মাভিমানজনিতাবর্জনীয়ভবভয়বিধ্বংসনায়, দেহাতিরিক্তাত্মস্বরূপ-তৎস্বভাব-

---

রামানুজ কর্তৃক স্বপক্ষের সংক্ষেপ উল্লেখ—

বেদের শিরোভাগ বা বেদান্ত সমগ্র জগতের হিতকল্পে (উপায় এবং উপেয় বিষয়ে) নিম্নলিখিত সত্য বিজ্ঞাপন করিয়াছেন—নিজ হিতের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি প্রথমে জীবের বিষয়ে এবং পরমাত্মার বিষয়ে যথার্থ (প্রকৃত) জ্ঞান লাভ করিয়া, নিজ নিজ বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করতঃ পরম পুরুষের চরণযুগলে ধ্যান অর্চনা প্রভৃতি (কায়িক বাচিক ও মানসিক) অনুষ্ঠান অত্যন্ত প্রীতিপূর্বক করিতে থাকিবে। এই উপাসনা বা অনুষ্ঠানই পরম পুরুষ লাভের উপায়। (মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোকে সংক্ষিপ্ত উল্লিখিত উপায়-স্বরূপটি এখন বিবৃত হইল। এই গ্রন্থের নির্দেশ যে উপায়-প্রধান তাহা 'অয়মর্থঃ' শব্দে কথিত হইতেছে।)

ঈশ্বর প্রাপ্তিরূপ ফলের উপায়

এই জীবাত্মা অনাদি অবিদ্যা বা অজ্ঞতার জন্য সঞ্চিত পুণ্য-পাপরূপ কর্মপ্রবাহে মগ্ন থাকে। এই কর্মপ্রবাহের জন্য জীব, সুর (ব্রহ্মাদি দেবতা), নর, পশু, পক্ষী ও স্থাবর (বৃক্ষাদি)—এই চতুর্বিধ দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই দেহ-সংসর্গজনিত তত্তৎ দেহকেই আত্মরূপে জ্ঞান করিয়া দেহাত্মাভিমানী হইয়া পড়ে। (তাহার ফলে নানাভাবে সংসারাসক্তিতে জড়াইয়া পড়ে।) সমগ্র বেদান্ত বাক্যই এই অবর্জনীয় সংসারাসক্তিরূপ ভবভয় বিনাশের জন্যই কথিত হইয়াছে। এই সকল বেদান্ত বাক্য জ্ঞাপন করিতেছেন — ১। দেহাতিরিক্ত আত্মস্বরূপ

উপাসনার অনুপায়ত্ব-নিরসন—প্রমাণবাক্য

তদন্তর্যামিপরমাত্মস্বরূপ-তৎস্বভাব-তদুপাসন-তৎফলভূতাত্মস্বরূপাবির্ভাবপূর্বকানবধিকাতিশয়ানন্দব্রহ্মানুভবজ্ঞাপনে প্রবৃত্তং হি বেদান্তবাক্যজাতম্—"তত্ত্বমসি", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", "য আত্মনি তিষ্ঠান্নাত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি স ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ", "এষ সর্বভূতান্তরাত্মাঽপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ", "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন", "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্", "তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি। নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে" ইত্যাদিকম্।

(জীবাত্মস্বরূপ) ২। এই জীবাত্মার স্বভাব, ৩। জীবাত্মার অন্তর্যামী পরমাত্মার স্বরূপ এবং স্বভাব (চিদচিৎ বস্তুর নিয়ামকত্ব প্রভৃতি গুণগণ), ৪। তাঁহার উপাসনা, ৫। এই উপাসনার ফলে যথার্থ আত্মস্বরূপের আবির্ভাব, ৬। এই আত্মস্বরূপের আবির্ভাবের ফলে অনবধিক অতিশয় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের অনুভব। উক্ত বিষয়ের সমর্থনে বেদান্ত বাক্যাবলী উদ্ধৃত হইতেছে — ১। (ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা…) 'তত্ত্বমসি' (ছাঃ ৬।৮) ২। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (বৃহঃ ৬।৪-৫), ৩। 'য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ' (বৃহঃ মাধ্যঃ ৫।৭), ৪। এষঃ সর্বভূতান্তরাত্মাঽপহতপাপ্মা দিব্যদেব একো নারায়ণঃ (সুঃ উঃ ৭), ৫। তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন (বৃহঃ ৬।৪।২২) ৬। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্ — (তৈঃ আঃ ২।১), (৭) তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে (পুঃ সুঃ ৭) ইত্যাদি। অর্থাৎ — ১। (হে শ্বেতকেতু!) তুমিই তিনি, ২। এই আত্মা হইতেছে ব্রহ্ম, ৩। যিনি আত্মাতে[১] থাকিয়া আত্মার মধ্যে অবস্থান করেন, আত্মা যাঁহাকে জানে না, আত্মা যাঁহার শরীর, যিনি অন্তরে থাকিয়া এই আত্মাকে নিয়মন করেন, তিনিই তোমার আত্মা[২] অন্তর্যামী অমৃত (মৃত্যুরহিত), ৪। তিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা পাপবিহীন দিব্য দেব অদ্বিতীয় নারায়ণ, ৫। বেদ অধ্যয়ন দ্বারা এবং যজ্ঞ দান তপস্যা এবং উপবাসের দ্বারা ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, ৬। ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন, ৭। তাঁহাকে যে এইভাবে জানে সে অমৃতত্ব লাভ করে, এই গতি লাভের অন্য কোন পন্থা আর নাই ॥১॥

১—আত্মা—জীবাত্মা। ২—আত্মা—পরমাত্মা।

২। জীবাত্মস্বরূপং দেবমনুষ্যাদিপ্রকৃতিপরিণামবিশেষরূপনানাবিধভেদরহিতং জ্ঞানানন্দৈকগুণম্। তস্যৈতস্য কর্মকৃতদেবাদিভেদে বিধ্বস্তে স্বরূপভেদো বাচামগোচরঃ স্বসংবেদ্যঃ "জ্ঞানস্বরূপম্" ইত্যেতাবদেব নির্দেশ্যম্। তচ্চ সর্বেষামাত্মনাং সমানম্।

এবংবিধচিদচিদাত্মকপ্রপঞ্চস্য উদ্ভবস্থিতিপ্রলয়সংসারনিবর্ত্তনৈকহেতুভূতঃ, সমস্তহেয়প্রত্যনীকতয়া অনন্তকল্যাণৈকতানতয়া চ স্বেতরসমস্তবস্তুবিলক্ষণস্বরূপঃ, অনবধিকাতিশয়-অসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণঃ, সর্বাত্ম-পরব্রহ্ম-পরজ্যোতি -পরতত্ত্ব-পরমাত্ম - সদাদিশব্দভেদৈর্নিখিলবেদান্তবেদ্যো ভগবান্নারায়ণঃ পুরুষোত্তম ইত্যন্তর্যামিস্বরূপম্। তস্য চ বৈভবপ্রতিপাদনপরাঃ শ্রুতয়ঃ স্বেতরসমস্তচিদচিদ্বস্তুজাতান্তরাত্ম-

---

জীবাত্ম-স্বরূপ নিরূপণ

২। জীবাত্মার স্বরূপ হইতেছে—দেব মনুষ্যাদি দেহরূপী প্রকৃতির (পাঞ্চভৌতিক) পরিণাম বিশেষজনিত নানাবিধ ভেদ রহিত কেবল জ্ঞান ও আনন্দ গুণবিশিষ্ট। যখন নিজ নিজ কর্মজনিত প্রাপ্ত বিভিন্ন দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হয় তখন এই জীবাত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই স্বরূপ, বাক্যের গোচর নহে কিন্তু স্বয়ং-প্রকাশ। ইহা 'জ্ঞান-স্বরূপ'। সমস্ত জীবাত্মারই এই 'জ্ঞান-স্বরূপতা' সমান।

অন্তর্যামি-স্বরূপ-নিরূপণ

উক্তপ্রকার চিৎ ও অচিৎবিশিষ্ট (জড়বস্তু ও চেতন আত্মা বিশিষ্ট) জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণভূত এবং জীবের সংসার-বিমুক্তির হেতুভূত যিনি তিনিই পরমাত্মা। তিনি যাবৎ হেয় বস্তু বা হেয় গুণের বিপরীত কেবল অনন্ত কল্যাণস্বরূপ বলিয়া ইতর সমস্ত বস্তু হইতে বিলক্ষণ। তিনি অসীম অনন্ত অসংখ্য কল্যাণগুণগণপূর্ণ, তিনি নিখিল বেদান্তে সর্বাত্ম (চিদচিৎ সর্ববস্তুর আত্মারূপী), পরব্রহ্ম, পরজ্যোতি, পরতত্ত্ব, পরমাত্মা এবং 'সৎ' শব্দ নিচয়ের দ্বারা বেদ্য। তিনিই ভগবান নারায়ণ পুরুষোত্তম—এই প্রকারে অন্তর্যামি-স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে।

সমস্ত শ্রুতিই এই অন্তর্যামী পরমাত্মার বৈভব প্রতিপাদন করিতেছেন। তিনি ইতর সমস্ত চিদচিৎ বস্তুর অন্তরাত্মারূপে তাহাদিগকে নিয়মন বা

তয়া নিখিলনিয়মনং, তচ্ছক্তি-তদংশ-তদ্বিভূতি-তদ্রূপ-তচ্ছরীর-তত্তনু-প্রভৃতিভিঃ শব্দৈঃ, তৎসামানাধিকরণ্যেন চ প্রতিপাদয়ন্তি।

৩। তস্য বৈভবপ্রতিপাদনপরাণামেষাং সামানাধিকরণ্যাদীনাং বিবরণে প্রবৃত্তাঃ কেচন "নির্বিশেষজ্ঞানমাত্রমেব ব্রহ্ম ; তচ্চ নিত্যমুক্ত-স্বপ্রকাশমপি তত্ত্বমস্যাদিসামানাধিকরণ্যাবগতজীবৈক্যম্ ; ব্রহ্মৈব অজ্ঞং, বধ্যতে, মুচ্যতে চ ; নির্বিশেষচিন্মাত্রাতিরেকীশেশিতব্যাদ্যনন্তবিকল্প-স্বরূপং কৃৎস্নং জগৎ মিথ্যা ; কশ্চিদ্বদ্ধঃ, কশ্চিন্মুক্ত ইতীয়ং ব্যবস্থা ন বিদ্যতে ; ইতঃ পূর্বং কেচন মুক্তা ইত্যয়মর্থো মিথ্যা ; একমেব

শাসন করিতেছেন। ব্রহ্মাত্মক বলিয়া এই সকল চিদচিৎ বস্তুকে তাঁহার শক্তি তাঁহার অংশ, তাঁহার বিভূতি, তাঁহার রূপ, তাঁহার শরীর, তাঁহার তনু প্রভৃতি শব্দে, সামানাধিকরণ্যবৃত্তির১ দ্বারা, এই পরাত্মার সহিত ঐক্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। (উপরি-উক্ত বাক্যে মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোকের অর্থ ঈষৎ বিবৃত হইল)॥২॥

শাঙ্কর মতের সংক্ষেপ—

৩। (অতঃপর মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকের পূর্বার্দ্ধে কথিত তিনটি অপর পক্ষের কথন বিবৃতিমুখে, প্রথমে শাঙ্কর মতের ঈষৎ বিবরণ করিতেছেন—)

সমস্ত চিদচিৎবস্তু হইতে বিলক্ষণরূপে প্রতিপাদিত ব্রহ্মের বৈভব প্রতিপাদন-পর উপরি-উদ্ধৃত শ্রুতিসমূহের, সামানাধিকরণ্যবশতঃ, ঐক্যের বিবরণে প্রবৃত্ত কেহ কেহ বলিয়া থাকেন — "ব্রহ্ম কেবল নির্বিশেষ জ্ঞানমাত্র, ইহা নিত্য মুক্ত স্বপ্রকাশ স্বভাব, তথাপি 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি শ্রুতিতে, স্বরূপগত সামানাধিকরণ্যবশতঃ, জীবের সহিত এই ব্রহ্মের ঐক্য অবগত হওয়া যায়। (জীবরূপী) এই ব্রহ্ম অজ্ঞ, তিনিই বদ্ধ-অবস্থাপন্ন হয়েন, আবার এই বদ্ধাবস্থা হইতে পরে মুক্ত হয়েন। নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম হইতে নিয়াম্যত্ব ইত্যাদি অনন্ত বিভিন্ন স্বরূপবিশিষ্ট অনন্ত প্রকারে অভিব্যক্ত চিদচিৎবিশিষ্ট এই সমগ্র জগৎ মিথ্যা ; কোন জীব বদ্ধ, কোন জীব মুক্ত (শুকদেবাদির ন্যায়) এইরূপ কোন ব্যবস্থা নাই ; কোন জীব ইতিপূর্বে মুক্ত হইয়াছে ইহা মিথ্যা ; (অদ্বৈত

১—সামানাধিকরণ্য বৃত্তিঃ — ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানাং একস্মিন্ অর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যং। এ স্থলে শরীরাত্ম-ভাবের জন্য বস্তুদ্বয়ের সামানাধিকরণ্যবশতঃ একত্ব প্রতিপাদন।

শরীরং জীববৎ, নির্জীবানীতরাণি শরীরাণি ; তচ্চ শরীরং কিমিতি ন ব্যবস্থিতম্ ; আচার্যো জ্ঞানস্যোপদেষ্টা মিথ্যা, প্রমাতা মিথ্যা, শাস্ত্রং চ মিথ্যা, শাস্ত্রজন্যজ্ঞানং চ মিথ্যা ; এতৎসর্বং মিথ্যাভূতেনৈব শাস্ত্রেণাবগতম্” ইতি বর্ণয়ন্তি।

৪। অপরে তু “অপহতপাপ্মত্বাদিসমস্তকল্যাণগুণোপেতমপি ব্রহ্ম, তেনৈব ঐক্যাববোধেন, কেনচিদুপাধিবিশেষেণ সম্বদ্ধং, বধ্যতে মুচ্যতে চ, নানাবিধমলরূপপরিণামাস্পদং চ” ইতি ব্যবস্থিতাঃ।

৫। অন্যে পুনঃ, ঐক্যাববোধযাথাত্ম্যং বর্ণয়ন্তঃ “স্বাভাবিক-নিরতিশয়াপরিমিতোদারগুণসাগরং ব্রহ্মৈব সুর-নর-তির্যক্-স্থাবর-

---

মতে আত্মা একটি বলিয়া এবং সর্ব জীবে ঐক্য আছে বলিয়া) একটি মাত্র সজীব শরীর আছে অন্য শরীর সমূহ নির্জীব, এই সজীব শরীর কোনটি তাহা নিশ্চয় করা কঠিন ; জ্ঞানোপদেষ্টা আচার্য মিথ্যা, প্রমাতা মিথ্যা, শাস্ত্রও মিথ্যা, শাস্ত্রজন্য জ্ঞানও মিথ্যা, এই সমস্ত উক্ত বিষয় মিথ্যাভূত শাস্ত্র হইতে জানা যায়”॥৩॥

ভাস্কর মতের সংক্ষেপ—

(দ্বিতীয় শ্লোকের পূর্বার্দ্ধে লিখিত তিনটি পরপক্ষের মধ্যে দ্বিতীয়টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ—)

৪। আবার, অন্য[১] এক পক্ষ বলিয়া থাকেন—“ব্রহ্ম স্বভাবত পাপাদি দোষ বিবর্জিত এবং সমস্ত কল্যাণ গুণ সমন্বিত। তথাপি কোন উপাধি সম্বন্ধ হেতু এই ব্রহ্মের (দেব মনুষ্যাদি জীবরূপে) সংসার বন্ধন এবং সংসার বিমুক্তি হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মই আবার নানাবিধ দোষযুক্ত অচিৎ বস্তুরূপে পরিণত হইয়া থাকেন”। (এই মতবাদটি, এই ভাবে ব্রহ্ম, চিদ-বস্তু জীবাত্মা এবং অচিৎ বা জড়বস্তুর ঐক্যের ব্যবস্থা করিয়া অভেদ শ্রুতিগত ঐক্যের সমাধান করিয়াছেন)॥৪॥

সংক্ষেপে যাদবপ্রকাশ মতবাদ—

৫। পুনরায়, উপরি-উক্ত (শ্রুতিগত) ঐক্য প্রতিপাদনে অন্য একটি মতবাদ বলিয়া থাকেন—ব্রহ্ম স্বভাবতই সগুণ নিরতিশয় অপরিমিত উদার গুণের সাগর। এই ব্রহ্মই আবার সুর-নর-তির্যক্-স্থাবর জীবরূপে নরক, স্বর্গ এবং

১—ভাস্কর মতবাদ ; অন্য একটি মতবাদ—যাদবপ্রকাশ মতবাদ।

নারকি-স্বর্গ্যপবর্গি-চেতনৈকস্বভাবং, স্বভাবতো বিলক্ষণং চাবিলক্ষণং চ বিয়দাদিনানাবিধপরিণামাস্পদং চ” ইতি প্রত্যবতিষ্ঠন্তে।

৬। তত্র প্রথমপক্ষে শ্রুত্যর্থপর্যালোচনপরাঃ দুষ্পরিহরান্ দোষান্ উদাহরন্তি। তথা হি — প্রকৃতপরামর্শিতচ্ছব্দাবগতস্য ব্রহ্মণঃ স্বসংকল্পকৃতজগদুদয়বিভববিলয়াদয়ঃ “তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়” ইত্যারভ্য “সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ” ইত্যাদিভিঃ পদৈঃ প্রতিপাদিতা, তৎসম্বন্ধিতয়া প্রকরণান্তরনির্দিষ্টাঃ সর্বজ্ঞতা-সর্বশক্তিত্ব-সর্বেশ্বরত্ব-সর্বপ্রকারত্ব-সমাভ্যধিকনিবৃত্তি-সত্য-

---

মুক্তির পাত্র হইয়া থাকেন। এইভাবে, ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্নও বটেন এবং অভিন্নও বটেন। তিনিই আবার আকাশ আদি অচিৎ১ বস্তুরূপে পরিণত হইয়া থাকেন। এই ভাবে ব্রহ্ম চিদ্‌গত এবং অচিদ্‌গত নানারূপ অশুভের আস্পদ হইয়া থাকেন ॥৫॥

শাঙ্কর (অদ্বৈত) মতবাদের বিস্তৃত সমালোচনা—

(ক) (শ্রুতি আদি) শাস্ত্রমুখে

(খ) যুক্তি বা তর্কমুখে

স্বপক্ষে—বেদান্তগত ‘সদ্বিদ্যায়’ ব্রহ্মের সগুণত্ব উপপাদন

৬। বিশেষভাবে শ্রুতির অর্থ পর্যালোচন করিলে ব্রহ্মের নির্গুণত্ববাদে এমন কতকগুলি দোষ দেখা যায় যাহা পরিহার করা যায় না। ‘তত্ত্বমসি’ এই শ্রুতিতে যে ‘তৎ’২ শব্দটি ব্রহ্মের বাচক, তারই প্রসঙ্গ প্রথমে উত্থাপন করা যাউক। “ইহা ইচ্ছা করিলেন আমি বহু হইব বহুরূপে জন্মগ্রহণ করিব” (ছাঃ উঃ ৩।২)—এই হইতে আরম্ভ করিয়া, ‘এই সকল জীবের মূল হইতেছে ‘সৎ বস্তু’২, তাহাদের নিবাস হইতেছে ‘সৎবস্তু’তে এবং প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি হইতেছে ‘সৎবস্তু’তে —এই অবধি শ্রুতি এবং এই প্রকার অন্যান্য শ্রুতি প্রতিপাদন করিতেছেন যে ব্রহ্ম হইতেছেন সমগ্র জগতের নিজ সঙ্কল্পকৃত সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কর্ত্তা। উক্ত কারণবস্তু ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় প্রকরণগত অন্যান্য শ্রুতিতেও ব্রহ্মের সর্বজ্ঞতা সর্বশক্তিত্ব সর্বেশ্বরত্ব, সর্ববস্তুর আত্মত্ব প্রকারিত্ব (অর্থাৎ তিনি ভিন্ন সর্ববস্তুই তাঁর

১—ভাস্কর মতবাদ এবং যাদবপ্রকাশ মতবাদ উভয়েই জগৎ-প্রপঞ্চকে পারমার্থিক বস্তু বলিয়া থাকেন।

২—‘তৎ’ শব্দ, ‘সৎ’ শব্দ—উভয়েই ব্রহ্মবাচী।

কামত্ব-সত্যসংকল্পত্ব-সর্বাবভাসকত্বাদ্যনবধিকাতিশয়-অসংখ্যেয়কল্যাণ-গুণগণাঃ, "অপহতপাপ্‌মা" ইত্যাদ্যনেকবাক্যাবগতনিরস্তনিখিল-দোষতা চ সর্বে তস্মিন্ পক্ষে বিহন্যন্তে।

৭। অথ স্যাৎ — উপক্রমেঽপি একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানমুখেন কারণস্যৈব সত্যতাং প্রতিজ্ঞায়, তস্য কারণভূতস্যৈব সত্যতাং, বিকারভূতস্য চ অসত্যতাং মৃদ্দৃষ্টান্তেন দর্শয়িত্বা, সত্যভূতস্যৈব ব্রহ্মণঃ "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইতি সজাতীয়-বিজাতীয়-নিখিলভেদনিরসনেন নির্বিশেষতৈব প্রতিপাদিতা। এতচ্ছোধকানি প্রকরণান্তরবাক্যান্যপি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "নিষ্কলং" "নিষ্ক্রিয়ং" "নির্গুণং" "নিরঞ্জনং" "বিজ্ঞানম্" "আনন্দম্"

প্রকার বা শরীররূপী), সমাধিক রাহিত্য, সত্যকামত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব, সর্বপ্রকাশকত্ব প্রভৃতি অনবধিক অতিশয় অসঙ্খ্যেয় কল্যাণগুণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহু শ্রুতিতে এই ব্রহ্মের অপহতপাপ্‌মা বা দোষশূন্যতা প্রভৃতিরও উল্লেখ দেখা যায়। ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিতে তো এই সকল শ্রুতি নিরর্থক হইয়া পড়ে ॥৬॥

৭। পূর্বপক্ষ কর্তৃক শ্রুতিমুখে ব্রহ্মের নির্গুণত্ব বিষয় কথিত হইতেছে— শ্রুতিতে উপরি-উক্ত 'সদ্বিদ্যার' উপক্রমেই, এক বিজ্ঞান জ্ঞাত হইলে সর্ববিজ্ঞান জ্ঞাত হওয়া যায় — এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। তদনন্তর বলা হইয়াছে যে কারণবস্তুই সত্য এবং সেই কারণ বস্তুর হইতে পরিণত বস্তু হইতেছে অসত্য। সেই স্থলেই মৃত্তিকার দৃষ্টান্তমুখে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে (ছাঃ ৬।১।৪), তার পরেই এই প্রকরণে (ছাঃ ৬।২।১) প্রতিপাদিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম হইতেছেন সত্যস্বরূপ এবং সজাতীয় বা বিজাতীয় কোনরূপ ভেদরহিত -'সদেব সোম্য ইদং অগ্র আসীদ্ একমেবাদ্বিতীয়ম্।' অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে এই ব্রহ্ম সৎ-স্বরূপই এবং একাই ছিলেন, অপর কেহ বা কিছু আর ছিল না। এতদ্দ্বারা ব্রহ্মকে সত্য এবং ভেদরহিত রূপে নির্দেশ দিয়া উক্ত শ্রুতি তাহার নির্বিশেষত্বও প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রুতিতে অন্যান্য প্রকরণগত ব্রহ্মবিষয়ে শোধক বাক্যসমূহও নির্দেশ করিতেছেন যে তিনি সর্ব বিশেষরহিত গুণরহিত এক-আকার বস্তু। যথা শ্রুতি—'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' (তৈঃ আঃ ১) অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত স্বরূপ, তিনি 'নিষ্কলং' কলাশূন্য, 'নিষ্ক্রিয়ং' 'নির্গুণ', 'বিজ্ঞানং, 'আনন্দং'

শাঙ্কর পক্ষে ব্রহ্মের নির্গুণপরত্ব কথন

ইত্যাদীনি সর্ববিশেষপ্রত্যনীকৈকাকারতাং বোধয়ন্তি। ন চ একাকার-বোধনেঽপি পদানাং পর্যায়তা একত্বেঽপি বস্তুনঃ সর্বপ্রত্যনীকাকারত্বোপস্থাপনেন সর্বপদানামর্থবত্ত্বাৎ ইতি।

৮। নৈতদেবং, একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানং, সর্বস্য মিথ্যাত্বে সর্বস্য জ্ঞাতব্যস্যাভাবাৎ, ন সেৎস্যতি; সত্যমিথ্যাত্বয়োঃ একতাপ্রসক্তির্বা; অপি তু একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা সর্বস্য তদাত্মকত্বেনৈব সত্যত্বে সিধ্যতি।

অয়মর্থঃ শ্বেতকেতুং প্রত্যাহ "স্তব্ধোঽসি, উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ......" ইতি; পরিপূর্ণ ইব লক্ষ্যসে, তানাচার্যান্ প্রতি তমপ্যা-

---

ইত্যাদি বচন। উপরি-উক্ত শ্রুতি-বচনসমূহ একত্ববোধক হইলেও তাহারা পর্যায়বাচক নহে অর্থাৎ একই অর্থবাচক শব্দের পুনরাবৃত্তি নহে, কিন্তু তাহারা বিভিন্ন পার্থক্যবোধক শব্দের বিরোধীবোধক অর্থে ঐক্যবোধক। সুতরাং প্রত্যেক শব্দের একটি করিয়া পৃথক্ তাৎপর্য আছে ॥৭॥

অদ্বৈতবাদ ও নিগু´ণবাদ খণ্ডনে ও স্ব-সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনে পূর্বপক্ষের সহিত রামানুজের বাদাবাদ—

স্ব-সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনে রামানুজের উত্তর—(হে নির্বিশেষবাদিন্) আপনাদের ব্যাখ্যা মানিয়া লওয়া যায় না। অর্থাৎ, আপনাদের ব্যাখ্যায় কারণ-বস্তুই সত্য, তাহা হইতে উৎপন্ন কার্যবস্তু সত্য নহে এই অর্থে, 'এক বস্তুর বিজ্ঞানে সর্ব বস্তুর জ্ঞান হইয়া যায়' শ্রুতির এই প্রতিজ্ঞা-বাক্য সম্ভবপর হয় না। কারণ, জ্ঞাতব্য যত উৎপন্ন বস্তু মিথ্যা বলিলে তো তাহাদের অস্তিত্বই থাকে না। পক্ষান্তরে, সমস্ত উৎপন্ন বস্তু বা কার্য-বস্তুই যদি সত্য হয় এবং সমস্ত কার্য-বস্তুতেই যদি কারণ-বস্তুর সত্তা নিহিত থাকে অর্থাৎ কার্য-বস্তু যদি কারণাত্মক থাকে তবেই এক বস্তুর জ্ঞানে সমস্ত বস্তুর জ্ঞান সম্ভব হয়।

এই প্রসঙ্গটি পূর্বাপর বিচার করিলে এই শ্রুতিগত উক্ত প্রতিজ্ঞা বাক্যের (ছাঃ ৬।১।৩) প্রকৃত অর্থটি বুঝা যাইবে। (এই প্রসঙ্গের উপক্রমেই উদ্দালক, পুত্র) শ্বেতকেতুকে প্রশ্ন করিতেছেন—তোমাকে দেখিয়া মনে হইতেছে যে (গুরুর নিকট হইতে) সর্ব জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়া তুমি প্রত্যাবর্তন করিয়াছ।

দেশং পৃষ্টবানসি ইতি। আদিশ্যতে অনেনেত্যাদেশঃ। আদেশঃ প্রশাসনম্; "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইত্যাদিভিরৈকার্থ্যাৎ। তথা চ মানবং বচঃ "প্রশাসিতারং সর্বেষাম্" ইত্যাদি। অত্রাপি 'একমেব' ইতি জগদুপাদানতাং প্রতিপাদ্য, 'অদ্বিতীয়'পদেন অধিষ্ঠাত্রন্তরনিবারণাৎ অস্যৈব অধিষ্ঠাতৃত্বমপি প্রতিপাদ্যতে। অতঃ তং প্রশাসিতারং জগদুপাদানভূতমপি পৃষ্টবানসি? যেন শ্রুতেন মতেন বিজ্ঞাতেন, অশ্রুতমমতমবিজ্ঞাতং, শ্রুতং মতং বিজ্ঞাতং ভবতি ইত্যুক্তং স্যাৎ।

৯। নিখিলজগদুদয়বিভববিলয়াদিকারণভূতং সর্বজ্ঞত্ব-সত্য-

তুমি কি তাঁহার নিকটে উপরি-উক্ত প্রতিজ্ঞা বাক্যটির বিষয়ে আদেশ(১) (ছাঃ ৬।১।৩) —প্রশ্ন করিয়াছিলে? যাঁহার আদেশে বা অনুশাসনে এই প্রতিজ্ঞা বাক্য তাঁহার বিষয় কি তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? শ্রুতিতে অন্য প্রকরণেও এইরূপ একার্থবোধক অনুশাসন-কর্তার উল্লেখ দেখা যায়। যথা—'হে গার্গি! এই অক্ষর(২) বস্তুর শাসনেই ধৃত হইয়া সূর্য ও চন্দ্র পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতেছে'—(বৃহঃ ৫।৮।৯); মনুও বলিতেছেন (মনুস্মৃতি ১২।১২২)—'সর্ব বস্তুর প্রকৃষ্ট শাসনকর্ত্তাকে'। (শাসক বিষয়ে) এই প্রকার অন্যান্য বাক্যও শাস্ত্রে দেখা যায়। আলোচ্যমান প্রসঙ্গেও 'সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্' বাক্য (ছাঃ ৬।২।১), 'একমেব' পদে ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ রূপে প্রতিপাদন করিয়া, 'অদ্বিতীয়' পদে (জগৎ সৃষ্টিতে) অন্য কোন কারণের অস্তিত্ব নিবারণ করিয়াছেন। অতএব এই প্রসঙ্গে (ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উপরি-উক্ত দুইটি বাক্যের একত্র) আশয় হইতেছে—যিনি অনুশাসক এবং যিনি জগতের উপাদান কারণ তাঁহার বিষয় কি তুমি তোমার আচার্যগণকে প্রশ্ন করিয়াছিলে? অর্থাৎ যাঁহার বিষয় শুনিলে, যাহার বিষয় চিন্তা করিলে এবং যাহাকে জানিলে অশ্রুত অচিন্তিত এবং অবিজ্ঞাত বিষয়ও শ্রুত চিন্তিত এবং বিজ্ঞাত হইয়া যায়, সে বিষয়ে কি প্রশ্ন করিয়াছিলে? ৮॥

অর্থাৎ যিনি নিখিল জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় আদির কারণভূত, যিনি

১—আদেশ—এই অনুশাসন-বাক্য, প্রতিজ্ঞাবাক্য।

২—অক্ষর বস্তু—ক্ষয়হীনবস্তু—ব্রহ্ম।

কামত্ব-সত্যসংকল্পত্বাদ্যপরিমিতোদারগুণসাগরং কিং ব্রহ্ম ত্বয়া শ্রুতম্ ইতি হার্দো ভাবঃ। তস্য নিখিলকারণতয়া কারণমেব নানাসংস্থান-বিশেষসংস্থিতং কার্যমিত্যুচ্যত ইতি কারণভূতসূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুশরীরক-ব্রহ্মবিজ্ঞানেন কার্যভূতমখিলং জগৎ বিজ্ঞাতং ভবতীতি হৃদি নিধায় "যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতম্, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" স্যাৎ ইতি পুত্রং প্রতি পৃষ্টবান্ পিতা। তদেতৎ সকলস্য বস্তুজাতস্য এককারণত্বং পিতৃহৃদি নিহিতমজানন্ পুত্রঃ পরস্পরবিলক্ষণেষু বস্তুষু অন্যস্য জ্ঞানেন তদন্যজ্ঞানস্যাঘটমানতাং বুধ্বা পরিচোদয়তি "কথন্নু ভগবঃ স আদেশ" ইতি। পরিচোদিতঃ পুনঃ তদেব হৃদি নিহিতং জ্ঞানানন্দামলত্বৈকস্বরূপং, অপরিচ্ছেদ্যমাহাত্ম্যং, সত্যসংকল্পত্বমিশ্রে-

---

সর্বজ্ঞত্ব সত্যকামত্ব সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি উদার গুণগণের সাগর সেই ব্রহ্ম বিষয়ে কি তুমি আচার্যগণের নিকটে শ্রবণ করিয়াছ?—এই অন্তর্নিহিত ভাব লইয়াই পিতা, পুত্র শ্বেতকেতুকে উক্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

উক্ত ব্রহ্ম নিখিল জগতের কারণ বলিয়া সেই কারণ-বস্তুই কার্যরূপী হইয়া নানা সংস্থানবিশেষে সংস্থিত থাকেন। এই জন্য কারণরূপী সূক্ষ্ম চিৎ ও অচিৎ শরীরক (শরীরবিশিষ্ট) ব্রহ্মের বিজ্ঞানের দ্বারা কার্যরূপী অখিল জগৎও যে বিজ্ঞাত হওয়া যায়, এই ভাব হৃদয়ে রাখিয়া পিতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন — 'যাহার দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়, অচিন্তিতও চিন্তিত হয় এবং অবিজ্ঞাতও বিজ্ঞাত হয়' (ছাঃ ৬।১।৩), সে বিষয় কি তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? এই প্রশ্ন শুনিয়া পিতার মনের আশয় বুঝিতে না পারিয়া, সমস্ত বস্তুজাতের একটি মাত্র কারণ কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে ভাবিয়া এবং পরস্পর পৃথক্ বস্তুর মধ্যে একটি বিজ্ঞাত হইলে অন্য বস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর নহে তাহা ভাবিয়া (পুত্র শ্বেতকেতু) পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'ভগবন্ এরূপ নিয়ম কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?'—(ছাঃ ৬।১।৩)। পুত্র কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া পিতা, তাঁহার হৃদয়ে নিহিত ভাবটি বিশ্লেষণ পূর্বক প্রকাশ করিতে লাগিলেন—পরম ব্রহ্ম যিনি কেবল জ্ঞান আনন্দ এবং অমলত্ব স্বরূপ, যাঁহার মহত্ত্ব অপরিচ্ছেদ্য, যিনি সত্যসঙ্কল্প আদি

রনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণৈর্জুষ্টম্, অবিকারস্বরূপং পরং ব্রহ্মৈব, নামরূপাবিভাগানর্হসূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুশরীরং স্বলীলায়ৈ স্বসঙ্কল্পেন, অনন্তবিচিত্রস্থিরত্রসরূপজগৎসংস্থানং স্বাংশেনাবস্থিতমিতি, তজ্জ্ঞানেন অন্যস্য নিখিলস্য জ্ঞাততাং ব্রুবন্, লোকদৃষ্টং কার্যকারণয়োরনন্যত্বং দর্শয়িতুং দৃষ্টান্তমাহ "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইতি। একমেব মৃদ্দ্রব্যং, স্বৈকদেশেন, নানাব্যবহারাস্পদত্বায়, ঘটশরাবাদিনানাসংস্থানাঽবস্থারূপবিকারাপন্ননানানামধেয়মপি, মৃত্তিকাসংস্থানবিশেষত্বাৎ মৃদ্দ্রব্যমেবেত্থমবস্থিতং, ন বস্ত্বন্তরম্ ইতি ; যথা মৃৎপিণ্ডবিজ্ঞানেন তৎসংস্থাবিশেষঘটশরাবাদিরূপং সর্বং বিজ্ঞাতমেব ভবতীত্যর্থঃ।

ততঃ কৃৎস্নস্য জগতো ব্রহ্মৈককারণতামজানন্ পুত্রঃ পৃচ্ছতি

অনবধিক অতিশয় অসংখ্যেয় গুণগণবিশিষ্ট এবং যিনি অবিকার স্বরূপ সেই পরমব্রহ্মই নাম ও রূপে বিভাগের অনুপযুক্ত সূক্ষ্ম শরীরবিশিষ্ট। তিনি নিজ লীলাহেতু নিজ সঙ্কল্পমাত্রেই তাঁহার একাংশে অনন্ত বিচিত্র স্থূল চরাচর জগৎরূপে অবস্থিত হইলেন। (কারণরূপী) ব্রহ্ম বিষয়ে এই প্রকার জ্ঞান হইলে, (কার্যরূপী) অন্য সমস্ত বস্তুরই জ্ঞান সম্ভব হয়—এই বলিয়া কার্য ও কারণের অনন্যত্ব প্রদর্শনে তিনি লৌকিক দৃষ্টান্তের কথা বলিতেছেন, 'হে সোম্য! যেরূপ একটি মৃৎপিণ্ডকে জানিলে সেই মৃৎপিণ্ডজাত সমস্ত বস্তুকেই জানা যায়, বাক্যের দ্বারা এই মৃত্তিকাজাত দ্রব্যের নামের পার্থক্য, (ইহাদের মধ্যে) মৃত্তিকাই সত্য' (ছাঃ ৬।১।৪)। 'বাক্যের দ্বারা পার্থক্য'—বাক্যের অর্থ হইতেছে—একই বস্তু মৃত্তিকা হইতে ইহার বিভিন্ন অংশকে ঘট জালা ইত্যাদি বিভিন্ন আকারে পরিণত করিয়া, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের উপযোগী করিয়া বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। মৃত্তিকা দ্রব্যই এই সকলের উপাদান, মৃত্তিকা ভিন্ন ইহাদের মধ্যে আর অন্য কোন বস্তু নাই, ইহারা মৃত্তিকা ভিন্ন অপর কোন বস্তুই নহে। এই মৃত্তিকাপিণ্ডের জ্ঞান হইলেই তখন মৃত্তিকাজাত ঘট জালা প্রভৃতি বিষয়েও সব জানা যাইবে।

তখন, (ব্রহ্ম হইতে বিজাতীয়) সমগ্র জগতেরই যে ব্রহ্মই একমাত্র কারণ তাহা না জানিয়া পুত্র বলিতেছেন—ভগবন্, এ বিষয়ে আপনিই আমাকে

"ভগবন্‌স্তমেব মে তদ্‌ব্রবীতু" ইতি। ততঃ সর্বজ্ঞং সর্বশক্তি ব্রহ্মৈব সর্বকারণম্‌ ইত্যুপদিশন্‌ স হোবাচ "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেক-মেবাদ্বিতীয়ম্‌" ইতি।

১০। অত্র ইদম্‌ ইতি জগন্নির্দিষ্টম্‌ ; অগ্র ইতি চ সৃষ্টেঃ পূর্বকালঃ। তস্মিন্‌ কালে জগতঃ সদাত্মকতাং "সদেব" ইতি প্রতিপাদ্য, তৎ সৃষ্টিকালেঽপ্যাবিশিষ্টম্‌ ইতি কৃত্বা, "একমেব" ইতি, সদাপন্নস্য জগতঃ তদানীমবিভক্তনামরূপতাং প্রতিপাদ্য, তৎপ্রতিপাদনেনৈব সতো জগদু-পাদানত্বং প্রতিপাদিতমিতি স্বব্যতিরিক্তনিমিত্তকারণম্‌ "অদ্বিতীয়"পদেন পতিসিদ্ধম্‌ ইতি, "তমাদেশমপ্রাক্ষ্যো যেনাঽশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" ইতি

(অতঃপর) উপদেশ দিন (ছাঃ ৬।১।৭)। তখন পিতা, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি ব্রহ্মই যে সমগ্র জগতের সর্বকারণ তাহা উপদেশ করিবার নিমিত্ত বলিলেন, 'হে সোম্য, ইহা অগ্রে সৎ, এক, এবং অদ্বিতীয়ই ছিল' (ছাঃ ৬।২।১), এই বাক্যে 'ইহা' শব্দে জগৎ, 'অগ্রে' শব্দে সৃষ্টির পূর্বে প্রলয়কালেও, 'সৎ' শব্দে এই জগৎ যে সৎ-আত্মক অর্থাৎ সৎবস্তুই, এই জগতের আত্মা এবং এই জগৎ তাঁহার শরীরবিশিষ্ট রূপে সত্তাযুক্তই ছিল তাহা প্রতিপাদন করিয়া, 'একই' শব্দে প্রতিপাদন করিলেন যে এই সদাত্মক জগৎ প্রলয়কালেও নাম বস্তু রূপে অবিভক্ত হইয়া (অতি সূক্ষ্মরূপে) বিদ্যমান ছিল। (সৎ এব অগ্রে একং এব আসীৎ উপরি উক্ত শ্রুতিবাক্যের ইহাই হইবে অন্বয়। 'সৎ' শব্দের অর্থ হইতেছে ব্রহ্ম, অতএব উক্ত বাক্যে ব্রহ্ম শব্দের ফলিত অর্থ হইতেছে—প্রকৃতি পুরুষ ও কালবিশিষ্ট অর্থাৎ চিদচিদ্‌-বিশিষ্ট ব্রহ্ম।) প্রতিপন্ন উক্ত অর্থে, 'সৎ' স্বরূপ ব্রহ্ম যে জগতের উপাদান কারণ তাহাও প্রতিপাদিত হইল। শ্রুতিবাক্যোক্ত 'অদ্বিতীয়' পদে এই জগতের ব্রহ্ম অতিরিক্ত অন্য কোন নিমিত্ত কারণ নাই তাহাই কথিত হইল।

উপরি-উক্ত শ্রুতিবাক্যে (ছাঃ ৬।২।১) জগতের উপাদান বিষয়ে এই ব্যাখ্যাটি হৃদয়ে রাখিয়াই যে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'তুমি কি (গুরুর নিকট) সেই উপদেশ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাহার দ্বারা 'অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়' (ছাঃ ৬।১।৩), তাহা (এই প্রথমোক্ত শ্রুতিতে) সুস্পষ্ট ব্যক্ত

আদাবেব প্রশাসিতৈব জগদুপাদানমিতি হৃদি নিহিতম্ ইদানীমভিব্যক্তম্। এতদেবোপপাদয়তি — স্বয়মেব জগদুপাদানং জগন্নিমিত্তং চ সৎ "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" ইতি। তদেতৎসচ্ছব্দবাচ্যং পরং ব্রহ্ম সর্বজ্ঞং সর্বশক্তি সত্যসংকল্পং অবাপ্তসমস্তকামমপি লীলার্থং বিচিত্রানন্ত-চিদচিন্মিশ্রজগদ্রূপেণ অহমেব "বহুস্যাং" তদর্থং "প্রজায়েয়" ইতি স্বয়মেব সংকল্প্য, স্বাংশৈকদেশাদেব বিয়দাদিভূতানি সৃষ্ট্বা, পুনরপি সৈব সচ্ছব্দাভিহিতা পরা দেবতা এবম্ ঐক্ষত, "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি। "অনেন জীবেনাত্মনা" ইতি জীবস্য ব্রহ্মাত্মকত্বং প্রতিপাদ্য, ব্রহ্মাত্মক-জীবানুপ্রবেশাদেব কৃৎস্নস্যাচিদ্বস্তুনঃ পদার্থত্বম্, এবম্ভূতস্যৈব অচিদ্-বস্তুনো নামরূপভাক্ত্বম্ ইতি চ দর্শয়তি।

রহিয়াছে। পরবর্তী শ্রুতিতে এই আশয়টি পিতা আরো বিশ্লেষণ করিতেছেন। স্বয়ংই১ এই জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণরূপী যে 'সৎ' বস্তু ব্রহ্ম, 'তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব, আমি প্রকৃষ্টরূপে জন্ম গ্রহণ করিব' (ছাঃ ৬.২.৩) — এই বাক্যে কথিত হইল যে, 'তৎ' শব্দবাচ্য পরব্রহ্মই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান এবং অবাপ্তসমস্তকাম। তথাপি তিনি কেবল লীলার জন্য ইচ্ছা করিলেন, বিচিত্র অনন্ত চিৎবস্তু (আত্মা) এবং অচিৎবস্তু (জড়বস্তু, মিশ্র জগৎরূপে 'আমি বহু হইব, বহুরূপে জন্মিব', স্বয়ংই এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি নিজের এক অংশদেশ হইতেই আকাশাদি সৃষ্টি করিলেন। পুনরায় তিনিই অর্থাৎ এই 'সৎ' শব্দবাচ্য পরদেবতাই চিন্তা করিলেন, 'আমি এই তিনটি দেবতার২ মধ্যে জীব-শরীরকঃ অর্থাৎ জীবাত্মক হইয়া প্রবেশকরতঃ বিভিন্ন নামে ও রূপে প্রকট করিব (ছাঃ ৬.৩.২)। 'এই জীবের দ্বারা আত্মার দ্বারা' (অনেন জীবেনাত্মনা), এই শব্দত্রয়ে কথিত হইল যে, জীবের ব্রহ্মাত্মকত্ব প্রতিপাদন করিয়া ব্রহ্মাত্মক এই জীবের অনুপ্রবেশজনিতই যাবৎ অচিৎবস্তুর পদার্থত্ব এবং এই প্রকার সমস্ত বস্তুরই নাম ও রূপে অভিব্যক্তি।

১—স্বয়ংই—এই পদে বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্মের সজাতীয় বিজাতীয় ভেদের নিষেধ করা হইয়াছে।

২—তিনটি দেবতা—ক্ষিতি আদি ভূতত্রয়।

৩—জীব আমার শরীর এবং আমি জীবের আত্মারূপী।

১১। এতদুক্তং ভবতি — জীবাত্মা তু ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া প্রকারত্বাৎ, ব্রহ্মাত্মকঃ "যস্যাত্মা শরীরম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। এবম্ভূতস্য জীবস্য শরীরতয়া প্রকারভূতানি দেবমনুষ্যাদিসংস্থানানি বস্তূনি ইতি ব্রহ্মাত্মকানি তানি সর্বাণি; অতঃ দেবো মনুষ্যঃ যক্ষো রাক্ষসঃ পশুঃ মৃগঃ পক্ষী বৃক্ষো লতা কাষ্ঠং শিলা তৃণং ঘটঃ পটঃ ইত্যাদয়ঃ সর্বে প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগেন অভিধায়কতয়া প্রসিদ্ধাঃ শব্দাঃ লোকে তত্তদ্বাচ্যতয়া প্রতীয়মানতত্তৎসংস্থানবস্তুমুখেন তদভিমানিজীব-তদন্তর্যামি-পরমাত্মপর্যন্তসংঘাতস্যৈব বাচকাঃ ইতি।

১২। এবং সমস্তস্য চিদচিদাত্মকপ্রপঞ্চস্য সদুপাদানতা-সন্নিমিত্ততা-সদাধারতা-সন্নিয়াম্যতা-সচ্ছেষতাদি-সর্বং চ "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ

জীব ব্রহ্মাত্মক অর্থাৎ জীবাত্মা ব্রহ্মের শরীর

(উপরে) ইহাই বলা হইল যে, জীবাত্মা হইতেছে ব্রহ্মের শরীররূপী প্রকার বা বিশেষণ। ব্রহ্মই হইতেছেন ইহার অন্তরাত্মারূপী অর্থাৎ এই জীবাত্মা হইতেছেন 'ব্রহ্মাত্মক'; অন্য শ্রুতি-বাক্যও এই তত্ত্বই সমর্থন করিতেছেন, যথা আত্মা যাঁহার শরীর, 'যস্যাত্মা শরীরং' (বৃহ—মাধ্য)। আবার এবম্ভূত জীবের (জীবাত্মার) শরীর হয় দেব-মনুষ্যাদি দেহ, সুতরাং এই সকল দেহও ব্রহ্মাত্মক। অতএব, দেবতা মনুষ্য যক্ষ রাক্ষস পশু মৃগ পক্ষী বৃক্ষ লতা কাষ্ঠ(১) শিলা তৃণ ঘট পট ইত্যাদি যে সকল অচেতন আকৃতিবোধক শব্দ প্রকৃতি ও প্রত্যয় যোগে ব্যবহারযোগ্যরূপে (নাম ও রূপ বিশিষ্ট রূপে) প্রসিদ্ধ সেই সকল শব্দবাচ্য আকৃতি বা সংস্থানসমূহ, তাহাদের অভিমানী জীব এবং তাহাদের অন্তর্যামী পরমাত্মা পর্যন্ত এই সংঘাতত্রয়ের বাচক।

অচেতন দেহ বা বস্তুও ব্রহ্মাত্মক

এই প্রকারে সমস্ত চিদচিদাত্মক এই জগৎ-প্রপঞ্চের সদ্-উপাদানতা, সৎ-নিমিত্ততা, সৎ-আধারতা, সৎ-নিয়াম্যতা, সৎ-শেষতা ইত্যাদি এই প্রকরণগত শ্রুতিতে বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা শ্রুতি—'সন্মূলাঃ

১—সজীব বৃক্ষ অবস্থায় তাহার অধিষ্ঠাতৃ জীব আছেন, ছিন্ন বৃক্ষরূপ কাষ্ঠেও কাষ্ঠাবস্থাভিমানী জীবও বিদ্যমান থাকেন। শীলাতেও সেইরূপ, অভিমানী জীবের অবস্থান বুঝিতে হইবে।

সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ” ইত্যাদিনা বিস্তরেণ প্রতিপাদ্য, কার্যকারণভাবাদিমুখেন “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং, তৎসত্যম্” ইতি কৃৎস্নস্য জগতঃ ব্রহ্মাত্মকত্বমেব “সত্যম্” ইতি প্রতিপাদ্য, কৃৎস্নস্য জগতঃ স এবাত্মা, কৃৎস্নং চ জগৎ তস্য শরীরম্। তস্মাৎ “ত্বং”-শব্দ-বাচ্যমপি জীবপ্রকারং ব্রহ্মৈব ইতি সর্বস্য ব্রহ্মাত্মকত্বং প্রতিজ্ঞাতং, “তত্ত্বমসি” ইতি জীববিশেষে উপসংহৃতম্।

১৩। এতদুক্তং ভবতি--“ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্” ইতি চেতনাচেতনপ্রপঞ্চম্ “ইদং সর্বম্” ইতি নির্দিশ্য, তস্য প্রপঞ্চস্য এষঃ আত্মা ইতি প্রতিপাদিতঃ। প্রপঞ্চোদ্দেশেন ব্রহ্মাত্মকত্বং প্রতিপাদিতমিত্যর্থঃ। তদিদং ব্রহ্মাত্মকত্বং, কিম্ আত্মশরীরভাবেন উত স্বরূপেণ ইতি

সোমেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ' (ছাঃ ৬।৮।৪)। তৎপরে এই শ্রুতিই আবার কার্য-কারণ ভাবে সমগ্র (চিদচিদ্‌বিশিষ্ট) জগতের ব্রহ্মাত্মকত্ব প্রতিপাদন করিয়া তাহার সত্যত্বও নির্দিষ্ট করিয়াছেন। যথা — 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং, তৎ সত্যং' (ছাঃ ৬।৮।৬)। এইভাবে শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, ব্রহ্মই সমগ্র জগতের আত্মা এবং সমগ্র জগৎই তাঁহার শরীর।

'তত্ত্বমসি' বাক্যের প্রকৃত অর্থ

সাধারণভাবে এইরূপ তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া শ্রুতি এই প্রকরণটিতে (পিতা উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুকে উদ্দেশ্য করিয়া) 'তত্ত্বমসি' বাক্যটির মধ্যে 'ত্বং' শব্দটিও 'তৎ' বাচকই অর্থাৎ ব্রহ্মবাচকই, কারণ এই শ্রুতি প্রত্যেক জীবকেই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া প্রকরণের উপসংহার (ছাঃ ৬।৮।৭) করিয়াছেন ॥১২॥

শরীর-শরীরীভাবে জগতের ব্রহ্মাত্মকত্ব ব্যবস্থাপন

উক্ত শ্রুতিবাক্য দ্বারা উপরি উক্ত বিশ্লেষিত অর্থের সমর্থনে এখন অন্যান্য শ্রুতিবাক্যেরও উল্লেখ করা হইতেছে — 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং' (ছাঃ ৬।৮।৬) এই শ্রুতিবাক্যে ('ইদং' শব্দে) চেতন ও অচেতন বস্তু মিশ্রিত এই সমগ্র জগৎকে নির্দেশ করিয়া তৎপরে ('ঐতদাত্ম্যং' শব্দে) প্রতিপাদিত হইয়াছে যে এইরূপ জগতের আত্মা হইতেছেন এই ব্রহ্ম ; অর্থাৎ এই সমগ্র জগৎই যে ব্রহ্মাত্মক তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই ব্রহ্মাত্মক অবস্থাটি কিরূপ ? (১) আত্ম-শরীরভাবে (ব্রহ্ম আত্মা এবং জগৎ তাঁহার শরীর এইভাবে), অথবা (২) ব্রহ্মের সহিত এই (জড়-চেতনবিশিষ্ট) জগতের স্বরূপগত

বিবেচনীয়ম্। স্বরূপেণেতি চেৎ, ব্রহ্মণঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাদয়ঃ "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" ইত্যুপক্রমাবগতাঃ বাধিতা ভবন্তি। শরীরাত্ম-ভাবেন চ তদাত্মকত্বং শ্রুত্যন্তরাদ্বিশেষতোঽবগতম্, "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাত্মা" ইতি। প্রশাসিতৃত্বরূপাত্মত্বেন সর্বেষাং জনানাম্ "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ", অতঃ "সর্বাত্মা", সর্বেষাং জনানাম্ আত্মা, সর্বং চাস্য শরীরম্ ইতি বিশেষতো জ্ঞায়তে ব্রহ্মাত্মকত্বম্; "য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানমন্তরো যময়তি, স তে আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ" ইতি চ। অত্রাপি "অনেন জীবেনাত্মনা" ইতি ইদমেব জ্ঞায়ত ইতি পূর্বমেবোক্তম্। অতঃ

একতার ভাবে? যদি এই ঐক্য স্বরূপগত হয় তবে ব্রহ্মের সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি গুণের সহিত বিরোধ হয়(১)। ব্রহ্মের সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণের জন্যই 'তিনি সঙ্কল্প করিলেন আমি বহুরূপে জন্মিব'—এই বাক্য ছান্দোগ্য শ্রুতির উপক্রমেই দেখা যায়। চেতন আত্মা এবং অচেতন বা জড়বস্তুর সহিত ব্রহ্মের শরীর-আত্মভাবের উল্লেখ অন্য শ্রুতিতে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। 'সর্ব জীবের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া (ব্রহ্ম) তাহাদিগকে শাসন করিয়া থাকেন।' ('অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাত্মা'—যজু আরণ্যক ৩'২০)। সর্বজনের প্রশাসিতারূপে তিনি সর্বাত্মা। অতএব, ব্রহ্ম হইতেছেন সর্বাত্মা বা সর্বজনের আত্মা, এবং সর্ববস্তুই হইতেছে তাঁর শরীর, (উক্ত শ্রুতিবাক্য হইতে) ব্রহ্মের সর্বাত্মকত্ব বিশেষভাবে জানা যায়। আর একটি শ্রুতিও এই অর্থই ব্যক্ত করিতেছেন। যথা—'যিনি আত্মার মধ্যে বাস করেন, যিনি আত্মার অন্তর, আত্মা যাঁহাকে জানে না, আত্মা যাঁহার শরীর, যিনি আত্মাকে নিয়মন করেন (শাসন করেন) তিনিই তোমার আত্মা (পরমাত্মা) অন্তর্যামী মৃত্যুহীন'—(বৃহঃ—মাধ্য ৫।৭।২২)। আবার এই ছান্দোগ্য শ্রুতিতেই এই প্রকরণে (৬।৩।২) 'এই জীবের সহিত এই আত্মা' —এই বাক্যে সেই একই তত্ত্ব জানা যাইতেছে। অতএব, সমস্ত চিৎ ও অচিৎ

১—পরমচেতন ব্রহ্মের সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণগণের জন্য চেতন জীবের কর্মবশ্যত্বাদির বিরোধ এবং অচেতন বস্তুর জ্ঞানশূন্যতারও বিরোধ হয়। অতএব ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মা এবং জড়বস্তুর স্বরূপ ঐক্য থাকিতে পারে না।

সর্বস্য চিদচিদ্বস্তুনো ব্রহ্মশরীরত্বাৎ সর্বশরীরং সর্বপ্রকারং সর্বৈঃ শব্দৈঃ ব্রহ্মৈবাভিধীয়ত ইতি; "তৎ ত্বম্" ইতি সামানাধিকরণ্যেন জীব-শরীরতয়া জীবপ্রকারং ব্রহ্মৈবাভিহিতম্।

১৪। এবমভিহিতে সতি অয়মর্থো জ্ঞায়তে—"ত্বম্" ইতি যঃ পূর্বং দেহস্যাধিষ্ঠাতৃতয়া প্রতীতঃ, সঃ পরমাত্মশরীরতয়া পরমাত্মপ্রকারভূতঃ পরমাত্মপর্যন্তঃ; অতঃ "ত্বম্" ইতি শব্দঃ তৎপ্রকারবিশিষ্টং তদন্তর্যামি-ণমেবাচষ্টে ইতি; "অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি ব্রহ্মাত্মকতয়ৈব জীবস্য শরীরিণঃ স্বনামভাক্ত্বাৎ। "তৎ ত্বম্" ইতি সমানাধিকরণপ্রবৃত্তয়োর্দ্বয়োরপি পদয়োঃ ব্রহ্মৈব বাচ্যম্। তত্র "তৎ"-পদং জগৎকারণভূতং সর্বকল্যাণগুণাকরং নিরবদ্যং নির্বিকার-

---

সর্ব শব্দের ব্রহ্ম-বাচকত্বের ব্যবস্থাপন

বস্তুই যখন ব্রহ্মের শরীর এবং ব্রহ্ম যখন এই সকল শরীর-বিশিষ্ট এবং এই সকল প্রকার বা বিশেষণবিশিষ্ট, তখন এই সকল (শরীর, বা প্রকারবাচী) শব্দে (প্রকারী) ব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন। সুতরাং 'তত্ত্বম্' ('তৎ' ও 'ত্বম্' অর্থাৎ তুমি হইতেছ সেই) এই পদদ্বয়ে (শরীর-শরীরীরূপ) সামানাধিকরণ্যবৃত্তির দ্বারা জীব-শরীরক বলিয়া জীবরূপী বিশেষণ-বিশিষ্ট ব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন। এইরূপ অভিধানে নিম্নোক্ত অর্থ-প্রণালী বুঝিতে হইবে—'ত্বম্' বা 'তুমি' পদে পূর্বে দেহের অধিষ্ঠাতারূপে প্রতীয়মান যে পুরুষ (জীবাত্মা) বলিয়া প্রতীত ছিলেন, তিনিই এখন পরমাত্মার শরীররূপে পরমাত্মার বিশেষণরূপে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ স্থিতির অনুপযুক্তরূপে পরমাত্মা পর্যন্ত অভিহিত হইতেছেন। অতএব, এস্থলে (জীবাত্মারূপী 'ত্বম্' শব্দটি 'তৎ' পদবাচ্য) ব্রহ্ম, যিনি জীবাত্মারূপ শরীর বা বিশেষণবিশিষ্ট সেই অন্তর্যামীকে বুঝাইতেছে। 'এই জীবের আত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আমি নাম ও রূপে বিভক্ত করিব' (ছাঃ ৬।৩।২)—এই শ্রুতি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে জীবাত্মা ব্রহ্মাত্মক বলিয়াই অর্থাৎ ব্রহ্মের শরীর বলিয়াই এবং ব্রহ্ম তাহার শরীরী বা আত্মা বলিয়াই—বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন নামের অস্তিত্ব। অতএব, সামানাধিকরণ্যবৃত্তির দ্বারা 'ত্বম্' এবং 'তৎ' এই দুটি পদে ব্রহ্মই বাচ্য। 'তৎ' পদে জগতের কারণভূত সকল কল্যাণগুণাকর নিরবদ্য নির্বিকার বস্তু ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে, এবং 'ত্বম্' পদে জীবের অন্তর্যামীরূপী,

মাচষ্টে। "ত্বম্" ইতি চ, তদেব ব্রহ্ম, জীবান্তর্যামিরূপং সশরীরজীব-প্রকারবিশিষ্টমাচষ্টে। তদেবং প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদেন একস্মিন্ ব্রহ্মণ্যেব "তৎ ত্বম্" ইতি দ্বয়োঃ পদয়োর্বৃত্তিরুক্তা। ব্রহ্মণো নিরবদ্যত্বং নির্বিকারত্বং সর্বকল্যাণগুণাকরত্বং জগৎকারণত্বং চ অবাধিতম্।

১৫। অশ্রুতবেদান্তাঃ পুরুষাঃ "সর্বে পদার্থাঃ সর্বে জীবাত্মানশ্চ ব্রহ্মাত্মকাঃ" ইতি ন পশ্যন্তি। সর্বশব্দানাং চ কেবলেষু তত্তৎপদার্থেষু বাচ্যৈকদেশেষু বাচ্যপর্যবসানং মন্যন্তে। ইদানীং বেদান্তবাক্য-শ্রবণেন ব্রহ্মকার্যতয়া তদন্তর্যামিকতয়া চ সর্বস্য ব্রহ্মাত্মকত্বং সর্বশব্দানাং তত্তৎপ্রকারসংস্থিতব্রহ্মবাচিত্বং চ জানন্তি।

১৬। নন্বেবং গবাদিশব্দানাং তত্তৎপদার্থবাচিতয়া ব্যুৎপত্তি-

জীব ও ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্যবৃত্তি

নিজ দেহ সহ জীবাত্মারূপ শরীরবিশিষ্ট-রূপী সেই ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। এইভাবে 'তৎ' এবং 'ত্বম্' এই পদদ্বয় বিভিন্ন প্রবৃত্তি ও বিভিন্ন নিমিত্ত যুক্ত হইয়া (সামানাধিকরণ্য বৃত্তির(১) দ্বারা) একমাত্র ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। এইরূপ ব্যাখ্যায় ব্রহ্মের নিরবদ্যত্ব নির্বিকারত্ব সর্বকল্যাণ-গুণাকরত্ব জগৎকারণত্বরূপ গুণগণেরও কোন বিরোধ থাকে না। যাহারা বেদান্তের অর্থ (সমগ্রভাবে) শ্রবণ করেন নাই তাহারা দেখেন না যে সমস্ত বস্তুই এবং সমস্ত জীবাত্মাই ব্রহ্মাত্মক। তাহারা মনে করেন যে সমস্ত বাচক শব্দই বাচ্যের একদেশ মাত্র তত্তৎ পদার্থেই পর্যবসিত হয়। প্রকৃত পক্ষে, তত্তৎ পদবাচ্য এই সকল পদার্থ বাচ্যের একাংশ মাত্র, বাচ্যের সম্যক্ পরিণতি নহে। এখন বেদান্তবাক্য শ্রবণে (প্রকৃত অর্থ অবগত হইয়া) তাঁহারা বুঝিবেন যে, সমস্ত পদার্থই ব্রহ্মের কার্যরূপী (ব্রহ্ম তাঁহাদের কারণবস্তু), ব্রহ্ম এই সকল পদার্থের অন্তর্যামী বলিয়া তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মাত্মক। অতএব, সর্ব শব্দবাচ্য পদার্থই ব্রহ্মের শরীর বা বিশেষণ বলিয়া এই সমস্ত শব্দেরই যে ব্রহ্মবাচিত্ব, ইহাও তাঁহারা বুঝিবেন।

(পূর্বপক্ষ)— এই প্রকার অর্থে আপত্তি হইতে পারে যে, গো আদি বিভিন্ন পদার্থবাদী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত(২) অর্থে বিরোধ উপস্থিত হয়।

১—সামানাধিকরণ্যবৃত্তিঃ—ভিন্নভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানাং একস্মিন্ অর্থে বৃত্তিঃ—সামানাধিকরণ্যম্।

২—ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—ব্যাকরণগত যৌগিক অর্থ।

বাধিতা স্যাৎ। নৈবম্; সর্বে শব্দাঃ অচিজ্জীববিশিষ্টপরমাত্মনো বাচকাঃ ইত্যুক্তম্ "নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইত্যত্র। তত্র লৌকিকাস্তু পুরুষাঃ শব্দং ব্যবহরন্তঃ, শব্দবাচ্যে প্রধানাংশস্য পরমাত্মনঃ প্রত্যক্ষাদ্য-পরিচ্ছেদ্যত্বাৎ বাচ্যৈকদেশভূতে বাচ্যসমাপ্তিং মন্যন্তে। বেদান্ত-শ্রবণেন হি ব্যুৎপত্তিঃ পূর্যতে।

১৭। এবমেব বৈদিকাঃ শব্দাঃ সর্বে পরমাত্মপর্যন্তান্ স্বার্থান্ বোধয়ন্তি। বৈদিকা এব সর্বে শব্দাঃ, আদৌ বেদাদেবোদ্ধৃত্যোদ্ধৃত্য, পরেণৈব ব্রহ্মণা সর্বপদার্থান্ পূর্ববৎ সৃষ্ট্বা, তেষু পরমাত্মপর্যন্তেষু পূর্ববৎ নামতয়া প্রযুক্তাঃ।

তদাহ মনুঃ--

সর্বেষাং তু স নামানি কর্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্সংস্থাশ্চ নির্মমে॥ ইতি।

(তদুত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ—) না, এইরূপ অর্থ-বিরোধ হয় না। সমস্ত শব্দই যে জড় ও জীববিশিষ্ট পরমাত্মারই বাচক তাহা শ্রুতিই বলিতেছেন। যথা—'আমি (ব্রহ্ম) নাম ও রূপে বিভক্ত করিব' (ছাঃ ৬।৩।২)। লোকে শব্দ ব্যবহার কালে সাধারণতঃ দৃষ্ট আকৃতিসম্পন্ন বস্তুবিষয়ে (অর্থাৎ প্রত্যক্ষকৃত বাচ্যাংশেই) প্রয়োগ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যক্ষের অগোচর বলিয়া বাচ্যের প্রধানাংশ পরমাত্মার কথা ভাবিতে পারে না। বেদান্ত অধ্যয়নে ও বেদান্তবাক্য শ্রবণে শব্দগত বাচ্য বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই প্রকারে সমস্ত বৈদিক শব্দ পরমাত্মা পর্যন্ত অর্থের বোধক হইয়া থাকে। সমস্ত শব্দই বৈদিক শব্দ, পরমব্রহ্ম (প্রলয়ান্তে সৃষ্টিকালে) সর্ব পদার্থকে পূর্ববৎ সৃষ্টি করিয়া, বেদ হইতে বিভিন্ন শব্দ গ্রহণ করতঃ তাহাদের নামকরণ করিলেন যাহার অর্থের পরিসমাপ্তি পরমাত্মা পর্যন্ত।

যথা মনু — "তিনি আদিতে বেদ-শব্দ হইতে সর্ব সৃষ্ট পদার্থের পৃথক্ পৃথক নাম, কর্ম এবং রূপ (সংস্থান) নির্মাণ করিলেন" (মনুস্মৃতি ১।২০)।

"সংস্থাঃ" সংস্থানানি, রূপাণীতি যাবৎ। আহ চ ভগবান্ পরাশরঃ--

নামরূপং চ ভূতানাং কৃত্যানাং চ প্রপঞ্চনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাং চকার সঃ॥ ইতি।

শ্রুতিশ্চ "সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ" ইতি। সূর্যাদীন্ পূর্ববৎ পরিকল্প্য, নামানি চ পূর্ববচ্চকারেত্যর্থঃ।

১৮। এবং জগদ্ব্রহ্মণোরনন্যত্বং প্রপঞ্চিতম্। তেন একেন জ্ঞানেন সর্বস্য জ্ঞাততা উপপাদিতা ভবতি। সর্বস্য ব্রহ্মকার্যতাপ্রতিপাদনেন তদাত্মকতয়ৈব সত্যত্বং নান্যথেতি "তৎসত্যম্" ইত্যুক্তম্। যথা দৃষ্টান্তে সর্বস্য মৃদ্বিকারস্য মৃদাত্মনৈব সত্যত্বম্।

১৯। শোধকবাক্যান্যপি নিরবদ্যং সর্বকল্যাণগুণাকরং পরং

যথা ভগবান পরাশর—"বেদশব্দ হইতে প্রথমে তিনি দেবাদি জীবের পৃথক্ পৃথক্ নাম রূপ দান করিয়া তাহাদের কর্ম ধার্য করিয়াছিলেন" (বিঃ পুঃ ১।৫।৬৩)। শ্রুতিও বলিতেছেন—"সৃষ্টিকর্তা সূর্য এবং চন্দ্রকে পূর্ববৎ কল্পনা করিয়াছিলেন" (তৈঃ ১), অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব সৃষ্টিকালের ন্যায় পরিকল্পনা করিয়া পূর্ববৎ নাম দান করিয়াছিলেন।

জগৎ ও ব্রহ্মের অনন্যত্ব উপসংহার

উক্ত প্রকারে (জগৎসৃজনে ব্রহ্মের নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব উপপাদন করিয়া) জগৎ ও ব্রহ্মের অনন্যত্ব প্রতিপাদন করা হইল। এতদ্দ্বারা, এক বিজ্ঞানের জ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের জ্ঞাতৃত্বও উপপাদিত হইল। সর্ববস্তুই যে ব্রহ্মের কার্যরূপ তাহা প্রতিপাদন করতঃ ব্রহ্মাত্মকরূপে সর্ব বস্তুর সত্যত্ব (মিথ্যাত্ব নহে) প্রতিপাদিত হইল। শ্রুতিগত 'তৎ সত্যম্' বাক্যের ইহাই তাৎপর্য। দৃষ্টান্ত বাক্যে যেমন সমস্তমৃত্তিকাজাত পদার্থ মৃদাত্মক বলিয়াই তাহাদের সত্যতা।

(ইতিপূর্বে ছান্দোগ্যে 'সদ্‌বিদ্যায়' ব্রহ্মের সবিশেষপরত্ব কথিত হইল। এখন 'তৈত্তিরিয়' ইত্যাদি উপনিষদে কথিত 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং' ইত্যাদি ব্রহ্মের স্বরূপশোধক বাক্যেরও সবিশেষপরত্ব কথিত হইতেছে)—

('সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি ব্রহ্মের) স্বরূপশোধক বাক্যাবলীও ব্রহ্মকে অবদ্যরহিত এবং সর্বকল্যাণগুণে পরিপূর্ণ বলিয়া উপপাদন করিতেছে।

ব্রহ্ম শোধয়ন্তি। সর্বপ্রত্যনীকাকারতাবোধনেঽপি, তত্তৎপ্রত্যনীকাকারতায়াং ভেদস্যাবর্জনীয়ত্বান্ন নির্বিশেষত্বসিদ্ধিঃ।

২০। নন্বু জ্ঞানমাত্রং ব্রহ্মেতি প্রতিপাদিতে নির্বিশেষজ্ঞানমাত্রং ব্রহ্মেতি নিশ্চীয়তে। নৈবম্; স্বরূপনিরূপণধর্মশব্দা হি ধর্মমুখেন স্বরূপমপি প্রতিপাদয়ন্তি গবাদিশব্দবৎ। তথাঽহ সূত্রকারঃ "তদ্গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ", "যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষঃ" ইতি। জ্ঞানেন ধর্মেণ স্বরূপমপি নিরূপিতং, ন তু জ্ঞানমাত্রং ব্রহ্মেতি।

শোধকবাক্যাবলীর সবিশেষপরত্ব অর্থাৎ সগুণত্ব কথিত হইতেছে

যদি কেহ বলেন—'সত্য' 'জ্ঞান' 'অনন্ত' আদি পদ ব্রহ্মের বিভিন্ন গুণ রূপে কথিত হয় নাই, কিন্তু এই শব্দচয় তদ্বিপরীত অসত্য অজ্ঞান ও অন্ত আদি গুণের অস্তিত্বের অভাবের কথাই বলিতেছে — তদুত্তরে সিদ্ধান্ত পক্ষ বলিতেছেন যে, উক্ত শব্দচয় গুণের অভাববোধক হইলেও এই গুণাভাবগুলি তো ব্রহ্মের গুণের সদ্ভাব ধরিয়া লইয়াই তাহার অভাবরূপে কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ সত্য জ্ঞান এবং অনন্ত আদি ব্রহ্মের গুণ ধরিয়া লইলে তবেই তো তদ্বিপরীত অসত্য, অজ্ঞান এবং অন্ত আদি গুণের নিষেধ করিতে হয়। অতএব এইভাবে গুণের নিষেধ বলিলেও ব্রহ্ম যে গুণভেদ-যুক্ত (বিভিন্ন গুণযুক্ত) নহে তাহা বলা যায় না। অতএব ব্রহ্মকে সবিশেষ বা সগুণ বলিতে হয়।

ব্রহ্মের গুণ-নিষেধ ও তাহার খণ্ডন

(পূর্বপক্ষ—) ব্রহ্ম জ্ঞানমাত্র এই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে যখন জ্ঞানমাত্র বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে তখন ইহা নিশ্চয় হইতেছে যে ব্রহ্ম হইতেছেন নির্বিশেষ জ্ঞানমাত্র বস্তু। (সিদ্ধান্ত পক্ষ —) আপনাদের এ অভিমত ঠিক নহে। স্বরূপ-নিরূপক ধর্মবাচক শব্দ ধর্মমুখে স্বরূপেরও প্রতিপাদক হইয়া থাকে—ইহাই নিয়ম; যথা, গো আদি শব্দ। সূত্রকারও (বেদব্যাসও) ব্রহ্মসূত্রে এই কথাই বলিয়াছেন,

'তদ্গুণসারত্বাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ', 'যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষঃ'।

অর্থাৎ জ্ঞানী আত্মার সারভূত গুণ বলিয়া আত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াও অভিহিত করা হইয়াছে (ব্রঃ সূঃ ২।৩।২৯), আত্মবস্তু অনাদি ও নিত্য এবং তাহার জ্ঞানরূপ গুণও অনাদি ও নিত্য, জ্ঞান আত্মার নিত্য সহচর বলিয়া আত্মবস্তুর উদ্দেশ্যে যে জ্ঞান শব্দের প্রয়োগ তাহা দোষাবহ নহে। (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৩০)। ধর্মভূত জ্ঞানের মাধ্যমে (ব্রহ্মের) জ্ঞানস্বরূপত্বও নিরূপিত হয়, ব্রহ্ম কেবল জ্ঞানমাত্রই নহে। (অর্থাৎ ধর্ম ও ধর্মী একত্র হইলে তবেই

কথমিদমবগম্যত ইতি চেৎ, "যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ" ইতি জ্ঞাতৃত্বশ্রুতেঃ, "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ", "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" ইত্যাদিশ্রুতিশতসমধিগতমিদম্। জ্ঞানস্য ধর্মমাত্রত্বাৎ ধর্মমাত্রস্যৈকস্য বস্তুত্বপ্রতিপাদনানুপপত্তেশ্চ। অতঃ সত্যজ্ঞানাদিপদানি স্বার্থভূতজ্ঞানাদিবিশিষ্টমেব ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি।

২১। "তৎ ত্বম্" ইতি দ্বয়োরপি পদয়োঃ স্বার্থপ্রহাণেন নির্বিশেষবস্তুস্বরূপোপস্থাপনপরত্বে মুখ্যার্থপরিত্যাগশ্চ।

২২। ননু ঐক্যতাৎপর্যনিশ্চয়াৎ ন লক্ষণা-দোষঃ, "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইতিবৎ। যথা 'সোঽয়ম্' ইত্যত্র 'স' ইতি শব্দেন দেশান্তর-কালান্তরসম্বন্ধী পুরুষঃ প্রতীয়তে; 'অয়ম্' ইতি চ সন্নিহিতদেশবর্তমান-

---

বস্তুত্ব প্রতিপাদিত হয়।) যদি প্রশ্ন হয়, আপনার এইরূপ উক্তিতে প্রমাণ কি? ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব গুণবাচক শ্রুতি ইহাতে প্রমাণ। যথা শ্রুতি—'যিনি সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ' (মুণ্ডঃ ২।২।৭); 'ব্রহ্মের বিবিধ পরাশক্তি এবং স্বাভাবিক জ্ঞান বল ও ক্রিয়ারূপ গুণের কথাও শোনা যায়' (শ্বেতাঃ ৬।৬।১৭); 'কি উপায়ে তুমি বিজ্ঞাতাকে জানিবে?' (বৃহঃ ৪।৪।১৪)। ব্রহ্মকে কেবল ধর্মমাত্র বা ধর্মস্বরূপ বলিলে (এবং জ্ঞানগুণক না বলিলে) ব্রহ্মের বস্তুত্ব প্রতিপাদন করা যায় না। অতএব, বুঝিতে হইবে, পূর্বোক্ত শ্রুতিতে, 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি যে শব্দ আছে তাহা জ্ঞানাদি পদে জ্ঞানাদি ধর্মবিশিষ্ট রূপেই ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতেছে।

তদ্রূপ 'তৎ' ও 'ত্বম্' এই দুটি পদেও 'তৎ' পদের এবং 'ত্বম্' পদের গুণবাচক অর্থ বাদ দিয়া যদি কেবল উভয়ের নির্বিশেষ স্বরূপেরই ঐক্য বলা হয় তাহা হইলে উভয়ের ঐক্যের মুখ্য তাৎপর্যটি পরিত্যক্ত হইয়া যায়। (অতএব, তখন লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা এই ঐক্য সাধন করিতে হয়।)

প্রতিবাদে অদ্বৈতবাদী প্রতিপক্ষের উত্তর—

স্বরূপগত কারণে ঐক্য প্রতিপাদনের দ্বারা লক্ষণা-বৃত্তিতে(১) দোষ হয় না। দৃষ্টান্তমুখে এই অর্থ সমর্থন করা হইতেছে — 'এই সেই দেবদত্ত', এই বাক্যে 'সেই এই দেবদত্ত' পদে 'সেই' শব্দটিতে দেশান্তর ও কালান্তরবর্তী পুরুষ কথিত হইতেছে। আবার, 'এই' শব্দটিতে সন্নিহিত দেশ ও কালবর্তী পুরুষের ঐক্য

---

(১)—লক্ষণা-বৃত্তি—মুখ্য অর্থ ছাড়িয়া দিয়া গৌণ অর্থে বস্তু প্রতিপাদন।

কালসম্বন্ধী। তয়োঃ সামানাধিকরণ্যেনৈক্যং প্রতীয়তে। তত্র একস্য যুগপৎ বিরুদ্ধদেশকালসম্বন্ধিতয়া প্রতীতির্ন ঘটত ইতি, দ্বয়োরপি পদয়োঃ স্বরূপমাত্রোপস্থাপনপরত্বং, স্বরূপস্য চৈক্যং প্রতিপাদ্যতে ইতি চেৎ।

২৩। নৈতদেবম্ — "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইত্যত্রাপি লক্ষণাগন্ধো ন বিদ্যতে, বিরোধাভাবাৎ। একস্য ভূতবর্ত্তমানক্রিয়াদ্বয়সম্বন্ধো ন বিরুদ্ধঃ, দেশান্তরস্থিতিঃ ভূতা; সন্নিহিতদেশস্থিতিঃ বর্ত্ততে; অতঃ ভূতবর্ত্তমানক্রিয়াদ্বয়সম্বন্ধিতয়া ঐক্যপ্রতিপাদনমবিরুদ্ধম্। দেশদ্বয়-বিরোধশ্চ কালভেদেন পরিহৃতঃ। লক্ষণায়ামপি ন দ্বয়োরপি পদয়োর্লক্ষণাসমাশ্রয়ণম্, একেনৈব লক্ষিতেন বিরোধপরিহারাৎ। লক্ষণাভাব এব উক্তঃ, দেশান্তরসম্বন্ধিতয়া ভূতস্যৈব অন্যদেশসম্বন্ধিতয়া বর্ত্তমানত্বাবিরোধাৎ।

কথনটি সামানাধিকরণ্যবৃত্তির দ্বারা সম্ভব হইতেছে। যেহেতু যুগপৎ বিভিন্ন দেশবর্ত্তী বিভিন্ন কালবর্ত্তী দুটি পুরুষের ঐক্য সাধিত হইতেই পারে না; অতএব, এই পুরুষদ্বয়ের ঐক্য প্রতীতির হেতু হইতেছে উভয়ের স্বরূপগত ঐক্য। (এই হেতুটি হইতেছে গৌণভাবে উক্ত হেতু, অতএব ইহা লক্ষণা-বৃত্তি)। সিদ্ধান্ত পক্ষের উত্তর—

উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তে আপনার ব্যাখ্যাটি ভ্রান্ত। সরাসরিভাবে মুখ্য অর্থ গ্রহণে এই দৃষ্টান্তে ঐক্য সাধনে কোন বিরোধ হয় না। এই ঐক্য প্রতিপাদনে কোনরূপ লক্ষণা বৃত্তির গন্ধ নাই। একই ব্যক্তিকৃত অতীত কালিক ক্রিয়ার সহিত বর্ত্তমান কালিক ক্রিয়ার সম্বন্ধে কোন বিরোধ হয় না। ভূতকালিক দেশান্তর স্থিতির সহিত বর্ত্তমান কালিক সন্নিহিত দেশে স্থিতিও অবিরুদ্ধ। কালভেদের জন্য দেশদ্বয়ে অবস্থান সম্ভব। ভূতকালিক দেশান্তরে স্থিত পুরুষই বর্ত্তমান কালে সন্নিহিত দেশে স্থিত হইতে পারে। অতএব ইহাতে কোন 'লক্ষণা' নাই।

২৪। এবমত্রাপি জগৎকারণভূতস্যৈব ব্রহ্মণঃ জীবান্তর্যামিতয়া জীবাত্মত্বমবিরুদ্ধমিতি প্রতিপাদিতম্। যথাভূতয়োরেব হি দ্বয়োরৈক্যং সামানাধিকরণ্যেন প্রতীয়তে। তৎপরিত্যাগেন স্বরূপমাত্রৈক্যং ন সামানাধিকরণ্যস্যার্থঃ। "ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানাং একস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্" ইতি হি তদ্বিদঃ। তথাভূতয়োরেব ঐক্যমুপপাদিতমস্মাভিঃ।

২৫। উপক্রমবিরোধ্যুপসংহারবাক্যতাৎপর্যনিশ্চয়শ্চ ন ঘটতে। উপক্রমে হি "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদিনা সত্যসংকল্পত্বং জগদেককারণত্বমপ্যুক্তম্। তদ্বিরোধি চ অবিদ্যাশ্রয়ত্বাদি ব্রহ্মণঃ।

এই ভাবে, এই স্থলেও 'তৎ' ও 'ত্বম্' ইত্যাদি পদে জীবের অন্তর্যামিরূপে জগৎকারণভূত পরমব্রহ্মের জীবাত্মকত্ব যে অবিরুদ্ধ তাহা ইতিপূর্বে প্রতি-পাদিত হইয়াছে। এইভাবে ব্রহ্মের দুই প্রকার অবস্থিতিই যথার্থ। যথাভূত অবস্থাপন্ন উভয়ের ঐক্য সামানাধিকরণ্যের দ্বারাই প্রতীত হয়। (ব্রহ্মের উক্ত প্রকার-দ্বয়, ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি ও নিমিত্তযুক্ত—একটি প্রকার হইতেছে জগতের কারণরূপী, অন্য প্রকারটি হইতেছে জীবান্তর্যামী জীবাত্মকরূপী।) 'ভিন্নভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানাং একস্মিন্ অর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যং'— এই নিয়ম অনুসারে সরাসরি উক্ত দুই প্রকার-বিশিষ্ট ব্রহ্মের ঐক্য সাধিত হইয়া যায়। এই ঐক্য সাধনে গৌণভাবে লক্ষণাবৃত্তি গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। আমরাও এই ভাবেই 'তৎ' ও 'ত্বম্' এই পদদ্বয়ের ঐক্য সম্পাদন করিয়াছি। এইভাবে সামানাধিকরণ্য পরিত্যাগ করতঃ স্বরূপমাত্রে ঐক্যের প্রতিপাদনে সামানাধিকরণ্যের যথার্থ অর্থ হয় না।

পুনরায়, কোন প্রকরণের উপক্রম-অর্থের বিরোধী হয় এমন কোন সিদ্ধান্ত উপসংহারে করা নিয়মবিরুদ্ধ। শ্রুতির এই প্রকরণে উপক্রমে কথিত হইতেছে—'তিনি সঙ্কল্প করিলেন, আমি বহু হইব' ইত্যাদি (ছাঃ ৬।২।৩) এই বাক্যে ব্রহ্মকে সত্যসংকল্প এবং জগতের একমাত্র কারণ বলা হইয়াছে। উপসংহারে যদি সেই ব্রহ্মস্বরূপকেই অবিদ্যার আশ্রয় বলা হয় তাহা হইলে উপক্রমগত উক্তির সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে।

২৬। অপি চ অর্থভেদতৎসংসর্গবিশেষবোধনকৃতপদবাক্য-স্বরূপতালব্ধপ্রমাণভাবস্য শব্দস্য নির্বিশেষবস্তুবোধনাসামর্থ্যাৎ ন নির্বিশেষবস্তুনি শব্দঃ প্রমাণম্। "নির্বিশেষ" ইত্যাদিশব্দাস্তু কেনচিদ্‌-বিশেষেণ বিশিষ্টতয়াঽবগতস্য বস্তুনো বস্ত্বন্তরাবগতবিশেষনিষেধপরতয়া বোধকাঃ ইতরথা তেষামপ্যনববোধকত্বমেব; প্রকৃতিপ্রত্যয়রূপেণ পদস্যৈব অনেকবিশেষগর্ভিতত্বাৎ অনেকপদার্থসংসর্গবোধকত্বাচ্চ বাক্যস্য।

২৭। অথ স্যাৎ — নাম্নাভিনির্বিশেষে স্বয়ংপ্রকাশে বস্তুনি শব্দঃ প্রমাণমিত্যুচ্যতে, স্বতঃসিদ্ধস্য প্রমাণানপেক্ষত্বাৎ; সর্বৈঃ শব্দৈঃ

ইতিপূর্বে প্রকৃত পরামর্শ (১) 'তৎ' শব্দে ব্রহ্মের নির্গুণত্ব (২) 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদদ্বয়ের ঐক্য সম্পাদনে লক্ষণা (৩) সামানাধিকরণ্য লক্ষণের হানি এবং (৪) উপক্রম-বিরোধ—এই চারিটি দোষের কথা বলিয়া এখন নির্বিশেষ-বস্তুর প্রমাণাভাব কথিত হইতেছে।

আরো বলি, বিভিন্ন পদ ও বাক্যের সংসর্গে যে শব্দ (শাস্ত্র) রচিত হয় তাহা বিভিন্ন অর্থের বোধক হইয়া সবিশেষ পদার্থের প্রমাণবাচ্য হইয়া থাকে। নির্বিশেষ-বস্তু-বোধনে তাহার কোন সামর্থ্য নাই, অতএব নির্বিশেষ-বস্তুতে শব্দ প্রমাণ হইতে পারে না। 'নির্বিশেষ'-বাচক শব্দসমূহও বিভক্তিযুক্ত হয় বলিয়া কোন কোন বস্তুর কতিপয় বিশেষণের নিষেধবাচকরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু কোন বস্তুর সর্ব-বিশেষণের সমগ্রভাবে নিষেধবোধক নহে। এই নির্বিশেষ-বাচক শব্দ (শাস্ত্র) কোন বস্তুর সর্ব-বিশেষের নিষেধক হইলে তখন সেই সকল শব্দ-সংশ্লিষ্ট বস্তু বিষয়ে কোন জ্ঞানই দান করিতে পারে না। সমস্ত পদই তখন প্রকৃতি ও প্রত্যয়বিশিষ্ট শব্দসমূহের সমষ্টিরূপ, তখন তাহারা বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ বিশেষ অর্থই জ্ঞাপন করিয়া থাকে।

নির্বিশেষ-বস্তুর প্রমাণ-অভাব

প্রতিপক্ষ নির্গুণবাদীর উত্তর—

নির্বিশেষ স্বয়ংপ্রকাশ বস্তুতে শব্দ বা শাস্ত্রবাক্যকে প্রমাণ বলিয়া আমরা (নির্গুণবাদীরা) বলি না। এই সকল বস্তু হইতেছে স্বতঃসিদ্ধ, ইহারা কোন প্রমাণের অপেক্ষা করে না। শাস্ত্রবাক্য কেবল এই সকল বস্তুর

তদুপরাগবিশেষাঃ জ্ঞাতৃত্বাদয়ঃ সর্বে নিবর্ত্ত্যন্তে; সর্বেষু বিশেষেষু নিবৃত্তেষু বস্তুমাত্রম্ অনবচ্ছিন্নং স্বয়ংপ্রকাশং স্বতঃ এবাবতিষ্ঠতে ইতি।

২৮। নৈতদেবম্ — কেন শব্দেন তদ্বস্তু নির্দিশ্য তদ্গতা বিশেষা নিরস্যন্তে "জ্ঞপ্তিমাত্রশব্দেন" ইতি চেন্ন। সোঽপি সবিশেষমেব বস্তু অবলম্বতে, প্রকৃতিপ্রত্যয়রূপেণ বিশেষগর্ভত্বাদেব। "জ্ঞা অববোধনে" ইতি, সকর্মকঃ, সকর্তৃকঃ, ক্রিয়াবিশেষঃ। ক্রিয়ান্তরব্যাবর্ত্তকস্বভাব-বিশেষশ্চ প্রকৃত্যা অবগম্যতে; প্রত্যয়েন চ লিঙ্গসংখ্যাদয়ঃ। স্বতঃ-সিদ্ধাবপি এতৎস্বভাববিশেষবিরহে সিদ্ধিরেব ন স্যাৎ। অন্যসাধন-স্বভাবতয়া হি জ্ঞপ্তেঃ স্বতঃসিদ্ধিরুচ্যতে।

স্বয়ংপ্রকাশ-বস্তু কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, অতএব, নির্বিশেষ-বোধক শব্দ ভেদের নিষেধবাচক

আরোপিত বিশেষ অর্থাৎ জ্ঞাতৃত্বাদি সকল গুণাবলী নিরসন করিয়া দেয়। তখন নিবৃত্ত-বিশেষ বস্তুমাত্র অনবচ্ছিন্ন (অনারোপিত) ও স্বয়ংপ্রকাশরূপে স্বতঃই বিদ্যমান থাকে।

সিদ্ধান্তপক্ষ কর্তৃক উক্ত অভিমত খণ্ডন

(হে নির্বিশেষবাদিন্!) আপনাদের এইরূপ চিন্তাধারা ঠিক নহে। জিজ্ঞাসা করি, সমস্ত বিশেষণ নিবৃত্ত করিয়া কোন্ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মকে নির্দেশ করিব? যদি বলা যায়, 'জ্ঞপ্তিমাত্র' শব্দে নির্দেশ করিব; তদুত্তরে বলি—না, তাহা হইতে পারে না। এই 'জ্ঞপ্তিমাত্র' পদটিও সবিশেষ বস্তু অবলম্বনেই কথিত হইয়া থাকে। যেহেতু এই পদটিও প্রকৃতি এবং প্রত্যয়যুক্ত বলিয়া ইহাও সবিশেষগর্ভ। যথা—'জ্ঞা' ধাতুর অর্থ হইতেছে জানা। এই 'জানা' শব্দটি একটি ক্রিয়া-বিশেষ। ইহার একটি কর্ত্তা এবং কর্ম থাকিবে। এই 'জ্ঞা' ধাতুটি অর্থাৎ জানা-রূপ ক্রিয়াটি অন্য সব ক্রিয়া হইতে যে পৃথক, তাহা জানা যায় ইহার ধাতুগত প্রকৃতি হইতে। এই ক্রিয়াগত প্রত্যয়ের দ্বারা ক্রিয়াবিষয়ক লিঙ্গ ও সংখ্যা প্রভৃতির বিষয়ও বিদিত হওয়া যায়। (ব্রহ্ম বাক্যে) 'জ্ঞপ্তি'-মাত্র শব্দটি স্বতঃসিদ্ধ হইলেও এই 'জ্ঞা' ধাতুর উপরি-উক্ত (প্রকৃতিপ্রত্যয়রূপ) স্বভাবের বিরহে কেবল ধাতুমাত্রের সিদ্ধি হইতে পারে না। অন্য-বস্তুকে প্রকাশ করে বলিয়াই (অর্থাৎ ইহা সকর্তৃক ও সকর্মক বলিয়াই) এই 'জ্ঞা' ধাতুর স্বতঃসিদ্ধতা।

২৯। ব্রহ্মস্বরূপং কৃৎস্নং সর্বদা স্বয়মেব প্রকাশতে চেৎ, ন তস্মিন্ অন্যধর্মাধ্যাসঃ সম্ভবতি। ন হি রজ্জুস্বরূপে অবভাসমানে সর্পত্বাদিঃ অধ্যস্যতে। অত এব হি ভবদ্ভিঃ "আচ্ছাদিকাঽবিদ্যা" অভ্যুপগম্যতে। ততশ্চ শাস্ত্রীয়নিবর্ত্তকজ্ঞানস্য ব্রহ্মণি তিরোহিতাংশো বিষয়ঃ। অন্যথা তস্য নিবর্ত্তকত্বং চ ন স্যাৎ। অধিষ্ঠানাতিরেকি-রজ্জুত্বপ্রকাশনেন হি সর্পত্বং বাধ্যতে। একশ্চেদ্বিশেষো জ্ঞানমাত্রে বস্তুনি শব্দেন অভিধীয়তে; স চ ব্রহ্মবিশেষণং ভবতি ইতি, সর্বশ্রুতি-প্রতিপাদিতসর্ববিশেষণবিশিষ্টং ব্রহ্ম ভবতি। অতঃ প্রামাণিকানাং ন কেনাপি প্রমাণেন নির্বিশেষবস্তুসিদ্ধিঃ।

৩০। নির্বিকল্পকপ্রত্যক্ষেঽপি সবিশেষমেব বস্তু প্রতীয়তে।

উপরন্তু, সমগ্র ব্রহ্মবস্তুটি যদি সর্বদা স্বয়ং-প্রকাশমান হয়, তাহা হইলে ইহাতে অন্য কোন অধ্যাস বা আরোপ সম্ভব হয় না। রজ্জুতে রজ্জু-স্বরূপের প্রকাশ যখন থাকে তখন ইহাতে সর্পত্বের অধ্যাস সম্ভব হয় না।। অতএব, (ব্রহ্মের কোন অজ্ঞাত অংশ থাকিলে) তখনই সেস্থলে 'আচ্ছাদিকা অবিদ্যার' বিদ্যমানতা আপনারা বলিতে পারেন। সুতরাং শাস্ত্রীয় বাক্যে নিবর্ত্তক জ্ঞানের বিষয় হইতেছে ব্রহ্মের তিরোহিত অংশটি। (ব্রহ্মের একটি তিরোহিত অংশ থাকিলে তবেই অধ্যস্ত অংশের অধ্যাসের নিবৃত্তি সম্ভবপর হয়) নতুবা অজ্ঞান-নিবর্ত্তক শাস্ত্রবাক্যে অধ্যাসের নিবর্ত্তকত্ব সম্ভব হয় না। যেমন রজ্জুর কোন অংশে রজ্জুত্বের প্রকাশ থাকিলে তবেই তাহার দর্শনে অন্য অংশের সর্পত্ব ভ্রম নিরসন হইতে পারে। ব্রহ্মবিষয়ে উক্ত তিরোধান নিবৃত্তি সিদ্ধির জন্য (অবিদ্যা-ব্যাবৃত্তির উদ্দেশ্যে) 'জ্ঞানমাত্র' ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রে যদি কোন বিশেষণের ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সেটি ব্রহ্মেরই বিশেষণ হইয়া পড়ে। তাহার ফলে ব্রহ্ম সর্বশ্রুতি-প্রতিপাদিত বিশেষণবিশিষ্ট হইয়া পড়েন। অতএব, যাঁহারা প্রমাণের দ্বারা বস্তু নিশ্চয় করিয়া থাকেন তাঁহারা কোন প্রমাণেই ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব সিদ্ধ করিতে পারেন না।

নির্বিকল্পক অর্থাৎ সর্ববিশেষ-শূন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানেও সবিশেষ বস্তুই গৃহীত

অন্যথা সবিকল্পকে সোঽয়মিতি পূর্বাবগতপ্রকারবিশিষ্টপ্রত্যয়ানুপপত্তেঃ; বস্তুসংস্থানবিশেষরূপত্বাৎ গোত্বাদেঃ, নির্বিকল্পকদশায়ামপি সসংস্থানমেব বস্তু "ইত্থম্" ইতি প্রতীয়তে। দ্বিতীয়াদিপ্রত্যয়েষু তস্যৈব সংস্থানবিশেষস্য অনেকবস্তুনিষ্ঠতামাত্রং প্রতীয়তে। সংস্থানরূপপ্রকারাখ্যস্য পদার্থস্য অনেকবস্তুনিষ্ঠতয়া অনেকবস্তুবিশেষণত্বং দ্বিতীয়াদিপ্রত্যয়াবগম্যমিতি দ্বিতীয়াদিপ্রত্যয়াঃ সবিকল্পকা ইত্যুচ্যন্তে। অত এব একস্য পদার্থস্য ভিন্নাভিন্নরূপেণ বিরুদ্ধং দ্ব্যাত্মকত্বং প্রযুক্তম্। সংস্থানস্য সংস্থানিনঃ প্রকারতয়া পদার্থান্তরত্বং, প্রকারত্বাদেব পৃথক্-

---

হইয়া থাকে। (নির্বিকল্পক জ্ঞান* মানে — কোন বস্তুর বিশেষণ বা ধর্মরহিত জ্ঞান বা গ্রহণ, কিন্তু সর্বধর্ম-বিবর্জিত বস্তুর জ্ঞান নহে) তাহা না হইলে সবিকল্পক জ্ঞানে 'ইহা সেই প্রকার', অর্থাৎ ইহা পূর্বে অবগত প্রকারবিশিষ্ট এই ভাবের প্রত্যয় উপপন্ন হইতে পারে না। নির্বিকল্পক দশাতেও 'গোত্বাদি' স্বরূপের জ্ঞানটি সংস্থানবিশেষ বা আকৃতিবিশেষরূপী বলিয়া সেই আকৃতিবিশেষই বস্তু এই প্রকার বলিয়া প্রতীতি উৎপাদন করে। তৎপরে এই 'গোত্বের' দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি অনুভূতির সময় এই আকৃতিবিশেষই অনেক বস্তুতে বিদ্যমান বলিয়া প্রতীত হয়। এই আকৃতি বা সংস্থানরূপ প্রকার অনেক বস্তুতে বিদ্যমান বলিয়া ইহা যে এই অনেক বস্তুর বিশেষণরূপী তাহা দ্বিতীয়াদি অনুভূতিতে অবগত হওয়া যায়। এইজন্য এই দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি অনুভূতিকে সবিকল্পক জ্ঞান বলা হয়।

নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের নির্বিশেষ-বস্তু-বিষয়ত্ব খণ্ডন

উপরি উক্ত কারণেই, একই বস্তুর (জাতি ও ব্যক্তি প্রভৃতির) ভিন্ন-অভিন্নত্ব নিরস্ত হইল। সংস্থানী ও তাহার সংস্থান (বস্তু ও তাহার আকৃতি) যে অভিন্ন পদার্থ কেহ কেহ তাহা বলিয়া থাকেন, তাহা ঠিক নহে। বস্তুর এই সকল আকৃতি (যথা, গোত্ব যাহার, তাহার গলকম্বলাদি আকৃতি) সর্বদা একই সঙ্গে থাকে বলিয়া, অর্থাৎ এই দুইটী সর্বদাই অপৃথকসিদ্ধ বলিয়া এই দুটীর পৃথকভাবে উপলব্ধি হইতে পারে না। এই দুইটী প্রকার-প্রকারী অর্থাৎ, বিশেষ্য-

প্রাসঙ্গিকরূপে একই পদার্থের ভেদাভেদ তত্ত্বের নিরাস ও ভিন্নত্ব স্থাপন

---

*—বৌদ্ধাদির মতে নির্বিকল্প মানে, সর্ববিশেষশূন্য-বিষয়। 'ন্যায়' আদি দর্শনের মতে—যে জ্ঞানে স্বরূপটি মাত্র অনুভূত হয়, কিন্তু বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব প্রকাশ পায় না, তাহাই নির্বিকল্পক ভাব।

সিদ্ধ্যনর্হত্বং, পৃথগনুপলম্ভশ্চেতি ন দ্ব্যাত্মকত্বসিদ্ধিঃ।

৩১। অপি চ নির্বিশেষবস্তুবাদিনা স্বয়ংপ্রকাশে বস্তুনি তদুপরাগবিশেষাঃ সর্বৈঃ শব্দৈঃ নিষিধ্যন্তে ইতি বদতা, কে তে শব্দা নিষেধকা ইতি বক্তব্যম্। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইতি, বিকারনামধেয়য়োঃ বাচারম্ভণমাত্রত্বাৎ, যত্তত্র কারণতয়া উপলক্ষ্যতে বস্তুমাত্রং তদেব সত্যম্, অন্যদসত্যমিতি ইয়ং শ্রুতির্বদতি;

৩২। ইতি চেৎ, নৈতদুপপদ্যতে। একস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি প্রতিজ্ঞাতে অন্যজ্ঞানেন অন্যজ্ঞানাসম্ভবং মন্বানস্য

বিশেষণ। ('গোত্ব'টি হইতেছে বিশেষ্য, গলকম্বলাদি চিহ্ন তাহার বিশেষণ) এই দুইটি অপৃথকসিদ্ধ হইলেও ইহাদের ভেদ অবর্জনীয়*।

বেদান্তবাক্যাবলীর ভেদ-নিরাসক-পরত্বের অভাব উপপাদন

আবার নির্বিশেষ-বস্তুবাদীরা যে বলিয়া থাকেন স্বয়ং-প্রকাশ বস্তুর সহিত আরোপিত বা অধ্যস্ত যে সকল সম্বন্ধী-বস্তু. (অসত্য বলিয়া) তাহাদের সকলকেই শাস্ত্রবাক্য নিষেধ করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি—এই সকল নিষেধবাচক শব্দ কি কি? যদি বলেন, 'বাক্যের আরম্ভের জন্য (ব্যবহারের উপযোগী করিবার জন্য) এই সকল মৃন্ময়পাত্র আকারবিশিষ্ট এবং নাম-বিশিষ্ট-রূপে সৃষ্ট হয়, মৃত্তিকাই সত্য' (ছাঃ ৬।১।৪), অর্থাৎ বিকার এবং বিকারজনিত নাম কেবল ব্যবহারের উপযোগিত্বের জন্য মাত্র, সেই সেই স্থলে (ঘট, জালা প্রভৃতি) তাহাদের কারণরূপী বস্তু মৃত্তিকামাত্রই যে সত্য, অন্য সমস্ত বিকার বা নাম আদি যে মিথ্যা তাহা শ্রুতি বলিতেছেন।

পূর্বপক্ষ—

(হে অভেদবাদিগণ!) আপনাদের এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। শ্রুতি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে একের বিজ্ঞানে সমস্ত বিজ্ঞাত হইয়া যায়, এস্থলে যদি জিজ্ঞাস্য হয় যে, একটিমাত্র বস্তুর জ্ঞান কি করিয়া

---

*—ভেদাভেদবাদ — শাঙ্কর মতে (যাদবপ্রকাশীয়-শাখায়)·········কিছুটা ভিন্নও বটে, কিছুটা অভিন্নও বটে। রামানুজ উপরে অল্প কথায় এই মতটি নিরস্ত করিলেন, পরে বিস্তৃতভাবে ব্রহ্ম ও জীবের ভেদাভেদবাদ খণ্ডন করিবেন।

একমেব বস্তুবিকারাদ্যবস্থাবিশেষেণ পারমার্থিকেনৈব নানারূপমবস্থিতং চেৎ, তত্র একস্মিন্ বিজ্ঞাতে তস্মাৎ বিলক্ষণসংস্থানান্তরমপি তদেব বস্তু ইতি তত্র দৃষ্টান্তোঽয়ং নিদর্শিতঃ। নাত্র কস্যচিৎ বিশেষস্য নিষেধকঃ কোঽপি শব্দো দৃশ্যতে। বাচারম্ভণমিতি—বাচা ব্যবহারেণ, আরভ্যতে ইতি আরম্ভণম্। পিণ্ডরূপসংস্থিতায়াঃ মৃত্তিকায়াঃ নাম চ অন্যৎ, ব্যবহারশ্চ অন্যঃ; ঘটশরাবাদিরূপেণ অবস্থিতায়াঃ সস্যা এব মৃত্তিকায়া অন্যানি নামানি, ব্যবহারাশ্চ অন্যাদৃশাঃ, তথাঽপি সর্বত্র মৃত্তিকাদ্রব্যমেকমেব। নানাসংস্থাননানানামধেয়াভ্যাং নানাব্যবহারেণ চ আরভ্যত ইতি এতদেব সত্যম্ ইত্যনেন, অন্যজ্ঞানেন অন্যজ্ঞানসম্ভবো নিদর্শিতঃ। নাত্র কিঞ্চিদ্বস্তু নিষিধ্যত ইতি পূর্বমেব অয়মর্থঃ প্রপঞ্চিতঃ।

রামানুজ—ভেদনিরাসপরত্বে প্রথম দূষণ

সম্ভব হয়? তদুত্তরে বলা হয় যে, একটিমাত্র বস্তুই যখন তাহার বিকার আদি নানা রূপে পরিণত হইয়া অবস্থান করে, তখন একই বস্তুর (কারণ-বস্তুর) জ্ঞানে বিভিন্ন নানাপ্রকার কার্যবস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে। এই কার্যবস্তু সকল যে প্রকৃতপক্ষে কারণবস্তুই তাহা শ্রুতিতে নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতিতে ভবৎকথিত বিভিন্নত্বের নিষেধক কোন শব্দ দেখা যায় না।

'বাচারম্ভণং……' শ্রুতির ইহাই অর্থ— 'বাচা আরম্ভণং', ব্যবহারের জন্য আরম্ভিত বা নির্মিত; পিণ্ডরূপে অবস্থিত মৃত্তিকারই নাম অন্য এবং ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নির্মিত বস্তু অন্য। অতএব, ঘট জালা ইত্যাদি রূপে অবস্থিত দ্রব্যসমূহ, সেই মৃত্তিকাই অন্যান্য নামযুক্ত এবং অন্যান্য ব্যবহারের উপযোগী। মৃত্তিকা পিণ্ডে এবং সেই সেই মৃত্তিকা হইতে নির্মিত এই সকল বিভিন্ন নাম ও রূপে পরিণত বিভিন্ন ব্যবহারযোগ্য বস্তুতে সর্বত্র মৃত্তিকাই সত্য। অতএব, একটি বস্তুর জ্ঞানে অন্য সকল বস্তুর জ্ঞান যে সম্ভব তাহা দৃষ্টান্তমুখে এই শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। এই শ্রুতিতে যে কোন বস্তুর নিষেধ করা হয় নাই তাহা ইতিপূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

৩৩। অপি চ "যেনাশ্রুতং শ্রুতম্" ইত্যাদিনা ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য সর্বস্য মিথ্যাত্বং প্রতিজ্ঞাতং চেৎ, "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন" ইত্যাদিদৃষ্টান্তঃ সাধ্যবিকলঃ স্যাৎ। রজ্জুসর্পাদিবৎ মৃত্তিকাবিকারস্য ঘটশরাবাদেরসত্যত্বং শ্বেতকেতোঃ শুশ্রূষোঃ প্রমাণান্তরেণ, যুক্ত্যা চ অসিদ্ধমিতি; এতদপি সিষাধয়িষিতমিতি চেৎ, যথা ইতি দৃষ্টান্ততয়া উপাদানং ন ঘটতে।

৩৪। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যত্র "সদেব" "একমেব" ইতি অবধারণদ্বয়েন, "অদ্বিতীয়ম্" ইত্যনেন চ সন্মাত্রাতিরেকিসজাতীয়বিজাতীয়াঃ, সর্বে বিশেষাঃ নিষিধ্যন্ত ইতি

(হে অদ্বৈতবাদিন্!) পুনরায় আপনারা যদি বলেন, 'যাহার দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়' ইত্যাদি শ্রুতিতে (ছাঃ ৬।১।৩), ব্রহ্মব্যতিরিক্ত সমস্ত বস্তুরই মিথ্যাত্ব প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, তদুত্তরে আমরা (রামানুজীয় সিদ্ধান্তবাদী) বলিব যে, তাহা হইলে 'যেরূপ সোম্য একটি মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানে সমস্ত মৃন্ময়বস্তু বিজ্ঞাত হয়'—এই দৃষ্টান্তটি সাধ্য-বিকল* হইয়া পড়ে। উপদেশ শ্রবণেচ্ছু শ্বেতকেতুর নিকট রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের মিথ্যাত্বের ন্যায় জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনে যদি মৃত্তিকা-বিকাররূপী ঘট, জালা ইত্যাদির মিথ্যাত্বের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় তাহা হইলে এই দৃষ্টান্ত সাধ্যবস্তুকে (জগতের মিথ্যাত্বকে) প্রতিপাদন করিতে পারে না, অর্থাৎ এই দৃষ্টান্ত সাধ্য-বিকল হইয়া পড়ে।

ভেদনিরাসপরত্বে দ্বিতীয় দূষণ, রামানুজ—

আচ্ছা, শ্রবণ করুন — 'সদেব সৌমেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছাঃ ৬।২।১), অর্থাৎ হে সোম্য, অগ্রে সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ 'সৎ'ই ছিল এবং 'একই' ছিল ও 'অদ্বিতীয়' ছিল। এই অবধারণাত্মক 'এব'-বাক্যের দ্বারা এবং 'অদ্বিতীয়' এই বাক্যের দ্বারা তো বুঝা যাইতেছে যে, কেবল 'সন্মাত্র ব্রহ্মের' অতিরিক্ত সজাতীয় কিংবা বিজাতীয় সমস্ত বস্তুই নিষিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

পুনরায় পূর্বপক্ষ—

---

* —দৃষ্টান্তের সাধ্যবিকলতা—সাধ্য বিষয়টি দৃষ্টান্তের প্রতিকূল হইয়া পড়ে। অর্থাৎ এস্থলে উক্ত মৃত্তিকার দৃষ্টান্তে মৃন্ময়বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রতিপত্তির দ্বারা বিশাল জগতের মিথ্যাত্বরূপ সাধ্যবস্তু প্রতিপাদন করা যায় না।

প্রতীয়তে ইতি চেৎ, নৈতদেবম্। কার্যকারণভাবাবস্থাদ্বয়াবস্থিতস্য একস্য বস্তুনঃ একাবস্থস্য জ্ঞানেন অবস্থান্তরাবস্থিতস্যাপি বস্ত্বৈক্যেন জ্ঞাততাং দৃষ্টান্তেন দর্শয়িত্বা, শ্বেতকেতোরপ্রজ্ঞাতং, সর্বস্য ব্রহ্মকারণত্বং বক্তুং "সদেব সোম্যেদম্" ইত্যারব্ধম্।

৩৫। 'ইদমগ্রে সদেবাসীৎ' ইতি; অগ্র ইতি কালবিশেষঃ। ইদংশব্দবাচ্যস্য প্রপঞ্চস্য সদাপত্তিরূপাং ক্রিয়াং, সদ্‌দ্রব্যতাং চ বদতি। "একমেব" ইতি চ অস্য নানানামরূপবিকারপ্রহাণম্। এতস্মিন্ প্রতিপাদিতে অস্য জগতঃ সদুপাদানতা প্রতিপাদিতা ভবতি। অন্যত্র উপাদানকারণস্য স্বব্যতিরিক্তাধিষ্ঠাত্রপেক্ষাদর্শনেঽপি, সর্ববিলক্ষণত্বাদস্য সর্বজ্ঞস্য ব্রহ্মণঃ সর্বশক্তিযোগো ন বিরুদ্ধ ইতি, 'অদ্বিতীয়'-পদম্

আমরা বলিব, আপনাদের এই অভিমত ঠিক নহে। (কারণ, পূর্বোক্ত 'একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান' দৃষ্টান্ত-বাক্যের অনুগুণ দার্ষ্টান্ত-বাক্যের অর্থ বর্ণনীয়। 'সদেব সোম্য……' বাক্যের প্রকৃত অন্বয় হইবে — সৎ এব ইদং (জগৎ), অগ্রে একং এব আসীৎ। এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ হইবে — কারণরূপী এবং কার্যরূপী এই দুইটি অবস্থায় অবস্থিত একটি বস্তুর এক অবস্থায় অবস্থিত বিষয়ের জ্ঞানে অবস্থান্তরে অবস্থিত বিষয়েরও জ্ঞান হইয়া থাকে, যেহেতু উভয় অবস্থাতেই বস্তুতত্ত্ব একই। (মৃত্তিকার) দৃষ্টান্তমুখে তাহা প্রদর্শনকরতঃ শ্বেতকেতুর অজানিত (অপ্রজ্ঞাত) তত্ত্ব অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগতের ব্রহ্মকারণত্ব বলিবার উদ্দেশ্যে —'সদেব সোম্যেদং' অর্থাৎ এই জগৎ অগ্রে 'সৎ'ই ছিল — এই বাক্য কথিত হইয়াছে॥৩৪

সিদ্ধান্তপক্ষ—উত্তর

এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ হইতেছে — 'অগ্রে' অর্থাৎ কালবিশেষে, 'ইদং' অর্থাৎ এই জগৎপ্রপঞ্চ, 'সৎ' শব্দের অর্থ সত্যরূপী ক্রিয়াজনিত সৃষ্ট জগতের সদ্-দ্রব্যতা, 'একম্ এব' অর্থাৎ (সৃষ্ট অবস্থার বিপরীত) নানা নাম ও রূপে অবিভক্ত। প্রতিপাদিত এই অর্থে জগতের সৎ-উপাদানতা প্রতিপাদিত হইল। যদিও অন্যক্ষেত্রে নিমিত্তকারণের অতিরিক্ত উপাদানকারণে অপেক্ষা থাকে বটে তথাপি ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব-বিলক্ষণ বস্তু এবং সর্বজ্ঞ, অতএব তাঁহার পক্ষে সর্বশক্তিযোগ বিরুদ্ধ হয় না। অতএব এই শ্রুতিগত 'অদ্বিতীয়' পদে অন্য কোন অধিষ্ঠাতা বা নিমিত্তকারণ

অধিষ্ঠাত্রন্তরং নিবারয়তি। সর্বশক্তিযুক্তত্বাদেব ব্রহ্মণঃ, কাশ্চন শ্রুতয়ঃ প্রথমম্ উপাদানকারণত্বং প্রতিপাদ্য, নিমিত্তকারণমপি তদেবেতি প্রতিপাদয়ন্তি, যথেয়ং শ্রুতিঃ।

৩৬। অন্যাশ্চ শ্রুতয়ঃ ব্রহ্মণো নিমিত্তকারণতামনুজ্ঞায়, তস্য উপাদানতাদি কথমিতি পরিচোদ্য, সর্বশক্তিযুক্তত্বাৎ উপাদানকারণং, তদিতরাশেষোপকরণং চ ব্রহ্মৈব ইতি পরিহরন্তি। "কিংস্বিদ্বনম্? ক উ স বৃক্ষ আসীৎ? যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ, মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতে দু তৎ, যদধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ৎ", "ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীৎ, যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ মনীষিণো মনসা বিব্রবীমি বঃ ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্" ইতি। সামান্যতো দৃষ্টেন বিরোধমাশংক্য ব্রহ্মণঃ সর্ববিলক্ষণত্বেন পরিহার উক্তঃ।

নিষেধ করিতেছে (অর্থাৎ ব্রহ্মই এই জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ —উভয়ই তাহা কথিত হইতেছে)। কোন শ্রুতি ব্রহ্মকে প্রথমে উপাদানকারণরূপে প্রতিপাদন করিয়া তৎপরে তাঁহাকে নিমিত্তকারণরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন— যেমন এই আলোচ্যমান শ্রুতি ॥৩৫

আবার কোন কোন শ্রুতি ব্রহ্মকে প্রথমে নিমিত্তকারণরূপে প্রতিপাদন করিয়া তৎপরে তাঁহাকেই উপাদানকারণরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যেহেতু ব্রহ্ম সর্বশক্তিযুক্ত, অতএব তিনি (জগতের) উপাদানকারণ এবং তদতিরিক্ত অন্যান্য অশেষ উপকরণও বটেন। যথা শ্রুতি—"বনই বা কি ছিল, বৃক্ষই বা কে ছিল? কাহার দ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী নির্মিত হইয়াছিল? হে মনীষিগণ! তোমরা মনে মনে সেই কথা চিন্তা কর; কে এই ভুবনকে ধারণকরতঃ অবস্থান করিয়াছিলেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইয়াছে—"হে মনীষিগণ! আমি তোমাদের বলিতেছি—ব্রহ্মই সেই বন ছিলেন, ব্রহ্মই সেই বৃক্ষ ছিলেন", যাহা হইতে তিনি স্বর্গ এবং পৃথিবী নির্মাণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মই ইহাদিগকে ধারণকরতঃ অবস্থান করিয়াছিলেন" (যজুঃ ২।২।২৭, অষ্টক — ২।৮।৭,৮)। এইভাবে সাধারণ দৃষ্টিতে একই বস্তুর নিমিত্ত ও উপাদান — এই উভয়কারিত্ব সম্ভাবনার আশংকা করিয়া তাহা নিরসন করিতেছেন ব্রহ্মের সর্বশক্তিত্ব সর্ববিলক্ষণত্বের গুণকীর্তন করিয়া ॥৩৬

৩৭। অতঃ "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যত্রাপি, অগ্র ইত্যাদ্যনেকবিশেষাঃ ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদিতাঃ। ভবদভিমতবিশেষনিষেধবাচী কোঽপি শব্দঃ ন দৃশ্যতে। প্রত্যুত জগদ্‌ব্রহ্মণোঃ কার্যকারণভাবজ্ঞাপনায় "অগ্র ইতি কালবিশেষসদ্ভাবঃ, "আসীৎ" ইতি ক্রিয়াবিশেষঃ, জগদুপাদানতা জগন্নিমিত্ততা চ নিমিত্তোপাদানয়োর্ভেদনিরসনেন তস্যৈব ব্রহ্মণঃ সর্বশক্তিযোগশ্চেতি, অপ্রজ্ঞাতাঃ সহস্রশো বিশেষা এব প্রতিপাদিতাঃ।

৩৮। যতো বাস্তবকার্যকারণভাবাদিজ্ঞাপনে প্রবৃত্তম্; অত এব "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যারভ্য, অসৎকার্যবাদনিষেধশ্চ ক্রিয়তে, "কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাৎ ইতি। "প্রাগসতঃ উৎপত্তিঃ অহেতুকা" ইত্যর্থঃ। তদেব উপপাদয়তি "কথমসতঃ সজ্জায়েত" ইতি। অসত

রামানুজ কর্তৃক সিদ্ধান্তের উপসংহার

অতএব, 'সৃষ্টির পূর্বে (অগ্রে) জগৎ সৎ-রূপীই ছিল', এই শ্রুতিতেও 'অগ্রে' ইত্যাদি পদে ব্রহ্মের বহু বিশেষণ প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভবৎকথিত ব্রহ্মের গুণনিষেধবাচক কোন শব্দই এই (সদেব .....) শ্রুতিতে দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রুতিতে —জগতের কার্যদশা এবং ব্রহ্মের কারণদশা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই এই শ্রুতিতে 'অগ্র' শব্দে কালবিশেষের সদ্ভাব, 'আসীৎ' শব্দে ক্রিয়াবিশেষ ব্যবহৃত হইয়াছে। ব্রহ্মে জগতের উপাদানতা এবং জগতের নিমিত্ততা, নিমিত্ত এবং উপাদানকারণের পার্থক্য নিরসনে সেই ব্রহ্মের সর্বশক্তি-যোগ নির্ধারণ করা হইয়াছে। এইভাবে পূর্বে অজ্ঞাত, ব্রহ্মের সহস্র বিশেষণ প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥৩৭

'অসদেব' বাক্যসমূহের অসৎকার্য পরত্ব (বৈশেষিক নৈয়ায়িক) খণ্ডন

যেহেতু ছান্দোগ্য শ্রুতির এই প্রকরণটি কার্য-কারণ-ভাবাদির সত্যতা প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত, অতএব 'এই জগৎ অগ্রে অসৎই ছিল' (ছাঃ উঃ ৬।২।১), এই হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় অব্যবহিত পরবর্তী বাক্যে এই অসৎকার্যবাদের নিষেধ করা হইয়াছে — 'হে সোম্য, ইহা কি প্রকারে সম্ভব?' এই বাক্যে (ছাঃ উঃ ৬।২।২) 'অসৎ, অর্থাৎ যে বস্তু নাই তাহা তো উৎপত্তির কারণ হইতে পারে না'। 'অসৎ হইতে সৎ বস্তুর উৎপত্তি কি প্রকারে সম্ভব'? (ছাঃ ৬।২।২),

উৎপন্নম্ অসদাত্মকমেব ভবতি ইত্যর্থঃ, যথা মৃদ্ উৎপন্নং ঘটাদিকং মৃদাত্মকম্। সত উৎপত্তির্নাম ব্যবহারবিশেষহেতুভূতঃ অবস্থা-বিশেষযোগঃ।

৩৯। এতদুক্তং ভবতি — একমেব কারণভূতদ্রব্যম্ অবস্থান্তর-যোগেন কার্যমিত্যুচ্যত ইতি একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং প্রতিপিপাদ-য়িষিতম্। তৎ অসৎকার্যবাদে ন সেৎস্যতি। তথা হি -- নিমিত্ত-সমবায়্যসমবায়িপ্রভৃতিভিঃ কারণৈঃ অবয়ব্যাখ্যং কার্যং দ্রব্যান্তরমেব আরভ্যত ইতি কারণভূতাদ্বস্তুনঃ কার্যস্য বস্ত্বন্তরত্বাৎ ন তজ্‌জ্ঞানেন অস্য জ্ঞাততা কথমপি সম্ভবতীতি; কথম্ অবয়বি দ্রব্যান্তরং নিরস্যতে ইতি চেৎ, কারণগতাবস্থান্তরযোগস্য দ্রব্যান্তরোৎপত্তিবাদিনঃ

অর্থাৎ 'অসৎ' হইতে যাহা উৎপন্ন তাহা তো 'অসদাত্মকই' হইয়া থাকে। যেমন মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন বস্তু মৃত্তিকাত্মকই হইয়া থাকে। 'সৎ' হইতে উৎপত্তির মানে — বিশেষ বিশেষ ব্যবহারের হেতুভূত অবস্থাবিশেষে পরিণতি ॥৩৮

অভিপ্রায় এই যে, সৎ-কার্যবাদীর মতে (সৎ-বস্তু হইতে সৎ-কার্যবস্তু উৎপন্ন হয় এই মতে), কারণভূত একটি দ্রব্যের অবস্থান্তরযোগই হইতেছে কার্যবস্তু, এই কারণেই এক বিজ্ঞানে (কারণ-বিজ্ঞানে) সর্ববিজ্ঞান (সেই কার্যবস্তুর) প্রতিপাদিত হইয়াছে। অসৎ-কার্যবাদী (অর্থাৎ যাহাদের অভিমত—'অসৎ' বস্তু হইতে 'সৎ' বস্তুর উদ্ভব হয়) বলেন, কারণবস্তু হইতে কার্যবস্তু অবস্থান্তর-যোগ্য নহে, কিন্তু ইহা দ্রব্যান্তর, কার্যবস্তু কারণবস্তু নহে, —তাহারা উক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, নিমিত্ত সমবায়ী, অসমবায়ী প্রভৃতি (অর্থাৎ কুম্ভকার দণ্ড চক্র প্রভৃতি) ভিন্ন ভিন্ন কারণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া এই কার্যবস্তু কারণবস্তু হইতে পৃথক্ বস্তু, সুতরাং কারণবস্তুর জ্ঞানে কার্যবস্তুর জ্ঞান কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। এই কার্যবস্তুর দ্রব্যান্তরত্ব নিরসন কি প্রকারে করা সম্ভব?

তদুত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ (সৎকার্যবাদী) বলিতেছেন—দ্রব্যান্তরবাদিগণ অর্থাৎ যাঁহারা কার্যবস্তুকে দ্রব্যান্তর বলিয়া থাকেন তাহা প্রকৃতপক্ষে অন্য দ্রব্যই নহে, কিন্তু তাহা একই কারণবস্তুর অবস্থান্তরপ্রাপ্তি মাত্র। এই অবস্থান্তর-প্রাপ্ত

সম্প্রতিপন্নস্যৈব একত্বনামান্তরব্যবহারাদেরুপপাদকত্বাৎ, দ্রব্যান্তরাদর্শনাচ্চ ইতি কারণমেব অবস্থান্তরাপন্নং কার্যমিত্যুচ্যতে ইত্যুক্তম্।

৪০। নন্বু নিরধিষ্ঠানভ্রমাসম্ভবজ্ঞাপনায় অসৎকার্যবাদনিরসাঃ ক্রিয়তে। তথা হি—একং চিদ্রূপং সত্যমেব অবিদ্যাশবলং জগদ্রূপেণ বিবর্ত্ততে ইতি, অবিদ্যাশ্রয়ত্বায় মূলকারণং সত্যমিত্যভ্যুপগন্তব্যম্ ইতি অসৎকার্যবাদনিরাসঃ। নৈতদেবম্। একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তমুখেন সৎকার্যবাদস্যৈব প্রসক্তত্বাৎ ইত্যুক্তম্।

৪১। ভবৎপক্ষে নিরধিষ্ঠানভ্রমাসম্ভবস্য দুরুপপাদত্বাচ্চ। যস্য হি চেতনগতো দোষঃ পারমার্থিকঃ, দোষাশ্রয়ত্বং চ পারমার্থিকং, পারমার্থিকদোষেণ যুক্তস্য, অপারমার্থিকগন্ধর্বনগরাদিদর্শনমুপপন্নম্।

বস্তু নূতন নাম ধারণ করে এবং নূতন ব্যবহারের উপযোগী হয়। (যথা—একই কারণবস্তু মৃত্তিকা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া ঘট জালা ইত্যাদি নাম ধারণ করিয়া জল আহরণ প্রভৃতি কার্যের উপযোগী হয়)॥৩৯

কোন কোন অসৎকার্যবাদী বলিয়া থাকেন যে, কোনরূপ অধিষ্ঠান বিনাই বস্তুর অস্তিত্বের ভ্রম উৎপন্ন হইয়া থাকে। (যথা—রজ্জুরূপ অধিষ্ঠান অর্থাৎ রজ্জুর অস্তিত্ব বিনাই সর্পের ভ্রম উৎপন্ন হইয়া থাকে)। আবার, (অদ্বৈতবাদী) এই নিরধিষ্ঠান ভ্রম-বাদকে অসম্ভব মনে করেন। সত্যরূপেই বিদ্যমান একটি চিন্মাত্র বস্তুই অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া (ভ্রান্ত) জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অবিদ্যার আশ্রয় বলিয়া মূল কারণরূপ এই একমাত্র চিন্মাত্রবস্তুকে সত্য বলিয়া মানিতে হইবে। এইভাবে ইহারা অসৎ-কার্যবাদ নিরসনপূর্বক সৎকার্যবাদ স্থাপন করেন॥৪০

নিরধিষ্ঠান-ভ্রমত্ব-নিরসন—অদ্বৈতবাদী

উপনিষদ্-বাক্যের এই প্রকার অর্থ সদর্থ নহে। 'এক বিজ্ঞানে সর্ব-বিজ্ঞান'—প্রতিজ্ঞাবাক্য এবং মৃত্তিকার দৃষ্টান্তবাক্য কারণবস্তু ও কার্যবস্তুর সত্যতা (সৎকার্যবাদ) উপপন্ন করিতেছে। (হে অদ্বৈত-বাদিন্!) আপনার যুক্তি-পন্থায় 'নিরধিষ্ঠান-ভ্রমবাদ' নিরসন করা যায় না। আপনাদের মতে, চেতনগত দোষ যখন পারমার্থিক, এই পারমার্থিক-দোষের আশ্রয়বস্তুও যখন পারমার্থিক, তখন তাহা হইতে উৎপন্ন অপারমার্থিক গন্ধর্বনগরাদি দর্শন

সিদ্ধান্তপক্ষ—রামানুজ কর্তৃক খণ্ডন

যস্য তু দোষশ্চ অপারমার্থিকঃ, দোষাশ্রয়ত্বং চ অপারমার্থিকং, তস্য অপারমার্থিকেনাপ্যাশ্রয়েণ তদুপপন্নমিতি ভবৎপক্ষে ন নিরধিষ্ঠান-ভ্রমাসম্ভবঃ।

৪২। শোধকেষ্বপি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", "আনন্দো ব্রহ্ম", ইত্যাদিষু সামানাধিকরণ্যব্যুৎপত্তিসিদ্ধানেকগুণবিশিষ্টৈকার্থাভিধানম্ অবিরুদ্ধমিতি, সর্বগুণবিশিষ্টং ব্রহ্ম অভিধীয়ত ইতি পূর্বমেবোক্তম্। "অথাত আদেশো নেতি নেতি" ইতি বহুধা নিষেধো দৃশ্যত ইতি চেৎ, কিমত্র নিষিধ্যত ইতি বক্তব্যম্। "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চামূর্ত্তমেব চ" ইতি মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মকঃ প্রপঞ্চঃ সর্বোঽপি নিষিধ্যত ইতি চেৎ, ব্রহ্মণো রূপতয়া অপ্রজ্ঞাতং সর্বং রূপতয়া উপদিশ্য পুনস্তদেব

উপপন্ন হয় না। (অর্থাৎ সত্যরূপী চিন্মাত্র বস্তুতে, সত্যরূপী অবিদ্যার অধ্যাসের দ্বারা মিথ্যারূপী জগতের উদ্ভব উপপন্ন হয় না), অতএব, আপনাদের মতবাদে নিরধিষ্ঠান-ভ্রমের অসম্ভবত্ব প্রতিপন্ন হয় না ॥৪১

শোধক বাক্যাবলীর ভেদনিষেধ পরত্বের খণ্ডন

ব্রহ্মের স্বরূপ-সম্বন্ধবোধক শোধক-বাক্যাবলীর বিচার ইতিপূর্বেই করা হইয়াছে। 'ব্রহ্ম হইতেছেন সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত' (তৈ-আঃ ২।১।১), 'ব্রহ্ম হইতেছেন আনন্দ' (তৈ-ভৃগু ৬), ইত্যাদি ব্রহ্মের স্বরূপবোধক শ্রুতিবাক্যে সামানাধিকরণ্য-বৃত্তির দ্বারা ব্রহ্মকে যে অনেক গুণবিশিষ্টরূপে অভিহিত করিয়াছেন তাহাতে বিরোধ থাকিতে পারে না। (হে অদ্বৈতবাদিন্!) যদি আপনারা বলেন, "উপদেশ হইতেছে — ইহা নহে, ইহা নহে" (বৃঃ উঃ ৪।৩।৬), এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের বহুত্বের নিষেধ দেখা যায়, -- তদুত্তরে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই শ্রুতিতে কি নিষেধ করিতেছে তাহা নির্ধারণ করা কর্ত্তব্য। যদি বলেন, ব্রহ্মের দুটি রূপ—'মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত' (বৃঃ উঃ ৪।৩।১), এই বাক্যে ব্রহ্মের মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত দুটি রূপের কথা বলিয়া তৎপরে 'ব্রহ্ম ইহা নহে, ইহা নহে' (বৃঃ উঃ ৪।৩।৬)— এই বলিয়া জগৎপ্রপঞ্চরূপ সমস্ত বস্তুর নিষেধ করিতেছেন — আমরা বলিব যে আপনার এ যুক্তি ন্যায়সঙ্গত নহে। কারণ, প্রথমে (১ম সূত্রে ৪।৩।১) অপ্রজ্ঞাত জগতের সমস্ত বস্তুকে ব্রহ্মের রূপ বলিয়া উপদেশ দিয়া তৎপরে আবার (৬ষ্ঠ

নিষেদ্ধুমযুক্তম্। "প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরম্" ইতি ন্যায়াৎ।

৪৩। কস্তর্হি নিষেধকবাক্যার্থঃ? সূত্রকারঃ স্বয়মেব বদতি—"প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি, ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ" ইতি। উত্তরত্র "অথ নামধেয়ং, সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং, তেষামেষ সত্যম্" ইত্যাদিনা গুণগণস্য প্রতিপাদিতত্বাৎ পূর্বপ্রকৃতৈতাবন্মাত্রং ন ভবতি ব্রহ্মেতি, ব্রহ্মণ এতাবন্মাত্রতা প্রতিষিধ্যতে ইতি সূত্রস্যার্থঃ।

৪৪। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদিনা নানাত্বপ্রতিষেধ এব দৃশ্যত ইতি চেৎ, অত্রাপি উত্তরত্র "সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ" ইতি, সত্যসংকল্পত্বসর্বেশ্বরত্বপ্রতিপাদনাৎ, চেতনাচেতনবস্তুশরীরঃ ঈশ্বর ইতি

সূত্রে ৪।৩।৬) সেই রূপেরই নিষেধকরণ অযুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, ইহা নীতি-বিরুদ্ধ। ন্যায়-নীতি বলিতেছেন—পাঁক প্রক্ষালন অপেক্ষা ইহার স্পর্শ হইতে দূরে অবস্থানই যুক্তিযুক্ত ॥৪২

যদি প্রশ্ন হয়—বেশ, তাহা হইলে 'নেতি নেতি' এই নিষেধবাক্যের অর্থ কি তাহা বলুন (অদ্বৈতবাদী),— তদুত্তরে (রামানুজ) বলি, সূত্রকার (বাদরায়ণ ব্যাস) স্বয়ংই বলিতেছেন—"(ব্রহ্মের) যে ইয়ত্তা নিরূপিত হইয়াছে, উক্ত 'নেতি নেতি' বাক্যে, কেবলমাত্র ততটুকু ইয়ত্তার নিষেধ করিতেছেন। পুনরায় বলিতেছেন, অধিক গুণের কথা" (ব্রহ্মসূত্র ৩।২।২২)। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে এই প্রকরণেই পরে বলিবেন "অনন্তর, ব্রহ্মের নামই সত্য, তাঁহার প্রাণসকলই সত্য, এই সকল হইতে ব্রহ্ম স্বয়ং সর্ব সত্য" (বৃহঃ উঃ ৪।৩।৬)। এই বাক্যে এবং অন্যান্য বাক্যেও ব্রহ্মের গুণগণ প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, ইতিপূর্বে কথিত (নেতি নেতি) 'ইহা নয়, ইহা নয়' বাক্যের প্রকৃত অর্থ হইবে—ব্রহ্ম কেবলমাত্র 'ইহা নয়, ইহা নয়' (ইহা হইতেও অতিরিক্ত) ॥৪৩

পুনরায় যদি আপনারা (অদ্বৈতবাদী) বলেন — "এস্থলে নানা বা বহু কিছুই নাই" (বৃহঃ উঃ ৬।৪।১৯), এই বাক্যে ব্রহ্মের নানাত্বের নিষেধ দেখা যায়, তদুত্তরে বলি (রামানুজ)—এস্থলে এই প্রকরণে পরে শ্রুতি বলিতেছেন, 'ব্রহ্ম সকলের বশী, সকলের নিয়ামক' (বৃহঃ উঃ ৬।৪।১৯), অর্থাৎ এই শ্রুতি ব্রহ্মের সত্যসংকল্পত্ব ও সর্বেশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা নির্ধারিত হয় যে, এই ঈশ্বর হইতেছেন চেতনাচেতন-শরীরক এই সকল

সর্বপ্রকারসংস্থিতঃ সর্বেশ্বরঃ স এক এবেতি, তৎপ্রত্যনীকাব্রহ্মাত্মক-নানাত্বং প্রতিষিদ্ধং, ন ভবদভিমতম্। সর্বাসু এবংপ্রকারাসু শ্রুতিষু ইয়মেব স্থিতিঃ ইতি, ন ক্বচিদপি ব্রহ্মণঃ সবিশেষত্বনিষেধবাচী কোঽপি শব্দো দৃশ্যতে।

৪৫। অপি চ নির্বিশেষজ্ঞানমাত্রং ব্রহ্ম, তচ্চ আচ্ছাদিকাঽবিদ্যাতিরোহিতস্বস্বরূপং স্বগতনানাত্বং পশ্যতি ইত্যয়মর্থো ন ঘটতে। তিরোধানং নাম প্রকাশনিবারণম্। স্বরূপাতিরেকিপ্রকাশধর্মানভ্যুপগমেন, প্রকাশস্যৈব স্বরূপত্বাৎ স্বরূপনাশ এব স্যাৎ। প্রকাশপর্যায়ং জ্ঞানং নিত্যং, স চ প্রকাশঃ অবিদ্যাতিরোহিতঃ ইতি

রামানুজ সিদ্ধান্ত—উপসংহার

শরীররূপী (অর্থাৎ সমস্ত জড় চেতন জগৎ হইতেছেন ব্রহ্মাত্মক), এইরূপ বিশেষণবিশিষ্ট যে সর্বেশ্বর তিনি একমাত্রই। অব্রহ্মাত্মক কোন বস্তুই নাই, এই ভাবনায় নানাত্বের নিষেধ করা হইয়াছে মাত্র। উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ কিন্তু আপনাদের অভিমতানুরূপ নহে। এই প্রকার সমস্ত শ্রুতিবাক্যেরই অর্থ এই প্রণালীতে স্থিরীকৃত। সুতরাং কুত্রাপি ব্রহ্মের সবিশেষত্বের (সগুণত্বের) নিষেধবাচক কোন শব্দ শ্রুতিতে দেখা যায় না॥৪৪

(গ্রন্থারম্ভে দ্বিতীয় শ্লোকে দ্বিতীয়ার্দ্ধে 'শ্রুতিন্যায়োপেতং' বাক্যে অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্ম-অজ্ঞান পক্ষে শ্রুতি-বিরুদ্ধতা প্রমাণ করিয়া ইদানীং ইহার ন্যায়-বিরুদ্ধতা প্রদর্শনের জন্য অবিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মে জ্ঞানের তিরোধান-অনুপপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন)।

যুক্তিমুখে ব্রহ্মে অজ্ঞান খণ্ডন—অবিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মে জ্ঞানের তিরোধান-অনুপপত্তি

(ব্রহ্মে অজ্ঞান কেবল শ্রুতিবিরুদ্ধ নয়) পুনরপি, (যুক্তি-বিরুদ্ধও বটে) নির্বিশেষ জ্ঞানমাত্র ব্রহ্ম, অবিদ্যার আচ্ছাদনে তাঁহার স্বরূপ তিরোহিত, এই স্বরূপের তিরোধানের জন্যই তিনি নিজ স্বরূপগত নানাবিধ ভেদ দর্শন করিয়া থাকেন—এই যে আপনাদের (অদ্বৈতবাদীর) সিদ্ধান্ত তাহা সমর্থন করা যায় না। ভবৎকথিত 'তিরোধান' শব্দের অর্থ (স্বপ্রকাশ-স্বরূপ ব্রহ্মের) প্রকাশের নিবৃত্তি। ব্রহ্মে স্বরূপের অতিরিক্ত প্রকাশরূপ ধর্ম যখন আপনারা স্বীকার করেন না, তখন বলিতে হয় যে ব্রহ্মের প্রকাশ-স্বরূপেরই অর্থাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপের নাশই হইয়া যায়। আবার, প্রকাশের পর্যায়বাচক শব্দ হইতেছে জ্ঞান এবং এই জ্ঞান হইতেছে নিত্য (উৎপত্তি ও বিনাশহীন)। সুতরাং, এই প্রকাশটি অবিদ্যার দ্বারা তিরোহিত

বালিশভাষিতমিদম্। অবিদ্যয়া প্রকাশস্তিরোহিত ইতি প্রকাশস্যানুৎপাদ্যত্বাৎ স্বরূপনাশ এব স্যাৎ। প্রকাশঃ নিত্যো নির্বিকারস্তিষ্ঠতি ইতি চেৎ, সত্যামপ্যবিদ্যায়াং ব্রহ্মণি ন কিঞ্চিত্তিরোহিতম্ ইতি নানাত্বং পশ্যতি ইতি ভবতাময়ং ব্যবহারঃ সৎসু অনির্বচনীয় এব।

৪৬। নন্থ চ ভবতোঽপি বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মা অভ্যুপগন্তব্যঃ, স চ স্বয়ংপ্রকাশঃ। তস্য দেবাদিস্বরূপাত্মাভিমানে স্বরূপপ্রকাশতিরোধানমবশ্যাশ্রয়ণীয়ম্। স্বরূপপ্রকাশে সতি স্বাত্মনি আকারান্তরাধ্যাসাযোগাৎ। অতো ভবতশ্চ সমানোঽয়ং দোষঃ। কিঞ্চ অস্মাকমেকস্মিন্নেব আত্মনি ভবদুদীরিতং দুর্ঘটত্বম্; ভবতাম্ আত্মানন্ত্যাভ্যুপগমাৎ, সর্বেষয়ং দোষঃ পরিহরণীয়ঃ।

হইয়া যায় — এই উক্তিটি মূর্খভাষিত। অবিদ্যার দ্বারা প্রকাশ তিরোহিত হয় বলিলে বুঝিতে হইবে—প্রকাশের উৎপত্তিতে বাধা, কিংবা বিদ্যমান প্রকাশের বিনাশ। এই প্রকাশ যখন নিত্যবস্তু, তখন ইহা যে উৎপন্ন হইতে পারে না, তাহাই বুঝিতে হইবে। বিনাশ মানে, অনন্তকালের জন্যই বিনাশ। পক্ষান্তরে, এই প্রকাশ যখন নিত্য এবং নির্বিকার তখন অবিদ্যা ব্রহ্মে বর্ত্তমান থাকিলেও এই প্রকাশের কিছুমাত্র তিরোধান সম্ভব নহে। আপনারা বলিতেছেন, অবিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মের প্রকাশ তিরোহিত হইয়া যায়, আবার সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছেন, ব্রহ্ম নানা দর্শন করেন। যুগপৎ আপনাদের এই দুটি উক্তি পণ্ডিতগণের নিকট দুর্বোধ্য ॥৪৫

পূর্বপক্ষ বলিতেছেন, উপরোক্ত দোষ রামানুজসিদ্ধান্তেও বিদ্যমান

দেখুন, উপরি-উক্ত স্বরূপ-তিরোধানরূপ দোষ আপনাদের (রামানুজ) সিদ্ধান্তেও বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মাতেও (জীবাত্মাতেও) বিদ্যমান। এই আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ হইয়াও তাহার দেবাদি দেহে আত্ম-অভিমান হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় তাহার স্বরূপ প্রকাশের তিরোধান অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। স্বরূপের প্রকাশ যথাযথ থাকিলে এই আত্মাতে আকারান্তরের অধ্যাস সম্ভব হয় না। অতএব আপনাদের পক্ষে স্বরূপগত প্রকাশে অধ্যাসরূপ দোষ সমভাবে বর্ত্তমান স্বীকার করিতে হয়। অধিকন্তু, আমাদের (অদ্বৈতবাদী) সিদ্ধান্তে একটি মাত্র আত্মা (ব্রহ্ম) স্বীকৃত, ভবৎকথিত দোষ এই একটি আত্মাতেই নির্দিষ্ট, কিন্তু আপনাদের সিদ্ধান্তে অনন্ত আত্মাতে এই দোষ বিদ্যমান বলিয়া আপনাদের সমস্ত আত্মা-গত এই দোষ পরিহার করিতে হইবে ॥৪৬

৪৭। অত্রোচ্যতে — স্বভাবতঃ মলপ্রত্যনীকানন্তজ্ঞানানন্দৈকস্বরূপং, স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়াপরিমিতোদারগুণসাগরং, নিমেষ-কাষ্ঠা-কলা-মুহূর্তাদিপরার্ধপর্যন্তাপরিমিত-ব্যবচ্ছেদস্বরূপ-সর্বোৎপত্তি-স্থিতিবিনাশাদি-সর্বপরিণামনিমিত্তভূত-কালকৃতপরিণামাস্পৃষ্টানন্তমহাবিভূতি, স্বলীলাপরিকরস্বাংশভূতানন্ত-বদ্ধ-মুক্ত-নানাবিধচেতন-তদ্ভোগ্যভূতানন্তবিচিত্রপরিণামশক্তিচেতনেতরবস্তুজাতান্তর্যামিত্বকৃত-সর্বশরীরত্ব-সর্বপ্রকারাবস্থানাবস্থিতং, পরং ব্রহ্ম চ বেদ্যং, তৎ-সাক্ষাৎকারক্ষমভগবদ্দ্বৈপায়ন - পরাশর - বাল্মীকি - মনু - যাজ্ঞবল্ক্য-গৌতমাপস্তম্বপ্রভৃতিমুনিগণপ্রণীত - বিধ্যর্থবাদ-মন্ত্ররূপ-বেদমূলেতিহাস-পুরাণধর্মশাস্ত্রোপবৃংহিত-পরমার্থভূতানাদিনিধনাবিচ্ছিন্নসম্প্রদায়-ঋক্-যজুঃসামাথর্বরূপানন্তশাখং বেদং চ অভ্যুপগচ্ছতামস্মাকং কিং ন সেৎস্যতি ?

অদ্বৈতবাদী কর্তৃক উক্ত দোষারোপ সিদ্ধান্ত পক্ষ পরিহার করিতেছেন— (হে অদ্বৈতবাদিন্ !) আমাদের (রামানুজীয়) সিদ্ধান্তের কথা বলি, শ্রবণ করুন—

উক্ত দোষ পরিহারার্থে রামানুজপক্ষে প্রমাণ-প্রমেয়ের পারমার্থ্য প্রদর্শন

পরমব্রহ্ম হইতেছেন স্বভাবতঃ সমস্ত হেয়-বিরহিত স্বরূপতঃ অনন্ত জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। তিনি হইতেছেন স্বাভাবিক নিঃসীম অতিশয় অপরিমিত উদার গুণের সাগর। তিনি অনন্ত মহাবিভূতিমান। নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্তাদি পরার্দ্ধ পর্যন্ত বিভক্ত অপরিমিত যে কাল, যাহা সর্ববস্তুর সৃষ্টি স্থিতি লয় আদির এবং সর্বপরিণামের নিমিত্তভূত, সেই কাল কর্তৃক তিনি অস্পৃষ্ট। নিজ লীলাপরিকর এবং স্বাংশরূপ অনন্ত বদ্ধ মুক্ত ইত্যাদি নানাবিধ চেতন (জীব), এই চেতনের ভোগ্যভূত অনন্ত বিচিত্র পরিণামশীল শক্তিসম্পন্ন অচেতন বস্তু যে (চিদচিদাত্মক) জগৎ, সেই জগতের ইনি অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত। এই জগৎ তাঁহার শরীর এবং বিশেষণরূপী। (অতএব পরমব্রহ্ম হইতেছেন চিদচিদ্বিশিষ্ট বস্তু)। এইরূপ পরব্রহ্মই জ্ঞাতব্য-প্রমেয় বস্তু। অনাদি ও অনন্ত ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব— এই চারি বেদ এবং ইহাদের শত শাখা, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারক্ষম আপ্তপুরুষ ভগবান দ্বৈপায়ন-পরাশর-বাল্মীকি-মনু-যাজ্ঞবল্ক্য-গৌতম-আপস্তম্ব প্রভৃতি মুনিগণ দ্বারা প্রণীত ইহাদের উপবৃংহণরূপ ইতিহাস (রামায়ণ-মহাভারত) পুরাণ এবং ধর্মশাস্ত্র — এই সকল শাস্ত্র প্রমাণ এবং প্রমেয়-বিষয়ে পারমার্থ্য ঘোষণা করিতেছেন। অতএব আমাদের পক্ষে কোন্ বস্তু সিদ্ধ না হইবে ? ॥৪৭

৪৮। যথোক্তং ভগবতা দ্বৈপায়নেন মহাভারতে—

যো মামজমনাদিং চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ॥
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥
কালং স পচতে তত্র ন কালস্তত্র বৈ প্রভুঃ।
এতে বৈ নিরয়াস্তাত স্থানস্য পরমাত্মনঃ ॥
অব্যক্তাদিবিশেষান্তং পরিণামর্দ্ধিসংযুতম্।
ক্রীড়া হরেরিদং সর্বং ক্ষরমিত্যবধার্যতাম্ ॥

"যে আমাকে জন্মরহিত অনাদি এবং সর্বলোকের মহা নিয়ামক (মহেশ্বর) বলিয়া জানে" (গীতা ১০।৩)। 'ক্ষর এবং অক্ষর' এই দুই প্রকার পুরুষ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে 'ক্ষর' শব্দের দ্বারা অচিৎ বস্তুর পরিণামরূপী যে দেহ, সেই দেহবিশিষ্ট ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্যন্ত সমস্ত বদ্ধ জীবকে বুঝাইয়া থাকে, এবং 'অক্ষর' শব্দে কূটস্থ সদা একরূপ বিকাররহিত মুক্ত পুরুষকে বুঝাইয়া থাকে।"

উক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল প্রমাণ-বচন

(সমস্ত বস্তুর আত্মারূপী) পরমাত্মা — এই নামে বিখ্যাত, 'ক্ষর' এবং 'অক্ষর' এই দুই প্রকার বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষ হইতে অতিরিক্ত আর একটি উত্তম পুরুষ আছেন। অব্যয় এবং ঈশ্বর অর্থাৎ সর্বনিয়ন্তা, এইরূপ গুণবিশিষ্ট যিনি সেই উত্তমপুরুষ, যাবৎ অচেতন বস্তু, যাবৎ বদ্ধ ও মুক্ত চেতন বস্তু — এই লোকত্রয়, অর্থাৎ তিন প্রকার বস্তুর মধ্যেই অন্তর্যামীরূপে প্রবিষ্ট থাকিয়া তাহাদের ভরণ অর্থাৎ ধারণ করিয়া থাকেন। (গীতা ১৫।১৬, ১৭)।

সেখানে, কাল প্রভু নহে, এই কাল সেখানে সর্বনিয়ামক সর্বেশ্বরের অধীনই থাকে। ইহারা পরমাত্মাকৃত জীবের শাস্তিভোগের স্থান নরকস্বরূপ। এই সূক্ষ্ম 'অব্যক্ত' হইতে স্থূল প্রকৃতি (যাবৎ সৃষ্ট বস্তু) পর্যন্ত বস্তুতে পূর্ণ। এই সকল পরিণামশীল বস্তুকে শ্রীহরির ক্রীড়ার উপকরণ বলিয়া জানিবে।

(ভারত—মোক্ষধর্ম ২৫।৯)

কৃষ্ণ এব হি লোকানামুৎপত্তিরপি চাব্যয়ঃ ॥
কৃষ্ণস্য হি কৃতে ভুতমিদং বিশ্বং চরাচরম্ ॥ ইতি ।

কৃষ্ণস্য হি কৃতে ইতি। কৃষ্ণস্য শেষভূতমিত্যর্থঃ।

৪৯। ভগবতা পরাশরেণাপ্যেবমুক্তম্—

শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি শব্দ্যতে।
মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সর্বকারণকারণে॥
জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্যবীর্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥
এবমেষ মহাশব্দো মৈত্রেয় ভগবানিতি।
পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যগঃ ॥
তত্র পূজ্যপদার্থোক্তিপরিভাষাসমন্বিতঃ।
শব্দোঽয়ং নোপচারেণ ত্বন্যত্র হ্যুপচারতঃ॥
এবংপ্রকারমমলং নিত্যং ব্যাপকমক্ষয়ম্।
সমস্তহেয়রহিতং বিষ্ণবাখ্যং পরমং পদম্ ॥

কৃষ্ণই সমস্ত লোকের (জগতের) উৎপত্তি ও বিনাশের কর্ত্তা। এই বিশ্বচরাচর এবং এই ভূতবর্গ সমস্ত বস্তুরই সত্তা কৃষ্ণের জন্যই (কৃষ্ণের ভোগের জন্যই), অর্থাৎ কৃষ্ণেরই 'শেষবস্তু'। (ভারত—সভাঃ ৩৮।২৩) ॥৪৮

(উক্ত অর্থ বিশদীকারের জন্য এবং অনুক্ত অর্থ কথনের জন্য ভগবান পরাশরের বচন অতঃপর উদ্ধৃত হইতেছে)—

"হে মৈত্রেয়, শুদ্ধ মহাবিভূতিমান সর্বকারণেরও কারণ পরমব্রহ্মকেই বুঝাইয়া থাকে।" (বিঃ পুঃ ৬।৫।৭২)।

"এই 'ভগবৎ' শব্দটি সকল হেয়গুণবিরহিত, জ্ঞান শক্তি বল ঐশ্বর্য বীর্য ও তেজ—এই ছয়টি গুণবিশিষ্ট পরবস্তুকেই বুঝাইয়া থাকে।" (বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৯)

"হে মৈত্রেয়! 'ভগবান' এই মহাশব্দটি কেবল পরমব্রহ্মভূত বাসুদেবকেই বুঝাইয়া থাকে, অপর কাহাকেও বুঝায় না।"

"এই শব্দে পূজ্যবস্তুকেই বুঝায়। ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ বাসুদেবকেই সাক্ষাৎ-ভাবে বুঝাইয়া থাকে, অন্যত্র যখন প্রযুক্ত হয় তখন বুঝিতে হইবে ইহা গৌণার্থবোধক।" (বিঃ পুঃ ৬।৫।৭৫)।

"এই প্রকার সমস্ত হেয়বিরহিত নির্মল নিত্য অক্ষয় ব্যাপকবস্তু 'বিষ্ণুই' হইতেছেন পরমপদ বা পরম গম্য স্থান।" (বিঃ পুঃ ১।২২।৫৩)।

কলামুহূর্ত্তাদিময়শ্চ কালো ন যদ্বিভূতেঃ পরিণামহেতুঃ।
ক্রীড়তো বালকস্যেব চেষ্টাং তস্য নিশাময়॥ ইত্যাদি।

৫০। মনুনাঽপি — "প্রশাসিতারং সর্বেষামণীয়াংসমণীয়সাম্" ইত্যাদ্যুক্তম্।

যাজ্ঞবল্ক্যেনাপি — "ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরজ্ঞানাদ্বিশুদ্ধিঃ পরমা মতা" ইত্যাদি।

আপস্তম্বেনাপি—"পূঃ প্রাণিনঃ সর্বগুহাশয়স্য" ইতি। সর্বে প্রাণিনঃ, গুহাশয়স্য পরমাত্মনঃ, পূঃ পুরং শরীরমিত্যর্থঃ। প্রাণিন ইতি। জীবাত্মকভূতসঙ্ঘাতাঃ।

৫১। নন্ু চ কিমনেন আড়ম্বরেণ? চোদ্যং তু ন পরিহৃতম্; উচ্যতে—এবমভ্যুপগচ্ছতামস্মাকম্, আত্মধর্মভূতস্য চৈতন্যস্য স্বাভাবিক-

---

"কলা, মুহূর্ত্ত প্রভৃতি বিভাগযুক্ত 'কাল' তাঁহার বিভূতির পরিণামের কারণ বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি কোন প্রভাব নাই।" (বিঃ পুঃ ৪।১।৮৪)।

"তাঁহার যাবৎ চেষ্টাই সাবলীল, ক্রীড়ারত বালকের ন্যায়।"
(বিঃ পুঃ ৬।২।১৮) ॥৪৯

মনুও বলিতেছেন — "তিনি সর্ব জগতের প্রশাসনকর্ত্তা। তিনি অণু হইতেও অণু।" ইত্যাদি বচন। (মনুসংহিতা ১২।১২২)।

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলেন—ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের যখন ঈশ্বরবিষয়ে* জ্ঞান হয় তখন সে পরমা শুদ্ধি লাভ করে।

ঋষি আপস্তম্ব বচন—সমস্ত প্রাণী হইতেছে সর্ব গুহাশয় বস্তুর 'পূ' অর্থাৎ বাসস্থান, অর্থাৎ শরীর। 'প্রাণী' মানে—জীব, অর্থাৎ শরীরবিশিষ্ট জীবাত্মা ॥৫০

আচ্ছা, আপনার এত বাগাড়ম্বরে কি প্রয়োজন? আমাদের উক্তি ও যুক্তি আপনি তো পরিহার করিলেন না। (পূর্বপক্ষ অদ্বৈতবাদী)

বেশ, ভবৎ-কথিত বিষয়ের উত্তরে আমাদের উত্তর শ্রবণ করুন। আমাদের মতে জ্ঞান হইতেছে আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম। নিজ নিজ কর্মের

---

* ঈশ্বরবিষয়ে—এস্থলে, সবিশেষ 'সগুণ ঈশ্বর' বিষয় জ্ঞান কথিত হইয়াছে কিন্তু 'নিগুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মবিশেষ কথিত হয় নাই।

স্যাপি কর্মণা পারমার্থিকং সংকোচং বিকাসং চ ব্রুবতাং সর্বমিদং পরিহৃতম্ ; ভবতস্তু প্রকাশ এব স্বরূপমিতি প্রকাশো ন ধর্মভূতঃ, তস্য সঙ্কোচো বিকাশো বা নাভ্যুপগম্যতে। প্রকাশপ্রসরানুৎপত্তিমেব তিরোধানভূতাঃ কর্মাদয়ঃ কুর্বন্তি। অবিদ্যা চেৎ তিরোধানং, তিরোধানভূতয়া তয়া, স্বরূপভূতপ্রকাশনাশঃ পূর্বমেবোক্তঃ। অস্মাকং তু অবিদ্যারূপেণ কর্মণা স্বরূপনিত্যধর্মভূতজ্ঞানপ্রকাশঃ সঙ্কুচিতঃ, তেন দেবাদিরূপাত্মাভিমানো ভবতীতি বিশেষঃ।

৫২। যথোক্তম্--

অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞাঽন্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্বগা।
সংসারতাপানখিলান্ অবাপ্নোত্যতিসন্ততান্॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে॥ ইতি।

তদুত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ

দ্বারা এই জ্ঞানের সঙ্কোচ এবং বিকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং আপনাদের শঙ্কা এতদ্দ্বারা পরিহৃত হইল। আপনাদের মতে এই প্রকাশ বা জ্ঞান হইতেছে স্বরূপ, কিন্তু ধর্ম নহে। অতএব, এই প্রকাশ স্বরূপের সঙ্কোচ-বিকাশ সম্ভব নহে। সুতরাং কর্মের ন্যায় অন্যান্য আচ্ছাদক বস্তু আত্মার জ্ঞান বা প্রকাশ-প্রসারণের নিবৃত্তি বা তিরোধান করিয়া দেয়। এই তিরোধান-বস্তু যদি অবিদ্যা হয় তাহা হইলে এই তিরোধানভূত অবিদ্যার দ্বারা সে স্বরূপভূত প্রকাশের নাশ হইয়া থাকে তাহা ইতিপূর্বে আমরা বলিয়াছি। আমাদের মতে অবিদ্যারূপ কর্মের দ্বারা জ্ঞানরূপ স্বরূপটি নিত্য বলিয়া অবিকৃত থাকে কিন্তু ধর্মরূপ জ্ঞান বা প্রকাশ সঙ্কুচিত হয়। এই ধর্মভূত জ্ঞান সঙ্কোচের জন্যই আত্মার দেবমনুষ্যাদি দেহে আত্মা-অভিমান হইয়া যায়॥৫১

বিষ্ণুপুরাণ এ বিষয়ে বলিতেছেন—

ব্রহ্মের কর্ম-নামক তৃতীয় শক্তি অবিদ্যা নামে কথিত। এই অবিদ্যা-শক্তির দ্বারা আবৃত হইয়া সর্বগামিনী ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তি (জীব-শক্তি) সকল প্রকার অতি বিস্তৃত সাংসারিক কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। হে ভূপাল, অবিদ্যার দ্বারা তিরোহিত থাকে বলিয়া এই ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তি সর্বজীবে বিভিন্নভাবে সঙ্কুচিত বা বিকসিত থাকে। (বিঃ পুঃ ৬।৭।৬১-৬২)

ক্ষেত্রজ্ঞানাং স্বধর্মভূতজ্ঞানস্য কর্মসংজ্ঞয়া অবিদ্যয়া সঙ্কোচং বিকাসং চ দর্শয়তি।

৫৩। অপি চ আচ্ছাদিকা অবিদ্যা শ্রুতিভিশ্চ ঐক্যোপদেশ-বলাচ্চ ব্রহ্মস্বরূপতিরোধানহেতুদোষরূপা আশ্রীয়তে। তস্যাশ্চ মিথ্যারূপত্বেন প্রপঞ্চবৎ স্বদর্শনমূলদোষাপেক্ষত্বাৎ, ন সা মিথ্যাদর্শন-মূলদোষঃস্যাদিতি ব্রহ্মৈব মিথ্যাদর্শনমূলং স্যাৎ। তস্যাশ্চ অনাদিত্বেঽপি মিথ্যারূপত্বাদেব ব্রহ্মদৃশ্যত্বেনৈব অনাদিত্বাৎ, তদ্দর্শনমূলপরমার্থদোষা-

---

এই প্রকার শাস্ত্রবাক্যে কথিত হইতেছে যে, কর্ম-নামক অবিদ্যার দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের ধর্মভূত জ্ঞানের সঙ্কোচ বা বিকাশ হইয়া থাকে ॥৫২

পূর্বপক্ষ অদ্বৈতবাদী— অবিদ্যার আচ্ছাদিকা শক্তির কথা আমরা বলিয়া থাকি দুটি কারণে— (১) কয়েকটি শ্রুতিবাক্যের প্রমাণে, (২) জীব এবং ব্রহ্মের বিহিত ঐক্যের প্রতিপাদনে। আমরা আরো বলিয়া থাকি যে, এই আচ্ছাদিকা শক্তি ব্রহ্ম-স্বরূপের—তিরোধানের হেতুরূপা।

সিদ্ধান্তবাদী কর্তৃক উক্ত অবিদ্যার স্বরূপ-অনুপপত্তি

তদুত্তরে, আচ্ছাদিকা অবিদ্যার বিবরণে ব্রহ্মস্বরূপের তিরোধান-হেতু-রূপী দোষ প্রদর্শিত হইতেছে—

এই জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা হইলেও যেমন অবিদ্যারূপী* অজ্ঞান ইহার হেতু, সেইরূপ এই অবিদ্যা-রূপ দোষ বা অজ্ঞানও মিথ্যা (অসৎ) বলিয়া জগতের এই মিথ্যা ভেদ-ভ্রম উৎপাদনের জন্য তাহার মূলেও অন্য এক দোষ-কল্পনা প্রয়োজন। (পুনরায়, এই দোষ-কল্পনার মূলে আবার আর একটি দোষ কল্পনা করিলে—এই প্রকারে 'অনবস্থা-দোষ' আসিয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, এই দোষ নিবারণে অবিদ্যাকে যদি সত্য (সৎ) বলিয়া মানেন তখন আবার, ভবৎ-কথিত অদ্বৈতবাদের হানি হয়।) আবার, অবিদ্যারূপ অজ্ঞানকে যদি মূল-দোষ বলিয়া না মানি, তবে তো পরিশেষে ব্রহ্মকেই মিথ্যা ভেদদর্শনের মূল বলিতে হয়। এই অবিদ্যাকে যদি (ভবৎ-কথিত) অনাদি বলিয়া স্বীকার করি তাহা হইলে এই মিথ্যারূপী ভেদ-দর্শনটি নিত্য বা অনাদি বলিয়া অনাদি ব্রহ্মেই এই

---

* অবিদ্যা—অদ্বৈতবাদীরা 'অবিদ্যার' স্বরূপকে 'সদসৎ অনির্বচনীয়' বলিয়া থাকেন।

নভ্যুপগমাচ্চ ব্রহ্মৈব তদ্দর্শনমূলং স্যাৎ; তস্য নিত্যত্বাৎ অনির্মোক্ষ এব।

৫৪। অত এব ইদমপি নিরস্তম্। একমেব শরীরং জীববৎ, নির্জীবানীতরাণি শরীরাণি। যথা স্বপ্নদৃষ্টনানাবিধশরীরাণাং নির্জীবত্বম্। তত্র স্বপ্নে দ্রষ্টুঃ শরীরমেকমেব জীববৎ। তস্য স্বপ্ন-বেলায়াং দৃশ্যভূতনানাবিধানন্তশরীরাণাং নির্জীবত্বমেব। অনেনৈকে-নৈব পরিকল্পিতত্বাৎ জীবাঃ মিথ্যাভূতাঃ ইতি।

৫৫। ব্রহ্মণা স্বস্বরূপব্যতিরিক্তস্য জীবভাবস্য সর্বশরীরাণাং চ কল্পিতত্বাৎ, একস্মিন্নপি শরীরে শরীরবৎ, জীবসদ্ভাবস্য মিথ্যারূপত্বাৎ সর্বাণি শরীরাণি মিথ্যারূপাণি। তত্র জীবভাবশ্চ মিথ্যারূপঃ ইতি। একস্য শরীরস্য তত্র জীবসদ্ভাবস্য চ ন কশ্চিদ্বিশেষঃ। অস্মাকং

দোষ আসিয়া পড়ে। পুনরায়, ব্রহ্ম যখন নিত্য এবং এই দোষও যখন নিত্য তখন ব্রহ্মে যুক্ত এই দোষ বিনষ্টও হইতে পারে না। তাহার ফলে মোক্ষ-প্রসঙ্গও আর উঠিতে পারে না, অর্থাৎ জীবরূপী ব্রহ্মের কোন কালে মুক্তি হইতে পারে না ॥৫৩

ব্রহ্মের এক-জীববাদ—অদ্বৈতবাদ

পুনরায়, (হে অদ্বৈতবাদিন্) আপনারা বলিয়া থাকেন—একটি মাত্র শরীরে জীবাত্মা অবস্থিত। অন্যান্য শরীরের জীবাত্মার অবস্থান নাই। স্বপ্ন-দৃষ্ট বিভিন্ন নানা শরীরে যেমন কোন জীবাত্মা থাকে না তদ্রূপ। একমাত্র স্বপ্ন-দ্রষ্টা জীবই থাকে, সেই জীবই ভ্রান্তভাবে নানা দেহ ও তত্র তত্র স্থিত জীবাত্মার অনুভব করে। সুতরাং একটি জীবাত্মাই সত্য, অন্য সমস্ত জীবের কল্পনা মিথ্যা ॥৫৪

সিদ্ধান্ত পক্ষে এক-জীববাদ নিরাকরণ

(সিদ্ধান্ত পক্ষের উক্তি—) আপনাদের মতে, নিজ ব্যতিরিক্ত জীবভাব এবং সর্বশরীর ব্রহ্ম কর্তৃক কল্পিত। একটি মাত্র শরীরেই জীবাত্মার অবস্থিতি, অন্য সমস্ত শরীরই মিথ্যারূপী কারণ তাহাতে কোন জীবাত্মার সদ্ভাব নাই। আবার, সর্ব জীবের সদ্ভাবও যখন মিথ্যারূপ তখন জীবাত্মা-অধিষ্ঠিত উক্ত যে একটি শরীর তাহাও মিথ্যা এবং তত্রস্থ জীবাত্মাও মিথ্যা, অন্যান্য শরীরের তুলনায় কোনই তারতম্য নাই।

তু স্বপ্নে দ্রষ্টুঃ শরীরস্য তস্মিন্নাত্মসদ্ভাবস্য চ প্রবোধবেলায়ামবাধিতত্বাৎ, অন্যেষাং শরীরাণাং তদ্‌গতজীবানাং চ বাধিতত্বাৎ তে সর্বে মিথ্যাভূতাঃ। স্বশরীরমেকং তস্মিন্ জীবভাবশ্চ পরমার্থঃ ইতি বিশেষঃ।

৫৬। অপি চ কেন বা অবিদ্যানিবৃত্তিঃ সা চ কীদৃশী ইতি বিবেচনীয়ম্। ঐক্যজ্ঞানং নিবর্ত্তকং, নিবৃত্তিশ্চ অনির্বচনীয়প্রত্যনীকাকারা।

৫৭। ইতি চেৎ, অনির্বচনীয়প্রত্যনীকং নির্বচনীয়ম্। তচ্চ সদ্বা অসদ্বা দ্বিরূপং বা কোট্যন্তরং ন বিদ্যতে। ব্রহ্মব্যতিরেকেন এতদভ্যুপগমে পুনরপ্যবিদ্যা ন নিবৃত্তা স্যাৎ; ব্রহ্মৈব চেন্নিবৃত্তিঃ, তৎ

আমাদের মতে কিন্তু, স্বপ্নদ্রষ্টার দেহ এবং সেই দেহস্থিত জীবাত্মা জাগ্রত অবস্থায় অবাধিত এবং যথাবস্থিত থাকিয়া যায়। স্বপ্নদৃষ্ট দেহ এবং তত্র তত্র স্থিত জীবাত্মা জাগ্রত অবস্থায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট যত দেহ ও আত্মা তাহাই মিথ্যা, কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষের দেহ ও আত্মা সত্যই বটে। আপনাদের মতের এবং আমাদের মতের মধ্যে ইহাই পার্থক্য ॥৫৫

(সিদ্ধান্তপক্ষ—) পুনরায়, জিজ্ঞাসা করি, এই অবিদ্যার নিবর্ত্তক কে, এবং এই অবিদ্যার নিবৃত্তিই বা কিরূপ?—ইহার বিবেচনা কর্ত্তব্য। যদি বলেন—ঐক্যজ্ঞানই অবিদ্যার নিবর্ত্তক এবং এই নিবৃত্তির প্রকার হইতেছে অনির্বচনীয়ত্বের প্রত্যনীক (বিপরীত) আকার ॥৫৬

প্রাসঙ্গিক কথন
অবিদ্যার
নিবর্ত্তক-অনুপপত্তি,
নিবৃত্তি-অনুপপত্তি

তদুত্তরে আমরা (সিদ্ধান্তপক্ষ) বলি — অনির্বচনীয়*-প্রত্যনীক পদের অর্থ হইতেছে—নির্বচনীয়। এই নির্বচনীয় বস্তু হইবে 'সৎ' কিংবা 'অসৎ' এই দুই প্রকার। ইহা ভিন্ন তৃতীয় কোন কল্পনা হইতে পারে না। এই নির্বচনীয় বস্তুটি যদি ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করা হয় তখন 'অদ্বৈত'-হানি হইবে। সুতরাং এই অর্থে অবিদ্যার নিবৃত্তি সম্ভব নহে। (অদ্বৈত রক্ষার্থে) এই নিবৃত্তিকে ব্রহ্মস্বরূপের অনতিরিক্ত অর্থাৎ এই নিবৃত্তিকে যদি ব্রহ্মই বলা

---

* অনির্বচনীয়—অদ্বৈতবাদী 'অবিদ্যাকে' বলিয়া থাকেন 'সদসৎ অনির্বচনীয়' বস্তু।

প্রাগপ্যবিশিষ্টমিতি, বেদান্তজ্ঞানাৎ পূর্বমেব নিবৃত্তিঃ স্যাৎ। ঐক্য-জ্ঞানং নিবর্ত্তকং, তদভাবাৎ সংসারঃ ইতি ভবদ্দর্শনং বিহন্যতে।

৫৮। কিঞ্চ নিবর্ত্তকজ্ঞানস্যাপ্যবিদ্যারূপত্বাৎ তন্নিবর্ত্তনং কেনেতি বক্তব্যম্। নিবর্ত্তকজ্ঞানং স্বেতরসমস্তভেদং নিবর্ত্ত্য, ক্ষণিকত্বাদেব স্বয়মেব বিনশ্যতি। দাবানলবিষনাশনবিষান্তরবৎ ইতি চেৎ, ন। নিবর্ত্তকজ্ঞানস্য ব্রহ্মব্যতিরিক্তত্বেন তৎস্বরূপ, তদুৎপত্তিবিনাশানাং মিথ্যারূপত্বাৎ তদ্বিনাশরূপা অবিদ্যা তিষ্ঠত্যেবেতি, তদ্বিনাশদর্শনস্য

যায় তাহা হইলে তো বেদান্তজ্ঞানের পূর্বেই যখন অনাদি বলিয়া ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিল তখন এই নিবৃত্তিও বর্ত্তমানই ছিল। সুতরাং আপনাদের সিদ্ধান্ত যে, ঐক্যজ্ঞানই নিবর্ত্তক এবং এই নিবর্ত্তক জ্ঞানের অভাবই সংসার তাহা তো নিরর্থক হইয়া যায়॥৫৭

(উক্ত প্রকারে অবিদ্যা-নিবৃত্তির দূষণের নিবর্ত্তকও দূষিত হইয়া পড়ে ইহা প্রদর্শন করিয়া, এখন পুনরায় অন্যভাবে এই নিবৃত্তি যে দোষদুষ্ট তাহা যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে।)

পুনরায় বলি, এই অবিদ্যার নিবর্ত্তক (আপনাদের মতে ঐক্যবোধক) যে বেদান্তের জ্ঞান তাহাও এক প্রকার অবিদ্যা (মিথ্যা), (কারণ ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত সমস্ত মিথ্যা।) এই মিথ্যা নিবারণের হেতু যে কি তাহাও আপনাদের বলিতে হয়। যদি বলেন, এই (মিথ্যারূপী) ভেদ-নিবর্ত্তক জ্ঞান, ক্ষণিকরূপী[১] বলিয়া, নিজ হইতে ভিন্ন যাবৎ ভেদকে নিবৃত্ত করিয়া তৎপরে স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া যায়, দাবানল বা বিষনাশক বিষের ন্যায় স্বয়ংই নিবৃত্ত হইয়া যায়—(ইহার বিরুদ্ধে, সিদ্ধান্ত পক্ষ বলিব যে), একথা যুক্তিসঙ্গত নহে। এই নিবর্ত্তক জ্ঞানের স্বরূপ উৎপত্তি ও বিনাশ সমস্তই যখন অবিদ্যাজনিত কাল্পনিক ভ্রমাত্মক বা মিথ্যা তখন এই ভ্রমের আশ্রয়বস্তু অবিদ্যারও নিবৃত্তির জন্য অপর একটি নিবর্ত্তক পদার্থ অবশ্য প্রয়োজন। নতুবা এই অবিদ্যাটি তো রহিয়াই যায়। পরবর্ত্তী অবিদ্যা-নিবর্ত্তক পদার্থটি যে কি তাহাও আপনাদের বক্তব্য।

---

১ অদ্বৈতমতে জ্ঞান বা অনুভূতি হইতেছে 'ক্ষণিক' বস্তু। এই জ্ঞান একত্বের বিরোধী সমস্ত ভেদভাব বিনষ্ট করিয়া সে স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া যায়। তাহাকে নিবর্ত্তনের জন্য আর উপায়ান্তরের প্রয়োজন হয় না।

নিবর্ত্তকং বক্তব্যমেব। দাবাগ্ন্যাদীনামপি পূর্বাবস্থাবিরোধিপরিণাম-পরম্পরা অবর্জনীয়ৈব।

৫৯। অপি চ চিন্মাত্রব্রহ্মব্যতিরিক্তকৃৎস্ননিষেধবিষয়জ্ঞানস্য কোঽয়ং জ্ঞাতা? অধ্যাসরূপঃ ইতি চেৎ, ন; তস্য নিষেধ্যতয়া নিবর্ত্তকজ্ঞানকর্মত্বাৎ তৎকর্তৃত্বানুপপত্তেঃ। ব্রহ্মস্বরূপমেব ইতি চেৎ, ন। ব্রহ্মণঃ নিবর্ত্তকজ্ঞানং প্রতি জ্ঞাতৃত্বং কিং স্বরূপম্, উত অধ্যস্তম্? অধ্যস্তং চেৎ অয়মধ্যাসঃ, তন্মূলাবিদ্যান্তরং চ নিবর্ত্তক-জ্ঞানাবিষয়তয়া তিষ্ঠত্যেব। তন্নিবর্ত্তকান্তরাভ্যুপগমে, তস্যাপি

আবার, দাবাগ্নি প্রভৃতির যে বিনাশ কথিত হইয়াছে তাহা তো পরিণাম-পরম্পরার দ্বারা পূর্বাবস্থা বিরোধী—অবস্থান্তর প্রাপ্তি কিন্তু দ্রব্যের অভাব নহে। (যদি অবিদ্যারও এই প্রকার অবস্থান্তর প্রাপ্তি স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে তো আর অবিদ্যার নিবৃত্তি হইল না) ॥৫৮

আরো জিজ্ঞাস্য এই যে, চিন্মাত্র ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত যত কিছু পদার্থের যে নিষেধ-বিষয়ক জ্ঞান, তাহার জ্ঞাতা কে? যদি বলেন, ব্রহ্মে অবিদ্যার অধ্যাস (অহংরূপী অধ্যস্ত ব্রহ্ম) এই জ্ঞানের জ্ঞাতা, তদুত্তরে আমরা বলিব, তাহা হইতে পারে না। কারণ, এই অধ্যাসই যখন নিষিধ্যবস্তু অর্থাৎ নিবর্ত্তনের বিষয়, তখন উহা নিবর্ত্তক জ্ঞানের কর্মই হইবে, তাহার কর্তা হইতে পারে না। আর যদি ব্রহ্ম-স্বরূপকে কর্তা বলিয়া স্বীকার করেন তবে পুনরায় জিজ্ঞাস্য এই যে, উক্ত অবিদ্যা-নিবর্ত্তক যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান বিষয়ে ব্রহ্মের যে জ্ঞাতৃত্ব (জ্ঞান-কর্তৃত্ব) তাহা কি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্বরূপ অথবা তাঁহার অবিদ্যা-অধ্যস্ত রূপ। যদি অধ্যস্ত রূপ হয়, তাহা হইলে এই জ্ঞাতৃত্বের কারণরূপ ব্রহ্মবস্তুতে অধ্যাস বা ভ্রম এবং এই ভ্রম বা অধ্যাসের মূল কারণরূপ যে আরও একটি অজ্ঞান রহিয়াছে তাহা যখন উপরি-উক্ত অবিদ্যা-নিবারক জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় নাই, (অর্থাৎ উক্ত জ্ঞানের কর্মরূপী হয় নাই, কর্তারূপীই হইয়াছে) তখন এই অধ্যাস এবং তাহার মূল কারণ যে অজ্ঞান বা অবিদ্যা তাহা তো বিদ্যমানই থাকিবে। আর যদি এই দুইটী অবিদ্যা নিবারণের জন্য আপনারা অপর একটী নিবর্ত্তক-জ্ঞানের সত্তা মানিয়া লন তাহা হইলে সেই জ্ঞানকেও আবার উপরি-উক্ত প্রকারে—জ্ঞাতা, জ্ঞান বা জ্ঞেয় এই তিনটী প্রকারের (ত্রিরূপত্বের) মধ্যে কোন্‌টী তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। পুনরপি পরবর্ত্তী এই নিবর্ত্তক জ্ঞানেরই বা জ্ঞাতা কে? এই

জ্ঞাতৃ-অনুপপত্তি

ত্রিরূপতয়া অনবস্থৈব। সর্বস্য হি জ্ঞানস্য ত্রিরূপত্ববিরহে জ্ঞানত্বমেব হীয়তে; কস্যচিৎ কঞ্চন অর্থবিশেষং প্রতি সিদ্ধিরূপত্বাৎ। জ্ঞানস্য ত্রিরূপত্ববিরহে, ভবতাং স্বরূপভূতজ্ঞানবৎ নিবর্ত্তকজ্ঞানমপি অনিবর্ত্তকং স্যাৎ। ব্রহ্মস্বরূপস্যৈব জ্ঞাতৃত্বাভ্যুপগমে, অস্মদীয় পক্ষ এব পরিগৃহীতঃ স্যাৎ।

৬০। নিবর্ত্তকজ্ঞানস্বরূপজ্ঞাতৃত্বং চ স্বনিবর্ত্ত্যান্তর্গতম্ ইতি বচনং, ভূতলব্যতিরিক্তং কৃৎস্নং ছিন্নং দেবদত্তেন ইত্যস্যামেব ছেদন-ক্রিয়ায়াম্ অস্যাঃ ছেদনক্রিয়ায়াঃ ছেতৃত্বস্য চ ছেদ্যান্তর্ভাববচনবৎ উপহাস্যম্।

প্রশ্নোত্তরে একটী 'অনবস্থা দোষ' আসিয়া পড়ে। সমস্ত জ্ঞানেরই উক্ত ত্রিরূপত্ব থাকে, যদি তাহা না থাকে তাহা হইলে তো কোন জ্ঞানত্বই থাকে না। জ্ঞান মানে—কোন বিষয়ে কোন অর্থবিশেষের সিদ্ধিরূপী। অতএব, জ্ঞানের উক্ত ত্রিরূপত্ব (জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়) যদি না থাকে তবে স্বরূপভূত জ্ঞানের ন্যায় নিবর্ত্তক জ্ঞানও অ-নিবর্ত্তক হইয়া পড়ে। আবার, ব্রহ্মস্বরূপকেই (কেবল জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া স্বীকার না করিয়া) জ্ঞাতা বলিয়া আপনারা (অদ্বৈতবাদী) স্বীকার করিলে তো প্রকৃতপক্ষে আমাদের মতটি (ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞানগুণক উভয়ই) আপনাদের স্বীকার করিয়া লওয়াই হইল ॥৫৯

পুনরায়, আপনারা যদি বলেন, ব্রহ্ম হইতেছে নিবর্ত্তক জ্ঞানস্বরূপ এবং এই জ্ঞান-স্বরূপ বিষয়ের জ্ঞাতাও বটেন, তাহা হইলে (আপনাদের মতে) জ্ঞাতারূপ ব্রহ্ম কেবল জ্ঞান-স্বরূপ নহেন বলিয়া জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বস্তু (অধ্যস্ত ব্রহ্মবস্তু) হইয়া পড়িলেন, অর্থাৎ অদ্বৈতবস্তু আর রহিলেন না। আবার, এই উক্তিতে বুঝিতে হয় যে, এই জ্ঞাতাবস্তু অধ্যস্ত ব্রহ্ম নিজ জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যান্য জগৎরূপী সমগ্র নিবার্য বস্তুর ন্যায় স্বয়ংও যে নিবার্য, অর্থাৎ বিনাশ্য হইয়া পড়িলেন — এই মতে তাহাই বলা হইল। এই উক্তিটি, 'কেবল ভূতলব্যতিরিক্ত ভূতলস্থ সমস্ত বস্তুই দেবদত্ত কর্ত্তৃক ছিন্ন হইয়াছে', অর্থাৎ এই ছেদনকার্যে ছেদনকর্ত্তা দেবদত্ত সমস্ত পৃথিবীস্থ বস্তুর সহিত নিজেকেও ছেদন করিয়াছে — এইরূপ কথনের ন্যায়ই উপহাসজনক ॥৬০

৬১। অপি চ নিখিলভেদনিবর্ত্তকমিদমৈক্যজ্ঞানং কেন জাতম্ ইতি বিবেচনীয়ম্। শ্রুত্যৈব ইতি চেৎ, ন। তস্যাঃ ব্রহ্মব্যতিরিক্তায়াঃ অবিদ্যাপরিকল্পিতত্বাৎ, প্রপঞ্চবাধকজ্ঞানোৎপাদকত্বং ন সম্ভবতি। তথা হি — দুষ্টকারণজন্যমপি রজ্জুসর্পজ্ঞানং, দুষ্টকারণজন্যেন "রজ্জুরিয়ং ন সর্পঃ" ইতি জ্ঞানেন ন বাধ্যতে। রজ্জুসর্পজ্ঞানভয়ে বর্ত্তমানে, কেনচিদ্ ভ্রান্তেন পুরুষেণ, "রজ্জুরিয়ং ন সর্পঃ" ইত্যুক্তেঽপি "অয়ং ভ্রান্তঃ" ইতি জ্ঞানে সতি, তদ্বচনং রজ্জুসর্পজ্ঞানস্য বাধকং ন ভবতি, ভয়ং চ ন নিবর্ত্ততে; প্রযোজকজ্ঞানবতঃ শ্রবণবেলায়ামেব হি ব্রহ্মব্যতিরিক্তত্বেন শ্রুতেরপি ভ্রান্তিমূলত্বং জ্ঞাতম্ ইতি।

৬২। কিঞ্চ নিবর্ত্তকজ্ঞানস্য জ্ঞাতুঃ তৎসামগ্রীভূতশাস্ত্রস্য চ ব্রহ্মব্যতিরিক্ততয়া যদি বাধ্যত্বমুচ্যতে, হন্ত! তর্হি প্রপঞ্চনিবৃত্তেঃ মিথ্যাত্বমাপততীতি প্রপঞ্চস্য সত্যতা স্যাৎ; স্বপ্নদৃষ্টপুরুষবাক্যাবগত-

---

পুনরায়, জিজ্ঞাসা করি (সিদ্ধান্তপক্ষ), নিখিল-ভেদের নিবর্ত্তক যে ঐক্যজ্ঞান তাহার উৎপাদক কে? যদি আপনারা (অদ্বৈতবাদী) বলেন, শ্রুতিই এই ঐক্যজ্ঞানের উৎপাদক — তদুত্তরে বলি, তাহা হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত সমস্তই যখন অবিদ্যাকল্পিত তখন এই শ্রুতিও (আপনাদের মতে) নিশ্চয় অবিদ্যাকল্পিত। অতএব, এইরূপ শ্রুতির পক্ষে (ভেদময়) প্রপঞ্চের বাধক-জ্ঞান উৎপাদন সম্ভব হইতে পারে না। যেমন — কোন প্রকার দোষদুষ্ট কারণে যদি রজ্জু দর্শনে সর্প-ভ্রম হয় এবং তজ্জন্য ভয়ও উৎপন্ন হয়, তখন যদি এই প্রকার দোষদুষ্ট ব্যক্তিকে অন্য কেহ বলেন — "এটি রজ্জু, সর্প নহে", তখন পূর্ববর্ত্তী ভ্রান্ত এবং ভয়ভীত ব্যক্তি যদি বুঝিতে পারে যে এই সর্পজ্ঞান নিষেধকারী এই পুরুষের জ্ঞানও ভ্রান্ত, তবে তাহার রজ্জুতে সর্পজ্ঞানও বিনষ্ট হয় না এবং তাহার ভয়ও নিবৃত্ত হয় না। সেইরূপ শ্রুতি-বিদ্যার্থী কেহ যদি শিক্ষাকালে জানিয়া থাকে যে ব্রহ্মব্যতিরিক্ত বলিয়া এই শ্রুতি ভ্রান্তিমূলক, তখন শ্রুতিগত দ্বৈত-নিবর্ত্তক জ্ঞানের জ্ঞাতা এবং জ্ঞানদাতা বস্তু শাস্ত্রেরও, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত বলিয়া, ভ্রান্তত্ব ও মিথ্যাত্ব যদি প্রতিপন্ন হয় তখন এই মিথ্যাবস্তুরূপী শাস্ত্রের দ্বারা প্রপঞ্চের মিথ্যারূপত্ব নিবৃত্ত হইতেছে বলিয়া, ফলে এই প্রপঞ্চের সত্যতাই তো প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় — স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তির

জ্ঞানদাতা বস্তু যে শাস্ত্র, তাহার অনুপপত্তি

পুত্রাদিমরণস্য মিথ্যাত্বেন পুত্রাদিসত্যতাবৎ। কিঞ্চ তত্ত্বমস্যাদিবাক্যং ন প্রপঞ্চস্য বাধকং, ভ্রান্তিমূলত্বাৎ; ভ্রান্তপ্রযুক্তরজ্জুসর্পবাধকবাক্যবৎ।

৬৩। ননু চ স্বপ্নে কস্মিংশ্চিদ্ভয়ে বর্তমানে স্বপ্নদশায়ামেব "অয়ং স্বপ্নঃ" ইতি জ্ঞাতে সতি, পূর্বভয়নিবৃত্তিঃ দৃষ্টা; তদ্বদত্রাপি সম্ভবতি ইতি চেৎ; নৈবম্ — স্বপ্নবেলায়ামেব, "সোঽপি স্বপ্নঃ" ইতি জ্ঞাতে সতি পুনর্ভয়ানিবৃত্তিরেব দৃষ্টেতি ন কশ্চিদ্বিশেষঃ। শ্রবণবেলায়ামেব "সোঽপি স্বপ্নঃ" ইতি জ্ঞাতমেবেত্যুক্তম্।

৬৪। যদপি চেদমুক্তম্ — ভ্রান্তপরিকল্পিতত্বেন মিথ্যারূপমপি শাস্ত্রং "সৎ……অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" ইতি বোধয়তি। তস্য সতো ব্রহ্মণো বিষয়স্য পশ্চাত্তনবাধাদর্শনাৎ ব্রহ্ম সুস্থিতমেব ইতি। তদযুক্তম্।

বাক্যে স্বপ্নগত পুত্র প্রভৃতির মৃত্যুর বিষয় শুনিলে যেমন তাহাদের (মরণ প্রতিপন্ন না হইয়া) সত্যতা বা জীবিত অবস্থাই প্রতিপন্ন হয়, উপরি-উক্ত প্রপঞ্চের সত্যতাও তদ্রূপ।

পুনরায়, শ্রুতিগত 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্য ভ্রান্তিমূলক বলিয়া (ভেদময়) প্রপঞ্চকে নিবৃত্ত করিতে পারে না, যেমন ভ্রান্ত ব্যক্তির বাক্য রজ্জুতে সর্প-ভ্রম নিবারণ করিতে পারে না॥৬১, ৬২

(হে পূর্বপক্ষবাদী!) যদি বলেন, স্বপ্ন দর্শনে কোন ভয় যদি উৎপন্ন হয় তখন এই স্বপ্নকালেই যদি জানা যায় যে ইহা সত্য নহে, স্বরূপ মাত্র, তখন তো এই ভয় নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই প্রপঞ্চ-জ্ঞান নিবৃত্তির বিষয়েও তো সেইরূপ বলা যায়।

তদুত্তরে আমরা বলি—না, আপনার এ অনুমান-বাক্য ঠিক হইল না। কারণ, এই স্বপ্নবেলায় যদি পুনরায় জ্ঞান হয় যে, এই ভয়-নিবর্তক জ্ঞানটিও স্বপ্নঘটিত তখন পুনরায় এই নিবৃত্ত-ভয় ফিরিয়া আসে। এই স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের ন্যায় বিদ্যার্থী কর্তৃক 'শ্রুতির' শ্রবণকালে সমান দশাই হইয়া থাকে॥৬৩

তবুও যদি আপনারা বলেন— ("অবিদ্যাজনিত) ভ্রান্তি-পরিকল্পিত বলিয়া মিথ্যারূপী হইলেও শাস্ত্র ব্রহ্মকে 'সৎ-মাত্র' এবং 'অদ্বিতীয়' বলিয়া বোধ করাইয়া থাকেন এবং পরবর্তীকালে এইরূপ 'সৎ' এবং 'অদ্বিতীয়' বস্তু ব্রহ্মবিষয়ে যখন কোন বাধা বা নিষেধ দেখা যায় না, তখন আমাদের সিদ্ধান্ত সুস্থিতই আছে"— তাহা হইলে আমরা বলিব, আপনার এই উক্তিটি যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ,

"শূন্যমেব তত্ত্বম্" ইতি বাক্যেন তস্যাপি বাধিতত্বাৎ। ইদং ভ্রান্তিমূলং বাক্যম্ ইতি চেৎ, "সৎ অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" ইতি বাক্যমপি ভ্রান্তিমূলমিতি ত্বয়ৈবোক্তম্। পশ্চাত্তনবাধাদর্শনং তু সর্বশূন্যবাক্যস্যৈবেতি বিশেষঃ। সর্বশূন্যবাদিনঃ ব্রহ্মব্যতিরিক্তবস্তুমিথ্যাত্ববাদিনশ্চ স্বপক্ষসাধনপ্রমাণ-পারমার্থ্যানভ্যুপগমেন অভিযুক্তৈঃ বাদানধিকার এব প্রতিপাদিতঃ—"অধিকারোঽনুপায়ত্বাৎ ন বাদে শূন্যবাদিনঃ" ইতি।

৬৫। অপি চ প্রত্যক্ষদৃষ্টস্য প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বং কেন প্রমাণেন সাধ্যতে? প্রত্যক্ষস্য দোষমূলত্বেন অন্যথাসিদ্ধিসম্ভবাৎ, নির্দোষং শাস্ত্রমনন্যথাসিদ্ধং প্রত্যক্ষস্য বাধকম্ ইতি চেৎ, কেন দোষেণ জাতং প্রত্যক্ষম্ অনন্তভেদবিষয়ম্ ইতি বক্তব্যম্। অনাদিভেদবাসনাখ্যদোষ-জাতং প্রত্যক্ষম্ ইতি চেৎ, হন্ত! তর্হি অনেনৈব দোষেণ জাতং

সর্বশূন্যত্ববাদে (বৌদ্ধবাদে) আপনাদের 'সন্মাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম'-বাদেরও নিষেধ দেখা যায়। যদি বলেন, এই সর্বশূন্য-বাদ ভ্রান্তিমূলক, তবে আমরা বলিব—'সন্মাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম'—ভবৎ-কথিত এই বাক্যও ভ্রান্তিমূলক, যেহেতু আপনারাই বলিয়া থাকেন যে, আপনাদের মতে (আপনাদের সিদ্ধান্ত-প্রতিপাদক) শ্রুতিও ভ্রান্তিমূলক।

আমরা বলিব - "যাঁহারা শূন্যবাদের সমর্থক এবং যাঁহারা ব্রহ্মব্যতিরিক্ত সমস্ত বস্তুরই মিথ্যাত্বের সমর্থক, এই উভয়ই প্রমাণের কোন সত্যতা মানেন না বলিয়া তাঁহাদের স্বপক্ষ সাধনে বাদাবাদের কোন অধিকার নাই। বরেণ্য বিদ্বানগণ বলিয়া থাকেন—'শূন্যবাদিগণের বাদে কোন অধিকার নাই, যেহেতু বাদের উপযোগী কোন জ্ঞানই তাঁহারা স্বীকার করেন না।" ॥৬৪

প্রশ্ন হইতে পারে, প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট জগৎ-প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব কি প্রমাণের দ্বারা সাধিত হইতে পারে? তদুত্তরে আপনারা (অদ্বৈতবাদী) যদি বলেন যে দোষ-দুষ্ট বলিয়া জগতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্র নির্দোষ বলিয়া শাস্ত্রবাক্য যথার্থবাদী, এই কারণেই শাস্ত্রবাক্য প্রত্যক্ষবস্তুর মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতে পারে। তবে জিজ্ঞাসা করি, কি দোষের জন্য প্রত্যক্ষ জগৎ অনন্ত ভেদের বিষয় বলুন? যদি বলেন, প্রত্যক্ষ বিষয়ের নানাত্ব অনাদি ভেদ-বাসনারূপ দোষজাত। হায়! আপনাদের মতে শাস্ত্রও তো সেই একই দোষে দুষ্ট।

শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষের বাধকত্ব-বাধ্যত্বের নিরসন

শাস্ত্রমপীতি, একদোষমূলত্বাৎ শাস্ত্রপ্রত্যক্ষয়োঃ ন বাধ্যবাধকভাবসিদ্ধিঃ।

৬৬। আকাশবায়্বাদিভূত-তদারব্ধশব্দস্পর্শাদিযুক্ত-মনুষ্যত্বাদি-সংস্থান-সংস্থিতপদার্থগ্রাহি প্রত্যক্ষম্; শাস্ত্রং তু প্রত্যক্ষাদ্যপরিচ্ছেদ্য-সর্বান্তরাত্মত্বাদ্যনন্তবিশেষণবিশিষ্টব্রহ্মস্বরূপ-তদুপাসনাদ্যারাধনপ্রকার-তৎপ্রাপ্তিপূর্বক-তৎপ্রসাদলভ্যফলবিশেষ-তদনিষ্টকরণমূলনিগ্রহবিশেষ-বিষয়ম্ ইতি শাস্ত্রপ্রত্যক্ষয়োঃ ন বিরোধঃ।

৬৭। অনাদিনিধনাবিচ্ছিন্নপাঠসম্প্রদায়তাদ্যনেকগুণবিশিষ্টস্য শাস্ত্রস্য বলীয়স্ত্বং বদতা প্রত্যক্ষপারমার্থ্যমবশ্যমভ্যুপগন্তব্যম্ ইতি, অলমনেন শ্রুতিশতবিততিবাতবেগপরাহতকুদৃষ্টিদুষ্টযুক্তিজালতূলনিরসনেন ইত্যুপরম্যতে।

অতএব, প্রত্যক্ষ এবং শাস্ত্রের মধ্যে বাধ্য-বাধক ভাব তো সম্ভব হইতে পারে না ॥৬৫

ব্রহ্মে অজ্ঞানবাদ খণ্ডনে রামানুজের উপসংহার

আমাদের (রামানুজীয়) সিদ্ধান্তে কিন্তু শাস্ত্র এবং প্রত্যক্ষ -- এই উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। আমাদের সিদ্ধান্ত — প্রত্যক্ষ হইতেছে, আকাশ বায়ু আদি ভূতবর্গ এবং রূপ-রসাদি তাহাদের গুণযুক্ত মনুষ্য পশু পক্ষী আদি আকারসম্পন্ন বিভিন্ন পদার্থের গ্রাহক। কিন্তু শাস্ত্র — প্রত্যক্ষাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনির্ণীত যে বস্তু, যিনি সর্বান্তরাত্মা, যিনি সত্যত্বাদি অনন্ত বিশেষণবিশিষ্ট সেই ব্রহ্মস্বরূপের বিষয়, তাঁহার উপাসনা প্রভৃতি আরাধনা-প্রকার, তাঁহাকে প্রাপ্তিপূর্বক তাঁহার প্রসাদলভ্য ফলবিশেষের বিষয় এবং সেই সকলের বিরোধী সর্ব অনিষ্টের মূলকে বিনাশের বিষয় লইয়া আলোচনা ও উপদেশ করিয়া থাকেন ॥৬৬

অনাদি ও অবিচ্ছিন্ন বলিয়া, অধীত ও গৃহীত হইয়া আসিতেছে বলিয়া এই প্রকার অন্যান্য নানাবিধ গুণবিশিষ্ট বলিয়া যাঁহারা শাস্ত্র বলের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরও সত্যতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

(হে অদ্বৈতবাদিন্! হে নির্গুণবাদিন্!) আপনাদের সিদ্ধান্ত কুদৃষ্টিসম্পন্ন যুক্তিজালের উপর প্রতিষ্ঠিত। শতশাখা-বিস্তৃত শ্রুতি এবং এই শ্রুতিগত শত শত বাক্যাবলীরূপ বায়ুর বেগে, অর্থাৎ সর্বশাখাগত সামগ্রিক শ্রুতিবাক্যের শক্তিবলে এই সিদ্ধান্ত পরাহত। ইতিপূর্বে এই বিষয়ে যাহা আলোচনা করা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট, শ্রুতিবাক্য ও যুক্তির দ্বারা আমরা ইহা খণ্ডন করিলাম ॥৬৭

৬৮। দ্বিতীয়ে তু পক্ষে উপাধিব্রহ্মব্যতিরিক্তবস্ত্বন্তরানভ্যুপগমাৎ, ব্রহ্মণ্যেব উপাধিসংসর্গাৎ ঔপাধিকাঃ সর্বে দোষাঃ ব্রহ্মণ্যেব ভবেয়ুঃ। ততশ্চ অপহতপাপ্মত্বাদিনির্দোষশ্রুতয়ঃ সর্বা বিহন্যন্তে।

৬৯। যথা ঘটাকাশাদেঃ পরিচ্ছিন্নতয়া মহাকাশাদ্বৈলক্ষণ্যং, পরস্পরভেদশ্চ দৃশ্যতে, তত্রস্থা দোষা বা গুণা বা অনবচ্ছিন্নে মহাকাশে ন সম্বধ্যন্তে, এবম্ উপাধিকৃতভেদব্যবস্থিতজীবগতাঃ দোষাঃ অনুপহিতে পরে ব্রহ্মণি ন সম্বধ্যন্তে ইতি চেৎ, নৈতদুপপদ্যতে। নিরবয়বস্য আকাশস্য অনবচ্ছেদ্যস্য ঘটাদিভিঃ ছেদাসম্ভবাৎ, তেনৈবাকাশেন

ভাস্কর-মতবাদ খণ্ডন (৬৮—৭৪ অনুচ্ছেদ)—

(ব্রহ্মে অজ্ঞান-পক্ষ নিরস্ত হইল। এখন, গ্রন্থের আদিতে মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকে উক্ত ক্রমের অনুযায়ী, ভাস্কর-মতবাদ নিরসন করিতেছেন—)

(দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ ভাস্কর-মতে, জগতের মিথ্যাত্বরূপ দোষ কথিত হয় নাই, তথাপি জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ-ঐক্য নিবন্ধন দোষ আছে। এই মতে ব্রহ্মবস্তুতে উপাধি সংসর্গের জন্য উপাধিযুক্ত ব্রহ্মই জীব, কারণ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তু এই মতে স্বীকার করা হয় না।) দ্বিতীয় পক্ষেও ব্রহ্ম এবং ইহার

ভাস্কর মতে প্রথম দূষণ—

উপাধি ছাড়া যখন অন্য কোন বস্তু স্বীকার করা হয় না, তখন ব্রহ্ম বস্তুতেই এই উপাধি সংযুক্ত হইয়া কার্যকরী হয়। এই ব্যাপারে উপাধি-ব্রহ্মে স্থিত হইয়াই ব্রহ্মে নানা ঔপাধিক দোষ উৎপাদন করে। ইহার ফলে, অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি নির্দোষ শ্রুতি নিরর্থক হইয়া পড়ে॥৬৮

যেমন, ঘটাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া ঘটাকাশ হইতে মহাকাশের

ভাস্করমতবাদীর উত্তর—

বৈলক্ষণ্য ও পরস্পর ভেদ দেখা যায় এবং পরিচ্ছন্ন ঘটাকাশের দোষ বা গুণের সহিত অনবচ্ছিন্ন মহাকাশের কোন সম্বন্ধ নাই, সেইরূপ (ব্রহ্মে) উপাধি-কৃত ভিন্ন দশাপন্ন যে জীব তাহার দোষ অনুপহিত পরমব্রহ্মে স্পর্শ করে না।

সিদ্ধান্তবাদীর প্রতিবাদ—

আপনাদের এ যুক্তি সমর্থন-যোগ্য নহে। নিরবয়ব অনবচ্ছেদ্য মহান আকাশের ঘটাদির দ্বারা ছেদ সম্ভব নহে, কারণ ঘটাদিও এই আকাশের দ্বারা সংযুক্ত অর্থাৎ ঘটাদিতেও

ঘটাদয়ঃ সংযুক্তা ইতি, ব্রহ্মণোঽপ্যচ্ছেদ্যত্বাৎ ব্রহ্মৈব উপাধিসংযুক্তং স্যাৎ।

৭০। ঘটসংযুক্তাকাশপ্রদেশঃ অন্যস্মাদাকাশপ্রদেশাদ্ভিদ্যতে ইতি চেৎ, আকাশস্যৈকস্যৈব প্রদেশভেদেন ঘটাদিসংযোগাৎ ঘটাদৌ গচ্ছতি তস্য চ প্রদেশস্য অনিয়ম ইতি; তদ্বৎ ব্রহ্মণ্যেব প্রদেশভেদানিয়মেন উপাধিসংসর্গাৎ, উপাধৌ গচ্ছতি সংযুক্তবিযুক্তব্রহ্মপ্রদেশভেদাচ্চ ব্রহ্মণ্যেব উপাধিসংসর্গঃ ক্ষণে ক্ষণে বন্ধো মোক্ষশ্চ ভবতীতি সন্তঃ পরিহসন্তি।

৭১। নিরবয়বস্যাকাশস্যৈব শ্রোত্রেন্দ্রিয়ত্বেঽপি ইন্দ্রিয়ব্যবস্থাবৎ ব্রহ্মণ্যপি ব্যবস্থা উপপদ্যতে ইতি চেৎ, ন। বায়ুবিশেষসংস্কৃতকর্ণ-

---

এই আকাশের অংশবিশেষই রহিয়াছে। অতএব, বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্ম বস্তু যখন অচ্ছেদ্য তখন স্বয়ং ব্রহ্মই উপাধি সংযুক্ত হইতেছে ॥৬৯

দ্বিতীয় দূষণ—

যদি আপনারা বলেন যে, ঘটসংযুক্ত আকাশ-প্রদেশ অন্য আকাশ-প্রদেশ হইতে ভিন্ন, তদুত্তরে আমরা বলিব, মহান আকাশরূপ অবকাশ সর্বত্রই একটি, যদি ঘটাদিসংযোগে তাহার প্রদেশভেদ কল্পনা করিতে হয় তবে ঘটাদি যখন আকাশের এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারে তখন আকাশের প্রদেশ-ভেদের কোন নিয়ম থাকিতে পারে না। সেইরূপ (ভবৎমত-গত) উপাধিও ব্রহ্মের এক স্থান হইতে স্থানান্তরে সংযুক্ত হইতে পারে, অতএব, বলিতে হয় যে, বিভিন্ন কালে সংযুক্ত-বিযুক্ত ব্রহ্ম-দেশেরও ভেদ হইতে পারে এবং ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনীয় এই উপাধির যুক্ততা এবং অযুক্ততাবশতঃ সেই সেই অংশে ব্রহ্মেরও বন্ধ বা মোক্ষ হইবে। অতএব, এইরূপ ব্যবস্থা-কথন সন্তগণের নিকট পরিহাসযোগ্য ॥৭০

পুনরায় দৃষ্টান্তবিশেষের দ্বারা ভাস্করবাদীর স্বমত সমর্থন

(আকাশের গুণ হইতেছে শব্দ, সুতরাং) নিরবয়ব আকাশই শ্রোত্রেন্দ্রিয় হইলেও বিভিন্ন শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের পরস্পর ব্যবস্থা (এবং ইন্দ্রিয় ও অনিন্দ্রিয়গণেরও পরস্পর ব্যবস্থা) যেরূপ সম্ভব হয়, সেইরূপ জীবনিবহের পরস্পর অন্যোন্য ব্যবস্থা এবং জীব-ব্রহ্মের ব্যবস্থাও সম্ভব হইতে পারে।

রামানুজীয় সিদ্ধান্ত-পক্ষের দূষণ—

না, আপনাদের এ যুক্তিও সমীচীন হইল না। (আপনাদের দৃষ্টান্তটি যথার্থভাবে ব্যক্ত হইল না। দৃষ্টান্তটি যথার্থভাবে কথিত হইলে তখন দেখা যাইবে যে দার্ষ্টান্তিক ব্যবস্থাও

প্রদেশসংযুক্তস্যৈব আকাশপ্রদেশস্য ইন্দ্রিয়ত্বাৎ। তস্য চ প্রদেশান্তরা-ভেদানিয়মেঽপি ইন্দ্রিয়ব্যবস্থা উপপদ্যতে। আকাশস্য তু সর্বেষাং শরীরেষু গচ্ছৎসু অনিয়মেন সর্বপ্রদেশসংযোগঃ, ইতি ব্রহ্মণ্যপি উপাধিসংযোগপ্রদেশানিয়ম এব।

৭২। আকাশস্য স্বরূপেণৈব শ্রোত্রেন্দ্রিয়ত্বমভ্যুপগম্যাপি ইন্দ্রিয়-ব্যবস্থা উক্তা। পরমার্থতস্তু আকাশো ন শ্রোত্রেন্দ্রিয়ম্। "বৈকারিকা-দহঙ্কারাৎ একাদশ ইন্দ্রিয়াণি জায়ন্তে" ইতি হি বৈদিকাঃ। যথোক্তং ভগবতা পরাশরেণ — "তৈজসানি ইন্দ্রিয়াণ্যাহুঃ, দেবা বৈকারিকা দশ, একাদশং মনশ্চাত্র, দেবা বৈকারিকাঃ স্মৃতাঃ" ইতি। অয়মর্থঃ— বৈকারিকঃ তৈজসঃ ভূতাদিঃ ইতি ত্রিবিধোঽহংকারঃ। স চ ক্রমাৎ সাত্ত্বিকঃ রাজসঃ তামসশ্চ। তত্র 'তামসাদ্‌ভূতাদেঃ আকাশাদীনি ভূতানি জায়ন্তে' ইতি সৃষ্টিক্রমমুক্ত্বা, 'তৈজসাৎ রাজসাহংকারাৎ একাদশ

দূষিত হইয়া পড়িবে।) ভবৎকথিত শব্দ উপলব্ধির হেতুভূত শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের যথার্থ ব্যবস্থাটি নিম্নরূপ—

কেবল আকাশই শ্রোত্রেন্দ্রিয় নহে। বিভিন্ন কর্ণ প্রদেশের সঙ্গে সংযুক্ত আকাশের অংশটি শ্রবণের অনুকূল একটি বিশেষ বায়ুভাগের সহিত মিলিত থাকে বলিয়া ইহা শব্দোপলব্ধির হেতুভূত শ্রবণেন্দ্রিয়রূপে পরিণত হয়। বিভিন্ন কর্ণসংযুক্ত আকাশের এই প্রদেশের প্রদেশান্তরের সহিত ভেদের নিয়ম না থাকিলেও (তত্তৎ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের কার্য অল্পকাল স্থায়ী বলিয়া) এইরূপ নিয়মহীন ইন্দ্রিয়ের ব্যবস্থাটি সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু দার্ষ্টান্তিক ব্রহ্মে বিভিন্ন অংশে উপাধিযোগের কোন নিয়ম যদি না থাকে তাহা হইলে এই অনিয়ম হেতু ব্রহ্মে উপাধি সংযোগকৃত জীবত্বও অল্পকাল স্থায়ী হইয়া পড়ে। (জীবের এই অল্পকালস্থায়িত্ব অজত্ব ও নিত্যত্ব শ্রুতির বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে) অতএব, ইহাতে জীব-ব্রহ্ম ব্যবস্থা উপপাদিত হয় না ॥৭১

পুনরপি বলি যে, যদিও তর্কের খাতিরে আকাশকে শ্রোত্রেন্দ্রিয় বলা হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আকাশ (ভূত-আকাশ) শ্রোত্রেন্দ্রিয় নহে। বেদজ্ঞরা বলিয়া থাকেন—'বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় উদ্ভূত হইয়া থাকে'। ভগবান পরাশরও (বিষ্ণুপুরাণে) বলিয়াছেন—"কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ইন্দ্রিয়গণ রাজসিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন"—এই ভাবে

ইন্দ্রিয়াণি জায়ন্তে' ইতি পরমতমুপন্যস্য, 'সাত্ত্বিকাহংকারাৎ বৈকারিকাণি ইন্দ্রিয়াণি জায়ন্তে' ইতি স্বমতমুচ্যতে দেবা বৈকারিকাঃ স্মৃতাঃ ইতি। দেবাঃ ইন্দ্রিয়াণি। এবম্ আহংকারিকাণামিন্দ্রিয়াণাং, ভূতৈশ্চাপ্যায়নং মহাভারতে উচ্যতে।

৭৩। ভৌতিকত্বেঽপি ইন্দ্রিয়াণাম্ আকাশাদিভূতবিকারত্বাদেব আকাশাদিভূতপরিণামবিশেষাঃ ব্যবস্থিতা এব, শরীরবৎ পুরুষাণামিন্দ্রিয়াণি ভবন্তি ইতি; ব্রহ্মণি অচ্ছেদ্যে নিরবয়বে নির্বিকারে তু অনিয়মেন অনন্তহেয়োপাধিসংসর্গদোষো দুষ্পরিহর এব ইতি; শ্রদ্দধানানামেব অয়ং পক্ষঃ ইতি শাস্ত্রবিদো ন বহুমন্যন্তে।

৭৪। স্বরূপপরিণামাভ্যুপগমাৎ অবিকারশ্রুতিঃ বাধ্যতে নির-

অপরের মত বলিয়া তৎপরে, "সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণ উপজাত হয়", এই বলিয়া স্বমত ব্যক্ত করিয়াছেন। শাস্ত্র ইন্দ্রিয়গণকে দেবতা* বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই ভাবে ইন্দ্রিয়গণকে সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন বলিয়া পঞ্চভূতকে তাহা হইতে পৃথক্‌ভাবে মহাভারত বর্ণনা করিয়াছেন ॥৭২

তথাপি যদি বলা হয় যে, ইন্দ্রিয়গণ ভূতাকাশ হইতে উৎপন্ন আকাশাদি ভূতের বিকাররূপী, বুঝিতে হইবে যে ইহারা আকাশাদি ভূতের পরিণাম বিশেষ। অর্থাৎ শরীর যেমন পাঞ্চভৌতিক বস্তুর বিভিন্ন পরিণামরূপী, ইন্দ্রিয়গণও তদ্রূপ। ব্রহ্ম কিন্তু অচ্ছেদ্য নিরবয়ব এবং বিকাররহিত। তিনি আপনাদের মতে নিয়মশূন্য হইয়া অসংখ্য উপাধির দ্বারা পরিচ্ছেদ্য হইয়া যে দোষ-দুষ্ট হইতেছেন তাহা না বলিয়া উপায় নাই। কেবল আপনাদের পক্ষীয় জনগণ এই যুক্তি বিশ্বাস করেন। বিজ্ঞ শাস্ত্রবিদগণের এই মতবাদে কোন আস্থা নাই ॥৭৩

পুনরায়, আপনাদের মতে, উপাধি-উপহত ব্রহ্মের স্বরূপেরও পরিণাম সংঘটিত হয়, অতএব ইহাতে ব্রহ্মের অবিকারত্ব ও নিরবদ্যতা প্রতিপাদক শ্রুতিরই সার্থকতা বিনষ্ট হয়। যদি বলেন, এই পরিণাম ব্রহ্মের স্বরূপের

---

* 'ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈঃ'।

বচ্যতা চ ব্রহ্মণঃ। শক্তিপরিণামঃ ইতি চেৎ, কেয়ং শক্তিরিত্যুচ্যতে? কিং ব্রহ্মপরিণামরূপা উত ব্রহ্মণোঽনন্যা কাঽপি ইতি; উভয়পক্ষেঽপি স্বরূপপরিণামঃ অবর্জনীয় এব।

৭৫। তৃতীয়েঽপি পক্ষে জীবব্রহ্মণোঃ ভেদবদভেদস্য চাভ্যুপগমাৎ তস্য চ তদ্ভাবাৎ সৌভরিভেদবৎ স্বাবতারভেদবচ্চ সর্বস্য ঈশ্বরভেদত্বাৎ সর্বে জীবগতা দোষাঃ তস্যৈব স্যুঃ। এতদুক্তং ভবতি—ঈশ্বরঃ স্বরূপেণৈব সুর-নর-তির্যক্-স্থাবরাদিভেদেন অবস্থিতঃ ইতি হি তদাত্মকত্ববর্ণনং ক্রিয়তে। তথা সতি একমৃৎপিণ্ডারব্ধঘটশরাবাদি-

---

নহে কিন্তু তাঁহার শক্তির — তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি এই শক্তিটি কি প্রকার? ব্রহ্মের পরিণামরূপী কিংবা ব্রহ্ম হইতে অনন্য বস্তু? উভয় পক্ষেই ব্রহ্মের স্বরূপ পরিণাম আপনাদিগকে তো বলিতেই হইবে ॥৭৪

যাদবপ্রকাশ মতবাদ নিরাকরণ (৭৫—৮০ অনুচ্ছেদ)—

(ভাস্কর-মত নিরসন করিয়া অতঃপর যাদবপ্রকাশের মত খণ্ডন করিতেছেন। গ্রন্থারম্ভের মঙ্গলাচরণের তৃতীয় পক্ষটি হইতেছে যাদবপ্রকাশের মতবাদ)।

তৃতীয় পক্ষ বলিয়া থাকেন—জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ এবং অভেদ উভয় সম্বন্ধই বিদ্যমান (ভেদাভেদবাদ)। এই মতে যেহেতু ব্রহ্মের জীবভাবের সদ্ভাব আছে অতএব (একজীববাদের ভেদকে) সৌভরি মুনি[১] ভেদের ন্যায় এবং ঈশ্বরের[২] ভেদ নিজ বিভিন্ন অবতার ভেদের ন্যায় কথিত হইয়া থাকে। সুতরাং সর্বজীবগত দোষ ব্রহ্মেরই হইয়া থাকে।

এই মতবাদ বলিয়া থাকেন যে ঈশ্বর নিজ স্বরূপেই বিভিন্ন জীবরূপে—সুর, নর, তির্যক্ স্থাবর আদি ভেদে সর্বজীবরূপে বিদ্যমান। এই ভাবেই তাঁহারা সর্বজীববাদ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু, ঈশ্বর সর্বাত্মক বলিয়া যে অভেদ তাহা বলেন না। ঈশ্বর ও জীবের অভেদটি স্বরূপগত বলিলে আপত্তি হয় যে, একটি মৃৎপিণ্ড হইতে নির্মিত ঘট জালা প্রভৃতি সমস্ত বস্তুর জল

১—সৌভরি মুনি যোগবলে নিজেকে ৫০টি রূপে সৃষ্ট করিয়াছিলেন। তখন নিজ কর্মফলজনিত তাহার ৫০টি দেহেই মনের বিকার এবং দেহগত বিকার একই রূপে বিদ্যমান ছিল।

২—(যাদবপ্রকাশ মতে) এই ব্রহ্ম স্বভাবতঃ অসীম কল্যাণগুণের সাগর। অতএব ব্রহ্ম এবং ঈশ্বর একই বস্তু।

গতান্যুদকাহরণাদীনি সর্বকার্যাণি যথা তস্যৈব ভবন্তি, এবং সর্বজীবগত-সুখদুঃখাদিসর্বম্ ঈশ্বরগতমেব স্যাৎ ইতি।

৭৬। ঘটকরকাদিসংস্থানানুপযুক্তমৃদ্দ্রব্যং যথা কার্যান্তরানন্বিতম্, এবমেব সুর-পশু-মনুজাদিজীবত্বানুপযুক্তেশ্বরঃ সর্বজ্ঞঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাদি-গুণাকরঃ ইতি চেৎ, সত্যম্। স এব ঈশ্বরঃ একেনাংশেন কল্যাণগুণাকরঃ; স এব চ অন্যেনাংশেন হেয়গুণাকরঃ ইত্যুক্তং, দ্বয়োরংশয়োঃ ঈশ্বরত্বাবিশেষাৎ।

৭৭। দ্বাবংশৌ ব্যবস্থিতৌ ইতি চেৎ, কস্তেন লাভঃ? একস্যৈব একেনাংশেন নিত্যদুঃখিত্বাৎ অংশান্তরেণ সুখিত্বমপি ন ঈশ্বরত্বায় কল্পতে। যথা দেবদত্তস্য একস্মিন্ হস্তে চন্দনপঙ্কানুলেপঃ কেয়ূর-কটকাঙ্গুলীয়কালংকারঃ, এতস্যৈবান্যস্মিন্ হস্তে মুদ্গরাভিঘাতঃ কালানলজ্বালানুপ্রবেশশ্চ, তদ্বদেব ঈশ্বরস্য স্যাৎ ইতি, ব্রহ্মাজ্ঞানপক্ষা-

---

আহরণাদি সমস্ত কার্যই যেমন মৃত্তিকা পিণ্ডেই ব্যবস্থিত হইয়া থাকে তদ্রূপ সর্বজীবগত সুখ দুঃখাদি সমস্তই ঈশ্বরেও বিদ্যমান মানিতে হইবে।৭৫

এই শঙ্কা নিবারণে ভেদাভেদবাদীরা যদি বলেন—মৃৎপিণ্ডটির যে অংশ হইতে ঘট জালা ইত্যাদি নির্মিত হয় না সেই অংশে যেমন ঘট জালা প্রভৃতির দোষ লাগে না সেইরূপ সর্বেশ্বরের যে অংশ হইতে দেবতা মনুষ্যাদি জীব নির্মিত হয় না সে অংশে তাঁহার সর্বজ্ঞত্ব সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণগণ বিদ্যমানই থাকে। তদুত্তরে আমরা (রামানুজীয়) বলি— বেশ কথা, আপনাদের মতটি মানিয়া লইলেও বলিতে হয় যে একই ঈশ্বর এক অংশে কল্যাণগুণাকর, আবার অন্য অংশে তিনিই হেয়গুণাকর, অথচ এই দুইটি অংশের ঈশ্বরত্ব সমান — কোন পার্থক্য নাই॥৭৬

তদুত্তরে আপনারা যদি বলেন যে, ঈশ্বরের উক্ত দুটি অংশে পার্থক্য আছে। ভাল, তাহাতেই বা আপনাদের লাভ কি? যখন একই ব্যক্তি একই অংশে নিত্য দুঃখী এবং অন্য অংশে নিত্যই সুখী তখন তাহাকে ঈশ্বরত্ব পর্যায়ে কিভাবে কল্পনা করা যায়? দেবদত্তের একটি হাত চন্দনলিপ্ত, কেয়ুর কটক অঙ্গুরীয়ক আদি অলঙ্কারযুক্ত এবং অন্য হাত মুদ্গরাহত কালানলজ্বালা প্রবিষ্ট—এই অবস্থার মতনই তো ঈশ্বরের অবস্থা বলিতে হয়। সুতরাং ব্রহ্মের

দপি পাপীয়ানয়ং ভেদাভেদপক্ষঃ; অপরিমিতদুঃখস্য পারমার্থিকত্বাৎ সংসারিণামনন্তত্বেন দুস্তরত্বাচ্চ।

৭৮। তস্মাৎ বিলক্ষণোঽয়ং জীবাংশঃ ইতি চেৎ, আগতোঽসি তর্হি মদীয়ং পন্থানম্। ঈশ্বরস্য স্বরূপেণ তাদাত্ম্যবর্ণনে স্যাদয়ং দোষঃ। আত্মশরীরভাবেন তু তাদাত্ম্যপ্রতিপাদনে ন কশ্চিদ্দোষঃ। প্রত্যুত নিখিলভুবননিয়মনাদিঃ মহান্ গুণগণঃ প্রতিপাদিতো ভবতি। সামানাধিকরণ্যং চ মুখ্যবৃত্তম্।

৭৯। অপি চ একস্য বস্তুনো হি ভিন্নাভিন্নত্বং বিরুদ্ধত্বাৎ ন সম্ভবতীতি উক্তম্। ঘটস্য পটাদ্ভিন্নত্বে সতি তস্য তস্মিন্নভাবঃ। অভিন্নত্বে সতি তস্য চ ভাবঃ ইতি একস্মিন্ কালে চ একস্মিন্ দেশে চ একস্য হি পদার্থস্য যুগপৎ সদ্ভাবঃ অসদ্ভাবশ্চ বিরুদ্ধঃ। জাত্যাত্মনা

অজ্ঞান পক্ষ (শাঙ্কর পক্ষ) হইতেও এই ভেদাভেদ পক্ষটি অধিক দোষযুক্ত হইয়া পড়ে। এই মতে, অপরিমিত দুঃখ পারমার্থিক বলিয়া এবং জীবও অনন্ত বলিয়া এই দুঃখ হইতে নিবৃত্তির সম্ভাবনা থাকে না ॥৭৭

পুনরায় বলি—যদি আপনারা (যাদবপ্রকাশমতবাদী) বলেন, জীব অংশটি অন্য অংশ হইতে পৃথক্ এবং এই অন্য অংশটি হইতেছেন ঈশ্বর, তখন তো আপনারা আমাদের চিন্তাপথেই আসিলেন। আপনারা বলিতেছেন যে, ঈশ্বর তাঁহার স্বরূপেই জীবরূপী, এইখানে দোষ রহিয়া যায়। আত্মশরীর ভাবে (শরীর-শরীরী ভাবে) ঈশ্বরের সহিত জীবের ঐক্য প্রতিপাদনে এই দোষটি থাকে না। উপরন্তু তখন ঈশ্বরের নিখিল ভুবনের নিয়মনাদি গুণগণ প্রতিপাদিত হইয়া যায়। জীব ও ঈশ্বরের অভিন্নত্ব প্রতিপাদনে দেহাত্মভাব জনিত (জীব শরীর এবং ঈশ্বর তাহার শরীরী এই দেহাত্মভাবজনিত) সামানাধিকরণ্য বৃত্তিই মুখ্য বৃত্তি ॥৭৮

পুনরপি, একই বস্তুর ভিন্নত্ব ও অভিন্নত্ব বিরুদ্ধ বলিয়া এই 'ভিন্নাভিন্নত্ব' সম্ভব হয় না। পট হইতে ঘট ভিন্ন বলিয়া পটে ঘটত্ব থাকে না। আবার এই বস্তুদ্বয়কে অভিন্ন বলিয়া মানিলে, একই কালে একই দেশে একই পদার্থের যুগপৎ সদ্ভাব এবং অসদ্ভাব বিরুদ্ধই হইয়া থাকে। যদি আপনারা (যাদব-

ভাবঃ, ব্যক্ত্যাত্মনা চ অভাবঃ ইতি চেৎ, জাতেঃ মুণ্ডেন ব্যপ্ত্যা চাভেদে সতি, খণ্ডে মুণ্ডস্যাপি সম্ভাবপ্রসঙ্গঃ। খণ্ডেন চ জাতেরভিন্নত্বে সম্ভাবঃ, ভিন্নত্বে অসম্ভাবঃ, অশ্বে মহিষত্বস্যেবেতি বিরোধো দুষ্পরিহর এব।

৮০। জাত্যাদেঃ বস্তুসংস্থানতয়া বস্তুনঃ প্রকারত্বাৎ, প্রকার-প্রকারিণোশ্চ পদার্থান্তরত্বং, প্রকারস্য পৃথক্‌সিদ্ধ্যনর্হত্বং, পৃথগনুপলম্ভশ্চ, তস্য চ সংস্থানস্য চ অনেকবস্তুষু প্রকারতয়া অবস্থিতিশ্চ ইত্যাদি পূর্বমেবোক্তম্। "সোঽয়ম্" ইতি বুদ্ধিঃ প্রকারৈক্যাৎ, "অয়মপি দণ্ডী" ইতি বুদ্ধিবৎ। অয়মেব চ জাত্যাদিঃ প্রকারো বস্তুনো ভেদ ইত্যুচ্যতে, তদ্যোগ এব বস্তু ভিন্নম্ ইতি ব্যবহারহেতুরিত্যর্থঃ। স চ বস্তুনো

প্রকাশমতবাদী) বলেন, দুটি বস্তুর একত্ববোধ জন্মায় তাহার জাতিতে এবং ভিন্নত্ব দেখায় তাহার ব্যক্তিগত লক্ষণে, তাহা বলিলেও উক্ত বিরুদ্ধতার পরিহার হয় না। কারণ, শৃঙ্গহীন গো এবং ভগ্ন-শৃঙ্গ গো এই দুটি গো-এর মধ্যেই (গলকম্বলাদি) জাতিচিহ্নগত ঐক্য থাকে বলিয়া এই উভয় (শৃঙ্গহীন এবং ভগ্নশৃঙ্গ) গো-এর মধ্যেও অভিন্নত্বই থাকিয়া যায়। যদি এই শৃঙ্গহীন এবং ভগ্নশৃঙ্গ গো-এর মধ্যে ব্যক্তিগত চিহ্নে পার্থক্য বলিয়া ভিন্নত্ব বলা যায় তখন এই ভিন্নত্বটি অশ্ব এবং মহিষের ন্যায় হইয়া পড়ে—এই বিরোধ পরিহার কঠিন হইয়া পড়ে॥৭৯

প্রকৃত পক্ষে, জাতি আদি (যেমন গো-এর গলকম্বলাদি) হইতেছে বস্তুর অঙ্গবিশেষ বলিয়া দেহীর বা প্রকারীর দেহরূপী বিশেষণ বা প্রকার। এই প্রকার যে প্রকারী হইতে ভিন্ন বস্তু, এই দেহরূপী প্রকার যে দেহী হইতে পৃথক্ অবস্থানের এবং পৃথক্ অনুভবের অযোগ্য এবং এই প্রকারের বা দেহের অনেক বস্তুতেই অবস্থিতি ইত্যাদি প্রকার-প্রকারীর লক্ষণ ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে —প্রকারের এইরূপ ঐক্যের জন্যই 'ইহাই সেই বস্তু'—এই বুদ্ধির উদয় হয়, যেমন 'এই লোকটিও দণ্ডধারী' বলা হয়। উক্ত দৃষ্টান্তে, 'ইহাই' শব্দে বিভিন্ন জাতীয় বস্তুতে জাতি আদি প্রকারের (সাধারণ চিহ্ন দেহাদির) ভেদ কথিত হইয়াছে। এইরূপ জাতি আদি বিভিন্ন চিহ্নযুক্ত বস্তুকে ভিন্ন বস্তু বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং অন্যান্য যাবৎ বস্তু হইতেও পৃথক-রূপে বিদিত হইয়া থাকে। অতএব, এই প্রকার বা বস্তুর অঙ্গরূপী বিশেষণ

ভেদব্যবহারহেতুঃ স্বস্য চ, সংবেদনবৎ ; যথা সংবেদনং বস্তুনো ব্যবহার-হেতুঃ, স্বস্য ব্যবহারহেতুশ্চ ভবতি। অত এব সন্মাত্রগ্রাহিপ্রত্যক্ষং ন ভেদগ্রাহি ইত্যাদিবাদা নিরস্তাঃ, জাত্যাদিসংস্থিতস্যৈব বস্তুনঃ প্রত্যক্ষেণ গৃহীতত্বাৎ, তস্যৈব সংস্থানরূপজাত্যাদেঃ প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া ভেদব্যবহারহেতুত্বাচ্চ। স্বরূপপরিণামদোষশ্চ পূর্বমেবোক্তঃ।

স্বপক্ষঃ

৮১। "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি এষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্য-

---

দুইটি কার্য সাধন করে—প্রথম নিজের বিশেষত্ব জ্ঞাপন করে, আবার দ্বিতীয় অন্যান্য সমস্ত বস্তু হইতে ইহার পার্থক্যও জ্ঞাপন করে—যেমন জ্ঞান নিজেকে জ্ঞাপন করিয়া অন্য বস্তুকে জ্ঞাপন করিয়া থাকে। এই যুক্তি দ্বারা বস্তুর প্রথম প্রত্যক্ষ জ্ঞান যে সন্মাত্রগ্রাহী কিন্তু ভেদগ্রাহী নয় সে পক্ষ নিরস্ত হইল। প্রত্যক্ষের প্রথম জ্ঞানের দ্বারাই জাত্যাদি আকার বিশিষ্ট বস্তুই গৃহীত হইয়া থাকে। এই সকল জাত্যাদি আকারের ভিন্নত্ব দর্শনই বস্তুর ভেদ-ব্যবহারের হেতু। এই মতগত স্বরূপ-পরিণামের যে দোষ তাহা ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে।

(এই অবধি মঙ্গলাচরণে লিখিত সম্পূর্ণ দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ বিবৃত হইল।)

॥৮০॥

স্বপক্ষ

(মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ বিবৃত করিয়া এখন পূর্বে ঈষৎ বিবৃত প্রথম শ্লোকটির অর্থের বিশদ বিবরণ আরম্ভ করিতেছেন। 'তত্ত্বমসি' শ্রুতি-বাক্যের একত্ব ব্যাখ্যায় সামানাধিকরণ বৃত্তিটি যে গৌণবৃত্ত তাহা প্রদর্শনের জন্য প্রথমে ভেদশ্রুতি এবং ঘটকশ্রুতির বিরুদ্ধ অর্থের কথা বলিয়া তদুপযোগী—ঘটকশ্রুতির উদাহরণ দিতেছেন)—

(সামানাধিকরণ্য বৃত্তির উপযুক্ত শাস্ত্রবাক্য—শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি স্পষ্ট জগতের শরীর-শরীরীভাব উপপাদন।)

'যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করতঃ পৃথিবীর মধ্যে থাকেন, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাহার শরীর, যিনি অন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে শাসন করেন, তিনিই তোমার আত্মা, অন্তর্যামী মৃত্যুরহিত' (বৃহঃ কাণ্ব শাখা ৫।৭।৩);

মৃতঃ", "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি স ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ", "যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্ যস্য পৃথিবী শরীরং, যং পৃথিবী ন বেদ" ইত্যাদি, "যোঽক্ষর-মন্তরে সঞ্চরন্ যস্যাক্ষরং শরীরং যমক্ষরং ন বেদ, যো মৃত্যুমন্তরে সঞ্চরন্ যস্য মৃত্যুঃ শরীরং যং মৃত্যুর্ন বেদ এষ সর্বভূতান্তরাত্মাপহত-পাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ", "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি", "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাত্মা", "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" ইত্যাদি, "সত্যং চানৃতং চ সত্যমভবৎ", "অনেন জীবেনাত্মনা" ইত্যাদি, "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি", "ভোক্তা ভোগ্যং

'যিনি আত্মাতে১ অবস্থান করতঃ আত্মার মধ্যে থাকেন, আত্মা যাঁহাকে জানে না, আত্মা যাঁহার শরীর, যিনি আত্মাকে শাসন করেন, তিনিই তোমার আত্মা অন্তর্যামী মৃত্যুহীন।' (বৃহঃ মাধ্য ৫।৭।২২); 'যিনি পৃথিবীর মধ্যে সঞ্চরণ করেন, পৃথিবী যাঁহার শরীর, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না', ইত্যাদি; 'যিনি অক্ষরের২ ভিতরে সঞ্চরণ করেন, অক্ষর যাঁহার শরীর, অক্ষর যাঁহাকে জানে না'; 'যিনি মৃত্যুর ভিতরে সঞ্চরণ করেন, মৃত্যু যাঁহার শরীর, মৃত্যু যাঁহাকে জানে না, তিনি সর্বজীবের অন্তরাত্মা দিব্য দেব অদ্বিতীয় নারায়ণ' (সুবাল উঃ ৭); 'দুটি পক্ষী সর্বদা একত্রে থাকে, (তাহারা) দুটি বন্ধু, উভয়ে একত্র বাস করে, তাহাদের মধ্যে একজন স্বাদু পিপ্পল ফল ভক্ষণ করে অন্যটি কিছু ভোজন করে না, উজ্জ্বল হইয়া অবস্থান করে।' (মুঃ উঃ ৩।১।১); 'তিনি সর্বজনের আত্ম-স্বরূপ (অন্তর্যামী), তাহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া শাসন করিয়া থাকেন' (তৈত্তি-আর ৩।২১); 'তাহা (অচিৎবস্তু) সৃজন করিয়া তাহার মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেন, (এই অনুপ্রবেশের দ্বারা) তিনি চেতন ও অচেতন বস্তু (প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বস্তু) উভয়ই হইলেন'; 'তিনি 'সত্য' ও 'অনিত্য' উভয়ই হইয়া স্বয়ং সত্যই রহিলেন', (তৈঃ ২।৬); 'এই জীবাত্মকরূপে প্রবিষ্ট হইয়া…' (ছাঃ ৬।৩।২); 'আত্মাকে (জীবাত্মাকে) এবং তাহার প্রেরিতাকে (পরমাত্মাকে) পৃথক রূপী জানিয়া (পরমাত্মার) কৃপায় অমৃতত্ব লাভ করেন' (শ্বেতঃ ১।১২);

১ আত্মা—জীবাত্মা। ২ অক্ষর—জীবাত্মা।

প্রেরিতারং চ মত্বা সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্ম এতৎ", "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্", "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ", "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশৌ" ইত্যাদি শ্রুতিশতৈঃ, তদুপবৃংহণৈঃ "জগৎসর্বং শরীরং তে স্থৈর্যং তে বসুধাতলম্", "যৎকিঞ্চিৎ সৃজ্যতে যেন সত্ত্বজাতেন বৈ দ্বিজ। তস্য সৃজ্যস্য সম্ভূতৌ তৎসর্বং বৈ হরেস্তনুঃ॥" "অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ", "সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ", ইত্যাদিবেদবিদগ্রেসরবাল্মীকি-পরাশর-দ্বৈপায়নবচোভিশ্চ, পরস্য ব্রহ্মণঃ সর্বস্য আত্মত্বাবগমাৎ, চিদচিদাত্মকস্য বস্তুনঃ তচ্ছরীরত্বাবগমাচ্চ, শরীরস্য চ শরীরিণং প্রতি প্রকারতয়ৈব পদার্থত্বাৎ, শরীরশরীরিণোশ্চ

'ভোক্তা ভোগ্য এবং প্রেরিতা—ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ প্রকার মৎকর্তৃক কথিত হইয়াছে' (শ্বেতঃ ১৷১২); 'যিনি নিত্যেরও নিত্য, যিনি চেতনেরও চেতন, যিনি বহুর মধ্যে এক হইয়া তাহাদের সমস্ত কামনা পূর্ণ করেন' (কঠঃ ২৷৫৷১৩); 'তিনি প্রধান, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের) পতি, তিনিই গুণগণের ঈশ্বর' (শ্বেতঃ ৬৷৩৩); 'দুটি জন্মহীন, একজন অজ্ঞ এবং অপরটি জ্ঞানী, কেহই ঈশ্বর নহেন' (শ্বেতঃ ১৷১৭); এই প্রকার শত শত শ্রুতিবাক্য আছে। এতদ্ব্যতীত এই সকল শ্রুতির ব্যাখ্যা বিশদ করিয়া বহু রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণের বাক্যও আছে। যথা—'সমস্ত জগৎই তোমার শরীর, এই ভূতলই তোমার স্থৈর্য' (রাঃ যুঃ ২০৷২৬); 'হে দ্বিজ, যাহারই দ্বারা যে কোন বস্তু সৃষ্ট হউক, না কেন সেই সমস্তই শ্রীহরির তনু বা শরীর' (বিঃ পুঃ ১৷২২৷৩৮); 'হে গুড়াকেশ অর্জুন! আমি সর্বভূতের ভিতরে অবস্থিত এবং সকলের আত্মা, আমি সর্বজীবের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছি, আমা হইতেই সকলের জ্ঞান, স্মৃতি এবং তাহার অপনোদন হইয়া থাকে' (গীতা ১০৷২০); ইত্যাদি বাক্যে বেদজ্ঞজনের অগ্রসর বাল্মীকি-পরাশর-বেদব্যাসের বচন সকল পরব্রহ্মকে সকল জীবের আত্মারূপে অর্থাৎ সমস্ত চিৎ ও অচিদাত্মক বস্তুকে পরমব্রহ্মের শরীররূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব, শরীরী ব্রহ্ম হইতেছেন প্রকারী এবং শরীররূপী চিদ্-অচিদাত্মক জীব হইতেছে তাঁহার প্রকার বা বিশেষণরূপী। শরীর এবং শরীরী উভয়েরই ধর্ম বিভিন্ন। যাবৎ চিৎ বা জীবাত্ম বস্তু এবং

ধর্মভেদেঽপি তয়োরসঙ্করাৎ, সর্বশরীরং ব্রহ্মেতি ব্রহ্মণো বৈভবং প্রতিপাদয়দ্ভিঃ সামানাধিকরণ্যাদিভিঃ মুখ্যবৃত্তৈঃ সর্বচেতনাচেতন-প্রকারং ব্রহ্মৈব অভিধীয়তে।

৮২। সামানাধিকরণ্যং হি দ্বয়োঃ পদয়োঃ প্রকারদ্বয়মুখেন একার্থনিষ্ঠত্বম্। তস্য চ এতস্মিন্ পক্ষে মুখ্যতা। তথা হি—"তৎ ত্বম্" ইতি সামানাধিকরণ্যে 'তৎ' ইত্যনেন জগৎকারণং সর্বকল্যাণগুণাকরং নিরবদ্যং ব্রহ্মোচ্যতে। "ত্বম্" ইতি চ চেতনসমানাধিকরণবৃত্তেন জীবান্তর্যামিরূপি, তচ্ছরীরং তদাত্মতয়া অবস্থিতং, তৎপ্রকারং ব্রহ্মোচ্যতে। ইতরেষু পক্ষেষু সামানাধিকরণ্যহানিঃ ব্রহ্মণঃ সদোষতা চ স্যাৎ।

যাবৎ অচিৎ বা জড়বস্তু হইতেছে ব্রহ্মের বিভূতি। অচেতন বস্তুর আত্মা হইতেছেন জীবাত্মা এবং জীবাত্ম বস্তুর আত্মা হইতেছেন পরমাত্মা পরমব্রহ্ম। ফলে, ব্রহ্ম হইতেছেন যাবৎ চেতন এবং অচেতন বস্তুরই আত্মারূপী। সর্ববস্তুই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া সামানাধিকরণ্য বৃত্তির দ্বারা চেতনাচেতনবিশিষ্ট সর্ব বস্তুই ব্রহ্মবাচী, অর্থাৎ প্রকার (চিৎ ও অচিৎ) এবং প্রকারী (ব্রহ্ম) বিভিন্ন বস্তু হইয়াও প্রকার প্রকারী অর্থাৎ শরীর-আত্মভাবের জন্য ইহাদের একই বস্তুত্ব—ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর সামানাধিকরণ্য বৃত্তি। 'তত্ত্বমসি' বাক্যে 'তৎ' পদে জগৎকারণ সর্বকল্যাণগুণাকর নিরবদ্য (এই প্রকার গুণ বা ধর্ম-বিশিষ্ট) ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে এবং 'ত্বম্' পদে জীবান্তর্যামীরূপী জীব-শরীরক জীবাত্মক ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। এই বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট বা ধর্মবিশিষ্ট উভয়ভাবে অবস্থিত ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য বৃত্তির দ্বারা একত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে। (ভিন্নভিন্নপ্রবৃত্তি-নিমিত্তানাং পদার্থানাং একস্মিন্ অর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যবৃত্তিঃ।) ইহাই নির্দোষ এবং মুখ্য সামানাধিকরণ্য বৃত্তি। ইতর পক্ষসমূহের সামানাধিকরণ্য বৃত্তিতে ব্রহ্মের সদোষতা হইয়া পড়ে। (অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং জীবাত্মা উভয়ের মধ্যে স্বরূপজনিত (জ্ঞানস্বরূপজনিত) ঐক্য নির্দ্ধারণে দোষ আসিয়া পড়ে। যেহেতু জীবাত্মার ব্রহ্ম-অজ্ঞান পক্ষে প্রবৃত্তি নিমিত্তের অভাবে সামানাধিকরণ্য লক্ষণের হানি হয় এবং অবিদ্যার আশ্রয়রূপ দোষ আসিয়া পড়ে) ॥৮১, ৮২॥

৮৩। এতদুক্তং ভবতি—"ব্রহ্মৈব এবমবস্থিতম্" ইত্যত্র "এবং"-শব্দার্থভূতপ্রকারতয়ৈব বিচিত্রচেতনাচেতনাত্মকপ্রপঞ্চস্য স্থূলস্য সূক্ষ্মস্য চ সদ্ভাবঃ। তথা চ "বহুস্যাং প্রজায়েয়" ইতি অয়মর্থঃ সম্পন্নো ভবতি। তস্যৈব ঈশ্বরস্য কার্যতয়া কারণতয়া চ নানাসংস্থানসংস্থিতস্য সংস্থানতয়া চিদচিদ্বস্তুজাতমবস্থিতমিতি।

৮৪। ননু চ সংস্থানরূপেণ প্রকারতয়া "এবং"-শব্দার্থত্বং জাতিগুণয়োরেব দৃষ্টং, ন দ্রব্যস্য। স্বতন্ত্রসিদ্ধিযোগ্যস্য পদার্থস্য এবংশব্দার্থতয়া ঈশ্বরস্য প্রকারমাত্রত্বমযুক্তম্ ইতি চেৎ, উচ্যতে। দ্রব্যস্যাপি দণ্ডকুণ্ডলাদেঃ দ্রব্যান্তরপ্রকারত্বং দৃষ্টমেব।

৮৫। ননু চ দণ্ডাদেঃ স্বতন্ত্রস্য দ্রব্যান্তরপ্রকারত্বে মত্বর্থীয়-প্রত্যয়ো দৃষ্টঃ, যথা — দণ্ডী কুণ্ডলী ইতি। অতঃ গোত্বাদিতুল্যতয়া

সৃষ্টির পূর্বে ও প্রলয়-কালে জগৎ এবং ব্রহ্মের শরীর-শরীরী ভাব উপপাদন

উপরি উক্ত উক্তির অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া অতঃপর কথিত হইতেছে—যখন আমরা বলি যে, 'ব্রহ্মই এই প্রকারে অবস্থিত' তখন 'এই প্রকার' শব্দের অর্থ হয়—ব্রহ্মের প্রকার অর্থাৎ বিশেষণ বা শরীররূপে বিচিত্র চেতন ও অচেতনাত্মক স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ প্রপঞ্চের সদ্ভাব। এই প্রকার সদ্ভাবেই সৃষ্টিকালে 'বহু হইব বহুরূপে জন্মিব' ('সদ্'-বাচ্য ব্রহ্মের) এই বাক্য সিদ্ধ হইয়া যায়। এই ঈশ্বরেরই কার্যরূপী ও কারণরূপী নানা প্রকারে তাঁহার শরীররূপে নানা চিদচিদ্ বস্তুজাত পদার্থের অবস্থিতি কথিত হইয়াছে ॥৮৩॥

অপর পক্ষের আপত্তি

ইহাতে যদি আপত্তি হয় যে, জাতি এবং গুণেরই এই প্রকার 'বিশিষ্টরূপে' অবস্থিতি দৃষ্ট হয়, কিন্তু দ্রব্যের এই অবস্থিতি দৃষ্ট হয় না। স্বতন্ত্রভাবে অবস্থানযোগ্য দ্রব্যকে ঈশ্বরের প্রকার বা বিশেষণরূপে কথন যুক্তিযুক্ত হয় না।

সিদ্ধান্ত পক্ষের উত্তর—

আপনাদের আপত্তি ঠিক নহে, দণ্ড কুণ্ডল প্রভৃতি দ্রব্যেরও তো দ্রব্যান্তরের প্রকার বা বিশেষণরূপী হিসাবে দেখা যায়। (যথা—দণ্ডধারী বা কুণ্ডলধারী পুরুষ) ॥৮৪॥

অপর পক্ষ

দণ্ডাদি স্বতন্ত্র দ্রব্য যখন কোন বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয় তখন 'মতুপ্' আদি প্রত্যয় তাহাতে যুক্ত হইয়া থাকে—যথা দণ্ড কুণ্ডলী ইত্যাদি। সুতরাং গোত্বাদি জাতি যে ভাবে বিশেষণ বা প্রকার-

চেতনাচেতনস্য দ্রব্যভূতস্য বস্তুনঃ ঈশ্বরপ্রকারতয়া সামানাধিকরণ্যেন প্রতিপাদনং ন যুজ্যতে। অত্রোচ্যতে—গোরশ্বো মনুষ্যো দেব ইতি, ভূতসংঘাতরূপাণাং দ্রব্যাণামেব 'দেবদত্তো মনুষ্যো জাতঃ পুণ্য-বিশেষেণ', 'যজ্ঞদত্তো গৌর্জাতঃ পাপেন কর্মণা', 'অন্যশ্চেতনঃ পুণ্যাতিরেকেণ দেবো জাতঃ' ইত্যাদি দেবাদিশরীরাণাং, চেতন-প্রকারতয়া লোকবেদয়োঃ সামানাধিকরণ্যেন প্রতিপাদনং দৃষ্টম্।

৮৬। অয়মর্থঃ–জাতির্বা দ্রব্যং বা গুণো বা ন তত্র আদরঃ। কঞ্চন দ্রব্যবিশেষং প্রতি বিশেষণতয়ৈব যস্য সদ্ভাবঃ, তস্য তদপৃথক্-সিদ্ধেঃ তৎপ্রকারতয়া তৎসামানাধিকরণ্যেন প্রতিপাদনং যুক্তম্। যস্য পুনঃ দ্রব্যস্য পৃথক্সিদ্ধস্যৈব কদাচিৎ ক্বচিৎ দ্রব্যান্তরপ্রকারত্বমিষ্যতে,

---

রূপে ব্যবহৃত হয় সে ভাবে তো চেতন অচেতনরূপ দ্রব্যকে ঈশ্বরের বিশেষণ বা প্রকাররূপে ব্যবহার করিয়া সামানাধিকরণ্য বৃত্তি দ্বারা একত্ব প্রতিপাদন যুক্তিযুক্ত হয় না।

সিদ্ধান্ত পক্ষ

তদুত্তরে বলি, গো অশ্ব মনুষ্য দেবতা ইত্যাদি পাঞ্চভৌতিক দেবাদি দেহ, দেহী চেতনের বিশেষণ বা প্রকাররূপী বলিয়া, সামানাধিকরণ্য বৃত্তির দ্বারা একত্ব প্রতিপাদন করা হইয়া থাকে। যথা—'দেবদত্ত পুণ্য বিশেষের দ্বারা মনুষ্য হইয়াছেন', 'পাপ কর্মের দ্বারা যজ্ঞদত্ত গো হইয়াছেন', 'অপর একজন চেতন অত্যন্ত পুণ্যকর্মের দ্বারা দেবতা হইয়াছেন' ॥৮৫॥

আরো বলি, জাতি বা গুণ বা দ্রব্য কোন পদার্থের বিশেষণরূপী হইলে এই সকল জাতি প্রভৃতিতে যে সর্বত্র মতুপ্ প্রভৃতি প্রত্যয় সংযোগ করিতেই হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। কিন্তু এই বিশেষণগুলি যদি বিশেষ্যভূত দ্রব্য বিশেষের প্রতি অপৃথক্সিদ্ধ* থাকে তখন সামানাধিকরণ্য বৃত্তির দ্বারা উভয়ের একত্ব প্রতিপাদনই যুক্তিযুক্ত। আবার যদি, কোন দ্রব্যের সহিত পৃথক্সিদ্ধ কোন দ্রব্যান্তরের কদাচিৎ কখনো বিশেষণরূপী সম্বন্ধ প্রকাশ

---

* অপৃথক্সিদ্ধ বিশেষণ—যে বিশেষণ তাহার বিশেষ্য হইতে কখনও পৃথক্ থাকে না। যথা—দ্রব্যের জাতি (গো-এর গোত্ব), শরীরীর শরীর।

তত্র মত্বর্থীয়প্রত্যয়ঃ ইতি বিশেষঃ। এবমেব স্থাবরজঙ্গমাত্মকস্য সর্বস্য বস্তুনঃ ঈশ্বরশরীরত্বেন তৎপ্রকারতয়ৈব স্বরূপসদ্ভাব ইতি, তৎপ্রকারী ঈশ্বর এব তত্তচ্ছব্দেন অভিধীয়ত ইতি, তৎসামানাধিকরণ্যেন প্রতিপাদনং যুক্তম্। তদেতৎ পূর্বমেব নামরূপব্যাকরণশ্রুতিবিবরণে প্রপঞ্চিতম্।

৮৭। অতঃ প্রকৃতিপুরুষমহদহঙ্কারতন্মাত্রভূতেন্দ্রিয়তদারব্ধচতুর্দশ-ভুবনাত্মকব্রহ্মাণ্ড-তদন্তর্বর্তি-দেবতির্যঙ্মনুষ্যস্থাবরাদিসর্বপ্রকারসংস্থান-সংস্থিতং কার্যমপি সর্বং ব্রহ্মৈব ইতি, কারণভূতব্রহ্মবিজ্ঞানাদেব সর্বং বিজ্ঞানং ভবতীতি. একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানম্ উপপন্নতরম্। তদেবং কার্যকারণভাবাদিমুখেন কৃৎস্নস্য চিদচিদ্বস্তুনঃ পরব্রহ্মপ্রকারতয়া তদাত্মকত্বম্ উক্তম্।

৮৮। ননু চ পরস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপেণ পরিণামাস্পদত্বং নির্বিকার-

করিতে হয় তখন 'মতুপ্' প্রভৃতি প্রত্যয় যোগেরই নিয়ম থাকে।

উক্ত নিয়মানুসারেই, স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত বস্তুই যখন ঈশ্বরের শরীররূপী বলিয়া সর্বদাই তাঁহার (অপৃথক্সিদ্ধ) বিশেষণ বা প্রকার তখন প্রকারী ঈশ্বর যে তত্তৎ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন তাহা সামানাধিকরণ্য বৃত্তির দ্বারা প্রতিপাদনের যোগ্য। এই সিদ্ধান্তটি পূর্বে 'নামরূপ ব্যাকর-বানি'—এই শ্রুতির বিবরণে বিশ্লেষিত হইয়াছে।৮৬॥

অতএব (কারণরূপী সূক্ষ্ম) প্রকৃতি-পুরুষ মহৎতত্ত্ব অহঙ্কার তত্ত্ব (পঞ্চভূতের) তন্মাত্র-ভূতেন্দ্রিয় (তাহা হইতে সৃষ্ট) চতুর্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড তদন্তর্বর্তী দেবতির্যক্ মনুষ্য স্থাবরাদি সর্বপ্রকার আকৃতিযুক্ত কার্যবস্তু সমস্তই হইতেছে ব্রহ্ম। এই প্রকারে কারণভূত ব্রহ্ম-বিজ্ঞান হইতেই সমস্ত (কার্যবস্তু) বিজ্ঞাত হওয়া যায়, অর্থাৎ 'একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান' শ্রুতিটি এইভাবে উপপাদিত হইয়া যায়। এইরূপ কার্য-কারণ-ভাবাদিমুখে সমগ্র চিৎ-অচিৎ বস্তু যে পরমব্রহ্মের প্রকার বা শরীররূপ বিশেষণ অতএব তাহারা সমস্তই যে ব্রহ্মাত্মক তাহাও কথিত হইল॥৮৭॥

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি—আপনাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরমব্রহ্ম যদি স্বরূপে পরিণামাস্পদ হয়েন তাহা হইলে তো ব্রহ্মের নির্বিকারত্ব

নিরবদ্যশ্রুতিবাক্যোপপ্রসংগেন নিবারিতম্। "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" ইতি একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞামৃৎ-তৎ-কার্যদৃষ্টান্তাভ্যাং, পরমপুরুষস্য জগদুপাদানকারণত্বং চ প্রতিপাদিতম্; উপাদানকারণত্বং চ পরিণামাস্পদত্বমেব; কথমিদমুপপদ্যতে?

৮৯। অত্রোচ্যতে—সজীবস্য প্রপঞ্চস্য অবিশেষেণ কারণত্বমুক্তম্। তত্র ঈশ্বরস্য জীবরূপপরিণামাভ্যুপগমে, "নাত্মা শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" ইতি বিরুধ্যতে। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যপরিহারশ্চ, জীবানামনাদিত্বাভ্যুপগমেন তৎকর্মনিমিত্ততয়া প্রতিপাদিতঃ; "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ", "ন কর্মাবিভাগাদিতি চেন্ন, অনাদিত্বাদুপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ" ইতি, অকৃতাভ্যাগমকৃতবিপ্রণাশপ্রসংগশ্চ অনিত্যত্বে অভিহিতঃ।

পূর্ব পক্ষের আপত্তি—

নিরবদ্যত্ব শ্রুতির বিরুদ্ধ হইতেছে। আবার, ব্রহ্মসূত্রও বলিয়াছেন—'উপাদান কারণও ব্রহ্ম, যেহেতু ইহা শ্রুতিগত, প্রতিজ্ঞা বাক্য ও দৃষ্টান্ত বাক্যের সহিত অবিরুদ্ধ। এই ভাবে 'শ্রুতিগত 'এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা' এই প্রতিজ্ঞা বাক্যে এবং মৃত্তিকা ও তৎ কার্যবস্তু ঘটাদি কার্যবস্তুর' দৃষ্টান্ত বাক্যেও পরমপুরুষের জগদুপাদান-কারণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। উপাদান-কারণ হইলে তো তাহা পরিণামাস্পদ হইয়া থাকে। অতএব, নির্বিকার ব্রহ্মের পক্ষে এই পরিণামাস্পদত্ব কি প্রকারে সম্ভব? ॥৮৮॥

জীব* ও প্রপঞ্চ (জড় জগৎ) নির্বিশেষে সকলেরই সাধারণভাবে ব্রহ্মের কারণত্ব কথিত হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে যদি জীবকে ঈশ্বরের পরিণামরূপী অর্থাৎ ঈশ্বর জীবরূপে পরিণাম প্রাপ্ত বলা হয়, তাহা হইলে জীবের অজত্ব ও নিত্যত্ব

ব্রহ্মের সদ্বারক-উপাদানত্ব কথন

প্রতিপাদক শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রের সহিত বিরোধ হয়—(ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৹)। আবার, (বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন দশা প্রাপ্তিতে) ঈশ্বরের পক্ষপাত ও নির্দয়তার (বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্য) পরিহারের জন্য বিভিন্ন জীবের নিজ নিজ কর্মের জন্যই অবস্থাভেদ কথিত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী সূত্রে এই জীবের অনাদিত্ব (নিত্যত্বও) কথিত হইয়াছে (যথা ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৫,৩৬)। শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রে যেমন জীবের নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে সেইরূপ অচেতন বস্তুর অনাদিত্বও শ্রুতি প্রভৃতির বাক্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥৮৯॥

---

* 'যতো বা ইমানি ভূতানি……' ইত্যাদি শ্রুতিতে।

৯০। তথা প্রকৃতেরপ্যনাদিতা শ্রুতিভিঃ প্রতিপাদিতা—"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীং প্রজাং জনয়ন্তীং সরূপাম্, অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" ইতি প্রকৃতিপুরুষয়োরজত্বং দর্শয়তি। "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ, মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্" ইতি প্রকৃতিরেব স্বরূপেণ বিকারাস্পদমিতি চ দর্শয়তি। "গৌরনাদ্যন্তবতী সা জনিত্রী ভূতভাবিনী" ইতি চ।

৯১। স্মৃতিশ্চ—"প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি", "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ", "প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য

যথা—"একটি জন্মরহিত প্রকৃতি — লোহিতবর্ণ (রজঃ), শুক্লবর্ণ (সত্ত্ব) এবং কৃষ্ণবর্ণ (তমঃ), এই গুণত্রয়বিশিষ্ট। ইনি নিজেকে পরিণমিত করিয়া বহু প্রজা সৃষ্টি করেন। আর একটি অজ সেই প্রকৃতির সহিত যুক্ত থাকিয়া, তাহার সঙ্গে সুখী, পুনরায় আর একটি অজ সেই প্রকৃতি-প্রদত্ত সুখ ও দুঃখ অনুভবকরতঃ তাহাকে পরিত্যাগ করে" (শ্বেতঃ ৪।৫)। এই শ্রুতিবাক্য কর্তৃক প্রকৃতির অজত্ব প্রদর্শিত হইল। "এই জড়বস্তু হইতে মায়ী (ব্রহ্ম) এই বিশ্ব সৃজন করিয়া থাকেন, সেই বিশ্বে অন্য একজন (জীব) মায়ার দ্বারা সম্বন্ধ", "মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে" (শ্বেতাঃ ৪।১৬)। প্রকৃতির স্বরূপই যে বিকারাস্পদ, তাহাও শ্রুতি সাক্ষ্য দিতেছেন—'গাভী হইতেছেন অনাদি এবং অনন্ত, তিনি সমস্ত ভূতবর্গের জন্মদাত্রী" (মন্ত্র ১)। গীতাশাস্ত্রও এই কথাই বলিতেছেন—"প্রকৃতি এবং পুরুষ (জড় ও চেতন) এবং তাহাদের পরস্পর সংসর্গ অনাদি বলিয়া জানিবে" (গীতা ১৬।১৯) ॥৯০॥

"পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, (একাদশ ইন্দ্রিয়), বুদ্ধি, অহংকার —এই অষ্টবিধ প্রকারে বিভক্ত হইতেছে আমার প্রকৃতি", এই জড়-প্রকৃতি হইতে বিলক্ষণ আমার আর একটি প্রকৃতি আছে, সেটি জীবরূপী (চেতনবস্তু) আমার পরা প্রকৃতি, এই চেতনরূপী পরা প্রকৃতি অন্তঃস্থিত থাকিয়া এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জড়প্রকৃতিকে ধারণ করিয়া আছে (গীতা ৭।৪,৫);

বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ", "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" ইত্যাদিকা।

৯২। এবং চ প্রকৃতেরপি ঈশ্বরশরীরত্বাৎ, প্রকৃতিশব্দোঽপি তদাত্মভূতস্য ঈশ্বরস্য, তৎপ্রকারসংস্থিতস্য বাচকঃ। পুরুষশব্দোঽপি তদাত্মভূতস্য ঈশ্বরস্য পুরুষপ্রকারসংস্থিতস্য বাচকঃ। অতঃ তদ্বিকারাণামপি তথৈব ঈশ্বরঃ আত্মা। তদাহ—"ব্যক্তং বিষ্ণুস্তথাব্যক্তং পুরুষঃ কাল এব চ", "স এব ক্ষোভকো ব্রহ্মন্ ক্ষোভ্যশ্চ পরমেশ্বরঃ" ইতি। অতঃ প্রকৃতিপ্রকারসংস্থিতে পরমাত্মনি প্রকারভূতপ্রকৃত্যংশে বিকারঃ, প্রকার্যংশে চ অবিকারঃ। এবমেব জীবপ্রকারসংস্থিতে পরমাত্মনি চ প্রকারভূতজীবাংশে সর্বে চ অপুরুষার্থাঃ; প্রকার্যংশঃ নিয়ন্তা নিরবদ্যঃ সর্বকল্যাণগুণাশ্রয়ঃ সত্যসংকল্প এব। তথা চ সতি কারণাবস্থ ঈশ্বর

আমার নিজ প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া পুনঃ পুনঃ বিবিধরূপে সৃজন করিয়া থাকি" (গীতা ৯।৮); "আমা কর্তৃক ঈক্ষণ দ্বারা এই চরাচর জগৎ পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতে থাকে" (গীতা ৯।১০), ইত্যাদি বচনাবলী নির্ণয় করে যে, প্রকৃতিও ঈশ্বরের শরীর, অতএব এই 'প্রকৃতি' শব্দটি তাহার আত্মভূত (শরীরী) ঈশ্বরের বাচক এবং শরীররূপী জড়বস্তুরও বাচক। সেইরূপ, 'পুরুষ' শব্দটিও তাহার আত্মভূত (পরমাত্মা) ঈশ্বরের বাচক এবং তাঁহার দেহরূপী জীবাত্মারও বাচক। অতএব, প্রকৃতির বিকাররূপী বিভিন্ন আকারসম্পন্ন জড়বস্তুর এবং তদন্তর্গত জীবাত্মারও ঈশ্বরই আত্মা। যথা বিষ্ণুপুরাণ—'ব্যক্ত বা অব্যক্ত প্রকৃতি, পুরুষ এবং কাল সকলেই বিষ্ণু' (বিঃ পুঃ ১।২।১৮)। সেই পরমেশ্বরই ক্ষোভক বস্তু, আবার তিনিই ক্ষোভ্য বস্তু' (বিঃ পুঃ ১।২।৩১)। অতএব প্রকৃতিরূপী দেহে (প্রকারে) অবস্থিত পরমাত্মার দেহরূপী অংশেই বিকার উপজাত হয়, কিন্তু প্রকারী বা দেহী পরমাত্মার অংশে কোন বিকার হয় না। সেইরূপই আবার জীবাত্মার মধ্যে অবস্থিত পরমাত্মার দেহরূপী জীবাত্মার অংশেই সমস্ত সুখ-দুঃখ অবস্থিত থাকে এবং দেহী বা প্রকারী (পরমাত্মা) অংশটি নিয়ন্তা, নিরবদ্য, সর্বকল্যাণগুণাকর, সত্যসঙ্কল্প আদি রূপেই বিরাজ করেন। উক্ত প্রকার তত্ত্ব বিশ্লেষণে সম্যক্ বোধগম্য হয় যে, (সূক্ষ্ম চিদচিৎ-উপাদানসম্পন্ন) কারণাবস্থ ঈশ্বরই

এবেতি, তদুপাদানকজগৎ--কার্যাবস্থোঽপি স এবেতি কার্যকারণয়োরনন্যত্বং, সর্বশ্রুত্যবিরোধশ্চ ভবতি।

৯৩। তদেবং নামরূপবিভাগানর্হসূক্ষ্মদশাপন্নপ্রকৃতিপুরুষশরীরং ব্রহ্ম কারণাবস্থম্। জগতঃ তদাপত্তিরেব চ প্রলয়ঃ। নামরূপবিভাগবিভক্তস্থূলচিদচিদ্বস্তুশরীরং ব্রহ্ম কার্যাবস্থম্। ব্রহ্মণঃ তথাবিধস্থূলভাব এব সৃষ্টিঃ ইত্যুচ্যতে। যথোক্তং ভগবতা পরাশরেণ — "প্রধানপুংসোরজয়োঃ কারণং কার্যভূতয়োঃ"। ইতি।

৯৪। তস্মাৎ ঈশ্বরপ্রকারভূতসর্বাবস্থপ্রকৃতিপুরুষবাচিনঃ শব্দাঃ তৎপ্রকারবিশিষ্টতয়া অবস্থিতে পরমাত্মনি মুখ্যতয়া বর্ত্তন্তে, জীবাত্মবাচিদেবমনুষ্যাদিশব্দবৎ ; যথা দেবমনুষ্যাদিশব্দাঃ দেবমনুষ্যাদিপ্রকৃতিপরিণামবিশেষাণাং জীবাত্মপ্রকারতয়ৈব পদার্থত্বাৎ, প্রকারিণি জীবাত্মনি মুখ্যতয়া বর্ত্তন্তে। তস্মাৎ সর্বস্য চিদচিদ্বস্তুনঃ পরমাত্ম-

---

কার্যাবস্থায়ও উপাদানরূপী হইয়া থাকেন। সর্বশ্রুতিতে এই কার্যাবস্থা ও কারণাবস্থার অনন্যত্বের কখনও কোন বিরোধ নাই ॥৯১,৯২॥

ইহাই কথিত হইল যে, নাম ও রূপ বিভাগহীন সূক্ষ্ম দশাপন্ন প্রকৃতি ও পুরুষ হইতেছে ব্রহ্মের কারণাবস্থের শরীর, এইরূপ অবস্থাপন্ন (সূক্ষ্ম) জগতের নামই 'প্রলয়'। আবার নাম ও রূপে বিভক্ত স্থূল চিদচিদ্বস্তুরূপী শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতেছেন কার্যবস্থ ব্রহ্ম। ব্রহ্মের এই প্রকার স্থূলভাবটিকে জগতের সৃষ্টি বলা হয়। ভগবান পরাশরও এই কথাই বলিয়াছেন—"সূক্ষ্ম এবং অবিভক্ত অবস্থাসম্পন্ন প্রকৃতি ও পুরুষের সৃষ্টির (জগৎরূপী স্থূল অবস্থা প্রাপ্তির) কারণ তিনি (ব্রহ্ম পরমাত্মা)। (বিঃ পুঃ ১৷৯৷৩৭) ॥৯৩॥

অতএব ঈশ্বরের প্রকারভূত (বিশেষণরূপী) বলিয়া স্থূল বা সূক্ষ্ম অবস্থাপন্ন প্রকৃতি ও পুরুষবাচী (জড় ও চেতনবাচী) সমস্ত শব্দই মুখ্যভাবে এই বিশেষণবিশিষ্ট (দেহবিশিষ্ট) দেহী পরমাত্মাকেই বুঝাইয়া থাকে। যেমন, 'দেব' 'মনুষ্যাদি' (দেহবাচক) সমস্ত শব্দ। অর্থাৎ যেমন, প্রকৃতির পরিণামরূপী দেব মনুষ্যাদি দেহ সকল দেহী জীবাত্মার প্রকার বা বিশেষণরূপী বলিয়া 'দেব' 'মনুষ্য' প্রভৃতি (দেহবাচী শব্দ) মুখ্যতঃ জীবাত্মাকেই বুঝাইয়া থাকে,

ব্রহ্মের বিশেষণ বা দেহবোধক সমস্ত চেতন বা অচেতনবাচী শব্দ মুখ্যতঃ পরমাত্মারই বোধক

শরীরতয়া তৎপ্রকারত্বাৎ, পরমাত্মনি মুখ্যতয়া বর্ত্তন্তে সর্বে তদ্বাচকাঃ শব্দাঃ।

৯৫। অয়মেব চ আত্মশরীরভাবঃ — পৃথক্‌সিদ্ধ্যনর্হাধারাধেয়-ভাবঃ নিয়ন্তৃনিয়াম্যভাবঃ শেষশেষিভাবশ্চ। সর্বাত্মনা আধারতয়া নিয়ন্তৃতয়া শেষিতয়া চ আপ্নোতীতি আত্মা; সর্বাত্মনা আধেয়তয়া নিয়াম্যতয়া শেষতয়া চ অপৃথক্‌সিদ্ধং প্রকারভূতমিতি আকারঃ শরীরম্ ইতি চ উচ্যতে। এবমেব হি জীবাত্মনঃ স্বশরীরসম্বন্ধঃ। এবমেব পরমাত্মনঃ সর্বশরীরত্বেন সর্বশব্দবাচ্যত্বম্।

৯৬। তদাহ শ্রুতিগণঃ—"সর্বে দেবা যৎপদমামনন্তি", "সর্বে দেবা যত্রৈকং ভবন্তি" ইতি। তস্য একস্য বাচ্যত্বাদেকার্থবাচিনো ভবন্তি ইত্যর্থঃ। "একো দেবো বহুধা সন্নিবিষ্টঃ", "সহৈব সন্তং ন বিজানন্তি দেবাঃ" ইত্যাদি। দেবাঃ ইন্দ্রিয়াণি। দেবমনুষ্যাদীনামন্তর্যামিতয়া

সেইরূপ সমস্ত চিদচিদ্‌-বস্তুই পরমাত্মার শরীররূপী বলিয়া এই চিদচিদ্‌-বস্তুবাচক সমস্ত শব্দই মুখ্যরূপে পরমাত্মাতেই পর্যবসিত হইয়া থাকে ॥৯৪॥

এই আত্ম-শরীর ভাবটি হইতেছে — পৃথক্ স্থিতির অযোগ্য আধার-আধেয় ভাব, নিয়ন্তৃ-নিয়াম্য ভাব, শেষী-শেষ ভাব। এই পরমাত্মা হইতেছেন সর্বতোভাবে আধার, নিয়ন্তা এবং শেষী। আবার, এই চিদচিদাত্মক বস্তু হইতেছে সর্বতোভাবে (শরীরী পরমাত্মার) আধেয়, নিয়াম্য, এবং শেষ (শরীরী পরমাত্মার একান্ত অধীন) এবং এই শরীরী হইতে পৃথক্‌স্থিতির অনুপযুক্ত শরীর। প্রতিটি জীবাত্মা এবং তাহার নিজ নিজ শরীরের সম্বন্ধও এইরূপই। এইভাবে সর্ববস্তুই পরমাত্মার শরীর বলিয়া সর্ববস্তুবাচক শব্দ পরমাত্মাকেই বুঝাইয়া থাকে, পরমাত্মাই এই সকল শব্দের বাচক ॥৯৫॥

এই কথাই শ্রুতিগণ এককণ্ঠে বলিতেছেন—"সমস্ত বেদই যে তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করিতেছেন" (কঠঃ ২।১৫)। 'যেস্থলে সর্ববেদই একার্থবাচী' (আঃ ৩ প্র, ১১ অনু), বেদের সর্ববাক্যই এক পরমাত্মারই বাচক বলিয়া তাহারা সকলেই একার্থবাচী। 'এক দেবতা বহু রূপে সন্নিবিষ্ট থাকেন', (আঃ ৩।১৪), 'তিনি সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন, কিন্তু দেবতারা তাঁহাকে জানেন না' (আঃ ৩।১১)—এইস্থলে 'দেবতা' শব্দ ইন্দ্রিয়বাচক। দেবতা ও মনুষ্যের অন্তর্যামীরূপে পরমাত্মা নিহিত

ব্রহ্মের সর্বশব্দবাচ্যত্বে প্রমাণ বচন—

আত্মত্বেন নিবিশ্য, 'সহৈব সন্তং' তেষামিন্দ্রিয়াণি মনঃপর্যন্তানি ন 'বিজানন্তি' ইত্যর্থঃ।

৯৭। তথা চ পৌরাণিকানি বচাংসি— "নতাঃ স্ম সর্ববচসাং প্রতিষ্ঠা যত্র শাশ্বতী"—বাচ্যে হি বচসঃ প্রতিষ্ঠা, "কার্যাণাং কারণং পূর্বং বচসাং বাচ্যমুত্তমম্", "বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ" ইত্যাদীনি সর্বাণি হি বচাংসি সশরীরাত্মবিশিষ্টমন্তর্যামিণমেব আচক্ষতে। "তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি হি শ্রুতিঃ।

৯৮। তথা চ মানবং বচঃ—"প্রশাসিতারং সর্বেষামণীয়াংসমণীয়সাম্। রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যাত্তু পুরুষং পরম্"। অন্তঃ প্রবিশ্য অন্তর্যামিতয়া, সর্বেষাং প্রশাসিতারং নিয়ন্তারম্, অণীয়াংসঃ আত্মানঃ, কৃৎস্নস্যাচেতনস্য ব্যাপকতয়া সূক্ষ্মভূতাঃ, তেষামপি ব্যাপকত্বাৎ তেভ্যোঽপি সূক্ষ্মতরঃ ইত্যর্থঃ। রুক্মাভঃ আদিত্যবর্ণঃ। স্বপ্নধী-

---

থাকিলেও তাহাদের মন ও ইন্দ্রিয়গণ এই পরমাত্মাকে জানিতে পারে না ॥৯৬॥

পুরাণসকলও এই কথাই বলিতেছেন—"সর্ব বাক্যেরই চিরন্তনী বাস্তবিক প্রতিষ্ঠা যে বস্তুতে তাঁহাকে প্রণাম করি" (বিঃ ১।১৪—২৩), বাচ্যেই বচনের প্রকৃষ্ট স্থিতি, "পূর্বে কারণ, পরে কার্য; পূর্বে বাচ্যবস্তু, পরে বাচ্য-প্রতিপাদক বচন" (জিতন্তাস্তোত্র ৭), "সমস্ত বেদের দ্বারা আমি বেদ্য" (গীতা ১৫।১৫)—এই প্রকারে সমস্ত বচনই সশরীর-আত্মবিশিষ্ট পরমাত্মাকেই অভিহিত করিতেছে। শ্রুতিও এই কথাই বলিতেছেন—"জীবাত্মকরূপে এই তিনটী দেবতার মধ্যে (সৃষ্ট পঞ্চভূতের মধ্যে) অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আমি নাম ও রূপ দান করিব" (ছাঃ উঃ) ॥৯৭॥

পুনঃ মনুস্মৃতি বচন — "যিনি অণু হইতেও অণু হইয়া (সকলের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে প্রবিষ্ট হইয়া) তাহাদের শাসন করেন, সেই রুক্মাভ (উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ) স্বপ্নগম্য পুরুষকে জানিবে" (মনু ১২।১২২), যাবৎ সূক্ষ্ম চেতন ও অচেতন বস্তুর মধ্যে ব্যাপ্ত বলিয়া তখন অন্তর্যামী অবস্থায় এই পরমাত্মা অণু হইতেও অণু। 'রুক্মাভঃ' শব্দের অর্থ আদিত্যবর্ণ, 'স্বপ্নধীগম্য' শব্দের অর্থ স্বপ্নকালীন

গম্যঃ স্বপ্নকল্পবুদ্ধিপ্রাপ্যঃ। বিশদতমপ্রত্যক্ষতাপন্নানুধ্যানৈকলভ্যঃ ইত্যর্থঃ। "এনমেকে বদন্ত্যগ্নিং মরুতোঽন্যে প্রজাপতিম্। ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণম্ অপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥" ইতি। একে বেদাঃ ইত্যর্থঃ। উক্তরীত্যা পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ সর্বস্য প্রশাসিতৃত্বেন সর্বান্তরাত্মতয়া প্রবিশ্য অবস্থিতত্বাৎ অগ্ন্যাদয়োঽপি শব্দাঃ, শাশ্বতব্রহ্মশব্দবৎ, তস্যৈব বাচকা ভবন্তি ইত্যর্থঃ। তথা চ স্মৃত্যন্তরম্—"যে যজন্তি পিতৄন্ দেবান্ ব্রাহ্মণান্ সহুতাশনান্। সর্বভূতান্তরাত্মানং বিষ্ণুমেব যজন্তি তে ॥" ইতি। পিতৃ-দেব-ব্রাহ্মণ-হুতাশনাদিশব্দাঃ তন্মুখেন তদন্তরাত্মভূতস্য বিষ্ণোরেব বাচকাঃ ইত্যুক্তং ভবতি।

৯৯। অত্রেদং সর্বশাস্ত্রহৃদয়ম্—

জীবাত্মানঃ স্বয়ম্ অসঙ্কুচিতাপরিচ্ছিন্ননির্মলজ্ঞানস্বরূপাঃ সন্তঃ, কর্মরূপাবিদ্যাবেষ্টিতাঃ তত্তৎকর্মানুরূপজ্ঞানসঙ্কোচমাপন্নাঃ, ব্রহ্মাদিস্তম্ব-পর্যন্তবিবিধবিচিত্রদেহেষু প্রবিষ্টাঃ, তত্তদ্দেহোচিতলব্ধজ্ঞানপ্রসরাঃ,

---

বুদ্ধির দ্বারা তিনি বোধগম্য। 'কেহ ইহাকে (এই পরমাত্মাকে) 'অগ্নি' বলিয়া থাকে, কেহ 'মরুৎ', অপরে 'প্রজাপতি', কেহ 'ইন্দ্র', কেহ 'প্রাণ', আবার কেহ 'শাশ্বত ব্রহ্ম' বলিয়া থাকে' (মনু ১২০,১২৩)। 'কেহ' মানে—কোন বেদবাক্য। উক্ত প্রকারে পরব্রহ্ম সর্ববস্তুর শাসনের জন্য সকলের অন্তরাত্মারূপে প্রবিষ্ট থাকেন বলিয়া 'অগ্নি' আদি শব্দও 'শাশ্বত ব্রহ্ম' শব্দের ন্যায় পরব্রহ্মেরই বাচক হইয়া থাকে। এই প্রকার অন্য স্মৃতিবচনও — "যাহারা অগ্নির সহিত (যজ্ঞে) পিতা, দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের যজনা করেন তাঁহারা সর্বভূতের অন্তরাত্মা বিষ্ণুকেই ভজনা করিয়া থাকেন" (দক্ষস্মৃতি)। এস্থলে পিতা, দেবতা, ব্রাহ্মণ, হুতাশন আদি শব্দ যে তাহাদের অন্তরাত্মা বিষ্ণুরই বাচক, তাহা কথিত হইয়াছে ॥৯৮॥

সমস্ত জীবাত্মা হইতেছেন স্বয়ং অসঙ্কুচিত অপরিচ্ছিন্ন নির্মল জ্ঞানস্বরূপ। কিন্তু কর্মরূপ অবিদ্যায় বেষ্টিত হইয়া সেই জ্ঞান নিজ নিজ কর্মানুগুণে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্ত বিবিধ বিচিত্র দেহে প্রবিষ্টহইয়া সেই সেই দেহের উপযুক্ত

প্রমাণবচনসহ সর্বশাস্ত্রের হৃদয়টি ব্যক্ত করিতেছেন—

তত্তদ্দেহাত্মাভিমানিনঃ, তদুচিতকর্মাণি কুর্বাণাঃ, তদনুগুণসুখদুঃখো-পভোগরূপসংসারপ্রবাহং প্রতিপদ্যন্তে। এতেষাং সংসারমোচনং ভগবৎপ্রপত্তিমন্তরেণ নোপপদ্যত ইতি, তদর্থং প্রথমমেষাং দেবাদি-ভেদরহিতজ্ঞানৈকাকারতয়া সর্বেষাং সাম্যং প্রতিপাদ্য, তস্যাপি স্বরূপস্য ভগবচ্ছেষতৈকস্বরূপৈকরসতয়া ভগবদাত্মকতামপি প্রতিপাদ্য, ভগবৎস্বরূপং চ হেয়প্রত্যনীককল্যাণৈকতানতয়া সকলেতরবিসজা-তীয়, অনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণাশ্রয়ং, স্বসংকল্পপ্রবৃত্ত-সমস্তচিদচিদ্বস্তুজাততয়া সর্বস্য আত্মভূতং প্রতিপাদ্য, তদুপাসনং সাঙ্গং, তৎপ্রাপকং প্রতিপাদয়ন্তি শাস্ত্রাণীতি।

১০০। যথোক্তম্ — "নির্বাণময় এবায়মাত্মা জ্ঞানময়োঽমলঃ। দুঃখাজ্ঞানমলা ধর্মাঃ প্রকৃতেস্তে ন চাত্মনঃ॥" "প্রকৃতিসংসর্গকৃতকর্ম-

---

জ্ঞানলাভকরতঃ সেই সেই দেহেন্দ্রিয় ও মনের অনুগুণ আত্মাভিমানী হইয়া থাকে। যখন তদুচিত কর্ম করিয়া থাকে এবং সেইরূপ কর্মফলের অনুগুণ সুখ-দুঃখ ভোগরূপ সংসার-প্রবাহ তাহাদের চলিতে থাকে। ভগবৎ-শরণাগতি ভিন্ন ইহাদের যে সংসার-মোচন সম্ভবপর হয় না তাহা বুঝাইবার জন্য প্রথমে দেবাদি ভেদ রহিত এই সকল জীবাত্মাস্বরূপ কেবল জ্ঞানাকাররূপে সকলেরই সাম্য প্রতিপাদন করিয়া এই স্বরূপের বিশেষ বৈলক্ষণ্য যে ভগবানের একমাত্র শেষত্ব, ইহা যে এই স্বরূপের একমাত্র রস এবং এই শেষত্ব ও রসের হেতু যে জীবাত্মার মধ্যে ভগবানের আত্মারূপে অবস্থিতি (ভগবদ্-আত্মকত্ব), তাহা শাস্ত্র প্রতিপাদন করিয়াছেন। আরো প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ভগবান হইতেছেন সকল হেয়-বিরোধী, কেবলমাত্র কল্যাণস্বরূপ। তিনি সমস্ত ইতর-বস্তু হইতে ভিন্নজাতীয়। তিনি অনবধিক অতিশয় কল্যাণগুণগণের আলয়, নিজ সঙ্কল্পমাত্রে সমস্ত চেতন ও অচেতন বস্তুর আত্মারূপে অবস্থিত। অঙ্গ সহিত তাঁহার উপাসনা যে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার উপায় তাহাও শাস্ত্রমুখে প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥৯৯॥

"এই জীবাত্মা নির্বাণময় জ্ঞানময় এবং অমলা। দুঃখ অজ্ঞান এবং মলিনতা জীবাত্মার ধর্ম নহে, ইহারা হইতেছে প্রকৃতির ধর্ম" (বিঃ পুঃ ৬।৭।২২)।

মূলত্বাৎ ন আত্মস্বরূপপ্রযুক্তাঃ ধর্মাঃ” ইত্যর্থঃ। প্রাপ্তাপ্রাপ্তবিবেকেন “প্রকৃতেরেব ধর্মাঃ” ইত্যুক্তম্।

১০১। “বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥” ইতি, দেব-তির্যঙ্-মনুষ্য-স্থাবররূপ-প্রকৃতিসংসৃষ্টস্য আত্মনঃ, স্বরূপবিবেচনী বুদ্ধিঃ যেষাং তে পণ্ডিতাঃ, তত্তৎপ্রকৃতিবিশেষবিবিক্তাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানবন্তঃ, তত্র তত্র অত্যন্তবিষমকারে বর্ত্তমানম্ আত্মানং সমানাকারং পশ্যন্তীতি “সমদর্শিনঃ” ইত্যুক্তম্।

১০২। তদিদমাহ—“ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥” ইতি। নির্দোষং দেবাদিপ্রকৃতিবিশেষসংসর্গরূপদোষরহিতম্। স্বরূপেণাবস্থিতং সর্বম্ আত্মবস্তু নির্বাণরূপজ্ঞানৈকাকারতয়া ‘সমম্’ ইত্যর্থঃ।

উক্ত সিদ্ধান্তের প্রমাণ-বচন—

দেহসংসর্গজনিত কৃতকর্মের ফলে আত্মস্বরূপে এই সকল দুঃখ এবং মলিনতা দেখা দেয়। কোনটি স্বাভাবিক কোনটি ঔপাধিক, এই বিচারের দ্বারাই নির্ণীত হয় যে উক্ত অপধর্মগুলি প্রকৃতিরই ধর্ম। ‘যথার্থ বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন পুরুষ, (অবিদ্বান ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুকুর, চণ্ডালে পণ্ডিতগণ সমদর্শী হইয়া থাকেন’ (গীতা ৫।১৮)। দেবতা পশু, মনুষ্য, স্থাবররূপ প্রকৃতিযুক্ত (দেহযুক্ত) আত্মার স্বরূপ-বিবেচনী বুদ্ধিযুক্ত পুরুষই পণ্ডিতপদবাচ্য। বিভিন্ন দেহবিযুক্ত আত্মার বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানে যাঁহারা জ্ঞানী, বিভিন্ন প্রকার অত্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিসম্পন্ন দেহে বর্ত্তমান আত্মাসমূহের সমান আকার যাহারা দর্শন করেন তাঁহারাই সমদর্শী। (এই সাম্যদর্শনের ফল বলিতেছেন) — যে পুরুষের মন উক্তরূপ সাম্যে অবস্থিত তাহাদের এই জীবদ্দশাতেই পুনর্জন্মরূপ সংসার বিজিত হইয়াছে, অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়াছে। কারণ প্রকৃতি-বিনির্মুক্ত পরস্পর সমান এই সকল আত্মবস্তুকে ‘ব্রহ্ম’ বলা হয়। অতএব উক্ত সাম্যদর্শীগণ ব্রহ্মে অবস্থিত। (গীতা ৫।১৯)। ‘নির্দোষ’ মানে — দেবাদি দেহবিশেষ সংসর্গরূপ দোষবিরহিত। ‘সমং’ অর্থে স্বরূপে অবস্থিত সর্ব আত্মবস্তু হইতেছেন নির্বাণরূপী জ্ঞানাকারে সমান।

॥১০০—১০২

১০৩। তস্যৈবম্ভূতস্য আত্মনঃ ভগবচ্ছেষতৈকরসতা, তন্নিয়াম্যতা, তদেকাধারতা চ, তত্তচ্ছরীর-তত্তনুপ্রভৃতিভিঃ শব্দৈঃ, তৎসামানাধিকরণ্যেন চ শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণাদিষু প্রতিপাদ্যতে ইতি পূর্বমেবোক্তম্।

১০৪। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

ইতি, তস্যৈতস্য আত্মনঃ কর্মকৃতবিচিত্রগুণময়প্রকৃতিসংসর্গরূপাৎ সংসারাৎ মোক্ষঃ ভগবৎপ্রপত্তিমন্তরেণ নোপপদ্যতে ইত্যুক্তং ভবতি; "নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে" ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিভিশ্চ।

১০৫। ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ॥

এই প্রকার আত্মা হইতেছে ভগবানের শেষবস্তু, ভগবৎ-শেষত্বই যে তাহার একমাত্র রস, সে যে ভগবানের নিয়াম্য, ভগবানই তাহার একমাত্র আধার, এই সকল সিদ্ধান্তে স্মৃতি ইতিহাস পুরাণাদি শাস্ত্র আত্মবস্তুকে ব্রহ্মের শরীর বা তনুরূপে নির্দেশ করিয়া (শরীর-শরীরীরূপে) সামানাধিকরণ্য-বৃত্তির দ্বারা ব্রহ্মের সহিত এই জীবাত্মার অভেদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই সমস্ত তত্ত্ব ইতিপূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।১০৩॥

(এই পরমেশ্বরকে জানিবার উপায় যে 'শরণাগতি' অতঃপর তাহাই কথিত হইতেছে।) সত্ত্বাদি ত্রিগুণময়ী মৎ-নির্মিত এই দৈবী আমার মায়া অতিক্রম করা দুষ্কর। যাহারা আমারই শরণাগত হয় কেবল তাহারাই আমার কৃপায় এই মায়াকে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয় (গীতা ৭।১৪)। এই শ্লোক বলিতেছেন যে, এই জীবাত্মার কর্মকৃত বিচিত্র ত্রিগুণময় (প্রকৃতি সংসর্গরূপ দেহ দৈহিকাদি) সংসার হইতে বিমুক্তি ভগবৎ-প্রপত্তি ভিন্ন হইতে পারে না। শ্রুতিও বলিতেছেন—'সংসার বিমুক্তির জন্য অন্য পন্থা আর নাই' ॥১০৪॥

(ভগবান বলিয়াছেন—) এ জগতে চেতন ও অচেতন বিশিষ্ট সমগ্র বস্তুর মধ্যে আমার অপ্রকাশিত স্বরূপের দ্বারা আমি (অন্তর্যামী নিয়মনকর্তা, ধারক ও শেষীরূপে) ব্যাপ্ত হইয়া আছি। অতএব, বিশ্বচরাচর সর্বভূত আমাতেই স্থিত অর্থাৎ অন্তর্যামিরূপ আমারই আয়ত্তাধীন, আমার স্থিতি কিন্তু তাহাদের আয়ত্তাধীন নহে। জল প্রভৃতি স্থূল বস্তু যেমন ঘট প্রভৃতি স্থূল

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।

ইতি, সর্বশক্তিযোগাৎ স্বৈশ্বর্যবৈচিত্র্যমুক্তম্। তদাহ "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইতি। অনন্তবিচিত্রমহাশ্চর্যরূপং জগৎ, মম অযুতাযুতাংশাংশেন আত্মতয়া প্রবিশ্য, সর্বং মৎসংকল্পেন বিষ্টভ্য, অনেন রূপেণ অনন্তমহাবিভূতিঃ অপরিমিতোদারগুণসাগরঃ নিরতিশয়াশ্চর্যভূতঃ স্থিতঃ অহম্ ইত্যর্থঃ।

১০৬। তদিদমাহ—"একত্বে সতি নানাত্বং নানাত্বে সতি চৈকতা। অচিন্ত্যং ব্রহ্মণো রূপং কস্তদ্বেদিতুমর্হতি॥" ইতি, প্রশাসিতৃত্বেন এক এব সন্ বিচিত্রচিদচিদ্বস্তুষু অন্তরাত্মতয়া প্রবিশ্য, তত্তদ্রূপেণ বিচিত্রপ্রকারঃ, বিচিত্রকর্ম কারয়ন্ নানারূপতাং ভজতে।

বস্তুর ভিতরে থাকে বলিয়া ঘটাদি বস্তু জলাদির ধারক বা আধার হয় এই ভূতবর্গ আমার মধ্যে ঠিক সেইভাবে স্থিত নহে, এই ভূতবর্গের আমি সে ভাবে ধারক নহি। কিন্তু আমার সঙ্কল্প বা ইচ্ছার দ্বারা আমি, অপ্রকাশিত সূক্ষ্মরূপে এই ভূতবর্গের ধারক হইয়া আছি। আমার এই ঐশ্বরিক যোগ বা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী আশ্চর্য-শক্তি লক্ষ্য কর।' (গীতা ৯।৪,৫)

এইভাবে সর্বশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরের নিজ ঐশ্বর্যের বৈচিত্র্য কথিত হইল। তিনি আবার বলিয়াছেন—সূক্ষ্ম ও স্থূল চিদচিদাত্মক এই জগৎকে আমি অতি অল্প অংশে ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি (গীতা ১০।৪২)। এই উক্তির তাৎপর্য এই যে—অনন্ত বিচিত্র মহা আশ্চর্যরূপ এই জগতের মধ্যে আমার অযুতাযুত অংশে আত্মারূপে প্রবিষ্ট হইয়া, কেবল আমার সঙ্কল্পে তাহাকে ধারণ করিয়া, অনন্ত মহাবিভূতিমান অপরিমিত উদার-গুণসাগর নিরতিশয় আশ্চর্যভূতরূপে স্থিত পুরুষ হইতেছি আমি॥১০৫॥

পুনরায় এই পরমেশ্বরের আশ্চর্য শক্তির বিষয় নিম্নোক্ত প্রকারে কথিত হইয়াছে—'ব্রহ্মের এই দুর্বোধ্য রূপ কে-ই বা বুঝিতে পারে! তিনি এক হইয়াও বহু এবং বহু হইয়াও এক।' তিনি জগতের নিয়ামকরূপে এক বস্তু হইয়াও, বিচিত্র চিদচিদ্ বস্তুসমূহের মধ্যে প্রবেশ করতঃ সেই সেই বিচিত্র প্রকার-বিশিষ্ট-রূপী হইয়া, তাহাদের দ্বারা বিচিত্র কার্য করাইয়া থাকেন। এইভাবে তিনি এক হইয়া বহু-রূপী হন। পুনরায়, তিনি নিজ অল্প

এবং স্বল্পাল্পাংশেন তু সর্বাশ্চর্যময়ং নানারূপং জগৎ তদন্তরাত্মতয়া প্রবিশ্য বিধৃত্য নানাত্বেনাবস্থিতোঽপি সন্ অনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণগুণগণঃ সর্বেশ্বরেশ্বরঃ পরব্রহ্মভূতঃ পুরুষোত্তমঃ নারায়ণঃ নিরতিশয়াশ্চর্যভূতঃ নীলতোয়দসঙ্কাশঃ পুণ্ডরীকদলামলায়তেক্ষণঃ সহস্রাংশুঃ সহস্রকিরণঃ, পরমে ব্যোম্নি "যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্", "তদক্ষরে পরমে ব্যোমন্" ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধে এক এব অবতিষ্ঠতে।

১০৭। ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য কস্যচিদপি বস্তুনঃ একস্বভাবস্য এক-কার্যশক্তিযুক্তস্য একরূপস্য, রূপান্তরযোগঃ স্বভাবান্তরযোগঃ শক্ত্যন্তর-যোগশ্চ ন ঘটতে; তস্য একস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ, সর্ববস্তুবিসজাতীয়তয়া সর্বস্বভাবত্বং সর্বশক্তিযোগশ্চেতি একস্যৈব বিচিত্রানন্তনানারূপতা চ, পুনরপি অনন্তাপরিমিতাশ্চর্যযোগেন একরূপতা চ ন বিরুদ্ধা ইতি বস্তুমাত্রসাম্যাৎ বিরোধচিন্তা ন যুক্তা ইত্যর্থঃ।

অংশেরও অল্প অংশে সর্বাশ্চর্যময় নানারূপ জগৎবস্তুতে তাহাদের অন্তরাত্মারূপে প্রবেশ করিয়া তাহাদের ধারণ করতঃ নানাত্বযুক্ত হইয়া অবস্থান করিয়া থাকিলেও, অনবধিক অতিশয় অসংখ্যেয় কল্যাণগুণমণ্ডিত সর্বেশ্বরেশ্বর পরমব্রহ্মভূত পুরুষোত্তম নারায়ণ নিরতিশয় আশ্চর্যভূত নীলমেঘবর্ণ পুণ্ডরীকদল-অমল-আয়ত-নয়নবিশিষ্ট, সহস্র সূর্যের সহস্র কিরণপ্রভঃ, পরম-ব্যোমে 'যিনি তাঁহাকে পরমব্যোমে গুহায় বিরাজিতরূপে জানেন' (তৈঃ উঃ ১।৪) 'সেই অক্ষর পরমব্যোমে' ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধরূপে এক অদ্বিতীয় হইয়া বিরাজ করেন ॥১০৬॥

এক স্বভাবযুক্ত এককার্য-শক্তিযুক্ত এবং একরূপ হইয়া রূপান্তর যোগ স্বভাবান্তর যোগ এবং শক্তি-অন্তর যোগ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্য কোন বস্তুর পক্ষেই সম্ভব নহে। সেই এক পরমব্রহ্মের, সর্ববস্তুর বিজাতীয়রূপে সর্বস্বভাবত্ব এবং সর্বশক্তিত্ব যোগের, সেই একেরই আবার বিচিত্র নানা-রূপতাও পুনরায়, অনন্ত অপরিমিত আশ্চর্য যোগের দ্বারা (তাহারই) এক-রূপতাও বিরুদ্ধ হয় না। অর্থাৎ বস্তুমাত্রের (কোন পরিবর্তন বিনা) যদি সাম্য থাকে তবে ইহাতে বিরুদ্ধ চিন্তা যুক্তিযুক্ত নহে। (অর্থাৎ অচেতন বস্তু যদি অচেতন বস্তুই থাকে চেতন বস্তু যদি চেতনই থাকে এবং পরম চেতন পরমাত্মা যদি পরম চেতনই থাকেন, তবে এই চিদচিদ্বিশিষ্ট পরম চেতনের অবস্থাভেদ একত্ব এবং বহুত্বের বিরুদ্ধ চিন্তা যুক্তিযুক্ত নহে ॥১০৭॥

১০৮। যথোক্তম্—

শক্তয়ঃ সর্বভাবানাম্ অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ॥
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা।

এতদুক্তং ভবতি— সর্বেষাম্ অগ্নিজলাদীনাং ভাবানাং একস্মিন্নপি ভাবে দৃষ্টৈব শক্তিঃ, তদ্বিসজাতীয়ভাবান্তরেঽপি ইতি ন চিন্তয়িতুং যুক্তা; জলাদৌ অদৃষ্টাপি, তদ্বিসজাতীয়ে পাবকে ভাসকত্বোষ্ণত্বাদিশক্তিঃ যথা দৃশ্যতে, এবমেব সর্ববস্তুবিসজাতীয়ে ব্রহ্মণি সর্বসাম্যং নানুমাতুং যুক্তম্ ইতি। অতঃ বিচিত্রানন্তশক্তিযুক্তং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ।

তদাহ— জগদেতন্মহাশ্চর্যং রূপং যস্য মহাত্মনঃ।
তেনাশ্চর্যবরেণাহং ভবতা কৃষ্ণ সঙ্গতঃ॥ ইতি।

তদেতৎ নানাবিধানন্তশ্রুতিনিকর-শিষ্টপরিগৃহীততদ্ব্যাখ্যান-পরিশ্রমাৎ অবধারিতম্।

এই কথাই ভগবান পরাশর বলিয়াছেন — 'হে তাপসশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মের সৃজন প্রভৃতি শক্তির ন্যায়, সমস্ত জীবের সমস্ত অচিন্ত্যশক্তি ব্রহ্মেরই। (দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছেন—অগ্নির দাহিকা শক্তি যেমন ব্রহ্মেরই শক্তি, সমস্ত জীবের সমস্ত শক্তিও সেইরূপ ব্রহ্মেরই) (বিঃ পুঃ ১।৩।২,৩)।

তাৎপর্য এই যে—অগ্নি ও জলের ন্যায় বিভিন্ন পদার্থের এক একটি শক্তি দেখা যায়, একের শক্তি অন্যে চিন্তা করা যুক্তিযুক্ত নহে। অগ্নির উষ্ণতা শক্তি জল প্রভৃতি বস্তুতে দেখা যায় না। এইরূপে ব্রহ্মবস্তু সর্ববিজাতীয় হইলেও, অন্য বস্তুর ন্যায়, তাহার শক্তি স্বভাব ও রূপ সীমাবদ্ধ নহে। সুতরাং ব্রহ্ম হইতেছেন বিচিত্র অনন্ত শক্তিযুক্ত।

অক্রূর আশ্চর্য অনুভূতিলব্ধ হইয়া কৃষ্ণকে বলিতেছেন—

'হে কৃষ্ণ, আমি আপনার সহিত মিলিত হইয়াছি, এই জগৎ যে মহাত্মার মহাশ্চর্যরূপ সেই শ্রেষ্ঠ আশ্চর্যময় তোমার সহিত আমি মিলিত হইয়াছি।' (বিঃ পুঃ ৫।১৯।৭)

নানাবিধ (ভেদ অভেদ ও ঘটক শ্রুতিরূপ) অনন্ত শ্রুতিনিকরের বিদ্বান শিষ্ট অধ্যাপকগণ কর্তৃক পরিগৃহীত উপরি-উক্ত ব্যাখ্যাটি বহু পরিশ্রমে মনোনিবেশ পূর্বক অবধারিত হইয়াছে॥১০৮॥

১০৯। তথা হি— প্রমাণান্তরাপরিদৃষ্টাপরিমিতপরিণামানেক-তত্ত্বনিয়তক্রমবিশিষ্টৌ সৃষ্টিপ্রলয়ৌ ব্রহ্মণঃ অনেকবিধাঃ শ্রুতয়ো বদন্তি।

১১০। নিরবদ্যং নিরঞ্জনং বিজ্ঞানমানন্দং নির্বিকারং নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নির্গুণমিত্যাদিকাঃ, নির্গুণং জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্মেতি কাশ্চন শ্রুতয়ো অভিদধতি।

১১১। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি", "যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎকেন কং পশ্যেৎ, তৎকেন কং বিজানীয়াৎ" ইত্যাদিকাঃ নানাত্বনিষেধবাদিন্যঃ সন্তি কাশ্চন শ্রুতয়ঃ।

১১২। "যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ", "সর্বাণি

(উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের অর্থগৌরব রামানুজ এখন প্রতিপাদন করিতেছেন বিভিন্ন শ্রুতিবাক্যের বিশ্লেষণ ও সঙ্গতির দ্বারা)—

বহুবিধ শ্রুতিবাক্য ব্রহ্ম কর্তৃক জগতের সৃষ্টি ও লয়ের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। এই সৃষ্টি ও লয়ের নিয়মিত ক্রমে অপরিমিত পরিণাম-কৃত অনেক তত্ত্বও বর্ণিত হইয়াছে ॥১০৯॥

রামানুজের উক্ত সিদ্ধান্ত সোপবৃংহণ* শ্রুতিনিকর-সমর্থিত

এই সমস্ত ব্যাপারে শ্রুতিবাক্য ভিন্ন মূলতঃ অন্য কোথাও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কতকগুলি শ্রুতি ব্রহ্মকে নিরবদ্য, নিরঞ্জন, বিজ্ঞানমাত্র নির্বিকার, নিষ্কল নিষ্ক্রিয়, শান্ত নির্গুণাদি রূপে অর্থাৎ ব্রহ্ম নির্গুণ জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ॥১১০॥

কতক শ্রুতি ব্রহ্মের বহুত্বের নিষেধ করিয়াছেন, যথা—'এ জগতে ব্রহ্মের নানাত্ব বলিয়া কিছুই নাই, যে নানা দর্শন করে সে মৃত্যু পায় অর্থাৎ বিনষ্ট হয় (বৃহঃ ৪।৪।১৯)। 'যেখানে সমস্তই আত্মা সেখানে কে কাহাকে দর্শন করিবে' (বৃহঃ ৪।৫।১৫) ইত্যাদি ॥১১১॥

অপর এক শ্রেণীর শ্রুতি ব্রহ্মকে নিখিল হেয়বিবর্জিত নিরতিশয় অনন্ত কল্যাণগুণগণমণ্ডিত সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান সর্ব নাম ও সর্ব রূপের ব্যাকর্তা এবং সর্বাধার বস্তু বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। যথা—'যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ, যাঁহার তপস্যাই জ্ঞানময়' (মুণ্ড ১।১।৯)।

---

* সোপবৃংহণ শ্রুতিনিকর সমর্থিত—বিভিন্ন শ্রুতিবাক্য এবং শ্রুতির উপবৃংহণরূপ স্মৃতি-ইতিহাস (রামায়ণ মহাভারত) ও পুরাণ বচনের দ্বারা সমর্থিত।

রূপাণি বিচিত্য ধীরঃ নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে", "সর্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি", "অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ" ইতি, সর্বস্মিন্ জগতি হেয়তয়া অবগতং সর্বং গুণং প্রতিষিধ্য, নিরতিশয়-কল্যাণগুণানন্ত্যং সর্বজ্ঞতাং সর্বশক্তিযোগং সর্বনামরূপব্যাকরণং সর্বস্য আধারতাং চ কাশ্চন শ্রুতয়ঃ ব্রুবতে।

১১৩। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি", "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্", "একঃসন্ বহুধা বিচারঃ" ইত্যাদিকাঃ ব্রহ্মসৃষ্টং জগৎ নানা-কারং প্রতিপাদ্য তদৈক্যং চ প্রতিপাদয়ন্তি কাশ্চন শ্রুতয়ঃ।

১১৪। "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা", "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা", "প্রজাপতিরকায়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি", "পতিং

'সেই ধী-সম্পন্ন পুরুষ সমস্ত রূপ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের নামকরণ করিয়া বাক্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন' (পুঃ সূঃ ১৬), 'এই বিদ্যুৎ পুরুষ হইতে সমস্ত নিমেষ (মুহূর্ত্ত) জাত হইয়াছে' (মহাঃ উঃ ২।৫), '(ব্রহ্ম হইতেছেন) অপহতপাপ্মা জরাহীন, মৃত্যুহীন, শোকহীন, ক্ষুধা ও পিপাসাহীন, সত্যকাম এবং সত্যসঙ্কল্প' (ছাঃ ৮।৭।১) ॥১১২॥

আবার, কোন কোন শ্রুতি ব্রহ্ম কর্ত্তৃক সৃষ্ট জগতের নানাত্ব প্রতিপাদন পূর্বক পুনরায় তাহাদের একত্বও প্রতিপাদন করিয়াছেন। যথা—'এই পরি-দৃশ্যমান সমস্ত জগৎই হইতেছে ব্রহ্ম, যেহেতু এই সব ব্রহ্ম হইতেই জাত হয় এবং তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়' (ছাঃ ৩।১৪।১)। "এই সমস্ত বস্তুরই আত্মারূপে ইনি (এই ব্রহ্ম) অবস্থিত" (ছাঃ ৬।৮।৭), "এক হইয়াও তিনি বহুরূপে বিস্তৃত" (তৈ-আরঃ ৬।৩) ইত্যাদি ॥১১৩॥

কোন কোন শ্রুতি নির্দেশ দিতেছেন - ব্রহ্ম অপর সমস্ত বস্তু হইতে ভিন্ন, ব্রহ্ম সর্ববস্তুর নিয়ামক ও ঈশ্বর, সর্ববস্তু তাঁহার শেষ, তিনি সর্ববস্তুর পতি। যথা শ্রুতিঃ—"আত্মা (জীবাত্মা) হইতে তাঁহার কর্মের প্রেরককে পৃথক্ বস্তুরূপে জানিয়া" (শ্বেতাঃ ১।১২), 'ভোক্তা (জীব) ভোগ্য (অচিৎ) এবং প্রেরিতাকে (ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে) পৃথক্ পৃথক্ জানিয়া" (শ্বেতাঃ ১।২৫), 'সর্বজীবের পতি ইচ্ছা

বিশ্বস্যাত্মেশ্বরং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্", "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্", "সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ" ইত্যা-দিকাঃ, ব্রহ্মণঃ সর্বস্মাদন্যত্বং, সর্বস্য ঈশিতব্যত্বম্ ঈশ্বরত্বং চ ব্রহ্মণঃ, সর্বস্য শেষতাং পতিত্বং চ ঈশ্বরস্য কাশ্চন।

১১৫। "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাত্মা", "এষ ত আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ", "যস্য পৃথিবী শরীরং যস্যাপঃ শরীরং যস্য তেজঃ শরীরম্" ইত্যাদি, "যস্যাব্যক্তং শরীরং যস্যাক্ষরং শরীরং যস্য মৃত্যুঃ শরীরং যস্যাত্মা শরীরম্" ইতি, ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য সর্বস্য বস্তুনঃ, ব্রহ্মণশ্চ শরীরাত্মভাবং দর্শয়ন্তি কাশ্চন ইতি, নানারূপাণাং বাক্যানাম্ অবিরোধঃ, মুখ্যার্থাপরিত্যাগশ্চ যথা সম্ভবতি তথৈব বর্ণনীয়ং বর্ণিতং চ।

১১৬। অবিকারশ্রুতয়ঃ স্বরূপপরিণামপরিহারাদেব মুখ্যার্থাঃ;

করিলেন —'আমিপ্রজা সৃষ্টি করিব', 'বিশ্বের পতি, জীবাত্মাসমূহের ঈশ্বর, শাশ্বত, শুভ ও অচ্যুত' (মহাঃ ১১), 'ঈশ্বরেরও পরম মহেশ্বর যিনি তাঁহাকে, দেবতারও যিনি পরমদেবতা তাঁহাকে' (শ্বেতাঃ ৬।১৩), 'সকলের বশীকর্ত্তা এবং নিয়ামক সকলের ঈশ্বর বা পতি' ইত্যাদি ॥১১৪॥

পুনরায়, কোন কোন শ্রুতি প্রতিপাদন করিতেছেন যে ব্রহ্মই অপর সর্ববস্তুর অন্তরাত্মা বা শরীরী এবং অপর সমস্ত বস্তুই তাঁহার শরীর। যথা শ্রুতিঃ —"সর্বজনের আত্মারূপে (ব্রহ্ম) অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া তাহাদের শাসন করেন" (তৈ-আরঃ ৩।২৯), "তিনি তোমার আত্মা অন্তর্যামী অমৃত মৃত্যুহীন" (বৃহঃ ৫।৭।৩), "পৃথিবী যাঁহার শরীর, জল যাঁহার শরীর, তেজ যাঁহার শরীর" ইত্যাদি। "অব্যক্ত যাঁহার শরীর, অক্ষর যাঁহার শরীর, মৃত্যু যাঁহার শরীর, আত্মা যাঁহার শরীর" (সুঃ ৭) ইত্যাদি। উপরি-উক্ত নানারূপ শ্রুতির অর্থে যাহাতে বিরোধ না হয় অথচ প্রতিটি শ্রুতির মুখ্য অর্থ যাহাতে পরিত্যক্ত না হয়, সেই ভাবেই ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য। (পূর্বাচার্য-উপদিষ্ট পন্থা অবলম্বনকরতঃ এইভাবে উক্ত শ্রুতিসমূহের সমুচিত অর্থ বর্ণিত হইয়াছে) ॥১১৫॥

অবিকার-শ্রুতি সকলের মুখ্যার্থ হইতেছে ব্রহ্মস্বরূপের পরিণামের

নিগু'ণবাদাশ্চ প্রাকৃতহেয়গুণনিষেধবিষয়তয়া ব্যবস্থিতাঃ, নানাত্বনিষেধ-বাদাশ্চ একস্যৈব ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া প্রকারভূতং সর্বং চেতনাচেতনং বস্ত্বিতি সর্বস্যাত্মতয়া সর্বপ্রকারং ব্রহ্মৈব অবস্থিতমিতি সুরক্ষিতাঃ; সর্ববিলক্ষণত্ব-পতিত্বেশ্বরত্ব-কল্যাণগুণাকরত্ব-সত্যকামত্ব-সত্যসঙ্কল্পত্বা - দিবাক্যং, তদভ্যুপগমাদেব সুরক্ষিতম্; জ্ঞানানন্দমাত্রবাদি চ সর্বস্মাদ-ন্যস্য সর্বকল্যাণগুণাশ্রয়স্য সর্বেশ্বরস্য সর্বশেষিণঃ সর্বাধারস্য সর্বোৎ-পত্তিস্থিতিপ্রলয়হেতুভূতস্য নিরবদ্যস্য নির্বিকারস্য সর্বাত্মভূতস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ, স্বরূপনিরূপকধর্মঃ মলপ্রত্যনীকানন্দরূপজ্ঞানমেবেতি, স্বপ্রকাশতয়া স্বরূপমপি জ্ঞানমেবেতি চ প্রতিপাদনাৎ অনুপালিতম্; ঐক্যবাদাশ্চ শরীরাত্মভাবেন সামানাধিকরণ্য-মুখ্যার্থতোপপাদনাদেব সুস্থিতাঃ।

১১৭। এবং চ সতি, অভেদো বা ভেদো বা দ্ব্যাত্মকতা বা বেদান্তবেদ্যঃ কোঽয়মর্থঃ সমর্থিতো ভবতি? সর্বস্য বেদবেদ্যত্বাৎ

পরিহার; নিগু'ণবাদ শ্রুতিতে ব্রহ্মের প্রাকৃত গুণের নিষেধ বর্ণনা; নানাত্ব নিষেধবাচক শ্রুতিতে সমস্ত চেতন ও অচেতন বস্তুই যে একই ব্রহ্মের শরীর বা প্রকার এবং সেই সকল বস্তুর আত্মারূপে প্রকারী বা শরীরী এই একই ব্রহ্ম যে ব্যবস্থিত হইয়াছেন তাহা সুরক্ষিত হইযাছে। ব্রহ্মের সর্ববিলক্ষণত্ব-পতিত্ব-ঈশ্বরত্ব-কল্যাণগুণাকরত্ব সত্যকামত্ব সত্যসংকল্পত্বাদি গুণবাচক শ্রুতি ব্রহ্মের বিষয়ে সুসঙ্গতই হইয়াছে। জ্ঞানানন্দমাত্রবাদী শ্রুতিগণ — সর্ববস্তু হইতে ভিন্ন সর্বকল্যাণগুণাশ্রয় সর্বেশ্বর সর্বশেষী সর্বাধার সর্ববস্তুর উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতুভূত নিরবদ্য নির্বিকার সর্ব-আত্মভূত পরব্রহ্মের স্বপ্রকাশ-স্বরূপটি যে জ্ঞান এবং এই পরব্রহ্মের স্বরূপ-নিরূপক ধর্ম যে মলিনতা বিরোধী আনন্দরূপ জ্ঞান তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। ঐক্যবাদ বা অভেদবাদও শরীরাত্মভাবে সামানাধিকরণ্যবৃত্তির দ্বারা মুখ্যার্থবোধকরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইভাবে সমস্ত শ্রুতির যথাযথ অর্থ সুস্থিত হইয়াছে॥১১৬॥

এখন যদি প্রশ্ন হয়—বেদান্তে ভেদবাদ, অভেদবাদ অথবা ভেদাভেদবাদ কোন্ অর্থটি আপনারা সমর্থন করেন? আমরা বলিব, এই তিনটী বাদই

সর্বং সমর্থিতম্। সর্বশরীরতয়া সর্বপ্রকারং ব্রহ্মৈব অবস্থিতমিতি, অভেদঃ সমর্থিতঃ; একমেব ব্রহ্ম নানাভূতচিদচিদ্বস্তুপ্রকারং নানাত্বেন অবস্থিতম্ ইতি ভেদাভেদৌ; অচিদ্বস্তুনশ্চ চিদ্বস্তুনশ্চ ঈশ্বরস্য চ স্বরূপস্বভাববৈলক্ষণ্যাৎ অসঙ্করাচ্চ ভেদঃ সমর্থিতঃ।

১১৮। ননু চ "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো", "তস্য তাবদেব চিরম্" ইতি ঐক্যজ্ঞানমেব পরমপুরুষার্থলক্ষণমোক্ষসাধনমিতি গম্যতে। নৈতদেবম্; "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" ইতি, আত্মানং প্রেরিতারং চ অন্তর্যামিণং পৃথক্ মত্বা, ততঃ পৃথক্-ত্বজ্ঞানাদ্ধেতোঃ, তেন পরমাত্মনা জুষ্টঃ অমৃতত্বমেতি ইতি, সাক্ষাৎ অমৃতত্বপ্রাপ্তিসাধনম্ আত্মনঃ নিয়ন্তুশ্চ পৃথগ্‌ভাবজ্ঞানমিত্যবগম্যতে।

ভেদবাদ ও অভেদ-বাদের স্বরূপ নির্দেশ

বেদবেদ্য বলিয়া এই তিনটীই আমরা সমর্থন করি। এক, ব্রহ্মই সর্বশরীরী সর্বপ্রকারী বলিয়া 'অভেদতত্ত্ব' সমর্থিত। আবার, এই একই ব্রহ্ম নানা চিদচিৎ শরীরবিশিষ্টরূপে অবস্থিত বলিয়া তাহার নানাত্ব, অতএব, 'ভেদাভেদ' সমর্থিত। যাবৎ অচিৎবস্তু যাবৎ চিদ্বস্তু এবং ঈশ্বর — এই তিনটী তত্ত্বের স্বরূপ এবং স্বভাব পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া এবং পরস্পর তত্ত্বে অমিশ্রিত বলিয়া 'ভেদ'ও সমর্থিত ॥১১৭॥

মোক্ষ হেতু আত্মৈক্য জ্ঞানের নিরূপণ এবং শ্রুতির সামঞ্জস্য লক্ষণ

যদি আপত্তি হয়—'হে শ্বেতকেতু, তুমি সেই', 'তাহার সেই অবধি বিলম্ব' এই সমস্ত শ্রুতি-জন্য ঐক্যজ্ঞানই তো পরম পুরুষার্থ লক্ষণ মোক্ষের[১] সাধন বা উপায় বলিয়া কথিত। তদুত্তরে বলি, এ কথা ঠিক নহে। কারণ শ্রুতি বলিতেছেন— 'জীবাত্মাকে এবং তাহার প্রেরককে পৃথক্ তত্ত্ব বলিয়া জানিলে সেই জ্ঞানের দ্বারা অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে (শ্বেতা ১।১২)। এই শ্রুতির অর্থ হইতেছে- নিজেকে (নিজ আত্মবস্তুকে) এবং অন্তরস্থিত নিয়ন্তা (অন্তর্যামী পরমাত্মাকে) পৃথক্ তত্ত্ব বলিয়া জানিলে, এই পৃথক্ জ্ঞানের দ্বারা পরমাত্মার কৃপায় অমৃতত্ব বা মোক্ষ লাভ হয়। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে আত্মার এবং তাহার নিয়ন্তা পরমাত্মার পৃথকত্ব জ্ঞানই হইতেছে সাক্ষাৎ অমৃতত্ব প্রাপ্তির সাধন ॥১১৮॥

---

১ অদ্বৈতবাদীর মতে।

১১৯। ঐক্যবাক্যবিরোধাৎ এতৎ অপরমার্থসগুণব্রহ্মপ্রাপ্তি-বিষয়মিতি অভ্যুপগন্তব্যম্ ইতি চেৎ, পৃথক্ত্বজ্ঞানস্যৈব সাক্ষাৎ অমৃতত্ব-প্রাপ্তিসাধনত্বশ্রবণাৎ বিপরীতং কস্মাৎ ন ভবতি?

১২০। এতদুক্তং ভবতি — দ্বয়োঃ তুল্যয়োঃ বিরোধে সতি, অবিরোধেন তয়োঃ বিষয়ঃ বিবেচনীয়ঃ ইতি। কথমবিরোধঃ ইতি চেৎ, অন্তর্যামিরূপেণ অবস্থিতস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া প্রকারত্বাৎ জীবাত্মনঃ, তৎপ্রকারং ব্রহ্মৈব "ত্বম্" ইতি শব্দেন অভিধীয়তে; তথৈব জ্ঞাতব্যম্ ইতি তস্য বাক্যস্য অর্থঃ। এবম্ভূতাৎ জীবাৎ তদাত্মতয়া অবস্থিতস্য পরমাত্মনো নিখিলদোষরহিততয়া সত্যসংকল্পত্বাদ্যনবধিকা-তিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণাকরত্বেন চ যঃ পৃথগ্‌ভাবঃ সোঽনুসন্ধেয় ইতি, অস্য বাক্যস্য বিষয়ঃ ইত্যয়মর্থঃ পূর্বমেব অসকৃৎ উক্তঃ।

পুনরায় প্রতিবাদীর আপত্তি — ভবৎকথিত বাক্যে যখন ঐক্যবোধক (তত্ত্বমসি আদি) বাক্যের সহিত বিরোধ রহিতেছে তখন উক্ত দ্বৈতবোধক বাক্যে যে মুক্তির উল্লেখ আছে বুঝিতে হইবে তাহা অপরমার্থ সগুণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিষয়ক।

(রামানুজীয় উত্তর) — তদুত্তরে আমরা বলিব — যখন শ্রুতি বলিতেছেন, পৃথকত্ব জ্ঞানই সাক্ষাৎ অমৃত প্রাপ্তির হেতু তখন আপনাদের মতের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তই সঠিক সিদ্ধান্ত হইবে না কেন? ॥১১৯॥

এইরূপ অর্থ-বিরোধ ক্ষেত্রে কি কর্ত্তব্য তাহা বলি (রামানুজীয়) — (ভেদ ও অভেদ বাক্য) উভয় ক্ষেত্রে যখন (আপাতঃ) বিরোধ তুল্য তখন উভয় অর্থেই অবিরোধ হয় সেই ভাবেই তাৎপর্য-নির্ণয় কর্ত্তব্য। এই বিরোধ কি ভাবে পরিহার হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলি — অন্তর্যামীরূপে (পরমাত্মারূপে) অবস্থিত পরং ব্রহ্মের শরীররূপী বিশেষণ হইতেছে জীবাত্মা এবং ব্রহ্ম হইতেছেন এই জীবাত্মার শরীরী। এই হেতুই (এই শরীর-শরীরী সম্বন্ধের জন্যই 'তৎ' শব্দবাচ্য (শরীরী) ব্রহ্মই 'ত্বম' শব্দবাচ্য শরীররূপ জীবকে বুঝাইতেছে। বুঝিতে হইবে যে 'তত্ত্বমসি' (তুমিই সেই) এই শ্রুতির ইহাই তাৎপর্য। এই প্রকার জীব হইতে তাহার আত্মারূপে অবস্থিত নিখিল দোষরাহিত্য সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি অনবধিক অতিশয় অসঙ্খ্যেয় কল্যাণ-গুণাকরত্ব প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট পরমাত্মা যিনি, সেই পরমাত্ম বস্তুটিকে পৃথক্ বলিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই বাক্যে এইরূপ অর্থ-তাৎপর্যের কথা ইতিপূর্বেও এই গ্রন্থে একাধিক বার কথিত হইয়াছে ॥১২০॥

১২১। "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা" ইতি, ভোগ্যভূতস্য বস্তুনঃ অচেতনত্বং পরমার্থত্বং সততবিকারাস্পদত্বম্ ইত্যাদয়ঃ স্বভাবাঃ, ভোক্তুঃ জীবাত্মনশ্চ অমলাপরিচ্ছিন্নজ্ঞানানন্দস্বভাবস্যৈব অনাদিকর্মরূপাবিদ্যাকৃতনানাবিধজ্ঞানসঙ্কোচবিকাসৌ ভোগ্যভূতাচিদ্বস্তুসংসর্গশ্চ পরমাত্মোপাসনাৎ মোক্ষশ্চ ইত্যাদয়ঃ স্বভাবাঃ এবম্ভূতভোক্তৃভোগ্যয়োঃ অন্তর্যামিরূপেণ অবস্থানং, স্বরূপেণ চ অপরিমিতগুণৌঘাশ্রয়ত্বেন অবস্থানমিতি, পরস্য ব্রহ্মণঃ ত্রিবিধাবস্থানং জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ।

১২২। "তত্ত্বমসি" ইতি সদ্বিদ্যায়াম্ উপাস্যং ব্রহ্ম সগুণং সগুণব্রহ্মপ্রাপ্তিশ্চ ফলম্ ইত্যভিযুক্তৈঃ পূর্বাচার্যৈঃ ব্যাখ্যাতম্।

যথোক্তং বাক্যকারেণ — "যুক্তং তদ্গুণকোপাসনাৎ" ইতি। ব্যাখ্যাতং চ দ্রমিড়াচার্যেণ বিদ্যাবিকল্পং বদতা — "যদ্যপি সচ্চিত্তো ন নির্ভুগ্নদৈবতং গুণগণং মনসা অনুধাবেৎ, তথাপি অন্তর্গুণামেব

ভেদাভেদ তাৎপর্য শঙ্কা নিরসন

'ভোক্তা ভোগ্য এবং প্রেরিতাকে জানিয়া' এই শ্রুতিবাক্যে ভোগ্যরূপ বস্তুর অচেতনত্ব পরমার্থত্ব (সত্যত্ব) এবং সর্বদা পরিণামশীলত্ব ইত্যাদি স্বভাব; ভোক্তা জীবাত্মার অমল ও অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানানন্দ স্বভাব, তাহার অনাদি কর্মরূপ অবিদ্যাকৃত জ্ঞানের নানাবিধ সঙ্কোচ ও বিকাস, ভোগ্যভূত অচিদ্ বস্তুর সহিত তাহার সংসর্গ এবং পরমাত্মার উপাসনায় মোক্ষ ইত্যাদি স্বভাব; উক্ত প্রকার ভোক্তা চেতন এবং ভোগ্যবস্তু অচেতন, এই উভয়ের অন্তর্যামিরূপে ব্রহ্ম অবস্থিত, তিনি কেবল নিজ স্বরূপে অবস্থিত, আবার অপরিমিত গুণগণের আশ্রয়রূপেও অবস্থিত। পরমব্রহ্মের এই তিন প্রকার অবস্থানই জ্ঞাতব্য ॥১২১॥

শ্রুতিতে (ছান্দোগ্যে) 'তত্ত্বমসি' বাক্যারব্ধ 'সদ্-বিদ্যা' প্রকরণে উপাস্য বস্তু ব্রহ্ম যে সগুণ এবং ফলও যে সগুণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি তাহা জ্ঞাতা পূর্বাচার্যগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা বাক্যকার*-উক্তি—ব্রহ্ম যে যে গুণবিশিষ্ট সেই সেই গুণবিশিষ্টরূপে ব্রহ্মের উপাসনা কর্তব্য। পুনরায়, (সদ্-বিদ্যা এবং দহর-বিদ্যা)—এই উভয় বিদ্যায় উপাসনার উপদেশের সময় দ্রমিড়াচার্য বলিয়াছেন — 'সদ্-বস্তুর' বিষয় ধ্যানের সময় দেবতার ধ্যান না করিয়া কেবল তাহার গুণগণের ধ্যান

---

*বাক্যকার—টঙ্কাচার্য—ব্রহ্মানন্দী।

দেবতাং ভজতে ইতি, তত্রাপি সগুণৈব দেবতা প্রাপ্যতে” ইতি। সচ্চিত্তঃ সদ্বিদ্যানিষ্ঠঃ। “ন নির্ভুগ্নদৈবতং গুণগণং মনসানুধাবেৎ” অপহতপাপ্মত্বাদিকল্যাণগুণগণং দৈবতাৎ বিভক্তং যদ্যপি দহরবিদ্যা-নিষ্ঠ ইব, সচ্চিত্তো ন স্মরেৎ, “তথাপি অন্তর্গুণামেব দেবতাং ভজতে” দেবস্বরূপানুবন্ধিত্বাৎ সকলকল্যাণগুণগণস্য কেনচিৎ পরদেবতাসাধা-রণেন নিখিলজগৎকারণত্বাদিনা গুণেন উপাস্যমানাপি দেবতা বস্তুতঃ স্বরূপানুবন্ধি সর্বকল্যাণগুণগণবিশিষ্টৈব উপাস্যতে ; অতঃ সগুণমেব ব্রহ্ম তত্রাপি প্রাপ্যমিতি সদ্বিদ্যাদহরবিদ্যয়োঃ বিকল্পঃ ইত্যর্থঃ।

১২৩। নন্বু চ সর্বস্য জন্তোঃ পরমাত্মা অন্তর্যামী তন্নিয়াম্যং চ সর্বম্ ইত্যুক্তম্ ; এবং চ সতি বিধিনিষেধশাস্ত্রাণাম্ অধিকারী ন দৃশ্যতে ; যঃ স্ববুদ্ধ্যৈব প্রবৃত্তিনিবৃত্তিশক্তঃ, স এবং কুর্যাৎ ন কুর্যাদিতি বিধিনিষেধ-

---

করিবে না, গুণগণবিশিষ্টরূপেই দেবতার ধ্যান করিবে যেহেতু, এইরূপ উপাসনায় সগুণ ব্রহ্মেরই প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যিনি সচ্চিত্ত অর্থাৎ ছান্দোগ্য শ্রুতিগত ‘সদ্-বিদ্যা’-নিষ্ঠ, তিনি দেবতাকে বাদ দিয়া কেবল তাহার গুণগণের ধ্যান করিবে না—এই বাক্যের তাৎপর্য এই যে, ‘দহরবিদ্যানিষ্ঠ’ পুরুষ যেমন দেবতা (ব্রহ্ম) হইতে পৃথকভাবে কেবল তাঁহার অপহতপাপ্মত্বাদি গুণগণের ধ্যান করেন ‘সদ্-বিদ্যানিষ্ঠ’ পুরুষ সেরূপ ধ্যান করেন না বটে কিন্তু তিনি গুণবিশিষ্ট দেবতাকে ভজন করেন। এই সকল গুণগণ দেবতার (ব্রহ্মের) স্বরূপানুবন্ধী, অতএব বুঝিতে হইবে যে যদি কেহ ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব প্রভৃতি কোন বিশেষ গুণের ধ্যান অভ্যাস করেন, প্রকৃত পক্ষে তখন তিনি স্বরূপানুবন্ধী সমস্ত কল্যাণগুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে সগুণ ব্রহ্মই প্রাপ্য। অতএব ‘সদ্-বিদ্যা’ এবং ‘দহর-বিদ্যা’ যে কোন একটি বিদ্যাগত ব্রহ্মের ধ্যান একইরূপ ফলপ্রদ ॥১২২॥

আচ্ছা পুনরায় এক শঙ্কা হয়—পরমাত্মা যখন সর্বজীবের অন্তর্যামী এবং সর্বজীবই যখন তাঁহার নিয়াম্য তখন তাহাদের প্রতি তো বিধি-নিষেধ শাস্ত্র প্রযুজ্য হইতে পারে না। যাহারা নিজ বুদ্ধিতে, এ কার্যটি করিব এ কার্যটি করিব না, এইরূপ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ কার্যক্ষম তাহারাই কেবল এইরূপ বিধিনিষেধ শাস্ত্রের অধিকারী।

পূর্বপক্ষ—পরমাত্মার নিয়াম্য হইলে জীবের পক্ষে তো বিধিনিষেধ শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন থাকে না

যোগ্যঃ; ন চৈষ দৃশ্যতে; সর্বস্মিন্ প্রবৃত্তিজাতে সর্বস্য প্রেরকঃ পরমাত্মা কারয়িতা ইতি তস্য সর্বনিয়মনং প্রতিপাদিতম্। শ্রূয়তে চ "এষ এব সাধুকর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতি, এষ এব অসাধুকর্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতি" ইতি সাধ্বসাধুকর্ম-কারয়িতৃত্বাৎ নৈঘৃণ্যং চ।

১২৪। অত্রোচ্যতে — সর্বেষামেব চেতনানাং চিচ্ছক্তিযোগঃ প্রবৃত্তিশক্তিযোগঃ ইত্যাদি সর্বং প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপরিকরং সামান্যেন সংবিধায়, তন্নির্বহণায় তদাধারো ভূত্বা অন্তঃ প্রবিশ্য, অনুমন্তৃতয়া চ নিয়মনং কুর্বন্ শেষিত্বেন অবস্থিতঃ পরমাত্মা। এতদাহিতশক্তিঃ সন্ প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যাদি স্বয়মেব কুরুতে; এবং কুর্বাণমীক্ষমাণঃ পরমাত্মা উদাসীন আস্তে; অতঃ সর্বমুপপন্নম্। সাধ্বসাধুকর্ম কারয়িতৃত্বং তু

কিন্তু সর্বকার্যেরই নিয়ামক বলিয়া সর্বজীবের সমস্ত কার্যেই প্রবৃত্তির প্রেরণা অন্তর্যামী পরমাত্মা কর্তৃক প্রদত্ত হয় তাহা তো প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রুতি আরও বলিতেছেন — 'এই পরমাত্মা যে জীবকে উন্নীত করিতে ইচ্ছা করেন তাহাকে সাধু কর্ম করাইয়া থাকেন, আবার যাহাকে অধঃপাতিত করিতে ইচ্ছা করেন তাহার দ্বারা অসাধু কর্ম করাইয়া থাকেন'। অতএব এই সাধু-অসাধু কর্মের কারয়িতা বলিয়া তাহাকে বিষম ও নির্দয় বলা যাইতে পারে ॥১২৩॥

সিদ্ধান্ত (রামানুজীয়) পক্ষ— উপরি-উক্ত শঙ্কার পরিহার—

(আপনার আশঙ্কা অমূলক, শ্রবণ করুন)—পরমাত্মা সমস্ত চেতন বস্তুকেই (জীবকেই) চিৎশক্তি ও প্রবৃত্তি-শক্তি প্রভৃতি প্রদান করিয়া সামান্যভাবে স্বতন্ত্রতারূপ এই সকল প্রবৃত্তি নিবৃত্তি প্রয়োগের পরিকর প্রদান করিয়াছেন। এই সকল কার্যের নির্বাহের জন্য ঈশ্বর সর্বজীবের আধার হইয়া সর্বজীবের মধ্যে প্রবেশ করতঃ তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তির অনুমন্তারূপে তাহাদের নিয়মন করতঃ শেষী পরমাত্মরূপে অবস্থান করেন। ঈশ্বর-প্রদত্ত পূর্বোক্ত জ্ঞান ও চিকীর্ষাদি (স্বতন্ত্রতারূপ) শক্তি প্রাপ্ত হইয়া (অনুমন্তা পরমাত্মার অনুমতি প্রাপ্তির পরে) প্রবৃত্তি নিবৃত্তি আদি কার্য জীব স্বয়ংই করিয়া থাকে। জীব কর্তৃক এইরূপ কার্যকালে পরমাত্মা তাহা দর্শন করতঃ সে বিষয়ে উদাসীন থাকেন। অতএব সমস্ত জীব ও পরমাত্মা সম্বন্ধে এ বিষয় সমস্ত উপপন্ন হইল। পরমাত্মাকে যে জীবের সাধু কর্ম এবং অসাধু কর্মের কারয়িতা বলা হইয়াছে

ব্যবস্থিতবিষয়ং, ন সর্বসাধারণম্। যস্তু পূর্বং স্বয়মেব অতিমাত্রম্ আনুকূল্যে প্রবৃত্তঃ তং প্রতি প্রীতঃ স্বয়মেব ভগবান্ কল্যাণবুদ্ধিযোগ-দানং কুর্বন্ কল্যাণে প্রবর্তয়তি। যঃ পুনঃ অতিমাত্রং প্রাতিকূল্যে প্রবৃত্তঃ তস্য তু ক্রূরাং বুদ্ধিং দদন্ স্বয়মেব ক্রূরেষেব কর্মসু প্রেরয়তি ভগবান্।

১২৫। যথোক্তং ভগবতা—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থং অহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভান্ আসুরীষেব যোনিষু॥ ইতি।

তাহা কেবল বিশেষ বিশেষ বিষয়ে, সর্বসাধারণ বিষয়ে নহে। যে জীব পূর্ব হইতে স্বয়ংই ঈশ্বরের অতিমাত্র আনুকূল্যে প্রবৃত্ত তাহার প্রতি প্রীত হইয়া তিনি স্বয়ংই সেই জীবকে কল্যাণ-বুদ্ধি যোগ প্রদান করিয়া কল্যাণকর কার্যে প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন। আবার, যে ভগবানের অতিমাত্র প্রাতিকূল্যে প্রবৃত্ত সেই জীবকে তিনি ক্রূর বুদ্ধি প্রদান করিয়া স্বয়ং তাহাকে ক্রূর কর্মে প্রেরণা দিয়া থাকেন॥১২৪॥

(গীতায় ভগবান স্বয়ং এই তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন)—

যাহারা নিরন্তর আমার সংশ্লেষের আকাঙ্ক্ষা করিয়া আমার ভজনা করেন তাহাদিগকে আমি তদুপযুক্ত জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকি। এই জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়।

যাহারা সতত আমার সংশ্লেষের জন্য লালায়িত, আমার সেই ভক্তদের অনুগ্রহ করিবার জন্যই আমি তাহাদের মনের বিষয়ীভূত হইয়া সর্বতঃ প্রকাশক মদ্বিষয়ক জ্ঞানদীপের দ্বারা তাহাদের বিষয়প্রাবণ্যজনক তমঃ বা অজ্ঞান বিদূরিত করিয়া দেই। (গীতা ১০।১০,১১)

যাহারা আমার অসূয়া বা দ্বেষ করে, সেই অশুভাচারী ক্রূর নরাধম-দিগকে আমি জরা মরণরূপ সংসারে আমার প্রতিকূল ভাবাপন্ন আসুরীযোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিয়া থাকি। (অর্থাৎ, এইরূপ আসুরীযোনিতে উৎপন্ন করিয়া তাহাদের এইরূপ জন্মের অনুগুণ দুষ্প্রবৃত্তি এবং ক্রূর বুদ্ধিও আমি প্রদান করিয়া থাকি)। (গীতা ১৬।১৯) ॥১২৫॥

১২৬। সোঽয়ং পরব্রহ্মভূতঃ পুরুষোত্তমঃ, নিরতিশয়পুণ্যসঞ্চয়-ক্ষীণাশেষজন্মোপচিতপাপরাশেঃ পরমপুরুষচরণারবিন্দশরণাগতি-জনিততদাভিমুখ্যস্য সদাচার্যোপদেশোপবৃংহিতশাস্ত্রাধিগততত্ত্বযাথাত্ম্যা-ববোধপূর্বকাহরহরুপচীয়মানশমদমতপঃশৌচক্ষমার্জবভয়াভয়স্থানবিবেক-দয়াহিংসাদ্যাত্মগুণোপেতস্য বর্ণাশ্রমোচিতপরমপুরুষারাধনবেষনিত্য-নৈমিত্তিককর্মোপসংহৃতিনিষিদ্ধপরিহারনিষ্ঠস্য পরমপুরুষচরণারবিন্দ-যুগলন্যস্তাত্মাত্মীয়স্য তদ্ভক্তিকারিতানবরতস্তুতিস্মৃতিনমস্কৃতিয়তনকীর্তন-গুণশ্রবণবচনধ্যানার্চনপ্রণামাদিপ্রীতপরমকারুণিকপুরুষোত্তমপ্রসাদবিধ্ব-স্তস্বান্তধ্বান্তস্য, অনন্যপ্রয়োজনানবরতনিরতিশয়প্রিয়বিশদতমপ্রত্যক্ষ-তাপন্নানুধ্যানরূপভক্ত্যেকলভ্যঃ।

এই প্রকার পরমব্রহ্ম পুরুষোত্তমকেই লাভ করিতে হইবে। তাঁহাকে লাভের মার্গ অতঃপর কথিত হইতেছে—নিরতিশয় পুণ্য সঞ্চয়ের দ্বারা অশেষ জন্মের সঞ্চিত পাপরাশি ক্ষীণ হইলে তখন সেই নষ্ট-পাপ জীব পরমপুরুষের চরণে শরণাগত হয়। এই শরণাগতির ফলে ভগবানের অভিমুখ হয় এবং সদাচার্যের উপদেশ লাভ করিয়া শাস্ত্রগত তত্ত্বের যথার্থ অর্থ জ্ঞান লাভ করে। তখন অহরহঃ স্বযত্নকৃত চেষ্টায় শম দম তপঃ শৌচ ক্ষমা আর্জব ভয়স্থান অভয়স্থান বিবেক দয়া হিংসা আদি আত্মগুণ অর্জন করেন। তখন তিনি বর্ণাশ্রমোচিত পরম পুরুষের আরাধনারূপে এবং নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান এবং নিষিদ্ধ পরিহার পূর্বক তিনি পরম পুরুষের চরণারবিন্দ যুগলে নিজ আত্মা এবং আত্মীয়গণকে অর্পণ করিয়া দিয়া থাকেন। অনন্তর এই প্রীতি বা ভক্তিভরে তাঁহার অনবরত স্তুতি-স্মৃতি-নমস্কৃতি-বন্দন যতন-কীর্তন-গুণশ্রবণ-বচন-ধ্যান অর্চন-প্রণামাদিতে প্রীত হইয়া পরম করুণাময় পুরুষোত্তম তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহার মধ্যে সমস্ত অন্ধকার দূর করিয়া থাকেন। এই প্রকার সাধকের তখন পরম পুরুষের প্রতি ভক্তি বাড়িতে থাকে। পরিশেষে এইরূপ ভক্তির সহিত অনবরত অনুধ্যানের দ্বারা অনন্য প্রয়োজন অনবরত নিরতিশয় প্রিয় বিশদতম প্রত্যক্ষতা-আপাদক জ্ঞানের উদয় হয়। এইরূপ জ্ঞানজনক প্রীতিপূর্বক সেবারূপ যে ভক্তি একমাত্র সেই ভক্তির দ্বারাই পরম পুরুষ লভ্য হন ॥১২৬॥

উপায় স্বরূপ বিশদী করণ

১২৭। তদুক্তং পরমগুরুভিঃ ভগবদ্যামুনাচার্যপাদৈঃ— "উভয়-পরিকর্মিতস্বান্তস্য ঐকান্তিকাত্যন্তিকভক্তিযোগলভ্যঃ" ইতি। জ্ঞান-যোগকর্মযোগসংস্কৃতান্তঃকরণস্য ইত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ — "বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃত-মশ্নুতে" ইতি। অত্র অবিদ্যাশব্দেন বিদ্যেতরৎ বর্ণাশ্রমাচারাদি পূর্বোক্তম্ কর্ম উচ্যতে; বিদ্যাশব্দেন ভক্তিরূপাপন্নধ্যানমুচ্যতে।

যথোক্তম্ -"ইযাজ সোঽপি সুবহূন্ যজ্ঞান্ জ্ঞানব্যপাশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মবিদ্যামধিষ্ঠায় তর্ত্তুং মৃত্যুমবিদ্যয়া॥" ইতি,

"তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে", "য এনং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি", "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্", "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদি। বেদনশব্দেন ধ্যানমেবাভিহিতং "নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদিনা ঐকার্থ্যাৎ।

পরম গুরু ভগবান যামুনাচার্য বলিতেছেন, '(জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ এই) উভয়ের দ্বারা সংস্কৃত অন্তঃকরণে ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক ভক্তিযোগের দ্বারা (পরমাত্মা) লভ্য হন।' (সিদ্ধিত্রয়—আত্মসিদ্ধিঃ)॥

উপরি-উক্ত অর্থের প্রমাণ-বচন

শ্রুতিও বলিতেছেন—'যিনি বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কেই জানেন তিনি অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যার দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন' (ঈশ ১)। এ স্থলে 'অবিদ্যা' অর্থ হইতেছে 'বিদ্যা' হইতে ভিন্ন, অর্থাৎ পূর্বোক্ত বর্ণাশ্রমীয় আচারাদি কর্ম। 'বিদ্যা' শব্দে ভক্তিরূপ প্রীতিযুক্ত ধ্যান কথিত হইতেছে।

যথা বিষ্ণুপুরাণ— শাস্ত্রজ্ঞানে জ্ঞানবান* হইয়া তিনি অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু অতিক্রমের জন্য এবং বিদ্যার দ্বারা ব্রহ্ম-প্রাপ্তির জন্য বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন (বিঃ পুঃ ৬।৬।১২)। পুনঃ শ্রুতি--'তিনি ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানী হইয়া এখানে অমৃত (মৃত্যুরহিত) হইয়া থাকেন, এই গতি লাভের আর অন্য কোন উপায় নাই' (পুঃ সূঃ ১৭); 'ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন' (তৈঃ নাঃ ১।১০); 'যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মত্বই (সর্ব শ্রেষ্ঠত্বই) লাভ করেন' (তৈঃ ২।১)। ইত্যাদি 'বেদন' শব্দে ধ্যান কথিত হইয়াছে। এই বেদন বা ধ্যানটি শ্রুতি-উক্ত 'নিদিধ্যাসন' অর্থেরই বোধক ॥১২৭॥

---

* জ্ঞানবান—বিবেকই জ্ঞান।

১২৮। তদেব ধ্যানং পুনরপি বিশিনষ্টি—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে
তনুং স্বাম্ ॥ ইতি।

ভক্তিরূপাপন্নানুধ্যানেনৈব লভ্যতে ন কেবলবেদনমাত্রেণ, 'ন মেধয়া' ইতি কেবলস্য নিষিদ্ধত্বাৎ। এতদুক্তং ভবতি—যোঽয়ং মুমুক্ষুঃ বেদান্তবিহিতবেদনরূপধ্যানাদিনিষ্ঠঃ, যদা তস্য তস্মিন্নেব অনুধ্যানে নিরবধিকাতিশয়া প্রীতিঃ জায়তে, তদৈব তেন লভ্যতে পরঃ পুরুষঃ ইতি। যথোক্তং ভগবতা—

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া ॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥

এই ধ্যানকে বিশ্লেষণ করিয়া শ্রুতি পুনরায় বলিতেছেন—কেবল শাস্ত্র আলোচনার দ্বারা, কেবল বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা এবং কেবল বহু শিক্ষার দ্বারা এই আত্মাকে (ব্রহ্মকে) লাভ করা যায় না, এই আত্মা যাহাকে বরণ করেন সে-ই তাহাকে লাভ করে, এই ব্যক্তির নিকট তিনি নিজ রূপ অভিব্যক্ত করেন' (মুঃ ৩।২।৩; কঠঃ ১।২।২২)। এই সকল বাক্য বুঝাইয়া দিতেছেন যে উপরি-উক্ত ধ্যান বা অনুধ্যান হইতেছে ভক্তির প্রকার বা অঙ্গ বিশেষ, ইহা যে কেবল জ্ঞানের অঙ্গরূপী নহে তাহা বুঝাইতেছে, উক্ত বাক্যে 'বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা নহে' (ন মেধয়া) বাক্যে।

উপরি-উক্ত আলোচনার তাৎপর্য এই যে—বেদান্তে উপদিষ্ট 'বেদন' রূপ ধ্যাননিষ্ঠ মুমুক্ষু ব্যক্তি এই 'অনুধ্যানেই' যখন নিরবধিক অতিশয় প্রীতিমান হইয়া উঠেন তখনই তাঁহার দ্বারা পরমপুরুষ লভ্য হন। গীতায় শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—"হে অর্জুন, (চেতনাচেতনাত্মক সমস্ত প্রাণী যে পুরুষের দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত, আবার যিনি এই সকল চেতনাচেতন বস্তুর মধ্যে ব্যাপ্ত, তিনি কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ), সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষকে কেবলমাত্র অনন্যা ভক্তির দ্বারা লাভ করা যায়।" (গীতা ৮।২২)

উক্ত প্রকার আমাকে কেবলমাত্র অনন্য ভক্তির দ্বারা যথার্থরূপে অবগত হওয়া যায়, যথার্থরূপে সাক্ষাৎ করিতে এবং যথার্থরূপে প্রবেশ করিতে অর্থাৎ প্রাপ্ত হইতে পারা যায়।' (গীতা ১১।৫৪)

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ ইতি।

তদনন্তরং মাং তত এব ভক্তেঃ বিশতে ইত্যর্থঃ। ভক্তিরপি নিরতিশয়প্রিয়ানন্যপ্রয়োজনস্বেতরবৈতৃষ্ণ্যাবহজ্ঞানবিশেষ এবেতি, তদ্যুক্ত এব তেন পরেণ আত্মনা বরণীয়ো ভবতীতি, তেন লভ্যতে ইতি শ্রুত্যর্থঃ।

১২৯। এবংবিধপরভক্তিরূপজ্ঞানবিশেষস্য উৎপাদকঃ পূর্বোক্তা-হরহরুপচীয়মানজ্ঞানপূর্বককর্মানুগৃহীতভক্তিযোগ এব। যথোক্তং ভগবতা পরাশরেণ—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থাঃ নান্যঃ তত্তোষকারকঃ॥ ইতি।

উক্ত প্রকার ভক্তির দ্বারা (পরাভক্তির দ্বারা), আমি যে প্রকার স্বরূপ ও স্বভাববিশিষ্ট (যাবান্), আমি যে প্রকার গুণ ও বিভূতিবিশিষ্ট ('যঃ চ'), যথাতত্ত্ব সেইরূপে জানিয়া থাকে। এইভাবে আমাকে এইরূপ জানিয়া পরাভক্তির দ্বারা বিশদতম যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য 'পরমাভক্তি' প্রাপ্ত হইয়া, এই পরমাভক্তির দ্বারা আমার মধ্যে প্রবেশ করে' (গীতা ১৮।৫৫)। এই শ্লোকে—'ভক্তির দ্বারা যথাতত্ত্ব আমাকে জানিয়া আমাতে প্রবেশ করে' —এই বাক্যে কথিত হইয়াছে যে ভক্তিও একটি জ্ঞান বিশেষ অর্থাৎ একটি নিরতিশয় প্রিয় অনন্যপ্রয়োজন ভগবান ভিন্ন অন্য বিষয়ে বৈরাগ্যজনক জ্ঞান-বিশেষই ভক্তি, অতএব এইরূপ পরভক্তিযুক্ত জ্ঞানবিশেষসম্পন্ন ব্যক্তিই যে পরব্রহ্ম কর্তৃক বরণীয় হইবে এবং এইরূপ বরণের জন্যই যে এই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে তাহা উপযুক্তই বটে—'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য……তেন লভ্যঃ'। ইত্যাদি শ্রুতির ইহাই সমীচীন অর্থ॥১২৮॥

উপরে উক্ত অহরহঃ উপচীয়মান* জ্ঞানপূর্বক কর্ম-অনুগৃহীত ভক্তি-যোগই এবম্বিধ পরভক্তিরূপ জ্ঞানবিশেষের উৎপাদক। এই কথাই ভগবান পরাশর বলিয়াছেন—'যে ব্যক্তি তাহার বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে সে-ই তাহার দ্বারা পরমপুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া থাকে, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার

---

* উপচয়—সঞ্চয়।

নিখিলজগদুদ্ধরণায় অবনিতলে অবতীর্ণঃ পরব্রহ্মভূতঃ পুরুষোত্তমঃ স্বয়মেব এতদুক্তবান্ —

স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ইতি।

যথোদিতক্রমপরিণতভক্ত্যেকলভ্য এব।

১৩০। ভগবদ্বোধায়ন-টঙ্ক-দ্রমিড়-গুহদেব-কপর্দি-ভারুচি-প্রভৃত্য-বিগীতশিষ্টপরিগৃহীতপুরাতনবেদবেদান্তব্যাখ্যানসুব্যক্তার্থ-শ্রুতিনিকর-নিদর্শিতোঽয়ং পন্থাঃ। অনেন চার্বাক-শাক্য-ঔলূক্য-অক্ষপাদ-ক্ষপণক-কপিল-পতঞ্জলিমতানুসারিণো বেদবাহ্যাঃ বেদাবলম্বি-কুদৃষ্টিভিঃ সহ নিরস্তাঃ।

১৩১। বেদাবলম্বিনামপি যথাবস্থিতবস্তুবিপর্যস্তদৃশাং বাহ্যসাম্যং মনুনৈব উক্তম্—

অন্য কোন পন্থা নাই।' নিখিল জগৎ উদ্ধারের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ পরমব্রহ্ম পুরুষোত্তমও স্বয়ং গীতায় বলিয়াছেন—'নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত স্বাভাবিব কর্মে নিরত সম্যক্ সিদ্ধি (অর্থাৎ পরমপদ লাভ করে)। স্বধর্মনিষ্ঠ এই পুরুষ যে প্রকারে সিদ্ধি লাভ করে তাহা শ্রবণ কর। যে পুরুষ হইতে সমস্ত জীবের প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়, যে পুরুষ এই অখিল জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, নিজ নিজ কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া মনুষ্য (ভগবৎ প্রাপ্তি রূপ) সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। (গীতা ১৮।৪৫, ৪৬) এইভাবে ক্রমবর্দ্ধমান ভক্তির দ্বারাই পরমপুরুষ লভ্য হইয়া থাকেন ॥১২৯॥

পূর্বে বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রের যে দার্শনিক ব্যাখ্যা পরিস্ফুট করা হইল সেই দার্শনিক মতটি ভগবান বোধায়ন টঙ্ক দ্রমিড় গুহদেব ভারুচি প্রভৃতি মহা দার্শনিকগণ কর্তৃক সর্ববাদিভাবে পরিগৃহীত পন্থা। এতদ্দ্বারা চার্বাক্ শাক্য ঔলুক্য (কণাদ)—অক্ষপাদ ক্ষপণক কপিল পাতঞ্জলি এবং বেদাবলম্বী কু-অর্থবাদীগণের মতবাদও নিরস্ত হইল ॥১৩০॥

বেদাবলম্বী হইয়াও যাঁহারা বস্তুর যথাবস্থিত তত্ত্বকে বিপরীত ভাবে দর্শন করেন বেদ-বাহ্য মতবাদীর সহিত তাহাদের সাম্য বিষয়ে মনু বলিয়া-

যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ঃ যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।

সর্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ॥ ইতি।

রজস্তমোভ্যামস্পৃষ্টম্ উত্তমং সত্ত্বমেব যেষাং স্বাভাবিকো গুণঃ তেষামেব বৈদিকী রুচিঃ বেদার্থযাথাত্ম্যাববোধশ্চ ইত্যর্থঃ। যথোক্তং মাৎস্যে — সঙ্কীর্ণাঃ সাত্ত্বিকাংশ্চৈব রাজসাঃ তামসাস্তথা॥ ইতি।

কেচিদ্‌ব্রহ্মকল্পাঃ সঙ্কীর্ণাঃ, কেচিৎ সত্ত্বপ্রায়াঃ, কেচিৎ রজঃপ্রায়াঃ, কেচিৎ তমঃপ্রায়াঃ ইতি কল্পবিভাগমুক্ত্বা, সত্ত্বরজস্তমোময়ানাং তত্ত্বানাং মাহাত্ম্যবর্ণনঞ্চ তত্তৎকল্পপ্রোক্তপুরাণেষু সত্ত্বাদিগুণময়েন ব্রহ্মণা ক্রিয়তে ইতি চ উক্তম্;

যস্মিন্ কল্পে তু যৎপ্রোক্তং পুরাণং ব্রহ্মণা পুরা।

তস্য তস্য তু মাহাত্ম্যং তৎস্বরূপেণ বর্ণ্যতে॥ ইতি।

বিশেষতশ্চ উক্তম্—

অগ্নেঃ শিবস্য মাহাত্ম্যং তামসেষু প্রকীর্ত্যতে।

রাজসেষু চ মাহাত্ম্যম্ অধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ॥

ছেন—'যে সকল স্মৃতি বেদবাহ্য এবং যাহারা বৈদিক মতের বিরুদ্ধ তাহারা সকলেই নিষ্ফল, যেহেতু তাহারা তমো গুণের উপরে প্রতিষ্ঠিত (মনু ১২।৯৬)। যাহাদের স্বাভাবিক গুণ হইতেছে সত্ত্বপ্রচুর তাহাদেরই বৈদিক রুচি থাকে এবং বেদের যথার্থ অর্থ বিষয়ে জ্ঞানও থাকে। মৎস্য পুরাণ বলিতেছেন—'চার প্রকারের কল্প আছে – সঙ্কীর্ণ, সাত্ত্বিক, রাজস বা তামস।' কোন ব্রহ্মকল্প (ব্রহ্মার কল্প) সঙ্কীর্ণ, কোন কল্প সত্ত্বপ্রায়, আবার কোন কোন কল্প রাজস বা তামস। এইভাবে কল্পের বিভিন্ন বিভাগ কথনানন্তর সত্ত্ব-রজ-তমোময় তত্ত্বাবলীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে। তত্তৎকল্পের সাত্ত্বিকাদি পুরাণের রচয়িতা যে সত্ত্বাদি গুণময় ব্রহ্মা, তাহাও কথিত হইয়াছে।

বাহ্য-কুদৃষ্টি মতবাদিগণের রজস্তমোমূলকত্ব প্রমাণের জন্য পুরাণগণের সাত্ত্বিকাদি বিভাগ প্রদর্শন

যথা—'(সাত্ত্বিকাদি) যে কল্পে পূর্বে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যে পুরাণ কথিত হইয়াছে তাহাতে তত্তৎ-অনুগুণ দেবতার স্বরূপের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।'

ইহার বিশেষ বর্ণনা—

'তামস কল্পে অগ্নি এবং শিবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, রাজসিক

সাত্ত্বিকেষথ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ।
তেষ্বেব যোগসংসিদ্ধাঃ গমিষ্যন্তি পরাং গতিম্ ॥
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৄণাম্ .....ইত্যাদি॥

১৩২। এতদুক্তং ভবতি — আদিক্ষেত্রজ্ঞত্বাৎ ব্রহ্মণঃ তস্যাপি কেষুচিদহঃসু সত্ত্বম্ উদ্রিক্তং, কেষুচিৎ রজঃ, কেষুচিৎ তমঃ। যথোক্তং ভগবতা—

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ॥ ইতি।

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ" ইতি শ্রুতেঃ ব্রহ্মণোঽপি সৃজ্যত্বেন শাস্ত্রবশ্যত্বেন চ ক্ষেত্রজ্ঞত্বং গম্যতে; সত্ত্বপ্রায়েষু অহঃসু তদিতরেষু চ যানি পুরাণানি ব্রহ্মণা প্রোক্তানি, তেষাং পরস্পরবিরোধে সতি, সাত্ত্বিকাহঃপ্রোক্তং পুরাণমেব যথার্থং,

---

কল্পে ব্রহ্মার অধিক মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত এবং সাত্ত্বিক কল্পে শ্রীহরিরই অধিক মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, যাহারা এই সকল তত্ত্বজ্ঞানে সংসিদ্ধ তাহারা পরাগতি লাভ করেন। 'সঙ্কীর্ণ (সত্ত্বাদি মিশ্রিত) কল্পে সরস্বতী এবং পিতৃ-গণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।' (মৎস্যপুরাণ ৫৩।৬৭,৬৮,৬৯) ॥১৩১॥

উক্ত কথনের অভিপ্রায় এই যে—ব্রহ্মা হইতেছেন আদি ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব)। অতএব, তাঁহারও কোন কোন দিনে* সত্ত্বগুণ উদ্রিক্ত হয়, কোন দিনে রজো গুণ, কোন দিনে আবার তমোগুণ উদ্রিক্ত হয়। যথা গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বচন—

'পৃথিবীতে মনুষ্য প্রভৃতির মধ্যে এবং দেবলোকে দেবতাদিগের মধ্যে ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্যন্ত কোন প্রাণীতেই অমিশ্র শুদ্ধ সত্ত্ব নাই, আবার কোন প্রাণীই সত্ত্বাদি মিশ্র ত্রিগুণ হইতে মুক্ত থাকে না (গীতা ১৮।৪০)। ব্রহ্মা যে সৃজ্য বস্তু, শাস্ত্রবশ্য এবং ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) তাহা বেদও বলিতেছেন। যথা— 'যিনি ব্রহ্মাকে পূর্বে সৃজন করিয়াছেন, যিনি তাঁহাকে বেদ শিক্ষা দিয়াছেন (শ্বেতাঃ ৬।৩৫)। ব্রহ্মার সত্ত্বপ্রায় দিনে উক্ত এবং অন্যান্য দিনে উক্ত পুরাণ সমূহের মধ্যে পরস্পর বিরোধ থাকিলে সাত্ত্বিক দিনে কথিত পুরাণগত

---

* ব্রহ্মার দিন—জগতের সৃষ্টিকাল, রাত্রি—প্রলয়কাল।

তদ্বিরোধি অন্যৎ অযথার্থম্ ইতি পুরাণনির্ণয়ায়ৈব ইদং সত্ত্বনিষ্ঠেন ব্রহ্মণা অভিহিতমিতি বিজ্ঞায়তে ইতি।

সত্ত্বাদীনাং কার্যং চ ভগবতৈব উক্তম্—

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসঃ ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥
প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥
যয়া ধর্মমধর্মং চ কার্যং চাকার্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥
অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥ ইতি।

বাক্যার্থেরই যথার্থতা বুঝিতে হইবে। তদ্বিরোধী অন্য পুরাণ বাক্যের অযথার্থতা বুঝিতে হইবে। পুরাণের অর্থ নির্ণয়ে ব্রহ্মা যখন সত্ত্বনিষ্ঠ, তখন তৎ রচিত সাত্ত্বিক পুরাণেরই যথার্থতা বুঝিতে হইবে।

সত্ত্বাদির কার্য স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র গীতায় বলিয়াছেন — যথা, সত্ত্ব-গুণের বিবৃদ্ধির দ্বারা আত্মযাথাত্ম্য-জ্ঞান উৎপন্ন হয়, রজোগুণ বিবৃদ্ধির দ্বারা (স্বর্গাদি ফলে) লোভ জন্মায়, তামসিক জ্ঞানে প্রমাদ মোহ এবং অজ্ঞান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। (গীতা ১৪।১৭)

যে বুদ্ধি প্রবৃত্তিমার্গ এবং নিবৃত্তিমার্গ, কর্ত্তব্য কর্ম এবং অকর্ত্তব্য কর্ম, শাস্ত্রবিপরীত আচরণে ভয়, শাস্ত্রীয় আচরণে অভয়, সংসারবন্ধন এবং সংসার-নিবৃত্তি (মোক্ষ) এই সব বিষয়ে যথাযথ জানিয়া থাকে, হে পার্থ! সেই বুদ্ধি হইতেছে সাত্ত্বিকবুদ্ধি। যে বুদ্ধির দ্বারা পূর্ব শ্লোকোক্ত প্রবৃত্তিধর্মকে, নিবৃত্তিধর্মকে, নিষ্ফল অবৈদিক কর্মরূপ অধর্মকে, কর্ত্তব্য কর্মকে, অকর্ত্তব্য কর্মকে (যথার্থরূপে না জানিয়া) অন্যরূপে জানে, হে পার্থ! সেই বুদ্ধি রাজসিক। যে বুদ্ধি তমোগুণে আবৃত হইয়া অধর্মকে ধর্ম বলিয়া মনে করে, 'সৎ' 'অসৎ' প্রভৃতি বিষয়সমূহের বিপরীত ধারণা করে, হে পার্থ! সে বুদ্ধি তামসী (গীতা ১৮।৩০, ৩১, ৩২)।

সর্বান্ পুরাণার্থান্ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ অধিগম্যৈব সর্বাণি পুরাণানি পুরাণকারাঃ চক্রুঃ। যথোক্তম্—

কথয়ামি যথাপূর্বং দক্ষাদ্যৈঃ মুনিসত্তমৈঃ।

পৃষ্টঃ প্রোবাচ ভগবান্ অব্জযোনিঃ পিতামহঃ॥ ইতি।

অপৌরুষেয়েষু বেদবাক্যেষু পরস্পরবিরুদ্ধেষ, কথমিতি চেৎ, তাৎপর্যনিশ্চয়াৎ অবিরোধঃ পূর্বমেব উক্তঃ।

১৩৩। যদ্যপি চেদং বিরুদ্ধমিব দৃশ্যতে—"প্রাণং মনসি সহকরণৈঃ নাদান্তে পরাত্মনি। সম্প্রতিষ্ঠাপ্য ধ্যায়ীত ঈশানং প্রধ্যায়ীত এবং সর্বমিদম্। ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রাস্তে সর্বে সংপ্রসূয়ন্তে। ন কারণং·········কারণং তু ধ্যেয়ঃ। সর্বৈশ্বর্যসম্পন্নঃ সর্বেশ্বরঃ শম্ভুঃ আকাশমধ্যে ধ্যেয়ঃ।"

সমস্ত পুরাণের অর্থ ব্রহ্মার নিকটে শ্রবণ করিয়া, পুরাণকারগণ তদনুগুণ পুরাণ রচনা করিয়াছেন। যথা পরাশর বচন—"দক্ষ আদি মুনিসত্তম কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, পদ্মযোনি পিতামহ ভগবান ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে যেরূপ বলিয়াছিলেন তাহা আমি যথাপূর্ব তোমাদের বলিতেছি।" (বিঃ পুঃ ১৷২৷৮)।

যদি প্রশ্ন হয়, বেদবাক্য যাহা অপৌরুষেয় তাহাতে যদি বিভিন্ন বাক্যে অর্থ-বিরোধ প্রতীত হয় তখন তাহার সমাধানের উপায় কী? তদুত্তরে বলি—"উভয় বাক্যের তাৎপর্য নির্ণয় করিলে এই বিরোধ পরিহার যেরূপে কর্তব্য তাহা ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ অন্য প্রকরণগত শ্রুতিবাক্যের আলোচনা প্রভৃতির দ্বারা সামঞ্জস্যবিধান করিতে হইবে॥১৩২॥

(শ্রুতিবাক্যে ভবৎকৃত বিশদ ব্যাখ্যা শুনিলাম), কিন্তু কোন কোন শ্রুতিবাক্যে বিশেষ অর্থ-বিরোধ দেখা যায়। তাহাদের পরস্পর বিরোধ পরিহার কর্তব্য। যথা—'ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণকে পরমাত্মার মধ্যে স্থাপিত করিয়া, নাদের পরে মনে ঈশানের ধ্যান করিবে। ধ্যানকারী ভাবিবে যে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ইন্দ্র ইঁহারা সকলেই উৎপন্ন হন। অতএব ইঁহারা কেহই কারণবস্তু হইতে পারেন না। কিন্তু কারণবস্তুই ধ্যেয়। সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন সর্বেশ্বর শম্ভুই আকাশমধ্যে ধ্যেয়', (অথর্ব)।

নারায়ণের পরত্ব স্থাপনে বিরোধী পূর্বপক্ষ—শিবপরত্ববাদী

যস্মাৎপরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ।
যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।
তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্॥
ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।
অথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি॥
সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্বব্যাপি চ ভগবান্ তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ॥
যদা তমঃ তন্ন দিবা ন রাত্রিঃ ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎসবিতুর্বরেণ্যং প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী।
ইত্যাদি।

"নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম" ইতি চ পূর্বমেব প্রতিপাদিতম্; তেনাস্য কথমবিরোধঃ?

যাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ বা মহান কিছুই নাই, যাঁহা হইতে অণুও কেহই নাই, তিনি বৃক্ষের ন্যায় দৃঢ় হইয়া আকাশে একাই অবস্থান করেন। সেই পুরুষের দ্বারা এই সমস্তই পূর্ণ আছে। তাঁহা হইতেও শ্রেষ্ঠতর হইতেছেন অরূপ এবং নির্দোষ ভগবান শিব। যিনি ইঁহাকে জানেন, তিনি অমৃত (মৃত্যু-হীন, অর্থাৎ বিমুক্ত) হন, অপরে দুঃখপ্রাপ্ত হয়। সমস্ত মুখ, শিরোদেশ এবং গ্রীবা তাঁহারই। তিনি সকলের মধ্যে অবস্থান করেন এবং সর্বব্যাপ্ত, এইজন্য তিনি সর্বগত, তিনি শিব' (শ্বেতাঃ ৩।৯-১১)। যখন কেবল অন্ধকার ছিল, দিবা বা রাত্রি কিছুই ছিল না, কোন বস্তুও ছিল না, কোন অবস্তুও ছিল না, কেবল শিব ছিলেন। তিনি ছিলেন ক্ষয়রহিত, সূর্য হইতেও বিরাট, তাঁহা হইতেই সমস্ত প্রাচীন জ্ঞান প্রসূত হইয়াছে' (শ্বেতাঃ ৪।১৮)।

অন্য শ্রুতি আবার বলিতেছেন—'নারায়ণ হইতেছেন পরমব্রহ্ম' মহোপনিষদ্)।

এই দুই প্রকার শ্রুতি-বিরোধের পরিহার কি প্রকারে সম্ভব? ॥১৩৩॥

১৩৪। অত্যল্পমেতৎ—

বেদবিৎপ্রবরপ্রোক্তবাক্যন্যায়োপবৃংহিতাঃ।
বেদাঃ সাঙ্গা হরিং প্রাহুঃ জগজ্জন্মাদিকারণম্ ॥

"জন্মাদ্যস্য যতঃ", "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।" ইতি জগজ্জন্মাদিকারণং ব্রহ্মেত্যবগম্যতে। তচ্চ জগৎসৃষ্টিপ্রলয়-প্রকরণেষ্বেব অবগন্তব্যম্। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ। একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইতি জগদুপাদানতাজগন্নিমিত্ততাজগদন্তর্যামিতাদিমুখেন পরমকারণং সচ্ছব্দেন প্রতিপাদিতম্। অয়মেবার্থঃ—"ব্রহ্ম বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" ইতি শাখান্তরে ব্রহ্মশব্দেন প্রতিপাদিতঃ। অনেন সচ্ছব্দাভিহিতং ব্রহ্মেত্যবগতম্ অয়মেবার্থঃ শাখান্তরে "আত্মা বা

অল্পেই এই বিরোধ পরিহার হয়। এ বিষয়ে প্রকৃত তত্ত্ব কথিত হইতেছে—"সমস্ত বেদাঙ্গ সহিত ন্যায়-উপবৃংহিত সমগ্র বেদ এবং শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে হরিই জগতের জন্ম প্রভৃতির কারণ।" 'যাঁহা হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হয় তিনিই ব্রহ্ম' (ব্রঃ সূঃ ১।১।২), 'যাঁহা হইতে এই সকল ভূতবর্গ সৃষ্ট হয়, যাঁহার দ্বারা এই সৃষ্ট বস্তু জীবন ধারণ করে এবং অন্তে যাঁহার মধ্যে প্রবেশ করে তিনি ব্রহ্ম, তাঁহার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবে' (তৈঃ ৩।১)—এই সকল বাক্য হইতে জানা যায় যে জগতের সৃষ্টি প্রভৃতির কারণ হইতেছেন ব্রহ্ম। শ্রুতিগত জগৎ-সৃষ্টি-প্রলয় প্রকরণেই জগৎ-জন্ম কর্ত্তার তত্ত্ব বিশেষ ভাবে জানিতে হইবে। 'এই জগৎ অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) 'সৎ'ই ছিল, এক এবং অদ্বিতীয় ছিল' (ছাঃ ৬।২।১)—এই বাক্য হইতে বুঝিতে হইবে যে জগতের উপাদানতা, জগতের নিমিত্ততা (উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ) জগতের অন্তর্যামিতা প্রভৃতি কথনে নির্দিষ্ট পরম কারণ বস্তু 'সৎ' শব্দের দ্বারা অভিহিত ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। এই অর্থটিই আবার প্রতিপাদন করিতেছে অন্য শ্রুতি—'এই জগৎ পূর্বে এক ব্রহ্মই ছিল' (বৃহঃ ৩।৪।১০) উক্ত দুটি শ্রুতিবাক্য একত্র বিচারে বুঝিতে হইবে যে 'সৎ' শব্দে কথিত বস্তুই হইতেছেন 'ব্রহ্ম'। এই অর্থটি শাখান্তরস্থ অপর এক শ্রুতি বলিতেছেন—

শিব-পরত্বরূপ বিরোধ-পরিহারে রামানুজ-উক্তি—

ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ” ইতি। তথা “সদ্-ব্রহ্ম”-শব্দাভ্যাং আত্মৈব অভিহিত ইত্যবগম্যতে। তথা চ শাখান্তরে “একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ, ন ব্রহ্মা নেশানো নেমে দ্যাবাপৃথিবী” ইত্যাদিনা সদ্‌ব্রহ্মাত্মাদিপরমকারণবাচিভিঃ শব্দৈঃ নারায়ণ এব অভিধীয়ত ইতি নিশ্চীয়তে।

১৩৫। “যমন্তঃসমুদ্রে কবয়ো বয়ন্তি” ইত্যাদি, “নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ। ন তস্যেশে কশ্চন তস্য নাম মহদ্‌যশঃ। ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্। হৃদা মনীষা মনসাভিক্লিপ্তো য এনং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি” ইতি সর্বস্মাৎ পরত্বম্ অস্য প্রতিপাদ্য, “ন তস্যেশে কশ্চন” ইতি তস্মাৎ পরং কিমপি ন বিদ্যতে ইতি চ প্রতিষিধ্য, “অদ্ভ্যঃ সম্ভূতো হিরণ্যগর্ভ ইত্যষ্টৌ” ইতি তেন একবাক্যতাং গময়তি; তচ্চ মহাপুরুষপ্রকরণম্;

‘এই জগৎ অগ্রে এক আত্মাই ছিলেন, অন্য কিছুই ছিল না।’ (ঐতঃ ১)। এতদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে যে ‘সৎ’ ও ‘ব্রহ্ম’ শব্দদ্বয়ে ‘আত্মাই’ কথিত হইয়াছে। আবার শাখান্তরে শ্রুতি বলিতেছেন, ‘একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা রুদ্র আকাশ পৃথিবী বা নক্ষত্র কিছুই ছিল না’ (মহোঃ ১।১)। এতদ্দ্বারা নিশ্চয় করা যায় যে, ‘সৎ’, ‘ব্রহ্ম’, ‘আত্মা’ ইত্যাদি পরমকারণ-বাচক শব্দে ‘নারায়ণই’ অভিহিত হইয়াছেন ॥১৩৪॥

এই শ্রুতিই বলিতেছেন—‘জ্ঞানিগণ তাঁহাকে গম্ভীর সমুদ্রে খুঁজিয়া থাকেন’, ‘কেহ তাহাকে ঊর্দ্ধে কেহ তির্যক্‌দেশে, কেহ মধ্যে তাঁহাকে আকাঙ্ক্ষা করেন না।’ “তাঁহার নিয়ামক কেহই নাই, তাহার নাম ‘মহৎ-যশ’। তাঁহার রূপ দৃষ্ট হয় না, চক্ষুর দ্বারা কেহ তাঁহার দর্শন করিতে পারেন না। জ্ঞানিগণ তাঁহাকে হৃদয়ে এবং মনের মধ্যে উপলব্ধি করেন। যাহারা তাঁহাকে এইরূপে জানেন তাঁহারা মৃত্যু-রহিত (অমৃত) হন।” এইভাবে ইহার (নারায়ণের) সর্ববস্তু হইতে পরত্ব প্রতিপাদন করিয়া, ‘তাঁহার অপর কোন শাসনকর্ত্তা নাই’ অর্থাৎ তাঁহা হইতে অপর কাহারও শ্রেষ্ঠত্বের নিষেধ করিয়াছেন। তৎপরে নির্দেশ বাক্য—‘জল হইতে উদ্ভূত’ এই স্তুতি এবং ‘হিরণ্যগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া আটটি ঋক্’ আবৃত্তি করিবে। এই স্তোত্রের

হ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যৌ ইতি নারায়ণ এবেতি দ্যোতয়তি।

১৩৬। অয়মর্থঃ নারায়ণানুবাকে প্রপঞ্চিতঃ — "সহস্রশীর্ষং দেবম্" ইত্যারভ্য, "স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্" ইতি সর্বশাখাসু পরতত্ত্বপ্রতিপাদনপরান্ অক্ষর-শিব-শম্ভু-পরব্রহ্ম-পরংজ্যোতি-পরতত্ত্বপরায়ণ-পরমাত্মাদিসর্বশব্দান্ তত্তদ্গুণযোগেন নারায়ণ এব প্রযুজ্য, তদ্ব্যতিরিক্তস্য সমস্তস্য তদায়ত্ততাং তদ্ব্যাপ্যতাং তদাধারতাং তন্নিয়াম্যতাং তচ্ছেষতাং তদাত্মকতাং চ প্রতিপাদ্য, ব্রহ্মশিবয়োরপি ইন্দ্রাদিসমানাকারতয়া তদ্বিভূতিত্বং চ প্রতিপাদিতম্। ইদং চ বাক্যং কেবলপরতত্ত্বপ্রতিপাদনপরম্, অন্যৎ কিঞ্চিদপি অত্র ন বিধীয়তে। অস্মিন্ বাক্যে প্রতিপাদিতস্য সর্বস্মাৎ পরত্বেন অবস্থিতস্য ব্রহ্মণঃ বাক্যান্তরেষু "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইত্যাদিষু উপাসনাদি বিধীয়তে।

স্বতত্য পুরুষ হইতেছেন পুরুষোত্তম। এই পুরুষোত্তম যে নারায়ণ তাহাও এই শ্রুতি নির্দেশ দিয়াছেন—'হ্রী এবং লক্ষ্মী ইহারা হইতেছেন পত্নী'। (এই নির্দেশ মহানারায়ণ উপনিষদের অন্তর্গত) ॥১৩৫॥

নারায়ণ-অনুবাকে এই সত্যটি বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। 'সহস্রশীর্ষ দেবতাকে' এই হইতে আরম্ভ করিয়া, 'তিনি ব্রহ্মা, তিনি শিব, তিনি ইন্দ্র, তিনি অক্ষর পরম স্বরাট' এই অবধি। শ্রুতির বিভিন্ন শাখায় পরত্ব প্রতিপাদন পর অক্ষর-শিব-শম্ভু-পরব্রহ্ম-পরংজ্যোতি-পরতত্ত্ব-পরায়ণ-পরমাত্মা প্রভৃতি সর্বশব্দে কথিত গুণযোগের দ্বারা নারায়ণকেই বুঝাইয়া, তদ্ব্যতিরিক্ত সকলেরই নারায়ণের আয়ত্তাধীনতা, তদ্ব্যাপ্যতা, তদাধারতা, তন্নিয়াম্যতা, তৎ-শেষতা এবং তদাত্মকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা ব্রহ্মা এবং শিবেরও ইন্দ্রাদির ন্যায় সমান-আকারতা-প্রযুক্ত তাঁহাদেরও নারায়ণের বিভূতিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রুতির এই অংশটি কেবল পরত্ব প্রতিপাদনেই নিরত, এই অংশে অন্য কোনও আলোচনা নাই। এই বাক্যে প্রতিপাদিত সর্বপরবস্তুরূপী ব্রহ্মের উপাসনা বিহিত হইয়াছে শ্রুতিগত অন্যান্য বাক্যে, যথা—'যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন' (তৈঃ ২।১) ॥১৩৬॥

১৩৭। অতঃ "প্রাণং মনসি সহ করণৈঃ" ইত্যাদি বাক্যং সর্বকারণে পরমাত্মনি করণপ্রাণাদিসর্বং বিকারজাতম্ উপসংহৃত্য, তমেব পরমাত্মানং সর্বস্য ঈশানং ধ্যায়তি ইতি, পরমব্রহ্মভূতনারায়ণস্যৈব ধ্যানং বিদধাতি। "পতিং বিশ্বস্য" "ন তস্যেশে কশ্চন" ইতি তস্যৈব সর্বেশানতা প্রতিপাদিতা। অত এব "সর্বৈশ্বর্যসম্পন্নঃ সর্বেশ্বরঃ শম্ভুঃ আকাশমধ্যে ধ্যেয়ঃ" ইতি নারায়ণস্যৈব পরমকারণস্য শম্ভুশব্দবাচ্যস্য ধ্যানং বিধীয়তে ; "কশ্চ ধ্যেয়ঃ" ইত্যারভ্য "কারণং তু ধ্যেয়ঃ" ইতি কার্যস্য অধ্যেয়তাপূর্বকং কারণৈকধ্যেয়তাপরত্বাৎ বাক্যস্য। তস্যৈব নারায়ণস্য পরমকারণতা শম্ভুশব্দবাচ্যতা চ পরমকারণপ্রতিপাদনৈকপরে নারায়ণানুবাক এব প্রতিপন্না ইতি, তদ্বিরোধ্যর্থান্তরপরিকল্পনং কারণস্যৈব ধ্যেয়ত্ববিধিবাক্যে ন যুজ্যতে।

নারায়ণের উপাস্যত্ব বিধান

অতএব, 'ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণকে পরমাত্মার মধ্যে স্থাপিত করিয়া' (অথর্ব) ইত্যাদি বাক্যে, সর্বকারণবস্তু পরমাত্মাতে করণ প্রাণ প্রভৃতি সমস্ত বিকারজাত বস্তুকে উপসংহৃত করিয়া সেই সর্ববস্তুর ঈশান (নিয়ামক) পরমাত্মাকেই ধ্যান করিবে—এইরূপ পরম ব্রহ্মভূত নারায়ণেরই ধ্যানের বিধান দেওয়া হইয়াছে। 'বিশ্বের পতি', 'তাঁহার নিয়ামক কেহ নাই'—ইত্যাদি বাক্যে নারায়ণেরই সর্ব-ঈশানতা (সর্ব নিয়ামকতা) প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, 'সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন সর্বেশ্বর শম্ভু আকাশ মধ্যে ধ্যেয়' (অথর্ব) বাক্যে পরম কারণবস্তু শম্ভুপদবাচ্য নারায়ণেরই ধ্যান বিহিত হইয়াছে। 'ধ্যেয় বস্তু কে?' 'কারণ-বস্তুই ধ্যেয়—এই সকল বাক্যে' কার্যবস্তুর অধ্যেয়তা বিধান পূর্বক একমাত্র কারণবস্তুরই ধ্যেয়তা বিহিত হইয়াছে। শ্রুতিগত 'নারায়ণ-অনুবাক্' অংশটি কেবল পরম কারণ বস্তুর নির্ণয়ে নিরত (ইহাতে অন্য কোন প্রতিপাদ্য বস্তুর আলোচনা নাই।) এই নারায়ণ-অনুবাকে 'নারায়ণেরই' পরমকারণতা, 'শম্ভু'শব্দ বাচ্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই ভাবে 'নারায়ণ-অনুবাকে' প্রতিপাদিত কারণবস্তুর বিরোধী অন্য কারণবস্তুর পরিকল্পনা এবং তাঁহার ধ্যেয়ত্বের বিধান যুক্তিযুক্ত হয় না, যেহেতু এই নারায়ণ-অনুবাকের বৈলক্ষণ্য কেবল পরম-কারণবস্তুর প্রতিপাদনেই নিরত ॥১৩৭॥

১৩৮। যদপি "ততো যদুত্তরতরম্" ইত্যত্র পুরুষাদন্যস্য পরতরত্বং প্রতীয়তে ইত্যভ্যধায়ি, তদপি "যস্মাৎ পরন্নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ"; যস্মাৎ অপরম্" যস্মাৎ অন্যৎ কিঞ্চিদপি, "পরং" নাস্তি; কেনাপি প্রকারেণ পুরুষব্যতিরিক্তস্য পরত্বং নাস্তি ইত্যর্থঃ; অণীয়স্ত্বং সূক্ষ্মত্বং, জ্যায়স্ত্বং সর্বেশ্বরত্বম্; সর্বব্যাপিত্বাৎ সর্বেশ্বরত্বাৎ অস্য, এতদ্ব্যতিরিক্তস্য কস্যাপি অণীয়স্ত্বং জ্যায়স্ত্বং চ নাস্তি ইত্যর্থঃ; "যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ" ইতি পুরুষাদন্যস্য কস্যাপি জ্যায়স্ত্বং নিষিদ্ধম্ ইতি, তস্মাদন্যস্য পরত্বং ন যুজ্যতে ইতি প্রত্যুক্তম্।

১৩৯। কস্তর্হি অস্য বাক্যস্য অর্থঃ? অস্য প্রকরণস্যোপক্রমে "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইতি পুরুষ-বেদনস্য অমৃতত্বহেতুনাং, তদ্ব্যতিরিক্তস্য অপথতাং চ প্রতিজ্ঞায়,

---

পুনরায়, 'তাঁহা হইতেও যাহা শ্রেষ্ঠতর' (শ্বেতাঃ ৩।১০), এই শ্রুত্যুক্ত পুরুষ হইতেও অন্য বস্তুর পরতরত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) কথিত হইয়াছে। (এইরূপ) অন্য বস্তুর যে পরতরত্ব হয় না তাহা কিন্তু অব্যবহিত পূর্বেই এই শ্রুতিবাক্যে (শ্বেতাঃ ৩।৯) প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। যথা শ্রুতি—'যাঁহা হইতে পর (শ্রেষ্ঠ) বা অপর কিছুই নাই, যাহা হইতে অণু বা বৃহৎ কেহই নাই' (শ্বেতাঃ ৩।৯)। 'যাহা হইতে 'অপর' নাই শব্দে অন্য কিছুই 'পর' নাই, এই অর্থ কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ, কোন প্রকারেই পুরুষ ব্যতিরিক্ত অন্যের পরত্ব নাই। অণীয়-অর্থে সূক্ষ্মত্ব, জ্যায়স্ত্বং অর্থে সর্বেশ্বরত্ব, যেহেতু এই পুরুষ সর্বব্যাপী এবং সর্বেশ্বর। এই পুরুষ ব্যতিরিক্ত অপর কাহারও অণুত্ব ও জ্যায়স্ত্ব যে নাই তাহাই উক্ত শ্রুতিতে কথিত হইল। অতএব, অপর কাহারও যে পরত্ব হইতে পারে না, তাহাই কথিত হইল ॥১৩৮॥

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, তবে উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থটি কী? তদুত্তরে বলি, (রামানুজ)—"তাঁহাকে এইরূপে জানিয়া মৃত্যু অতিক্রান্ত হয় (সংসার-বিমুক্ত হয়), এই ফললাভে আর অন্য উপায় নাই" (শ্বেতাঃ ৩।৮)। উক্ত পুরুষের বিষয় জ্ঞানই যে অমৃতত্বের হেতু অন্য কোন মার্গে এই গন্তব্য স্থানে যে পৌঁছান যায় না তাহা কথিত হইল। আবার, 'যাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর

"যস্মাৎপরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ......তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্" ইত্যেতদন্তেন পুরুষস্য সর্বস্মাৎ পরত্বং প্রতিপাদিতম্। যতঃ পুরুষ-তত্ত্বমেব উত্তরতরং "ততো যদুত্তরতরম্" পুরুষতত্ত্বং, তদেব অরূপম্ অনাময়ং, "য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। অথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি" ইতি পুরুষবেদনস্য অমৃতত্বহেতুত্বং তদিতরস্য চ অপথত্বং প্রতিজ্ঞাতং সহেতুকমুপসংহৃতম্। অন্যথা উপক্রমগতপ্রতিজ্ঞাভ্যাং বিরুধ্যতে। পুরুষস্যৈব শুদ্ধিগুণযোগেন শিবশব্দাভিধেয়ত্বং "শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্" ইত্যাদিনা জ্ঞাতমেব। পুরুষ এব শিবশব্দাভিহিতঃ ইতি অনন্তরমেব বদতি "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ" ইতি। উক্তেনৈব ন্যায়েন "ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ" ইত্যাদি সর্বং নেয়ম্।

কেহই নাই' (শ্বেতাঃ ৩।৯), এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'সেই পুরুষের দ্বারা এই সমস্ত পূর্ণ' (শ্বেতাঃ ৩।৯) এই অবধি বাক্যের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে যে, এই পুরুষের পরত্ব অন্য সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতৎ পরবর্তী বাক্যেই কথিত হইয়াছে — 'তাহা হইতেও যে শ্রেষ্ঠতর' এই বাক্যটি (শ্বেতাঃ ৩।১০)। এই বাক্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষতত্ত্বটি অরূপ ও অনাময় বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এই বাক্যশেষে আরো কথিত হইয়াছে— 'যাঁহারা এই পুরুষকে জানেন, তাঁহারা অমৃত হন (সংসার-বিমুক্ত হন), অন্যেরা দুঃখমগ্ন থাকেন'। এই পুরুষের জ্ঞান হইতেছে অমৃতত্বের হেতু এবং অন্যথায় অপথত্ব বা দুঃখভোগের কথা কথিত হইয়াছে। এইভাবে উপক্রমে প্রতিজ্ঞাত (শ্বেতাঃ ৩।৮) বার্ত্তাটি সহেতুক উপসংহৃত হইয়াছে। নতুবা উপক্রমগত প্রতিজ্ঞার সহিত উপসংহারের ঐক্য থাকে না, বিরুদ্ধ হইয়া যায়। এই পুরুষের শুদ্ধি-গুণযোগের জন্য যে এস্থলে 'শিব' শব্দের প্রয়োগ, তাহা 'শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্' ইত্যাদি বাক্যে জানা যায়। এই পুরুষই যে 'শিব' শব্দে অভিহিত তাহা অনন্তর বাক্যেই কথিত হইবে। যথা — 'এই মহান প্রভু ('শিব') সত্ত্বেরই প্রবর্ত্তক' (শ্বেতাঃ ৩।১২)। এই যুক্তিপ্রণালীতে 'তিনি 'সৎ'ও নহেন, তিনি 'অসৎ'ও নহেন, কেবল 'শিব'ই' (শ্বেতাঃ ৪।১৮), ইত্যাদি সমানার্থবোধক অন্যান্য শব্দেরও তাৎপর্য গ্রহণ করিতে হইবে ॥১৩৯॥

১৪০। কিঞ্চ "ন তস্যেশে কশ্চন" ইতি নিরস্তসমাভ্যধিকসম্ভাবনস্য পুরুষস্য "অণোরণীয়ান্" ইত্যস্মিন্ননুবাকে, বেদাদ্যন্তরূপতয়া বেদবীজভূতপ্রণবস্য প্রকৃতিভূতাকারবাচ্যতয়া মহেশ্বরত্বং প্রতিপাদ্য দহরপুণ্ডরীকমধ্যস্থাকাশবর্ত্তিতয়া উপাস্যত্বমুক্তম্।

১৪১। অয়মর্থঃ — সর্বস্য বেদজাতস্য প্রকৃতিঃ প্রণব উক্তঃ। প্রণবস্য চ প্রকৃতিঃ অকারঃ। প্রণববিকারো বেদঃ স্বপ্রকৃতিভূতে প্রণবে লীনঃ। প্রণবোঽপি অকারবিকারভূতঃ স্বপ্রকৃতৌ অকারে লীনঃ। তস্য প্রণবপ্রকৃতিভূতস্য অকারস্য যঃ পরঃ বাচ্য, স এব মহেশ্বরঃ ইতি। সর্ববাচকজাতপ্রকৃতিভূতাকারবাচ্যঃ সর্ববাচ্যজাতপ্রকৃতিভূতনারায়ণো যঃ, সঃ মহেশ্বর ইত্যর্থঃ।

পুনরায় উপনিষদের এই অংশে কথিত তাঁহাকে যে 'পুরুষ' বলা হইয়াছে 'তাঁহার ঈশ্বর বা নিয়ামক অন্য কেহ নাই', এই বাক্যে পুরুষকে সম বা অধিকশূন্য প্রতিপাদন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে এই অনুবাকেই 'অণু' হইতেও 'অণু' বলা হইয়াছে। অন্যত্র ('যদ্বেদাদৌস্বরঃ প্রোক্তং') বাক্যে বেদের আদি ও অন্তরূপ বেদের বীজভূত যে প্রণব (ওম্), তাহার উপাদানভূত যে 'অকার' সেই অকার-বাচ্য বস্তুর মহেশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিয়া, সেই মহেশ্বরকে দহরাকাশ মধ্যবর্ত্তী পুণ্ডরীক মধ্যে ধ্যানের বিধান করিয়া উপাস্যরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥১৪০॥

'প্রণব'-বিষয়ক উক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা করা হইতেছে — সমস্ত বেদের উপাদান হইতেছে 'প্রণব' অর্থাৎ (অ-উ ম)। আবার, এই প্রণবের উপাদান হইতেছে আদি অক্ষর 'অ'। প্রণবের বিস্তাররূপী বেদ, নিজ উপাদানভূত বা কারণভূত 'প্রণবে' লীন হইয়া থাকে। আবার এই প্রণবও 'অ'কারের বিকাররূপী বলিয়া নিজ বীজভূত এই 'অ'কারে লীন হইয়া থাকে। প্রণবের বীজভূত এই 'অ'কারের যিনি বাচ্য তিনিই 'মহেশ্বর' পদবাচ্য। সর্ববাচকের বা সর্ব-নামের মূল হইতেছে 'অ-কার', আবার এই সকল নামবাচী সর্ববাচ্যবস্তুর মূল হইতেছে নারায়ণ*। অতএব, সর্ববাচ্যবস্তুর মূলভূত নারায়ণ হইতেছেন — মহেশ্বর বা সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ॥১৪১॥

---

* 'অকারেণোচ্যতে বিষ্ণুঃ সর্বলোকেশ্বরো হরিঃ'; 'অ-কারো বিষ্ণুবাচকঃ'।

(শ্রুতি-স্মৃতিঃ)

১৪২। যথোক্তং ভগবতা—

"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ॥"
"অক্ষরাণামকারোঽস্মি" ইতি।

"অ ইতি ব্রহ্ম" ইতি চ শ্রুতেঃ। "অকারো বৈ সর্বা বাক্" ইতি চ বাচকজাতস্য অকারপ্রকৃতিত্বং, বাচ্যজাতস্য ব্রহ্মপ্রকৃতিত্বং চ সুস্পষ্টম্। অতঃ ব্রহ্মণঃ অকারবাচ্যতাপ্রতিপাদনাৎ অকারবাচ্যো নারায়ণ এব মহেশ্বরঃ ইতি সিদ্ধম্।

১৪৩। তস্যৈব "সহস্রশীর্ষং দেবম্" ইতি কেবলপরতত্ত্ববিশেষ-প্রতিপাদনপরেণ নারায়ণানুবাকেন সর্বস্মাৎ প্রপঞ্চিতম্। অনেন অনন্যপরেণ প্রতিপাদিতমেব পরতত্ত্বম্, অন্যপরেষু সর্বেষু বাক্যেষু কেনাপি শব্দেন প্রতীয়মানং তদেবেতি অবগম্যতে ইতি "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ" ইতি সূত্রকারেণ নির্ণীতম্।

ভগবান স্বয়ং গীতায় বলিয়াছেন — "আমাকে সমগ্র চেতনাচেতনাত্মক জগতের উৎপত্তি বা প্রলয়স্থান বলিয়া জানিবে", "হে ধনঞ্জয়! আমা অপেক্ষা অন্য কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু আর নাই" (গীতা ৭।৬,৭), "সর্ব বর্ণের মধ্যে স্বরবর্ণের আদি 'অ'-কার আমি" (গীতা ১০।৩৩)। শ্রুতিও বলিতেছেন — 'অ' অক্ষরটি ব্রহ্মবাচক। 'সমস্ত বাক্যই 'অ'-কার হইতে উদ্ভূত'। এইভাবে শ্রুতিতে সুস্পষ্ট কথিত হইয়াছে যে, সমস্ত বাচক শব্দের মূল হইতেছে 'অ'-কার এবং সমস্ত বাচ্যবস্তুর মূল হইতেছেন ব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্ম যখন অ-কারবাচ্য তখন অ-কার-বাচ্য নারায়ণই যে মহেশ্বর তাহা সিদ্ধ হইল ॥১৪২॥

নারায়ণ-অনুবাক্ যাহা কেবল পরতত্ত্ব নির্ণয়ে বিশেষভাবে নিরত সেই অনুবাক্ 'সহস্রশীর্ষং দেবম্' ইত্যাদি বাক্যে নারায়ণকেই সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। শ্রুতির এই শাখা, পরবস্তু নির্ণয় ভিন্ন যাহার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, সেই শাখাটি এইভাবে পরতত্ত্বের নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রুতির অন্যান্য শাখা যাহা অন্যান্য বিষয় প্রতিপাদনে নিরত, তাঁহারা এই পরতত্ত্বকে অন্য প্রকারে অন্য বাক্যে, অপর বস্তু বিষয়ে নির্ণয় করিতেছেন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও (প্রকৃতপক্ষে তাহাদের অন্তর্যামীরূপী বস্তুকেই) উক্ত নারায়ণকেই বুঝাইতেছে। এই তাৎপর্যটি সূত্রকার কর্তৃক ব্রহ্মসূত্রে নির্ণীত হইয়াছে ॥১৪৩॥

১৪৪। তদেতৎ পরং ব্রহ্ম ক্বচিৎ ব্রহ্মশিবাদিশব্দাবগতমিতি কেবলব্রহ্মশিবয়োঃ ন পরত্বপ্রসংগঃ; অস্মিন্ অনন্যপরেঽনুবাকে তয়োরিন্দ্রাদিতুল্যতয়া তদ্বিভূতিত্বপ্রতিপাদনাৎ; ক্বচিৎ আকাশ-প্রাণাদিশব্দেন পরং ব্রহ্মাভিহিতম্ ইতি ভূতাকাশপ্রাণাদেঃ যথা ন পরত্বম্।

১৪৫। যৎপুনরিদমাশঙ্কিতম্—"অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং

যথা — 'শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ' (ব্রহ্মসূত্র ১।১।৩১) — পরন্তু শাস্ত্রদৃষ্টি অনুসারে উক্ত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, যেরূপ উপদেশ বামদেব* দিয়াছিলেন, (অর্থাৎ ইন্দ্র জীব হইলেও নিজেকে প্রাণরূপে এবং উপাস্যরূপে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা, 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং, স আত্মা তত্ত্বমসি' (ছাঃ উঃ ৩।১৪।১) এই সমস্তই ব্রহ্মাত্মক, চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুরই ব্রহ্ম আত্মা এবং এই সকল বস্তু ব্রহ্মের শরীর, অতএব তিনিও তুমি — এই শাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে বামদেব ঋষির ন্যায় উপদেশ দিয়াছেন।

অতএব এই পরং ব্রহ্ম কোথাও কোথাও 'ব্রহ্মা' 'শিব' আদি শব্দে কথিত হইলেও তাহার দ্বারা ব্রহ্মা শিবের পরত্ব প্রসঙ্গ হয় না, যেহেতু, শ্রুতিতে কেবল পরত্ব প্রতিপাদক অনুবাকে ব্রহ্মা শিব ও ইন্দ্রাদিকে সমানভাবেই ব্রহ্মের বিভূতি বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে। যেমন কখনো কখনো আকাশ, প্রাণ প্রভৃতি শব্দকেও পরং ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ভূতাকাশ বা প্রাণ ইহারা তো কখনও পরবস্তু পরং ব্রহ্ম হইতে পারে না ॥১৪৪॥

(হৃদয়ান্তর্বর্তী ব্রহ্মের ধ্যান বিষয়ে পূর্বপক্ষ কর্তৃক আর একটি আপত্তি উত্থিত হইতেছে)—

"এই ব্রহ্মপুরে আকাশ-পদ্মের একটি গৃহ আছে, 'দহর' নামক এই

---

* উদাহরণস্বরূপ বলিতেছেন—বামদেব-ঋষি পরমব্রহ্মের সর্বাত্মভাব এবং ইতর সমস্ত বস্তুর ব্রহ্ম-শরীরত্বভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি ইহাও অবগত হইয়াছিলেন যে, শরীরবাচক শব্দসমূহ শরীরীবাচক আত্মাকেও (পরমাত্মাকেও) বুঝায়। সেই জন্য তিনি নিজ আত্মা ও মনু, সূর্য প্রভৃতি অন্যান্য জীবাত্মা যাহারা ব্রহ্মের শরীররূপী এবং ব্রহ্ম যাহাদের অন্তরাত্মা শরীরীরূপী সেই শরীরী পরব্রহ্মকে 'অহং' শব্দে নির্দেশ করিয়া এবং তাঁহার সহিত অভিন্নভাবে মনু ও সূর্য প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি মনু ও সূর্য হইয়াছিলাম" ইত্যাদি (বৃহঃ উঃ ১।১।৩১)।

পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্” ইত্যত্র আকাশশব্দেন জগদুপাদানকারণং প্রতিপাদ্য, তদন্তর্বর্ত্তিনঃ কস্যচিৎ তত্ত্ববিশেষস্য অন্বেষ্টব্যতা প্রতিপাদ্যতে ; অস্য আকাশস্য নামরূপয়োঃ নির্বাহকত্বশ্রবণাৎ পুরুষসূক্তে পুরুষস্য নাম-রূপয়োঃ কর্ত্তৃত্বদর্শনাচ্চ আকাশপর্যায়ভূতাৎ পুরুষাৎ অন্যস্য অন্বেষ্টব্য-তয়া উপাস্যত্বং প্রতীয়তে ইতি।

১৪৬। অনধীতবেদানাম্ অদৃষ্টশাস্ত্রবিদাম্ ইদং চোদ্যং, যতঃ তত্র শ্রুতিরেব অস্য পরিহারমাহ বাক্যকারশ্চ। “দহরোঽস্মিন্নন্তরা-কাশঃ কিং তদত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যং যদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্” ইতি চোদিতে, “যাবান্বা অয়মাকাশঃ তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ” ইত্যাদিনা অস্য আকাশশব্দবাচ্যস্য পরমপুরুষস্য অনবধিকমহত্ত্বং সকলজগৎকারণতয়া সকলজগদাধারত্বং প্রতিপাদ্য, “তস্মিন্ কামাঃ

অন্তরাকাশ, ইহার মধ্যে যিনি অবস্থিত, তিনি অন্বেষণীয়, তিনিই জিজ্ঞাস্য” (ছাঃ উঃ ৮।১।২)। এই বাক্যে আকাশ শব্দে ‘আকাশ’ শব্দে জগতের উপাদানকারণ প্রতিপাদন করিয়া তদন্তর্বর্ত্তী কোন তত্ত্ববিশেষের অন্বেষণীয়তা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। যেহেতু এই আকাশের নাম ও রূপের নির্বাহকত্ব শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে এবং যেহেতু পুরুষসূক্তে পুরুষের নাম ও রূপের কর্ত্তৃত্ব দেখা যায়, অতএব, আকাশ পর্যায়বাচক পুরুষ হইতে অন্য কাহারও অন্বেষণীয়তা ও উপাস্যত্ব প্রতীত হয় ॥১৪৫॥

দহর-ব্রহ্মের ধ্যান, ব্যোমাতীতবাদ— পূর্বপক্ষ—

বেদের প্রকৃত অর্থ যাঁহাদের অধিগত হয় নাই, তাঁহারাই উক্ত প্রকার মন্তব্য করিবেন। স্বয়ং বেদই তাঁহাদের উক্তির পরিহার করিয়াছেন। এ বিষয়ে বাক্যকারের অভিমত— “এই দহরাকাশের মধ্যে কি বস্তু আছে, যাহা অন্বেষণীয় এবং যাহা জিজ্ঞাসিতব্য ?” (ছাঃ উঃ ৮।১।২), এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতিই বলিয়াছেন — “বাহ্যাকাশ যত মহান্, হৃদয়মধ্যবর্ত্তী এই আকাশও তত মহান্” (ছাঃ উঃ ৮।১।৩), ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে ‘আকাশ’ শব্দবাচ্য পরমপুরুষের অনবধিক মহত্ত্ব এবং সকল জগতের কারণরূপে সকল জগতের আধারত্ব প্রতিপাদন করিয়া, ‘তাঁহার

রামানুজকৃত পরিহার

সমাহিতাঃ" ইতি অপহতপাপ্মত্বাদি সত্যকামশব্দেন সত্যসংকল্পত্ব-পর্যন্তগুণাষ্টকং নিহিতমিতি, পরমপুরুষবৎ পরমপুরুষগুণাষ্টকস্যাপি পৃথগ্বিজিজ্ঞাসিতব্যতাপ্রতিপিপাদয়িষয়া "তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্" ইত্যুক্তম্ ইতি শ্রুত্যৈব সর্বং পরিহৃতম্।

১৪৭। এতদুক্তং ভবতি — "কিং তদত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যম্" ইত্যস্য চোদ্যস্য তস্মিন্ সর্বস্য জগতঃ স্রষ্টৃত্বম্ আধারত্বং নিয়ন্তৃত্বং শেষিত্বম্, অপহতপাপ্মত্বাদয়ো গুণাশ্চ বিদ্যন্তে ইতি পরিহারঃ ইতি। তথা চ বাক্যকারবচনম্ — " 'তস্মিন্ যদন্তঃ' ইতি কামব্যপদেশঃ" ইতি। কাম্যন্তে ইতি কামাঃ অপহতপাপ্মত্বাদয়ো গুণা ইত্যর্থঃ।

১৪৮। এতদুক্তং ভবতি — যৎ এতৎ দহরাকাশশব্দাভিধেয়ম্

মধ্যে সমস্ত কামনা সমাহিত আছে' (ছাঃ উঃ ৮।১।৫), এই বাক্যে তাঁহার 'অপহতপাপ্মত্বাদি'* সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প পর্যন্ত গুণাষ্টক নিহিত আছে। পরমপুরুষের ন্যায় পরমপুরুষের এই গুণাষ্টকেরও পৃথক্‌ভাবে জিজ্ঞাসিতব্যতা প্রতিপাদনের ইচ্ছায় কথিত হইয়াছে। 'এই আকাশের মধ্যে যাহা নিহিত আছে তাহা অন্বেষণীয়', অতএব, আকাশ পর্যায়বাচক পুরুষ হইতে অন্য কোন পুরুষের অন্বেষণীয় ধ্যেয়তা শ্রুতিবাক্যের দ্বারাই পরিহৃত হইয়াছে ॥১৪৬॥

উক্ত প্রসঙ্গের তাৎপর্য এই যে, 'হৃদয়-আকাশ মধ্যে কাহার অন্বেষণ করিবে?' এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইয়াছে — এই হৃদয়ান্তর্বর্তী দহরাকাশ হইতেছেন ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মে সর্ব জগতের সৃষ্টিকর্তৃত্ব, আধারত্ব, নিয়ন্তৃত্ব, শেষিত্ব এবং অপহতপাপ্মত্বাদি গুণগণ বিদ্যমান। দহরাকাশে এই সকল গুণগণই অন্বেষ্টব্য। এ বিষয়ে বাক্যকারও বলিয়াছেন—'ইহার (দহরাকাশের মধ্যে কি আছে, যাহা অন্বেষ্টব্য?' (ছাঃ উঃ ৮।১।১),— এই প্রশ্নের উত্তরে (শ্রুতি বলিতেছেন) 'ব্রহ্মের গুণগণই অন্বেষ্টব্য।' অতএব, শ্রুতিবাক্যের দ্বারাই পূর্ব-পক্ষের যে মন্তব্য (ব্রহ্মব্যতিরিক্ত অপর ধ্যেয় পুরুষ অন্বেষ্টব্য) তাহা পরিহৃত হইল ॥১৪৭॥

এই প্রসঙ্গগত বিভিন্ন শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য হইতেছে — এই দহরাকাশ

---

* 'অপহতপাপ্মা, বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকঃ বিজিঘিৎস্য অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ' (ছাঃ উঃ ৮।৭।১)।

নিখিলজগদুদয়বিভবলয়লীলং পরং ব্রহ্ম, তস্মিন্ যৎ অন্তর্নিহিতম্ অনবধিকাতিশয়ম্ অপহতপাপ্মত্বাদিগুণাষ্টকং, তৎ উভয়মপি অন্বেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ ইতি। যথাহ—"অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" ইতি।

১৪৯। যঃ পুনঃ কারণস্যৈব ধ্যেয়তাপ্রতিপাদনপরে বাক্যে বিষ্ণোঃ অনন্যপরবাক্যপ্রতিপাদিতপরতত্ত্বভূতস্য কার্যমধ্যে নিবেশঃ, সঃ স্বকার্যভূততত্ত্বসংখ্যাপূরণং কুর্বতঃ স্বলীলয়া জগদুপকারায় স্বেচ্ছাবতারঃ ইত্যবগন্তব্যঃ ; যথা লীলয়া দেবসংখ্যাপূরণং কুর্বতঃ উপেন্দ্রত্বং পরস্যৈব ; যথা চ সূর্যবংশোদ্ভবরাজসংখ্যাপূরণং কুর্বতঃ পরস্যৈব ব্রহ্মণো দাশরথিরূপেণ স্বেচ্ছাবতারঃ ; যথা চ সোমবংশসংখ্যাপূরণং কুর্বতো ভগবতঃ ভূভারাবতরণায় স্বেচ্ছয়া বাসুদেবগৃহেঽবতারঃ ; সৃষ্টিপ্রলয়প্রকরণেষু নারায়ণ এব পরমকারণতয়া প্রতিপাদ্যতে ইতি

শব্দে নিখিল জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপ লীলাকারী যে পরমব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, তাঁহার মধ্যে নিহিত যে অনবধিক অতিশয় অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি গুণাষ্টক সেই উভয়েই অন্বেষ্টব্য এবং বিজিজ্ঞাসিতব্য। এই অভিপ্রায় অনুযায়ী শ্রুতিবাক্য এই প্রকরণে দেখা যায়—যথা, "এখানে যাঁহারা আত্মা এবং তাহার সত্যকাম আদি গুণগণকে জানিয়া থাকেন, তাঁহারা সর্বলোকে স্বেচ্ছানুগুণ বিচরণ করিতে পারেন" (ছাঃ উঃ ৮.১.৬) ॥১৪৮॥

পুনরায়, কেবল পরতত্ত্ব বিষয় প্রতিপাদন করিয়াছেন এইরূপ প্রকরণগত শাস্ত্রবাক্যে কারণবস্তু বলিয়া বিষ্ণুকেই ধ্যেয়বস্তু বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন।

ধ্যেয়বস্তু বিষয়ে বিষ্ণুর পরত্ব-শঙ্কা নিরসন—

এই কারণবস্তু নিজ লীলার জন্য এবং জগতের উপকারের জন্য স্বেচ্ছায় অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি লীলায় ইন্দ্রের অনুজ 'উপেন্দ্র'রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আবার, এই পরমপুরুষ সূর্যবংশে রাজকুলে দশরথ-নন্দনরূপে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, আবার, তিনিই চন্দ্রবংশে ভূ-ভার হরণের জন্য বসুদেব-গৃহে স্বেচ্ছায় অবতার গ্রহণ করিয়াছেন। সৃষ্টি ও প্রলয় প্রকরণে পরমপুরুষ নারায়ণই যে পরম কারণরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন তাহা তো ইতিপূর্বে

পূর্বমেবোক্তম্ ।

১৫০। যৎ পুনঃ অথর্বশিরসি রুদ্রেণ স্বসর্বৈশ্বর্য প্রপঞ্চিতং, তৎ "সোঽহন্তরাদন্তরং প্রাবিশৎ" ইতি পরমাত্মপ্রবেশাদুক্তম্ ইতি শ্রুত্যৈব ব্যক্তম্। "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ" ইতি সূত্রকারেণ এবমাদীনাম্ অর্থঃ প্রতিপাদিতঃ।

১৫১। যথোক্তং প্রহ্লাদেনাপি—

সর্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ।
মত্তঃ সর্বমহং সর্বং ময়ি সর্বং সনাতনে ॥ ইত্যাদি।

অত্র "সর্বগত্বাদনন্তস্যং" ইতি হেতুরুক্তঃ ; স্বশরীরভূতস্য সর্বস্য চিদচিদ্বস্তুনঃ আত্মত্বেন সর্বগতঃ পরমাত্মা ইতি, সর্বে শব্দাঃ সর্বশরীরং পরমাত্মানমেব অভিদধতীত্যুক্তম্। অতঃ "অহম্" ইতি শব্দঃ স্বাত্মপ্রকারিণং পরমাত্মানমেব আচষ্টে।

কথিত হইয়াছে ॥১৪৯॥

পুনরায়, অথর্ব-শিরোপনিষদে রুদ্র নিজ সর্বৈশ্বর্যত্বের বিষয় বলিয়াছেন, তাহার হেতু হইতেছে তাঁহার মধ্যে পরমাত্মারূপে ব্রহ্মের প্রবেশ। যথা—'তিনি (ব্রহ্ম-পরমাত্মারূপে অন্তর হইতে অন্তরে প্রবেশ করিয়াছেলেন' (অথর্ব শিরোপঃ ২)। সূত্রকারও (বেদব্যাসও) ব্রহ্মসূত্রে (১।১।৩১) এই অর্থই প্রতিপাদন করিয়াছেন—'শাস্ত্রদৃষ্টি অনুসারে উক্ত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, যেরূপ ঋষি বামদেব বলিয়াছিলেন, 'আমি মনু ও সূর্য হইয়াছিলাম' ॥১৫০॥

রুদ্রের পরত্ব-নিরসন

প্রহ্লাদও এই কথাই বলিয়াছিলেন—সেই অনন্ত পুরুষ সর্ব-গত বলিয়া, "আমিও তিনি, সকলেই আমা হইতে উৎপন্ন, আমিই সর্ববস্তু, আমার মধ্যেই সকলেই অবস্থিত, আমি সনাতন পুরুষ" (বিঃ পুঃ ১।১৯।৮৫)। এই স্থলে এই উক্তির সমর্থনে ইহার হেতু প্রহ্লাদ কর্তৃক স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে—'অনন্ত পরমপুরুষ সর্ব-গত বলিয়া'। নিজ শরীরভূত সমস্ত চিদচিদ্ বস্তুর আত্মারূপে পরমাত্মা হইতেছেন সর্ব গত এই হেতু, সর্ব শব্দ সর্বশরীরী-পরমাত্মাতেই পর্যবসিত হইয়া থাকে। অতএব 'আমি' এই শব্দটি আবার সেই পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে, যাহার শরীর হইতেছে প্রত্যেক (চেতনাচেতন বিশিষ্ট জীব) ॥১৫১॥

সামানাধিকরণ্যের হেতু হইতেছে সর্ববস্তুর ভগবদ্-অনুপ্রবেশ—

১৫২। অতঃ ইদমুচ্যতে "আত্মেত্যেব তু গৃহ্নীয়াৎ সর্বস্য তন্নিষ্পত্তেঃ" ইত্যাদিনা অহংগ্রহণোপাসনং বাক্যকারেণ ; কার্যাবস্থঃ কারণবস্থশ্চ স্থূলসূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুশরীরঃ পরমাত্মৈব ইতি "সর্বস্য তন্নিষ্পত্তেঃ" ইত্যুক্তম্। "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ" ইতি সূত্রকারেণ চ।

১৫৩। মহাভারতে চ ব্রহ্মরুদ্রসংবাদে ব্রহ্মা রুদ্রং প্রত্যাহ— "তবান্তরাত্মা মম চ যে চান্যে দেহিসংজ্ঞিতাঃ" ইতি। রুদ্রস্য ব্রহ্মণশ্চ অন্যেষাং চ দেহিনাং পরমেশ্বরো নারায়ণঃ অন্তরাত্মতয়াবস্থিতঃ ইতি।

তথা তত্রৈব—

বিষ্ণুরাত্মা ভগবতো ভবস্যামিততেজসঃ।
তস্মাদ্ধনুর্জ্যাসংস্পর্শং স বিষেহে মহেশ্বরঃ ॥ ইতি।

তত্রৈব—

এই কারণেই বাক্যকার বলিয়াছেন, 'ব্রহ্মকে নিজ আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিবে, কারণ ইহা হইতেই সমস্ত বস্তুর নিষ্পত্তি (উদ্ভব) হয়।' ইত্যাদি বাক্যের ভাবে 'অহং' যুক্ত বাক্যকে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবার বিধানের কথা তিনি বলিয়াছেন।

কারণাবস্থ সূক্ষ্ম এবং কার্যাবস্থ স্থূল চিদচিদ্ বস্তুরূপ শরীরবিশিষ্ট হইতেছেন পরমাত্মাই, এই হেতু কথিত সমস্ত শরীরই তাঁহা হইতে উদ্ভূত। সূত্রকারও বলিয়াছেন—'(উপাসনাকালে) কিন্তু (ব্রহ্মকে) উপাসকের আত্মারূপে (চিন্তা করিবে), যেহেতু জীবাত্মা এবং ব্রহ্মের এইরূপ জ্ঞানই স্বাভাবিক ॥১৫২॥

মহাভারতেও ব্রহ্ম-রুদ্র সংবাদে ব্রহ্মা রুদ্রকে বলিতেছেন— 'তোমার, আমার এবং অপরাপর যে সব দেহধারী আছেন তাঁহাদের অন্তরাত্মারূপে পরমেশ্বর নারায়ণ অবস্থিত আছেন।' (ভাঃ মোঃ ১৭৯।৪) মহাভারত পুনরায় বলিতেছেন — 'অমিততেজা ভগবান রুদ্রের মধ্যে আত্মারূপে বিষ্ণু অবস্থিত। সেই জন্য তিনি ধনুকের জ্যা-সংস্পর্শ সহন করিতে পারিয়াছিলেন' (ভাঃ কঃ পঃ ৩৫।৫০)। এই মহাভারতই আবার বলিতেছেন—

এতৌ দ্বৌ বিবুধশ্রেষ্ঠৌ প্রসাদক্রোধজৌ স্মৃতৌ।
তদাদর্শিতপন্থানৌ সৃষ্টিসংহারকারকৌ॥ ইতি।

অন্তরাত্মতয়া অবস্থিতনারায়ণদর্শিতপথৌ ব্রহ্মরুদ্রৌ সৃষ্টিসংহার-কার্যকরৌ ইত্যর্থঃ।

১৫৪। নিমিত্তোপাদানয়োস্তু ভেদং বদন্তঃ বেদবাহ্যা এব স্যুঃ--"জন্মাদ্যস্য যতঃ", "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" ইত্যাদি-বেদবিদ্‌প্রণীতসূত্রবিরোধাৎ; "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবা-দ্বিতীয়ম্", "ব্রহ্মবনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীৎ যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্ঠতক্ষুঃ, ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠদ্‌ভুবনানি ধারয়ন্", "সর্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ

'এই দুইজন দিব্যপুরুষ (ব্রহ্মা এবং রুদ্র) প্রসাদ এবং ক্রোধ হইতে উৎপন্ন। তাঁহার (বিষ্ণুর) প্রদর্শিত মার্গে তাঁহারা সৃষ্টি এবং সংহার করিয়া থাকেন', (ভাঃ মোঃ ১৬৯।১৯)। এই ভারত-বাক্যের তাৎপর্য এই যে—' নারায়ণ, ব্রহ্মা ও রুদ্রের অন্তরাত্মারূপে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের পথ প্রদর্শন করেন। এই পথ ধরিয়া তখন তাঁহারা (ব্রহ্মা ও রুদ্র) যথাক্রমে সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন ॥১৫৩॥

কোন কোন অবৈদিক পুরুষ নিমিত্ত এবং উপাদান১ কারণের বিভিন্নতার কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা বেদবিদ্‌গণের অভিমতের বিরোধী। যথা—'যাঁহা হইতে (জগতের) জন্ম আদি হইয়া থাকে তিনিই ব্রহ্ম (নিমিত্ত কারণ) (ব্রঃ সূঃ ১।১।২)। 'উপাদান কারণও (পরমাত্মা পরংব্রহ্ম), শ্রুতি-উক্ত প্রতিজ্ঞা-বাক্য২ এবং দৃষ্টান্ত বাক্যের বিরোধ হয় না বলিয়া' (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৩)। শ্রুতিও সেই কথাই বলিতেছেন, যথা—'হে সৌম্য, এই জগৎ অগ্রে 'সৎ'ই ছিল, এক এবং অদ্বিতীয় ছিল (নিমিত্ত কারণ) (ছাঃ ৬।২।১); 'ব্রহ্মই বন, ব্রহ্ম বৃক্ষ ছিল, ইহা হইতে আকাশ ও পৃথিবী রচিত হইয়াছিল, ব্রহ্ম এই সকল ভুবন ধারণ করিয়া অধিষ্ঠিত ছিলেন' (তৈঃ ২।৮।৯); নিমেষাদি কাল বিদ্যুতের

---

১ 'উপাদানং তু ভগবান্ নিমিত্তং তু মহেশ্বরঃ।'

২ প্রতিজ্ঞাবাক্য—'যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি……' (ছাঃ ৬।১।৩)। দৃষ্টান্তবাক্য—'যথা সোম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ'।

পুরুষাদধি”, “ন তস্যেশে কশ্চন তস্য নাম মহদ্যশঃ”, “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন”, “সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ”, “পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্”, “উতামৃতত্বস্যেশানঃ”, “নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে” ইত্যাদিসর্বশ্রুতিগণবিরোধাচ্চ।

১৫৫। ইতিহাসপুরাণেষু চ সৃষ্টিপ্রলয়প্রকরণয়োরিদমেব পরতত্ত্বমিত্যবগম্যতে। যথা মহাভারতে--

কেন সৃষ্টমিদং সর্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
প্রলয়ে চ কমভ্যেতি তন্মে ব্রূহি পিতামহ॥ ইতি পৃষ্টঃ,
নারায়ণো জগন্মূর্তি অনন্তাত্মা সনাতনঃ। ইত্যাদি চ বদৎ,
ঋষয়ঃ পিতরো দেবা মহাভূতানি ধাতবঃ॥
জঙ্গমাজঙ্গমঞ্চেদং জগন্নারায়ণোদ্ভবম্। ইতি চ।

ন্যায় জ্যোতির্ময় পুরুষ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল' (মহাঃ উঃ); 'তাঁহার অপর কেহ শাসনকর্ত্তা নাই, তাহার নাম মহা যশ', (মহাঃ উঃ); 'এখানে নানা কেহ কিছুই নাই', (বৃহঃ ৬।৪।১৯); 'তিনি সকলেরই বশকর্ত্তা, সকলেরই শাসনকর্ত্তা (বৃহঃ ৬।৪।২২); 'দৃশ্যমান এই সমস্তই হইতেছেন পুরুষ, যাহা ছিল এবং যাহা হইবে তাহাও তিনি, তিনি অমৃতত্বেরও শাসক', (পুঃ সূঃ ২।৪); 'তিনি ভিন্ন গম্যস্থানের আর অন্য পন্থা নাই', (শ্বেতাঃ ৩।৮)॥১৫৪॥

ইতিহাস (রামায়ণ ও মহাভারত) এবং পুরাণের স্থিতি এবং প্রলয় প্রকরণে উপরি-উক্ত নির্ণীত পরত্বেরই বিষয় (নারায়ণেরই পরত্বের বিষয়) জানা যায়। যথা মহাভারতে—'স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই সমস্ত জগৎ কাহার দ্বারা সৃষ্ট হয় এবং প্রলয়ে কাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়?' (ভাঃ মোঃ ১৮১।১), —এই কথা পৃষ্ট হইয়া তদুত্তরে পিতামহ ভীষ্ম বলিতেছেন—'সনাতন নারায়ণ হইতেছেন জগতের অন্তর্যামী অন্তরাত্মা এবং এই জগৎই তাঁহার মূর্ত্তি (ভাঃ মোঃ ১৮১।১২), (২২৯ অনুবাকেও কথিত হইয়াছে)—'ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, মহাভূতগণ, ধাতুসমূহ এবং স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই জগৎ নারায়ণ হইতে উদ্ভূত' ॥১৫৫॥

নারায়ণের পরত্ব এবং পরম-কারণত্বে উপবৃংহণ-বচন

১৫৬। প্রাচ্যোদীচ্যদাক্ষিণাত্যপাশ্চাত্যসর্বশিষ্টৈঃ সর্বধর্মসর্বতত্ত্ব-ব্যবস্থায়াম্ ইদমেব পর্যাপ্তমিত্যবিগানপরিগৃহীতং বৈষ্ণবং চ পুরাণম্। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইতি জগজ্জন্মাদিকারণং ব্রহ্মেত্যবগম্যতে। তৎ জন্মাদিকারণং কিমিতি প্রশ্নপূর্বকং "বিষ্ণোঃ সকাশাদুদ্ভূতম্" ইত্যাদিনা ব্রহ্মস্বরূপবিশেষপ্রতিপাদনৈকপরতয়া প্রবৃত্তম্ ইতি সর্ব-সম্মতম্। তথা তত্রৈব--

প্রকৃতির্যা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি॥
পরমাত্মা চ সর্বেষাম্ আধারঃ পরমেশ্বরঃ।
বিষ্ণুনামা স বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে॥ ইতি।

সর্ববেদবেদান্তেষু সর্বৈঃ শব্দৈঃ পরমকারণতয়া অয়মেব গীয়তে ইত্যর্থঃ।

১৫৭। যথা সর্বাসু শ্রুতিষু কেবলপরব্রহ্মস্বরূপবিশেষপ্রতিপাদ-

পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সমস্ত দেশেই সমস্ত জ্ঞানী সাধুগণ সকলে এক কণ্ঠে সবধর্ম ও সর্বতত্ত্বের নিরূপণে পর্যাপ্ত বলিয়া বিষ্ণুপুরাণকেও গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই বিষ্ণুপুরাণ জগতের জন্মাদির কারণবস্তু বিষয়ে বলিতেছেন — 'বিষ্ণু হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে', (বিঃ পুঃ ১।১।৩১)। ব্রহ্মসূত্র বলিয়াছেন—'যাঁহা হইতে জগতের জন্মাদি হইয়া থাকে তিনি হইতেছেন ব্রহ্ম' (ব্রঃ সূঃ ১।১।২)। অতএব সকল জ্ঞানিগণ এ বিষয়ে একমত যে এই বিষ্ণুই ব্রহ্ম-স্বরূপ, এবং এই ব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণুই জগৎ-সৃজনে প্রবৃত্ত। এই বিষ্ণুপুরাণই পুনরায় বলিতেছেন-- "ব্যক্তস্বরূপিণী এবং অব্যক্তস্বরূপিণী যে প্রকৃতির বিষয় এবং যে পুরুষের (জীবাত্মার বিষয়) আমি বলিয়াছি এই উভয়েই পরমাত্মায় লীন হয়। পরমাত্মাই সকলের আধার এবং সর্বেশ্বর। সর্ব বেদে এবং বেদান্তে এই পরমাত্মা, বিষ্ণু নামে গীত হইয়া থাকেন" (বিঃ পুঃ ৬।৪।৩৯)। সর্ব বেদ-বেদান্তে সর্ব শব্দে এই বিষ্ণুই পরমকারণরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন॥১৫৬॥

যেমন সমস্ত শ্রুতির মধ্যে 'নারায়ণ অনুবাকে'র একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে, ব্রহ্মের বিশেষ স্বরূপ প্রতিপাদন, তদ্রূপ কেবল এই স্বরূপ প্রতি-

নায়ৈব প্রবৃত্তো নারায়ণানুবাকঃ, তথা ইদং বৈষ্ণবং চ পুরাণম্—

সোঽহমিচ্ছামি ধর্মজ্ঞ শ্রোতুং ত্বত্তো যথা জগৎ।
বভূব ভূয়শ্চ যথা মহাভাগ ভবিষ্যতি ॥
যন্ময়ং চ জগৎ ব্রহ্মন্ যতশ্চৈতচ্চরাচরম্।
লীনমাসীদ্যথা যত্র লয়মেষ্যতি যত্র চ ॥ ইতি।

পরং ব্রহ্ম কিমিতি প্রক্রম্য,

বিষ্ণোঃ সকাশাদুদ্ভূতং জগত্তত্রৈব চ স্থিতম্।
স্থিতিসংযমকর্ত্তাসৌ জগতোঽস্য জগচ্চ সঃ ॥
পরঃ পরাণাং পরমঃ পরমাত্মাত্মসংস্থিতঃ।
রূপবর্ণাদিনির্দেশবিশেষণবিবর্জিতঃ।
অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামর্দ্ধিজন্মভিঃ।
বর্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলম্ ॥
সর্বত্রাসৌ সমস্তং চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ।
ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে ॥

পাদনই হইতেছে বিষ্ণুপুরাণের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিষ্ণুপুরাণে প্রথমেই প্রশ্ন দেখা যায়—"হে মহাভাগ! হে ধর্মজ্ঞ! এই জগৎ বর্ত্তমানে যেরূপ এবং ভবিষ্যতে যেরূপ হইবে, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। হে ব্রহ্মণ! এই জগৎ যে বস্তুতে পূর্ণ এবং এই চরাচর জগৎ যাহা হইতে উদ্ভূত, যাহাতে অতীতে লীন ছিল এবং ভবিষ্যতে যাহাতে লীন হইবে, তাহাও আমি জানিতে ইচ্ছা করি।' এই প্রশ্নের সার কথা হইতেছে—পরব্রহ্ম বস্তুটি কী? এতদুত্তরে, ব্রহ্ম বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট তত্ত্ব কথিত হইয়াছে—"বিষ্ণুর নিকট হইতে এই জগৎ উদ্ভূত এবং তাঁহাতেই ইহা অবস্থিত। তিনিই এই জগতের স্থিতিকর্ত্তা এবং নিয়মনকর্ত্তা। তিনিই জগৎ, তিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর। তিনিই (সকলের মধ্যে) পরমাত্মারূপে সংস্থিত, তিনি রূপ, বর্ণ ইত্যাদি বিবর্জিত। তিনি অপক্ষয়, নাশ, পরিণাম, বিবর্দ্ধন এবং জন্মের অতীত। এই হেতু তিনি কেবল 'সদা অস্তি', এই পদবাচ্য। তিনি সর্ব বস্তুর ভিতরে অবস্থিত এবং সর্ববস্তু তাঁহাতে অবস্থান করে। সেজন্য, বিদ্বানগণ তাঁহাকে 'বাসুদেব' এই নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। তিনি

তদ্‌ব্রহ্ম পরমং নিত্যম্ অজমক্ষয়মব্যয়ম্।
একস্বরূপং চ সদা হেয়াভাবাচ্চ নির্মলম্ ॥
তদেব সর্বমেবৈতৎ ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপবৎ।
তথা পুরুষরূপেণ কালরূপেণ চ স্থিতম্ ॥
স সর্বভূতপ্রকৃতিং বিকারান্ গুণাদিদোষাংশ্চ মুনে ব্যতীতঃ।
অতীতসর্বাবরণোঽখিলাত্মা তেনাস্তৃতং যদ্‌ভুবনান্তরালে ॥
সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ স্বশক্তিলেশোদ্ধৃতভূতবর্গঃ।
ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ সংসাধিতাশেষজগদ্ধিতোঽসৌ ॥
তেজোবলৈশ্বর্যমহাববোধস্ববীর্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ।
পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে ॥
স ঈশ্বরো ব্যষ্টিসমষ্টিরূপঃ ব্যক্তস্বরূপঃ প্রকটস্বরূপঃ।
সর্বেশ্বরঃ সর্বদৃক্ সর্ববেত্তা সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাখ্যঃ ॥

হইতেছেন—'পরমব্রহ্ম' নিত্য অজ অক্ষয় এবং অব্যয়। তিনি সর্বদা একরূপ, হেয়বিরহিত এবং নির্মল। তিনিই এই সর্ব বস্তু, ইহারা ব্যক্ত এবং অব্যক্তরূপী, স্থূল এবং সূক্ষ্মরূপী। তিনি পুরুষরূপে এবং কালরূপেও অবস্থিত।" (বিঃ পুঃ ২।১।১-১৪)। "হে মুনে! তিনি সমস্ত ভূত প্রকৃতির অতীত, তাহাদের বিকার ও গুণাদি দোষের অতীত। তাঁহাতে অজ্ঞানের কোন আবরণ নাই। তিনি অখিল বস্তুর আত্মারূপী, এই পৃথিবীগত বস্তুনিচয় তাঁহার দ্বারাই বিস্তৃত। তিনি সর্বকল্যাণগুণময়, নিজ শক্তির অতি ক্ষুদ্র অংশে তিনি সমগ্র ভূতবর্গকে উদ্ধৃত করিয়া রাখেন। তিনি স্বেচ্ছামাত্রেই স্বাভিমত বহু দেহ ধারণ করিয়া থাকেন এবং এতদ্দ্বারা জগতের অশেষ হিতসাধন করিয়া থাকেন। তিনি তেজ বল ঐশ্বর্য মহাজ্ঞান সুবীর্য শক্তি প্রভৃতি গুণরাশির আধার। তিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর। সেই পরবস্তুতে ক্লেশ প্রভৃতির লেশমাত্রও নাই। (সর্ব জগৎ তাহার শরীর বলিয়া) তিনি সর্ব-জগতের ঈশ্বর। তিনি ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপ (স্থূল কার্য জগৎগত জীবাত্মার এবং প্রলয়গত সূক্ষ্ম জীবাত্মার সমষ্টিরূপী), তিনিই আবার ব্যক্তরূপী এবং অব্যক্তরূপী (স্থূল ও সূক্ষ্মাবস্থ) অচেতনরূপী। (বিশ্বাত্মকরূপে ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্যজনিত উক্ত নির্দেশ)। তিনি সর্বেশ্বর, সর্বদ্রষ্টা, সর্ববেত্তা সর্বশক্তিমান পরম ঈশ্বর— পদবাচ্য। যে জ্ঞানের

সংজ্ঞায়তে যেন তদস্তদোষং শুদ্ধং পরং নির্মলং একরূপম্।
সন্দৃশ্যতে বাপ্যধিগম্যতে বা তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোঽন্যদুক্তম্॥

ইতি পরব্রহ্মস্বরূপবিশেষনির্ণয়ায়ৈব প্রবৃত্তম্।

১৫৮। অন্যানি সর্বপুরাণানি অন্যপরাণি এতদবিরোধেন নেয়ানি। অন্যপরত্বং চ তত্তদারম্ভপ্রকারৈঃ অবগম্যতে; সর্বাত্মনা বিরুদ্ধাংশঃ তামসত্বাৎ অনাদরণীয়ঃ।

১৫৯। নন্বস্মিন্নপি,

সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরিণীং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাম্।
স সংজ্ঞাং যাতিভগবান্ এক এব জনার্দনঃ॥

ইতি ত্রিমূর্তিসাম্যং প্রতীয়তে।

নৈতদেবম্; "এক এব জনার্দনঃ" ইতি জনার্দনস্যৈব ব্রহ্মশিবাদিকৃৎস্নপ্রপঞ্চতাদাত্ম্যং বিধীয়তে।

দ্বারা এই নির্দোষ শুদ্ধ পরম নির্মল একরূপ বস্তুকে (ব্রহ্মকে বা পরমেশ্বরকে) জানা যায় সেই জ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান, অন্য সব জ্ঞানই অজ্ঞান। (বিঃ পুঃ ৬।৫।৮৩-৮৭)। অতএব, বুঝা যাইতেছে যে বিষ্ণুপুরাণ পরমব্রহ্মের স্বরূপ-বিশেষ প্রতিপাদনের জন্য প্রবৃত্ত ॥১৫৭॥

অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত অন্যান্য পুরাণগত অর্থ, এই বিষ্ণুপুরাণের অর্থের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যান্য পুরাণের উদ্দেশ্য যে ভিন্ন, তাহা তত্তৎ পুরাণের আরম্ভের প্রকার হইতে জানা যায়। অন্যান্য পুরাণে যে অংশটি সর্বপ্রকারে বিরুদ্ধ তাহা অনাদরণীয়, যেহেতু তাহা তামস ॥১৫৮॥

বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—"ভগবান জনার্দন একাই জগতের সৃষ্টি স্থিতি এবং লয়কারী বলিয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব — এই তিন নামে অভিহিত" (বিঃ পুঃ ১।২।৬৬)। অতএব ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর—এই তিন দেবতারই সাম্য প্রতীত হইতেছে।

ত্রিমূর্তি-সাম্যবাদ—পূর্বপক্ষ—

তদুত্তরে আমরা বলি— আপনাদের সিদ্ধান্ত ঠিক নহে, 'ভগবান জনার্দন একাই'—এই বাক্যে জনার্দনকে ব্রহ্মা-শিবাদি প্রমুখ সমগ্র জগৎ-প্রপঞ্চের আত্মারূপে (জগৎ-প্রপঞ্চকে ব্রহ্মাত্মকরূপে) বিধান করা হইয়াছে।

"জগচ্চ সঃ" ইতি পূর্বোক্তমেব বিবৃণোতি—

স্রষ্টা সৃজতি চাত্মানং বিষ্ণুঃ পাল্যং চ পাতি চ।
উপসংহ্রিয়তে চান্তে সংহর্তা চ স্বয়ং প্রভুঃ॥

ইতি স্রষ্টৃত্বেন অবস্থিতং ব্রহ্মাণং সৃজ্যং চ, সংহর্তারং সংহার্যং চ, যুগপন্নির্দিশ্য সর্বস্য বিষ্ণুতাদাত্ম্যোপদেশাৎ; সৃজ্যসংহার্যভূতাৎ বস্তুনঃ স্রষ্টৃসংহর্ত্রোঃ জনার্দনবিভূতিত্বেন বিশেষো দৃশ্যতে। জনার্দনবিষ্ণু-শব্দয়োঃ পর্যায়ত্বেন "ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাম্" ইতি বিভূতিমত এব স্বেচ্ছয়া লীলার্থং বিভূত্যন্তর্ভবি উচ্যতে।

১৬০। যথেদমনন্তরমেবোচ্যতে –

পৃথিব্যাপস্তথা তেজঃ বায়ুরাকাশ এব চ।
সর্বেন্দ্রিয়ান্তঃকরণং পুরুষাখ্যং হি যজ্জগৎ॥
স এব সর্বভূতাত্মা বিশ্বরূপো যতোঽব্যয়ঃ।
সর্গাদিকং ততোঽস্যৈব ভূতস্থমুপকারকম্॥

ত্রিমূর্ত্তি-সাম্যবাদ খণ্ডন।
রামানুজ—

(শরীর-শরীরী এই সম্বন্ধ হেতু ব্রহ্মা শিব ও সমগ্র জগতের সহিত জনার্দনের বা ব্রহ্মের সাম্য বিধান— সামানাধি-করণ্য-বৃত্তির দ্বারা)। ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে, 'তিনিই বা বিষ্ণুই জগৎ' (বিঃ পুঃ ১।১।৩১)। এই কথাই বিবৃত হইয়াছে (বিঃ পুঃ ১।২।৬৭ শ্লোকে) — 'প্রভু বিষ্ণু স্বয়ং নিজেকে সৃজন করেন, তিনিই পাল্য আবার তিনিই পালনকর্ত্তা, তিনিই সংহারকর্ত্তা এবং সংহার্য বস্তু।' এইভাবে যুগপৎ নির্দেশের জন্য সমস্ত বস্তুতেই বিষ্ণুর তাদাত্ম্য উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব (শাস্ত্রে) এই সমস্ত বস্তু জনার্দনের বিভূতিরূপে বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। জনার্দন এবং বিষ্ণু শব্দ পর্যায়বাচক বলিয়া, 'ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মিকাম্'— এই ত্রিমূর্ত্তিবাচক শব্দে কথিত হইয়াছে যে, বিষ্ণু স্বয়ং বিভূতিমান হইয়াও স্বেচ্ছায় লীলার্থ ব্রহ্মা ও শিবরূপী বিভূতিদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন॥১৫৯॥

এই ভাবটি অতঃপর শ্লোকাবলীতে বিস্তৃতরূপে কথিত হইয়াছে (বিঃ পুঃ ১।২।৬৮-৭০)—"পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, সমস্ত ইন্দ্রিয়নিচয়, মন, পুরুষ বা জীব অর্থাৎ এক কথায় সমস্ত জগৎ হইতেছেন তিনি (বিষ্ণু)। তিনিই সর্বভূতের আত্মা, সমগ্র বিশ্বই তাঁহার রূপ বা শরীর, তিনি ব্যয়রহিত (অক্ষয়)। সর্বপ্রাণীগত সৃষ্টি আদি ব্যাপার তাঁহারই (লীলা আদি) উপকার সাধনের

স এব স্বজ্যঃ স চ সর্গকর্ত্তা স এব পাত্যত্তি চ পাল্যতে চ।
ব্রহ্মাদ্যবস্থাভিরশেষমূর্ত্তিঃ বিষ্ণুঃ বরিষ্ঠো বরদো বরেণ্যঃ॥ ইতি।

১৬১। অত্র সামানাধিকরণ্যনির্দিষ্টং হেয়মিশ্রপ্রপঞ্চতাদাত্ম্যং নিরবদ্যস্য নির্বিকারস্য সমস্তকল্যাণগুণাকরস্য ব্রহ্মণঃ কথমুপপদ্যতে ইত্যাশঙ্ক্য, "স এব সর্বভূতাত্মা বিশ্বরূপো যতোঽব্যয়ঃ" ইতি স্বয়মেব উপপাদয়তি। "স এব" সর্বেশ্বরেশ্বরঃ পরব্রহ্মভূতো বিষ্ণুরেব, "জগৎ" ইতি প্রতিজ্ঞায়, "সর্বভূতাত্মা বিশ্বরূপো যতোঽব্যয়ঃ" ইতি হেতুরুক্তঃ। সর্বভূতানাম্ অয়মাত্মা বিশ্বশরীরো "যতোঽব্যয়ঃ" ইত্যর্থঃ। বক্ষ্যতি চ "তৎসর্বং বৈ হরেস্তনুঃ" ইতি। এতদুক্তং ভবতি — অস্য অব্যয়স্যাপি পরস্য ব্রহ্মণঃ বিষ্ণোঃ বিশ্বশরীরতয়া তাদাত্ম্যমবিরুদ্ধম্ ইতি। আত্মশরীরয়োশ্চ স্বভাবাঃ ব্যবস্থিতা এব।

জন্য। (এই তাদাত্ম্যজনিত সামানাধিকরণ্যের জন্য) তিনিই স্বজ্যবস্তু, আবার তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই পালনকর্ত্তা (রক্ষাকর্ত্তা), আবার তিনিই পালিত (রক্ষিত)। এই বিষ্ণু বরিষ্ঠ, বরদ এবং বরেণ্য, তিনি ব্রহ্মাদি বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া থাকেন" ॥১৬০॥

শঙ্কা হইতে পারে, নিরবদ্য নির্বিকার সমস্ত কল্যাণগুণাকর ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য-নির্দিষ্ট হেয়মিশ্রিত প্রপঞ্চের তাদাত্ম্য কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? এই শঙ্কা নিরসনে বিষ্ণুপুরাণই বলিতেছেন — "যেহেতু, তিনি সর্বভূতের (সর্বজগতের) আত্মা, সমস্ত বিশ্বই তাঁহার রূপ, তিনি অব্যয় (অবিকারী— অক্ষয়) বস্তু। 'তিনিই' এই শব্দে কথিত হইয়াছে, সর্বেশ্বর পরমব্রহ্মভূত বিষ্ণুই।" সর্বভূতের এই বিষ্ণুই আত্মারূপী, অতএব, তিনি বিশ্ব-শরীরক। এই বিষ্ণুপুরাণই বলিয়াছেন — 'এই সমস্তই শ্রীহরির তনু।' উপরি-উক্ত শ্লোকার্থের তাৎপর্য এই যে, অব্যয়রূপী বলিয়া পরমব্রহ্ম বিষ্ণু বিশ্বশরীরকত্ব এবং এই বিশ্বের তাদাত্ম্যের সহিত কোন বিরোধ থাকিতে পারে না। পুনরায় (ব্রহ্মের এই অব্যয়রূপত্ব হেতু) আত্মারূপী ব্রহ্মের এবং শরীররূপে বিশ্বের যে পরস্পর বিভিন্ন স্বভাব তাহাও যথাব্যবস্থিত থাকে ॥১৬১॥

১৬২। এবম্ভূতস্য সর্বেশ্বরস্য বিষ্ণোঃ প্রপঞ্চান্তর্ভূতনিয়াম্য-কোটিনিবিষ্টব্রহ্মাদিদেবতির্যঙ্‌মনুষ্যেষু তত্তৎসমাশ্রয়ণীয়ত্বায় স্বেচ্ছাবতারঃ পূর্বোক্তঃ। তদেতৎ ব্রহ্মাদীনাং ভাবনাত্রয়ান্বয়েন কর্মবশ্যত্বং, ভগবতঃ পরব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নিখিলজগদুপকারায় স্বেচ্ছয়া স্বেনৈব রূপেণ দেবাদিষু অবতার ইতি চ ষষ্ঠেঽংশে শুভাশ্রয়প্রকরণে সুব্যক্তমুক্তম্। অস্য দেবাদিরূপেণ অবতারেষ্বপি ন প্রাকৃতো দেহঃ ইতি মহাভারতে "ন ভূতসঙ্ঘসংস্থানো দেহোঽস্য পরমাত্মনঃ" ইতি প্রতিপাদিতঃ।

১৬৩। শ্রুতিশ্চ "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে তস্য ধীরাঃ পরিজানন্তি যোনিম্" ইতি। কর্মবশ্যানাং ব্রহ্মাদীনামনিচ্ছতামপি তত্তৎকর্মানুগুণপ্রকৃতিপরিণামভূতসঙ্ঘসংস্থানবিশেষদেবাদিশরীর-প্রবেশরূপং জন্ম অবর্জনীয়ম্; অয়ং তু সর্বেশ্বরঃ সত্যসংকল্পঃ ভগবান্

এবম্ভূত সর্বেশ্বর বিষ্ণু, এই জগতের অন্তর্ভূত নিয়াম্য শ্রেণীগত ব্রহ্মাদি দেব তির্যক্ মনুষ্যের মধ্যে যে তাহাদের সমাশ্রয়ণের উপযুক্তভাবে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহা ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মাদি দেবতা ভাবনাত্রয়* অন্বিত হওয়ায় তাহাদের কর্মবশ্যত্ব। কিন্তু পরমব্রহ্মভূত ভগবান বাসুদেব নিখিল জগতের উপকার সাধনের জন্য স্বেচ্ছায় নিজ (অপ্রাকৃত) রূপে দেবাদি জাতিতে যে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন তাহা বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠাংশে শুভাশ্রয় প্রকরণে সুব্যক্ত হইয়াছে। দেব-মনুষ্যাদি অবতারেও যে শ্রীভগবানের দেহ প্রাকৃত নহে, কিন্তু অপ্রাকৃত, তাহাও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা—'ন ভূতসঙ্ঘসংস্থানো দেহোঽস্য পরমাত্মনঃ।' (মহাভারত) ॥১৬২॥

শ্রুতিও বলিতেছেন — "তাঁহার (শ্রীভগবানের) জন্ম না থাকিলেও তিনি বহু রূপে জন্মগ্রহণ করেন, জ্ঞানিগণ তাঁহার জন্মের বিষয় অবগত থাকেন" (পুঃ সূঃ ২১)। এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মাদি দেবতার কর্মবশ্য বলিয়া, অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজ নিজ কর্মানুগুণ প্রকৃতির পরিণামভূত দেবাদি শরীরে প্রবেশরূপ জন্ম অবর্জনীয়। কিন্তু এই সর্বেশ্বর সত্যসঙ্কল্প ভগবানের এইরূপ

---

* ব্রহ্মা—কর্মভাবনা, ব্রহ্মভাবনা এবং উভয়ভাবনা। এই ভাবনাত্রয় জনক — কর্মভাবনা। সনকাদি ঋষি—ব্রহ্মভাবনা।

এবম্ভূতশুভেতরজন্ম অকুর্বন্নপি, স্বেচ্ছয়া স্বৈনৈব নিরতিশয়কল্যাণ-রূপেণ দেবাদিষু জগদুপকারায় বহুধা জায়তে ; তস্যৈতস্য শুভেতরজন্ম অকুর্বতোঽপি সর্বকল্যাণগুণানন্ত্যেন "বহুধা যোনিম্" বহুবিধজন্ম, "ধীরা" ধীমতামগ্রেসরাঃ জানন্তি ইত্যর্থঃ।

১৬৪। তদেতন্নিখিলজগন্নিমিত্তোপাদানভূতাৎ "জন্মাদ্যস্য যতঃ", "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" ইত্যাদিসূত্রৈঃ প্রতিপাদিতাৎ পরস্মাৎ ব্রহ্মণঃ পরমপুরুষাৎ অন্যস্য কস্যচিৎ পরত্বম্—পরমতঃ সেতুন্মানসম্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ" ইত্যাশঙ্ক্য, "সামান্যাত্তু", "বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ",

---

অশুভ জন্ম না থাকিলেও নিরতিশয় কল্যাণরূপ দেবজাতীয় (অপ্রাকৃত) দেহে জগতের উপকারের জন্য বহু প্রকার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার শুভ-ইতর অশুভ জন্ম না হইলেও অনন্ত সর্বকল্যাণগুণের জন্য 'বহু যোনিতে' বহুবিধ জন্ম, শ্রেষ্ঠবুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষগণ 'ধীরাঃ' তাহা জানিয়া থাকেন ॥১৬৩॥

এ বিষয়ে সূত্রকারও ব্রহ্মসূত্রে প্রথমে নির্ণয় করিলেন যে ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ। যথা — 'যাঁহা হইতে এই জগতের জন্ম আদি (সৃষ্টি স্থিতি ও লয়) হয়, তিনিই ব্রহ্ম' (ব্রহ্মসূত্র ১।১।২), 'উপাদান-কারণও ব্রহ্ম, যেহেতু (এইরূপ সিদ্ধান্তের সহিত) শ্রুত্যুক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্য এবং দৃষ্টান্তবাক্যের কোন বিরোধ হয় না' (১।৪।২৩)। (তৎপরে এই সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় করিবার জন্য) সূত্রকার প্রথমে একটি বিরুদ্ধ পক্ষ উত্থাপন করিয়াছেন। যথা—'এই ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব বুঝা যায়, যেহেতু (শ্রুতিতে সেতু, পরিমাণ, সম্বন্ধ এবং ভেদ শব্দের উল্লেখ আছে' (৩।২।৩০)। তৎপরে স্বয়ং ছয়টি সূত্রে এই সিদ্ধান্তটি খণ্ডন করিতেছেন --- 'সেতু' ইত্যাদির উল্লেখ হেতু হইতেছে সাদৃশ্য' (৩।২।৩১)। (ব্রহ্মের বাগিন্দ্রিয় একটি অংশ বা পাদ, এই প্রকারে বাক্ প্রাণ প্রভৃতি শব্দের সহিত) "পাদ শব্দের প্রয়োগের ন্যায়, স্পষ্টরূপে বুদ্ধিগম্য করিবার জন্য (ব্রহ্মবিষয়ে পরিচ্ছিন্নতাবোধক শব্দের প্রয়োগ, কিন্তু পাদশব্দ পরিমাণবাচক নহে)" (৩।২।৩২)। '(বাগিন্দ্রিয়াদি) বিভিন্ন

"স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ", "উপপত্তেশ্চ", "তথান্যপ্রতিষেধাৎ", "অনেন সর্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ" ইতি সূত্রকারঃ স্বয়মেব নিরাকরোতি।

১৬৫। মানবে চ শাস্ত্রে — "প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ", "সিসৃক্ষুঃ বিবিধাঃ প্রজাঃ", "অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীর্যমপাসৃজৎ", "তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা" ইতি, ব্রহ্মণো জন্মশ্রবণাৎ ক্ষেত্রজ্ঞত্বমেব অবগম্যতে; তথা চ স্রষ্টুঃ পরমপুরুষস্য, তদ্বিসৃষ্টস্য চ ব্রহ্মণঃ "অয়নং তস্য তাঃ পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ", "তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষঃ লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্যতে" ইতি নামনির্দেশাচ্চ।

১৬৬। তথা বৈষ্ণবে পুরাণে হিরণ্যগর্ভাদীনাং ভাবনাত্রয়ান্বয়াৎ

স্থানবিশেষের সম্বন্ধ প্রযুক্ত (ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নতা চিন্তা) আলোকাদির ন্যায় (ব্রঃ ৩।২।৩৩)। 'যেহেতু যুক্তির দ্বারাও এইরূপ উপপন্ন হয়', (অর্থাৎ উপায় বাচক হিসাবে সেতু শব্দের প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত)। (ব্রঃ ৩।২।৩৪)। ('শ্রুতিতে) ব্রহ্ম হইতে অন্যবস্তুর নিষেধ রহিয়াছে বলিয়া ব্রহ্মেরই সর্বশ্রেষ্ঠত্ব' (ব্রঃ ৩।২।৩৫)। এই ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব-তত্ত্ব, সর্বব্যাপিত্ব-বোধক 'আয়াম' শব্দের দ্বারা (বুঝা যায়) (ব্রঃ ৩।২।৩৬) ॥১৬৪॥

মনুস্মৃতিও ব্রহ্মের সর্বশ্রেষ্ঠত্বের কথা এবং ব্রহ্মার সৃজ্যত্বের কথা বলিতেছেন, যথা মনুস্মৃতি ৬-১১—'তম-উৎপাদক (মূল প্রকৃতি) প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল', 'বিবিধ প্রাণী-সৃষ্টি অভিলাষী হইয়া', 'তিনি প্রথমে জল সৃষ্টি করিলেন, তাহাতে বীর্য শক্তি বিস্তৃতভাবে নিক্ষেপ করিলেন', 'তাহা হইতে ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করিলেন', এই বাক্যে ব্রহ্মার জন্মের শ্রবণহেতু তাঁহার ক্ষেত্রজ্ঞত্বের বিষয়ও বুঝা যায়। (অর্থাৎ ব্রহ্মার পরমকারণত্ববাদ এই বাক্যে খণ্ডিত হইল।) স্রষ্টা পরম পুরুষ ব্রহ্মের এবং তৎসৃষ্ট ব্রহ্মার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রজ্ঞের আশ্রয় ও আশ্রয়ী সম্বন্ধ হেতুও এই ব্রহ্ম 'নারায়ণ' নামে কীর্তিত হন ॥১৬৫॥

বিষ্ণুপুরাণও বলিতেছেন—'হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) প্রভৃতি দেবতারা ভাবনাত্রয়-

অশুদ্ধত্বেন শুভাশ্রয়ত্বানর্হত্বোপপাদনাৎ ক্ষেত্রজ্ঞত্বং নিশ্চীয়তে।

১৬৭। যদপি কৈশ্চিদুক্তম্ — সর্বস্য শব্দজাতস্য বিধ্যর্থবাদমন্ত্র-রূপস্য কার্যাভিধায়িত্বেনৈব প্রামাণ্যং বর্ণনীয়ম্ ; ব্যবহারাদন্যত্র শব্দস্য বোধকত্বশক্ত্যবধারণাসম্ভবাৎ, ব্যবহারস্য চ কার্যবুদ্ধিমূলত্বাৎ কার্যরূপ এব শব্দার্থঃ ; ন পরিনিষ্পন্নে বস্তুনি শব্দঃ প্রমাণম্ ইতি।

১৬৮। অত্রোচ্যতে — প্রবর্তকবাক্যব্যবহার এব শব্দানামর্থ-বোধকত্বশক্ত্যবধারণং কর্তব্যমিতি কিমিয়ং রাজাজ্ঞা ? সিদ্ধবস্তুসু শব্দস্য বোধকত্বশক্তিগ্রহণম্ অত্যন্তসুকরম্। তথা হি — কেনচিৎ হস্তচেষ্টাদিনা "অপবরকে দণ্ডঃ স্থিতঃ" ইতি দেবদত্তায় জ্ঞাপয়েতি

অম্বিত, অতএব অশুদ্ধতা হেতু তাহারা শুভাশ্রয়ত্বের বা ধ্যেয় বস্তুর অনুপযুক্ত। অতএব তাঁহারা যে ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) তাহা সুনিশ্চিত প্রতিপন্ন হইল। এতদ্দ্বারা মঙ্গলাচরণে প্রথম শ্লোকোক্ত 'বিষ্ণবে' পদটি বিবৃত হইল॥১৬৬॥

কেহ কেহ* বলিয়া থাকেন—বেদগত শব্দ, তাহা বিধিবাক্য ব্যাখ্যা অথবা মন্ত্ররূপী যা কিছু হোক্, যদি কার্যবোধক হয় তবেই তাহারা প্রামাণ্য-রূপে বর্ণনীয়। কার্য বা প্রবৃত্তি-বোধক অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থবোধক শব্দের শক্তির অবধারণা অসম্ভব। করণীয় বুদ্ধিমুলক শব্দ হইতেছে প্রবৃত্তির মুল। অতএব, কর্তব্য বা কার্যবোধক অর্থের দ্বারাই শব্দের যথার্থ অর্থ প্রতিপাদন করা যায়। যে শব্দ (অক্রিয়া-বোধক) পরিনিষ্পন্ন সিদ্ধার্থবোধক তাহা প্রামাণ্য হইতে পারে না॥১৬৭॥

পূর্বপক্ষ—
বাক্যের কার্যার্থবাদী

আপনার সিদ্ধান্তের উত্তরে বলি—এই প্রবৃত্তিজনক বাক্যের ব্যবহারেই যে শব্দের অর্থবোধক শক্তির অবধারণা কর্তব্য, ইহা কি রাজাজ্ঞা ? অর্থাৎ ইহা একমাত্র নিয়ম হইতে পারে না। পরিনিষ্পন্ন স্বতঃসিদ্ধ বস্তুর শব্দবোধকত্ব শক্তি বুঝিতে পারা অত্যন্ত সুকর। কেহ যদি হস্ত-চেষ্টাদির দ্বারা ঈঙ্গিতে 'দণ্ডটি পর্দার ভিতরে আছে' দেখাইয়া দেবদত্তকে ইহা জানাইয়া দিবার জন্য পার্শ্বস্থ

বাক্যের কার্যার্থবাদ
নিরসন (রামানুজ)

---

* জৈমিনির মতানুসারী ব্যক্তিগণ কার্য-বাক্যার্থবাদী। তাঁহাদের মতে কেবল কর্তব্য ক্রিয়াবোধক শব্দের দ্বারাই বাক্যের যথার্থ অর্থ প্রতিপাদন করা যায়। অক্রিয়াবোধক বাক্য প্রমাণ হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

প্রেষিতঃ কশ্চিৎ তজ্জ্ঞাপনে প্রবৃত্তঃ, 'অপবরকে দণ্ডঃ স্থিতঃ' ইতি শব্দং প্রযুঙ্ক্তে। মূকবৎ হস্তচেষ্টামিমাং জানন্ পার্শ্বস্থোঽন্যঃ প্রাগ্-ব্যুৎপন্নোঽপি, এতস্যার্থস্য বোধনায় 'অপবরকে দণ্ডঃ স্থিতঃ' ইত্যস্য শব্দস্য প্রয়োগদর্শনাৎ 'অস্য অর্থস্য অয়ং শব্দো বোধকঃ' ইতি জানাতি ইতি কিমত্র দুষ্করম্।

১৬৯। তথা বালঃ "তাতোঽয়ম্, ইয়মম্বা, অয়ং মাতুলঃ, অয়ং মনুষ্যঃ, অয়ং মৃগঃ, চন্দ্রোঽয়ম্, অয়ং চ সর্পঃ" ইতি মাতাপিতৃপ্রভৃতিভিঃ শব্দৈঃ শনৈঃ শনৈঃ অঙ্গুল্যা নির্দেশেন তত্র তত্র বহুশঃ শিক্ষিতঃ, তৈরেব শব্দৈঃ তেষ্বর্থেষু স্বাত্মনশ্চ বুদ্ধ্যুৎপত্তিং দৃষ্ট্বা, তেষ্বর্থেষু তেষাং শব্দানাম্ অঙ্গুল্যা নির্দেশপূর্বকপ্রয়োগঃ সম্বন্ধান্তরাভাবাৎ সঙ্কেতয়িতৃপুরুষা-

---

এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দেয় এবং তদনুযায়ী এই পার্শ্বস্থ ব্যক্তি দেবদত্তের কাছে গিয়া বাক্য বলিয়া মুখে তাহাকে এই কথা জানাইয়া দেয়, তখন নিকটস্থ এক চতুর্থ ব্যক্তি সর্বপ্রথম হইতে এই ব্যাপারটি দেখিয়া লয়, অর্থাৎ হস্তচেষ্টার দ্বারা প্রথম ব্যক্তি কর্তৃক দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জানাইয়া দেওয়া এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি কর্তৃক মুখে সেই কথা দেবদত্তকে বলা — এই সমস্ত দেখিয়া লয়, তখন এই চতুর্থ ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তি কর্তৃক হস্তচেষ্টার তাৎপর্য এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি কর্তৃক দেবদত্তকে মুখের উক্তির অর্থ সমস্তই সে বুঝিয়া লয়। সে তখন বুঝিতে পারে যে প্রথম ব্যক্তির হস্তচেষ্টার অর্থ হইতেছে দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখের উক্তি—'পর্দার মধ্যে দণ্ডটি আছে'। উক্ত শব্দের প্রয়োগ শুনিবার পরে উহা যে উক্ত অর্থের বোধক তাহার দুর্বোধ্যতা কোথায়? ॥১৬৮॥

'শিশুকালে বালক-বালিকাগণ প্রথম প্রথম শব্দ ও তাহার অর্থের সম্বন্ধ নিম্নলিখিতভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকে — পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনগণ তাহাদিগকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে অঙ্গুলি নির্দেশের দ্বারা 'এটি বাবা, এটি মা, এটি মামা, ইহা মানুষ, ইহা হরিণ, ঐ চাঁদ, ঐ সাপ' ইত্যাদি শব্দে তত্তৎ শব্দ উচ্চারণ করিয়া ধীরে ধীরে বহুভাবে শিক্ষাদান করিয়া থাকে। পরে এইভাবে শিক্ষিত বালকগণ নিজেরাই পূর্বে উপদিষ্ট 'মাতা' 'পিতা' ইত্যাদি শব্দ বলিলেই তাহাদের পূর্বে শিক্ষিত অর্থবিষয়ে এবং পূর্বে নির্দিষ্ট মাতা পিতা বিষয়ে বুঝিতে পারে। তখন তাহারা নিজেরাই স্থির করিয়া

জ্ঞানাচ্চ বোধকত্বনিবন্ধনঃ ইতি ক্রমেণ নিশ্চিত্য, পুনরপি "অস্য শব্দস্য অয়মর্থঃ" ইতি পূর্ববৃদ্ধৈঃ শিক্ষিতঃ, সর্বশব্দানামর্থমবগম্য স্বয়মপি সর্বং বাক্যজাতং প্রযুঙ্‌ক্তে। এবমেব সর্বপদানাং স্বার্থাভিধায়িত্বং, সংঘাত-বিশেষাণাং চ যথাবস্থিতসংসর্গবিশেষবোধকত্বং চ জানাতি ইতি, কার্যার্থ এব ব্যুৎপত্তিঃ ইত্যাদিনির্বন্ধো নির্নিবন্ধনঃ।

১৭০। অথ পরিনিষ্পন্নে বস্তুনি শব্দস্য বোধকত্বশক্ত্যবধারণাৎ সর্বাণি বেদান্তবাক্যানি সকলজগৎকারণং সর্বকল্যাণগুণাকরম্ উক্তলক্ষণং ব্রহ্ম বোধয়ন্ত্যেব।

১৭১। অপি চ কার্যার্থ এব ব্যুৎপত্তিরস্তু; বেদান্তবাক্যানি উপাসনবিষয়কার্যাধিকৃতবিশেষণভূতফলত্বেন, দুঃখাসম্ভিন্নদেশবিশেষ-

ফেলে যে ঐ সকল শব্দের সহিত যখন অপর কোন বিষয়ের বা অপর কোন অর্থের সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে না, তখন ঐ সকল শব্দ ঐ সকল নির্দিষ্ট বিষয়ের এবং ঐ সকল নির্দিষ্ট অর্থের বোধক বলিয়াই ঐ সকল শব্দ ঐ সকল অর্থেই প্রয়োগ করা হয়। এইভাবে শব্দ-সম্বন্ধ ভালভাবে বোধ হইয়া গেলে তখন তাহারা নিজেরাও এইভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত শব্দজাত বাক্যের প্রয়োগ করিয়া থাকে ॥১৬৯॥

এইভাবেই সর্ব পদ নিজ নিজ অর্থের বোধক হইয়া থাকে এবং এই সকল পদের সঙ্ঘাতরূপ বাক্যবিশেষেরও যথাবস্থিত সম্বন্ধ বিষয়েও জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে। অতএব কার্য-অর্থবোধক শব্দ বা বাক্যেরই যে কেবল সার্থকতা এইরূপ কোন নির্বন্ধ নাই। পরিনিষ্পন্ন সিদ্ধ বস্তু বিষয়েও শব্দের বোধকত্ব শক্তি আছে। সুতরাং সমস্ত বেদান্তবাক্য সর্বজগৎকারণ সকল কল্যাণগুণাকর ব্রহ্মের বোধক হইতেই পারে ॥১৭০॥

পুনরায়, যদি আমরা ধরিয়াই লই যে, কার্যরূপ অর্থবোধেই শব্দের তাৎপর্য, তাহা হইলেও বেদান্তবাক্য যখন উপাসনা আদি কার্যের এবং তাহার বিশেষ ফলেরও বোধক তখন রাত্রিসত্র* আদি যজ্ঞকার্যে যে যশঃ প্রাপ্তির ফল এবং অন্যান্য যজ্ঞে দুঃখরহিত স্বর্গাদি দেশবিশেষের প্রাপ্তির ন্যায় এই সকল উপাসনাত্মক (ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলবোধক) বেদান্তবাক্যও সার্থক হউক।

* পূর্বমীমাংসা — সূত্র ৪।৩।১৭ ; ৩।৪।১৭

রূপস্বর্গাদিবৎ, রাত্রিসত্রপ্রতিষ্ঠাদিবৎ, অপগোরণশতযাতনাসাধ্যসাধন-ভাববচ্চ, কার্যোপযোগিতয়ৈব সর্বং বোধয়ন্তি।

১৭২। তথা হি—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইত্যত্র ব্রহ্মোপাসন-বিষয়কার্যাধিকৃতবিশেষণভূতফলত্বেন ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ শ্রূয়তে, পরপ্রাপ্তি-কামো ব্রহ্মবিদ্যাৎ ইতি। অত্র প্রাপ্যতয়া প্রতীয়মানং ব্রহ্মস্বরূপং তদ্বিশেষণং চ সর্বং কার্যোপযোগিতয়ৈব সিদ্ধং ভবতি; তদন্তর্গতমেব জগতঃ স্রষ্টৃত্বং সংহর্তৃত্বম্ আধারত্বম্ অন্তরাত্মত্বম্ ইত্যাদ্যুক্তম্, অনুক্তং চ সর্বমিতি, ন কিঞ্চিদনুপপন্নম্। এবং চ সতি মন্ত্রার্থবাদগতা হ্যবিরুদ্ধাঃ অপূর্বাশ্চ অর্থাঃ সর্বে বিধিশেষতয়ৈব সিদ্ধা ভবন্তি।

পুনরায়, ব্রাহ্মণকে ভীতি প্রদর্শন, লগুড় প্রহার ইত্যাদির নিষেধ এবং এই নিষেধ অমান্যে শত স্বর্ণমুদ্রার অর্থদণ্ডবোধক শব্দেরও কার্যবোধকতাও দেখা যায়। (অতএব দেখা যায় যে, কার্যবাদীর মতে কেবল কার্যবোধক শব্দই সার্থক অর্থবোধক নহে, অপি তু কার্যনিষেধক শব্দেরও সার্থকতা আছে) ॥১৭১॥

(কার্যার্থবাদীদের এই সিদ্ধান্ত লইয়া) অতঃপর বেদান্তবাক্যেরও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হইতেছে—"ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন" (তৈঃ ১।১), এই বাক্যে ব্রহ্মবিদ্যার ফল হইতেছে ব্রহ্মপ্রাপ্তি, অতএব, এই বাক্যে ব্রহ্মবিদ্যা অভ্যাসরূপ কার্যের অবশ্য-উপদেশ দেওয়া হইতেছে বুঝিতে হইবে। এই ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে ব্রহ্মস্বরূপ এবং ব্রহ্মের বিশেষণাবলী।

ব্রহ্মবিদ্যাগত বাক্য ও বিধি-শেষ-রূপে স্বয়ংসিদ্ধ

ব্রহ্মের বিশেষণরূপে তাঁহার জগৎ-কর্তৃত্ব, জগৎ-সংহর্তৃত্ব, সর্বাধারত্ব, অন্তরাত্মত্ব, ইত্যাদি কথিত হইয়াছে। এই সকল গুণ এবং অন্যান্য বিশেষণ বা গুণ যাহা কথিত হয় নাই, ইহারা সকলেই ধ্যেয় ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। অতএব এই সকল (গুণবাচক পরিনিষ্পন্ন) শব্দে অনুপপন্ন কিছুই নাই, সুতরাং সমস্ত বেদান্তবাক্য স্তুতিরূপীই হউক বা ব্যাখ্যানরূপীই হউক তাহারা এবং তাহাদের বিশেষ 'অপূর্বরূপী' অর্থ সমস্তই বিধি-শেষরূপে অর্থাৎ বিধির (প্রশংসারূপে) অঙ্গরূপেই (মীমাংসকদের অবিরুদ্ধভাবে) সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥১৭২॥

১৭৩। যথোক্তং দ্রমিড়ভাষ্যে—"'ঋণং হি বৈ জায়তে' ইতি শ্রুতেঃ" ইত্যুপক্রম্য, "যদ্যপ্যবদানস্তুতিপরং বাক্যং, তথাপি নাসতা স্তুতিরুপপদ্যতে" ইতি। এতদুক্তং ভবতি—সর্বো হ্যর্থবাদভাগঃ দেবতারাধনভূতযাগাদেঃ সাঙ্গস্য আরাধ্যদেবতায়াশ্চ অদৃষ্টরূপান্ গুণান্ সহস্রশো বদন্, কর্মণি প্রাশস্ত্যবদ্ধিমুৎপাদয়তি; তেষামসদ্ভাবে প্রাশস্ত্যবুদ্ধিরেব ন স্যাৎ ইতি, কর্মণি প্রাশস্ত্যবুদ্ধ্যর্থং গুণসদ্ভাবমেব বোধয়তি ইতি। অনয়ৈব দিশা সর্বমন্ত্রার্থবাদগতা হ্যর্থাঃ সিদ্ধাঃ।

১৭৪। অপি চ কার্যবাক্যার্থবাদিভিঃ "কিমিদং কার্যত্বং নাম" ইতি বক্তব্যম্। "কৃতিভাববভাবিতা কৃত্যুদ্দেশ্যতা চ" ইতি চেৎ,

---

উপরি-উক্ত রামানুজ-বাক্যের বিশ্লেষণ—

দ্রমিড়াচার্য তাঁহার ভাষ্যে (পরিনিষ্পন্ন বেদান্ত বাক্যাবলী যে বিধির প্রশংসাসূচক অঙ্গ তাহার সমর্থনে) বলিয়াছেন—শ্রুতিতে 'ঋণ উপজাত হয়'—এই বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া 'স্তুতিবাক্য উপাখ্যানগত হইলেও, এই স্তুতি মিথ্যা হইতে পারে না।' এই উক্তির অভিপ্রায় এই যে, বেদের (কর্মকাণ্ডের) অন্তর্গত সমস্ত অর্থবাদ (প্রশংসাবাক্য), দেবতার আরাধনারূপী যজ্ঞাদির, তাহাদের অঙ্গের, তাহাদের আরাধ্য দেবতাগণের ও তাহাদের অদৃষ্ট গুণগণের সহস্র সহস্র প্রশংসা, যজ্ঞাদি কর্মে উৎকর্ষতা বুদ্ধি উৎপাদন করে। এই সকল অর্থবাদ বা প্রশংসাবাদের অভাবে এই সকল যজ্ঞাদির আরাধনায় উৎকর্ষ বুদ্ধিও আসিবে না। কর্মে (যাগাদি আরাধনায়) উৎকর্ষ বুদ্ধি উৎপাদনের জন্যই তাহার যথার্থ গুণসদ্ভাব-বোধক বাক্যের প্রয়োগ। এই প্রণালীতেই বুঝিতে হইবে যে, সমস্ত মন্ত্রেরই অর্থবাদরূপ অর্থ সিদ্ধ (প্রামাণিক) ॥১৭৩॥

(হে কার্যার্থবাদি !) যদি আপনারা বলেন যে, বাক্যের অর্থ হইতেছে সাক্ষাৎ কার্য-কর্তব্যতা এবং এইরূপ বাক্যই প্রামাণ্য, তবে আমরা (রামানুজ)

কার্যবাক্যার্থবাদীর সিদ্ধান্তে-রামানুজীয় বাদাবাদ—

জিজ্ঞাসা করি—'এই কার্যত্ব কাহাকে বলিব?' যদি বলেন, 'পুরুষের বা কর্তার ক্রিয়া-চেষ্টারূপ পরিশ্রমের সদ্ভাবে যাহার অস্তিত্ব বা সদ্ভাব তাহাই কার্য, তখন জিজ্ঞাসা করি—

কিমিদং কৃত্যুদ্দেশ্যত্বম্? "যদধিকৃত্য কৃতিঃ বর্ত্ততে, তৎ কৃত্যুদ্দেশ্যত্বম্" ইতি চেৎ, পুরুষব্যাপাররূপায়াঃ কৃতেঃ কোঽয়ম্ অধিকারো নাম? "যৎপ্রাপ্তীচ্ছয়া কৃতিমুৎপাদয়তি পুরুষঃ তৎ কৃত্যুদ্দেশ্যত্বম্" ইতি চেৎ, হন্ত! তর্হি ইষ্টত্বমেব কৃত্যুদ্দেশ্যত্বম্।

১৭৫। অথৈবং মনুষে, "ইষ্টস্যৈব রূপদ্বয়মস্তি, ইচ্ছাবিষয়তয়া স্থিতিঃ, পুরুষপ্রেরকত্বং চ; তত্র প্রেরকত্বাকারঃ কৃত্যুদ্দেশ্যত্বম্" ইতি। সোঽয়ং স্বপক্ষাভিনিবেশকারিতো বৃথা শ্রমঃ। তথা হি—ইচ্ছাবিষয়তয়া প্রতীতস্য স্বপ্রযত্নোৎপত্তিমন্তরেণ অসিদ্ধিরেব প্রেরকত্বং তত এব প্রবৃত্তেঃ। ইচ্ছায়াং জাতায়াম্, ইষ্টস্য স্বপ্রযত্নোৎপত্তিমন্তরেণ অসিদ্ধিঃ প্রতীয়তে চেৎ, ততঃ চিকীর্ষা জায়তে, ততঃ প্রবর্ত্ততে পুরুষ ইতি

'এই কৃতি* বা পরিশ্রমের উদ্দেশ্য কী?' যদি বলেন — 'যাহাকে অধিকার করিয়া বা যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া অর্থাৎ যে বিষয়ে এই কর্ম-চেষ্টারূপ পরিশ্রম (কৃতি) বিদ্যমান তাহাই 'কৃতি-উদ্দেশ্যত্ব'† বা কৃতি-কর্মত্ব। পুনরায় যদি প্রশ্ন হয়— পুরুষকৃত ব্যাপারে বা পরিশ্রমের উদ্দেশ্যটি কী? যদি বলেন, যে বস্তু প্রাপ্তির ইচ্ছায় পুরুষ পরিশ্রমে ব্যাপৃত হয় তাহাই পুরুষের পরিশ্রমের উদ্দেশ্য বা কৃতি-উদ্দেশ্যত্ব; অতি উত্তম কথা, তাহা হইলে তো ইষ্টত্বই হইতেছে কৃতি-উদ্দেশ্যত্ব (কর্মচেষ্টা বা পরিশ্রমের উদ্দেশ্য) ॥১৭৪॥

(হে কার্যবাক্যার্থবাদী মীমাংসক!) আপনারা যদি মনে করেন— "উক্ত ইষ্টের দুইটি রূপ আছে। প্রথম ইচ্ছার বিষয়রূপিত্ব এবং দ্বিতীয় কর্ম-পরিশ্রমে পুরুষকে প্রেরকত্ব। (ইষ্টলাভের সাধনরূপ কর্মে) প্রেরকত্বটি হইতেছে কৃতি-উদ্দেশ্যত্ব। (এ বিষয়ে রামানুজীয় যুক্তি—) নিজ মতবাদে অভিনিবেশহেতু আপনাদের এইরূপ বিশ্লেষণ বৃথা শ্রম মাত্র। এইরূপ বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন নাই। আমরা বলিব—অভীপ্সিত বিষয়টি নিজ প্রযত্ন বিনা লব্ধ হইবার নহে, এই জ্ঞানটিই অভিলাষকারীর কর্মে প্রেরক, এই প্রেরণাই তাহাকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। (ইষ্টপ্রাপ্তির জন্য) ইচ্ছার উদয় হইলে এই ইষ্ট বস্তুটি নিজ প্রযত্ন বিনা সিদ্ধ হইবে না যখন এই জ্ঞানের উদয় হয়, তখন (ইষ্টপ্রাপ্তি অনুগুণ) কর্মে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা হয়, তদনন্তর

---

* কৃতি—কর্ম-চেষ্টারূপ পরিশ্রম।

† যজ্ঞকে উদ্দেশ্য করিয়া সব পরিশ্রম, অতএব যজ্ঞ হইতেছে কৃতিকর্মত্ব বা কৃতি-উদ্দেশ্যত্ব।

তত্ত্ববিদাং প্রক্রিয়া। তস্মাৎ ইষ্টস্য কৃত্যধীনাত্মলাভত্বাতিরেকি কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং নাম কিমপি ন দৃশ্যতে।

১৭৬। অথোচ্যেত—ইষ্টতাহেতুশ্চ পুরুষানুকূলতা তৎপুরুষানুকূলত্বং কৃত্যুদ্দেশ্যত্বমিতি; নৈবং পুরুষানুকূলং সুখম্ ইত্যনর্থান্তরম্; তথা পুরুষপ্রতিকূলং দুঃখপর্যায়ম্; অতঃ সুখব্যতিরিক্তস্য কস্যাপি পুরুষানুকূলত্বং ন সম্ভবতি। ননু চ দুঃখনিবৃত্তেরপি সুখব্যতিরিক্তায়াঃ পুরুষানুকূলতা দৃষ্টা? নৈতৎ; আত্মানুকূলং সুখম্, আত্মপ্রতিকূলং দুঃখম্ ইতি হি সুখদুঃখয়োঃ বিবেকঃ; তত্র আত্মানুকূলং সুখম্ ইষ্টং ভবতি, তৎপ্রতিকূলং দুঃখং চ অনিষ্টম্। অতঃ দুঃখসংযোগস্য অসহ্যতয়া তন্নিবৃত্তিরপি ইষ্টা ভবতি; তত এব ইষ্টতাসাম্যাৎ অনুকূলতাভ্রমঃ।

পুরুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয়—ইহা তত্ত্ববিদ্‌গণের (ক্রমানুসারী) অভিমত। অতএব, ইষ্ট প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যে কর্ম-চেষ্টা বা পরিশ্রম তাহাই হইতেছে 'কৃতি-উদ্দেশ্যত্ব' ইহা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে ॥১৭৫॥

এই কৃতি-উদ্দেশ্যত্ব বিষয়টি বিশ্লেষণ করিলে আরও বলিতে হয় যে, ইষ্ট-লাভটি পুরুষের অনুকূল বিষয়, অতএব পুরুষের এই অনুকূলতাটিকেও আপনারা (কার্যবাক্যার্থবাদী) কৃতি-উদ্দেশ্যত্ব বলিতে পারেন না। কারণ সুখলাভই প্রকৃতপক্ষে কর্ম-প্রযত্নের উদ্দেশ্য বা কৃতি-উদ্দেশ্য। আবার পুরুষানুকূল এবং সুখ যেমন পৃথক্ বস্তু নহে, পুরুষ প্রতিকূল এবং দুঃখও সেইরূপ পৃথক্ নহে পর্যায়বাচক। অতএব, সুখ ব্যতিরিক্ত কোন কিছুরই পুরুষানুকূলত্ব সম্ভব হয় না। যদি প্রশ্ন হয়, সুখ-ব্যতিরিক্ত দুঃখ-নিবৃত্তিও তো পুরুষের অনুকূল বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। তদুত্তরে বলি—না, তাহা নহে। নিজের যাহা অনুকূল তাহাই সুখ, এবং যাহা প্রতিকূল তাহাই দুঃখ—ইহাই সুখ ও দুঃখ বিষয়ে বিচার। আত্মানুকূল সুখ হইতেছে ইষ্ট (কাম্য) এবং আত্ম-প্রতিকূল দুঃখ হইতেছে অনিষ্ট। অতএব, দুঃখ সংযোগ অসহ্য বলিয়া তাহার তো নিবৃত্তিও কাম্য বা ইষ্ট। আনুকূল্য এবং প্রাতিকূল্য, (এ দুটি পৃথক্ বস্তু হইলেও) উভয়ের ইষ্টতা-সাম্যের জন্য প্রাতিকূল্য নিবৃত্তিকে আনুকূল্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই সাম্য-জ্ঞানটি ভ্রম মাত্র ॥১৭৬॥

১৭৭। তথা হি—প্রকৃতিসংসৃষ্টস্য সংসারিণঃ পুরুষস্য অনুকূল-সংযোগঃ, প্রতিকূলসংযোগঃ, স্বরূপেণাবস্থিতিঃ ইতি তিস্রঃ অবস্থাঃ; তত্র প্রতিকূলসম্বন্ধনিবৃত্তিঃ অনুকূলসম্বন্ধনিবৃত্তিশ্চ স্বরূপেণ অবস্থিতি-রেব। তস্মাৎ প্রতিকূলসংযোগে বর্তমানে, তন্নিবৃত্তিরূপা স্বরূপেণ অবস্থিতিরপি ইষ্টা ভবতি, তত্র ইষ্টতাসাম্যাদনুকূলতাভ্রমঃ। অতঃ সুখস্বরূপত্বাদনুকূলতায়াঃ নিয়োগস্য অনুকূলতাং বদন্তং প্রামাণিকাঃ পরিহসন্তি।

১৭৮। ইষ্টস্য অর্থবিশেষস্য নিবর্ত্তকতয়ৈব হি নিয়োগস্য নিয়োগত্বং স্থিরত্বম্ অপূর্বত্বং চ প্রতীয়তে। "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যত্র কার্যস্য

বস্তুতঃ প্রাকৃত দেহ এবং পারিপার্শ্বিক প্রাকৃত বস্তুর সম্বন্ধযুক্ত সংসারিগণের তিনটি অবস্থা সম্ভব— অনুকূল সংযোগ (স্বর্গাদি সুখদায়ক বস্তু সংযোগ), প্রতিকূল-সংযোগ (সাংসারিক অত্যাসক্তি) এবং স্বরূপ অবস্থিতি (মুক্তাবস্থা)। তন্মধ্যে প্রতিকূল সম্বন্ধ-নিবৃত্তি এবং অনুকূল সম্বন্ধ-নিবৃত্তি এই দুইটি স্বরূপে অবস্থিতির অবস্থাই। অতএব, প্রতিকূল সংযোগ অবস্থায় তাহার নিবৃত্তিরূপ স্বরূপে অবস্থিতি দশাটি ইষ্ট বা অভিলষিত হইয়া থাকে। তাহা হইলেও এই দশাকে অভিলষিত অনুকূল দশার সহিত সাম্য বুদ্ধিটি ভ্রমাত্মক। অনুকূলতা সুখরূপী বলিয়া এই অনুকূলতা প্রাপ্তির জন্য তাহার উপায়রূপী নিয়োগ-বিষয়ে লোকের ইচ্ছা হয় এবং এই নিয়োগ-বিষয়ে (ব্যাপারাদি পরিশ্রম বিষয়ে) পুরুষের ইষ্ট-বুদ্ধি হয়, কিন্তু সাক্ষাৎভাবে হয় না। যাঁহারা নিয়োগকেই সাক্ষাৎভাবে অনুকূলতারূপ ইষ্ট বলিয়া থাকে তাহারা প্রামাণিক জ্ঞানিগণের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া থাকেন ॥১৭৭॥

(সুখ হইতেছে স্বতঃসিদ্ধ ইষ্ট বস্তু) এই স্বতঃ ইষ্ট বস্তু হইতে ব্যাবৃত্ত যে সাধ্যবস্তু তাহার সাধনের জন্যই উপায়রূপী নিয়োগ অনুষ্ঠিত। এই নিয়োগের তিনটি অংশ—নিয়োগত্ব১, নিয়োগের প্রেরণাস্থিরত্ব বা নিয়োগ-রূপ সাধন ক্রিয়ার দীর্ঘকালস্থায়িত্ব এবং 'অপূর্বত্ব'২ বা অন্য কোন প্রমাণের অগোচরত্ব। 'স্বর্গকামী—যজ্ঞ করিবে' (যজু ২।৫।৫)। 'স্বর্গকাম' পদটি

---

১ নিয়োগত্ব—ইষ্ট সাধন জ্ঞানের জন্য এই সাধনাত্মক ব্যাপারে প্রবৃত্তি।

২ 'অপূর্ব'—যজ্ঞাদি সাধন বা ব্যাপার দীর্ঘকাল পরে ফলদায়ী বলিয়া যজ্ঞাদি ব্যাপার হইতে উৎপন্ন তৎকালিক উৎপন্ন অপর একটি ফলদায়করূপ শক্তিমান বস্তু।

ক্রিয়াতিরিক্তা "স্বর্গকামপদসমভিব্যাহারেণ স্বর্গসাধনত্বনিশ্চয়াদেব ভবতি। ন চ বাচ্যং "যজেত" ইত্যত্র প্রথমং নিয়োগঃ স্বপ্রধানতয়ৈব প্রতীয়তে, স্বর্গকামপদসমভিব্যাহারাৎ স্বসিদ্ধয়ে স্বর্গসিদ্ধ্যনুকূলতা চ নিয়োগস্য ইতি। "যজেত" ইতি হি ধাত্বর্থস্য পুরুষপ্রযত্নসাধ্যতা প্রতীয়তে; স্বর্গকামপদসমভিব্যাহারাদেব ধাত্বর্থাতিরেকিণো নিয়োগত্বং স্থিরত্বং অপূর্বত্বং চ ইত্যাদি অবগম্যতে। তচ্চ স্বর্গসাধনত্বপ্রতীতিনিবন্ধনম্। সমভিব্যাহৃতস্বর্গকামপদার্থান্বয়যোগ্যং স্বর্গসাধনমেব কার্যং লিঙাদয়োঽভিদধতি ইতি হি লোকব্যুৎপত্তিরপি তিরস্কৃতা।

১৭৯। এতদুক্তং ভবতি– সমভিব্যাহৃতপদান্তরবাচ্যান্বয়যোগ্যমেব ইতরপদপ্রতিপাদ্যম্ ইতি অন্বিতাভিধায়িপদসংঘাতরূপবাক্য-

---

এই যজ্ঞ করণরূপ ব্যাপারের সহিত যুক্ত আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে যে এই যজ্ঞ কার্যটি কেবল কার্য নহে ইহার দ্বারা স্বর্গ সাধন হয়। (হে মীমাংসক!) আপনার এই যজ্ঞ কার্যের নিয়োগকেই প্রধান বলিয়া মনে করিয়া প্রথমেই 'যজ্ঞ করিবে' এই বাক্যের ব্যবহার করেন, তাহা কিন্তু ঠিক নহে। 'স্বর্গকাম' পদটি ইহার সঙ্গে প্রযুক্ত বলিয়া এই 'নিযোগ' বা যজ্ঞ কার্যটি নিজ সিদ্ধিলাভে এবং স্বর্গলাভরূপ সিদ্ধির অনুকূলতা করে। 'যজেত' (যজ্ঞ করিবে) এই শব্দে ('যজ্' ধাতুতে লিঙ্ প্রত্যয়ের দ্বারা) স্বর্গলাভরূপ ফলটি পুরুষের প্রযত্ন সাধকতা প্রতীত হইতেছে। (এই ধাতুর সঙ্গে) 'স্বর্গকাম' পদের প্রয়োগ হেতু ধাতুর অর্থ ছাড়াও এই (যজ্ঞরূপ) 'নিয়োগের' নিয়োগত্ব, স্থিরত্ব ও অপূর্বত্ব ইত্যাদি অবগত হওয়া যায়। যজ্ঞ তাহার নিয়োগ ইত্যাদি সমস্তেরই নির্দেশের কারণ হইতেছে, ইহাদের স্বর্গসাধনত্বের প্রতীতি। উক্ত বাক্যে (স্বর্গকামী যজনা করিবে —বাক্যে) একত্রে ব্যবহৃত 'স্বর্গকাম' পদের অর্থের সহিত স্বর্গরূপ ফলের সাধন যে করণীয় তাহা লিঙ্ আদি প্রত্যয়ের দ্বারা বুঝা যায়। (হে কার্যবাক্যার্থবাদি!) উক্ত সাধারণ যুক্তি ও বোধটিও আপনাদের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছে। (অভিপ্রায় এই যে—ভবৎকথিত 'অপূর্বটি' একটি কল্পনা মাত্র) ॥১৭৮॥

(রামানুজ)—আমাদের এই বক্তব্যটি পুনরায় বিশ্লেষিত হইতেছে— পদসমষ্টিরূপ বাক্যে বিভিন্ন পদের অর্থ এমনভাবে করা উচিত যাহাতে বাক্যগত সবগুলি পদের অর্থ পরস্পরে অন্বিত হইয়া সমীচীনভাবে প্রকাশ

শ্রবণসমন্তরমেব প্রতীয়তে। তচ্চ স্বর্গসাধনরূপম্ ; অতঃ ক্রিয়াবৎ অনন্যার্থতাপি বিরোধাদেব পরিত্যক্তা ইতি। অত এব "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" ইত্যাদৌ ঘোষপ্রতিবাসযোগ্যার্থোপস্থাপনপরত্বং গঙ্গাপদস্য আশ্রীয়তে। প্রথমং গঙ্গাপদেন গঙ্গার্থঃ স্মৃত ইতি, গঙ্গাপদার্থস্য পেয়ত্বং ন বাক্যার্থান্বয়ী ভবতি। এবমত্রাপি "যজেত" ইত্যেতাবন্মাত্রশ্রবণে কার্যমনন্যার্থং স্মৃতমিতি বাক্যার্থান্বয়সময়ে কার্যস্য অনন্যার্থতা নাবতিষ্ঠতে।

১৮০। কার্যাভিধায়িপদশ্রবণবেলায়াং প্রথমং কার্যম্ অনন্যার্থং প্রতীতম্ ইত্যেতদপি ন সঙ্গচ্ছতে, ব্যুৎপত্তিকালে গবানয়নাদিক্রিয়ায়াঃ দুঃখরূপায়াঃ ইষ্টবিশেষসাধনতয়ৈব কার্যতাপ্রতীতেঃ। অতঃ নিয়োগস্য পুরুষানুকূলত্বং সর্বলোকবিরুদ্ধম্, নিয়োগস্য সুখরূপপুরুষানুকূলতাং

পায়। ('স্বর্গকামো যজেত') স্বর্গকামী যজ্ঞ করিবে—এই বাক্যটি স্বর্গের সাধনরূপ। অতএব, এই বাক্যে কেবল ক্রিয়া অর্থেই তাৎপর্যতা আছে—বাক্যকার্যার্থবাদীর এই সিদ্ধান্তটি পরিত্যক্ত হইল। এই অর্থ বিশ্লেষণে উদাহরণ স্বরূপ প্রথমে বলিতে হয়—গঙ্গায় ঘোষপল্লী (গঙ্গায়াং ঘোষঃ) এই বাক্যে 'গঙ্গা' শব্দটির অর্থ এমনভাবে করিতে হইবে যাহার উপরে একটি পল্লীর অবস্থান হইতে পারে। যদিও 'গঙ্গা' শব্দের অর্থ হইতেছে গঙ্গানদী, কিন্তু গঙ্গার উপরে পল্লী বুঝাইতে হইলে গঙ্গার জলের উপরে পল্লী হইতে পারে না। অতএব, 'গঙ্গা' শব্দে এস্থলে গঙ্গাতীর বুঝিতে হইবে। সেই-রূপই, 'যজ্ঞ করিবে' এই শব্দে যদি কেবল যজ্ঞের অনুষ্ঠানরূপ ক্রিয়া মাত্র কথিত হয় তাহা হইলে সম্পূর্ণ বাক্যটির অর্থের অনুসন্ধানকালে এই অনুষ্ঠানের কেবল ক্রিয়া-কারিতাটি থাকে না, অর্থাৎ স্বর্গলাভের জন্য এই ক্রিয়ার (যজ্ঞানুষ্ঠানের) যে কর্ত্তব্যতা তাহা সুব্যক্ত হইয়া পড়ে ॥১৭৯॥

ক্রিয়াবাচক কোন পদ শ্রবণকালে যদি ভাবা যায় যে এই পদে কেবল ক্রিয়ামাত্রই প্রতীত হয়, আমরা বলিব তাহা ঠিক নহে। 'গাভী লইয়া এস', এই কথা বলিলে দুঃখরূপী এই গাভী আনয়ন ক্রিয়ার সহিত যদি কোন ইষ্ট-সাধন বুদ্ধি জড়িত থাকে তবেই ইহার কর্ত্তব্যতা থাকে। অতএব কোন ক্রিয়ার কেবল 'নিয়োগেরই' যে পুরুষানুকূলত্ব পুরুষের সুখরূপ অনুকূলতা

বদতঃ স্বানুভববিরোধশ্চ। "কারীর্যা বৃষ্টিকামো যজেত" ইত্যাদিষু সিদ্ধেঽপি নিয়োগে বৃষ্ট্যাদিসিদ্ধিনিমিত্তস্য বৃষ্টিব্যতিরেকেণ নিয়োগস্য অনুকূলতা নানুভূয়তে। যদ্যপি অস্মিন্ জন্মনি বৃষ্ট্যাদিসিদ্ধেরনিয়মঃ, তথাপি অনিয়মাদেব নিয়োগসিদ্ধিঃ অবশ্যাশ্রয়ণীয়া। তস্মিন্ অনুকূলতা-পর্যায়সুখানুভূতিঃ ন বিদ্যতে। এবম্ উক্তরীত্যা কৃতিসাধ্যেষ্টত্বাতি-রেকি কৃত্যুদ্দেশ্যত্বং ন দৃশ্যতে।

১৮১। কৃতিং প্রতি শেষিত্বং কৃত্যুদ্দেশ্যত্বমিতি চেৎ, কিমিদং শেষিত্বং কিং চ শেষত্বম্ ইতি বক্তব্যম্; কার্যং প্রতি সম্বন্ধী শেষঃ, তৎপ্রতিসম্বন্ধিত্বং শেষিত্বমিতি চেৎ, এবং তর্হি, কার্যত্বমেব শেষিত্ব-

---

তাহা লোক-বিরুদ্ধ এবং নিয়োগকর্ত্তারও অনুভববিরুদ্ধ। 'বৃষ্টিকামী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে' — এই বাক্যে, এস্থলে বৃষ্টি প্রভৃতির সিদ্ধি হইতেছে এই যজ্ঞ নিয়োগের নিমিত্ত। বৃষ্টি আদির অভিলাষ না থাকিলে এই নিয়োগের অনুকূলতা থাকে না। যদিও এই জন্মেই বৃষ্টি আদি হইবেই এরূপ কোন নিয়ম নাই, তথাপি এই নিয়োগের ফলসিদ্ধি অবশ্যই মানিয়া লইয়া পুরুষ কার্যে প্রবৃত্ত হয়। অতএব, নিয়োগকালেই অনুকূলতা প্রভৃতি সুখানুভূতি থাকে না। অতএব, উপরোক্ত যুক্তির দ্বারা বলা যায় যে কোন কার্যে নিয়োগ বা প্রবৃত্ত হইবার উদ্দেশ্য (কৃতি-উদ্দেশ্য) হইতেছে এই ক্রিয়ারূপ সাধন বা পরিশ্রমের দ্বারা পরবর্ত্তীকালে সাধ্য ইষ্টত্ব অর্থাৎ অভিলষিত বস্তু ॥১৮০॥

(হে কার্যবাক্যার্থবাদী মীমাংসকগণ!) যদি আপনারা বলেন—যে প্রাপ্যলাভের উদ্দেশ্যে কোন অনুষ্ঠানে প্রযত্ন (কৃতি) করা হয় সেই উদ্দেশ্যটি হইতেছে সেই কৃতির 'শেষী' বস্তু এবং কৃতিটি হইতেছে তাহার 'শেষ' বা অধীন। তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের মতে এই 'শেষিত্ব'টি কী এবং 'শেষত্বই' বা কী? তাহা আপনাদের বলিতে হয়। যদি বলেন, কার্যের প্রতি-সম্বন্ধী বস্তুটি কৃতি বা চেষ্টারূপ কারণটি হইতেছে 'শেষ' এবং এই কৃতির প্রতিসম্বন্ধী বস্তু (যাহা লাভের উদ্দেশ্যে চেষ্টা চলিতেছে সেই বস্তু) হইতেছে তাহার 'শেষী', তাহা হইলে তো (আপনাদের মতানুযায়ী) ফলে ফলে কার্যত্বটিকেই 'শেষী' বলিতে হয়। এখন এই কার্যত্বের

মিত্যুক্তং ভবতি; কার্যত্বমেব হি বিচার্যতে; পরোদ্দেশপ্রবৃত্তকৃতি-ব্যাপ্ত্যর্হত্বং শেষত্বমিতি চেৎ, কোঽয়ং পরোদ্দেশো নামেতি অয়মেব হি বিচার্যতে। উদ্দেশ্যত্বং নাম ঈপ্সিতসাধ্যত্বমিতি চেৎ, কিমীপ্সিতত্বম্? কৃতিপ্রয়োজনত্বমিতি চেৎ, পুরুষস্য কৃত্যারম্ভপ্রয়োজনমেব হি কৃতিপ্রয়োজনম্; স চ ইচ্ছাবিষয়ঃ কৃত্যধীনাত্মলাভ ইতি পূর্বোক্ত এব।

১৮২। অয়মেব হি সর্বত্র শেষশেষিভাবঃ — পরগতাতিশয়াধানেচ্ছয়া উপাদেয়ত্বমেব যস্য স্বরূপং স শেষঃ, পরঃ শেষী; ফলোৎপত্তীচ্ছয়া যাগাদেঃ তৎপ্রযত্নস্য চ উপাদেয়ত্বং, যাগাদিসিদ্ধীচ্ছয়া অন্যৎ

বিচার করা যাক্। (হে মীমাংসকগণ!) আপনাদের মতে — 'পরোদ্দেশ-প্রবৃত্ত কৃতিব্যাপ্তি-অর্হত্বং শেষত্বং' অর্থাৎ অপরের উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত কৃতি বা অঙ্গীরূপী প্রধান চেষ্টার অঙ্গরূপে তাহাতে ব্যাপ্তির যোগ্য, অর্থাৎ অনুগতভাবে সম্বন্ধযুক্ত হইবার যোগ্য (কৃতি-ব্যাপ্তি-অর্হত্ব) এবং এই প্রধান চেষ্টার সহায়করূপে যে অন্যান্য প্রযত্ন বা কৃতি তাহাই প্রধান কৃতির বা প্রচেষ্টার 'শেষ'*। এখন বিচার কর্তব্য যে এই 'পরোদ্দেশ' শব্দটির তাৎপর্যটি কী? 'উদ্দেশ্যত্ব' শব্দের অর্থ যদি হয়—ঈপ্সিত বা অভিলষিত বস্তুর সাধ্যত্ব, তখন পুনরায় প্রষ্টব্য যে, এই ঈপ্সিতত্বটিই বা কী? যদি বলা যায় যে কৃতির প্রয়োজনটি হইতেছে ঈপ্সিতত্ব, তখন বলিব এই কর্মচেষ্টা কৃতির আরম্ভের প্রয়োজনই তো হইতেছে কৃতি-প্রয়োজন এবং এই আরম্ভের প্রয়োজন যে কৃতি বা কর্মপ্রচেষ্টা তাহার অধীন (কর্ম প্রচেষ্টার দ্বারা সাধ্য) হইতেছে ঈপ্সিত বা ইচ্ছার বিষয়॥১৮১॥

শেষ-শেষী বিষয়ে প্রকৃত তাৎপর্য যে কি, তাহা বলিব—অপরের উৎকর্ষ সাধনের ইচ্ছাই যাহার নিকট উপাদেয় সেই পুরুষ হইতেছে 'শেষ' এবং অপর পুরুষটি হইতেছে 'শেষী'। ফলোৎপত্তির ইচ্ছায় যে যজ্ঞাদি এবং তাহার জন্য প্রযত্ন, তাহারই এই উপাদেয়ত্ব, অর্থাৎ এই যজ্ঞাদির সিদ্ধির

---

* যথা—রন্ধন আদি কর্ম চেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে—ভোজন। এই রন্ধন রূপ কার্যের জন্য কাষ্ঠাদি আহরণ, এই ভোজনের পূর্বে হস্ত পদাদি প্রক্ষালন প্রভৃতি চেষ্টা হইতেছে এই রন্ধন কার্যরূপ প্রধান প্রচেষ্টার বা অঙ্গীর অঙ্গরূপী বা 'শেষ'। এই অঙ্গরূপী প্রচেষ্টাগুলি অঙ্গীরূপ প্রধান প্রচেষ্টায় ব্যাপ্ত অর্থাৎ অনুগত।

সর্বমুপাদেয়ম্। এবং গর্ভদাসাদীনামপি পুরুষবিশেষাতিশয়াধানেচ্ছয়া উপাদেয়ত্বমেব স্বরূপম্; এবম্ ঈশ্বরগতাতিশয়াধানেচ্ছয়া উপাদেয়ত্বমেব চেতনাচেতনাত্মকস্য নিত্যস্য অনিত্যস্য চ সর্বস্য বস্তুনঃ স্বরূপমিতি, সর্বম্ ঈশ্বরশেষভূতং, সর্বস্য চ ঈশ্বরঃ শেষীতি; "সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ", "পতিং বিশ্বস্য" ইত্যাদ্যুক্তম্। "কৃতিসাধ্যং প্রধানং যৎ তৎকার্যমভিধীয়তে" ইত্যয়মর্থঃ শ্রদ্দধানেষেব শোভতে।

১৮৩। অপি চ "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদিষু লকারবাচ্য-কর্তৃবিশেষসমর্পণপরাণাং স্বর্গকামাদিপদানাং নিয়োজ্যবিশেষসমর্পণ-পরত্বং শব্দানুশাসনবিরুদ্ধং কেন অবগম্যতে? সাধ্যস্বর্গবিশিষ্টস্য অস্বর্গসাধনে কর্তৃত্বান্বয়ো ন ঘটতে ইতি চেৎ, নিয়োজ্যত্বান্বয়োঽপি

ইচ্ছায় বিভিন্ন প্রযত্নাদি অন্যান্য সমস্তই হইতেছে উপাদেয়। এই নিয়মানু-সারে দাসগণেরও স্বরূপ হইতেছে পুরুষ বিশেষের (তাহাদের প্রভুর) উৎকর্ষ সাধনের ইচ্ছা। অতএব, চেতনাচেতনাত্মক নিত্য বা অনিত্য সমস্ত বস্তুরই স্বরূপ হইতেছে ঈশ্বরের উৎকর্ষ সাধনে ইচ্ছার উপাদেয়ত্ব। এই সমস্ত বস্তুই ঈশ্বরের শেষভূত এবং ঈশ্বর এই সমস্ত বস্তুর শেষী। যথা শ্রুতিবাক্য—'সকলের বশী (প্রভু) এবং সকলের শাসনকর্তা' (বৃহঃ ৬।৪।২২), 'বিশ্বের পতি (প্রভু)' (মহোপ) ইত্যাদি। অতএব, শেষ শেষী বিষয়ে আপনাদের যে সিদ্ধান্ত—'কৃতি সাধ্য প্রধান যে বস্তু তাহাই কার্যরূপে অভিহিত' (অর্থাৎ 'কৃতি'রূপ কারণটি 'শেষ' এবং কৃতি-সাধ্য কার্যটি শেষী)—এই সিদ্ধান্তটি, আপনাদের মতে যাহারা শ্রদ্ধাবান তাহাদের পক্ষেই শোভা পায়॥১৮২॥

পুনরায়, স্বর্গকামী যজ্ঞ করিবে, 'স্বর্গকামো যজেত'—এই বাক্যে 'যজেত' ক্রিয়ায 'লিঙ্' প্রত্যয়ের দ্বারা যে বিধান বা অনুশাসন স্বর্গকামনা রূপ উদ্দেশ্যের বা যজ্ঞকর্তার বিশেষণেরই প্রধান সংযোগ কিন্তু যজ্ঞকর্তার সংযোগ নহে। আপনারা (মীমাংসক) যদি বলেন, 'যজেত' শব্দের সহিত যজ্ঞকর্তার সংযোগটি যে গৌণ—তাহা কিরূপে জানা যায়; তদুত্তরে বলিব (রামানুজ)—যজ্ঞকে স্বর্গের সাধন বা উপায় জানিয়া যে কর্তা যজ্ঞকার্যে নিযুক্ত হন তাহার পক্ষে অস্বর্গ-সাধন যজ্ঞে কর্তৃত্ব অন্বয় সম্ভব হয় না। অতএব বুঝিতে হইবে যে যজ্ঞের স্বর্গসাধনত্ব গুণই হইতেছে যজ্ঞে নিয়োজ্যত্বে প্রধান

ন ঘটত ইতি হি স্বর্গসাধনত্বনিশ্চয়ঃ; স তু শাস্ত্রসিদ্ধে কর্তৃত্বান্বয়ে স্বর্গসাধনত্বনিশ্চয়ঃ ক্রিয়তে। যথা 'ভোক্তুকামো দেবদত্তগৃহং গচ্ছেৎ' ইত্যুক্তে ভোজনকামস্য দেবদত্তগৃহগমনে কর্তৃত্বশ্রবণাদেব প্রাগজ্ঞাতমপি ভোজনসাধনত্বং দেবদত্তগৃহগমনস্য অবগম্যতে; এবমত্রাপি ভবতি।

১৮৪। ন হি ক্রিয়ান্তরং প্রতি কর্তৃতয়া শ্রুতস্য ক্রিয়ান্তরে কর্তৃত্বকল্পনং যুক্তম্; "যজেত" ইতি হি যাগকর্তৃতয়া শ্রুতস্য বুদ্ধৌ কর্তৃত্বকল্পনং ক্রিয়তে; বুদ্ধেঃ কর্তৃত্বকল্পনমেব হি নিয়োজ্যত্বম্। যথোক্তম্ — "নিয়োজ্যঃ স চ কার্যং যঃ স্বকীয়ত্বেন বুধ্যতে" ইতি। যষ্টৃত্বানুগুণং তদ্‌বোদ্ধৃত্বম্ ইতি চেৎ, দেবদত্তঃ পচেৎ ইতি পাককর্তৃতয়া শ্রুতস্য দেবদত্তস্য, পাকার্থগমনং পাকানুগুণমিতি, গমনে কর্তৃত্বকল্পনং ন যুজ্যতে।

কারণ। শাস্ত্রবাক্যও যখন এইভাবেই (যজ্ঞে) কর্তৃত্বের অন্বয় সিদ্ধ করিতেছেন তখন স্বর্গসাধনত্ব গুণটিই যজ্ঞ-কর্তৃত্বের যে মুখ্য হেতু তাহা বলিতে হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে ভোজনকামী দেবদত্তের গৃহে যাইবে—এই কথা বলিলে যেমন বুঝা যায় যে যাহারা ভোজনকামী তাহাদেরই দেবদত্তের গৃহে গমন-কর্তৃত্ব এবং এই গমনের হেতু ভোজন-সাধনত্ব, সেইরূপই যজ্ঞকরণের কর্তৃত্বের হেতু হইতেছে স্বর্গকামত্ব ॥১৮৩॥

পুনরায় বলি—শাস্ত্রে কোন বিষয় একটি ক্রিয়ার কর্তারূপে নিয়োজ্য একটি পুরুষেও সেই বিষয়ে ক্রিয়ান্তরের প্রতি কর্তারূপে কল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে। 'যজ্ঞ করিবে' এই বাক্যে যজ্ঞের কর্তারূপে শাস্ত্রে কথিত পুরুষকে আবার আপনাদের মতে বুদ্ধির কর্তারূপে কল্পনা করা হইয়াছে, বুদ্ধির কর্তারূপে কল্পনা, মানে—'নিয়োজ্যরূপে কল্পনা'। "তিনিই নির্দেশের দ্বারা কর্মে নিয়োজ্য পুরুষ যাহার এই কার্যে স্বকীয়ত্ব বুদ্ধি আছে।" আপনারা যদি বলেন—এই বুদ্ধিবৃত্তিটি হইতেছে যজ্ঞকর্তাকে যজ্ঞে নিয়োগের অনুকূলত্ব সাধনের জন্য (কিন্তু পৃথক্ কর্তৃত্ব নহে)। আমরা দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহার অযৌক্তিকতা সিদ্ধ করিব। 'দেবদত্ত পাক করুক' ......এইভাবে পাকের কর্তারূপে শ্রুতি দেবদত্তের পাকার্থে গমন, এই গমন-কার্যটিকে যদি ক্রিয়া না বলিয়া পাকক্রিয়ার অনুকূলত্বরূপে অর্থ করা হয় তাহা হইলে গমন-কার্যের এইরূপ অর্থ যে অযুক্তিযুক্ত তাহা বুঝিতে বাকি থাকে না ॥১৮৪॥

১৮৫। কিঞ্চ লিঙাদিশব্দবাচ্যং স্থায়িরূপং কিমিতি অপূর্ব-মাশ্রীয়তে ? স্বর্গকামপদসমভিব্যাহারানুপপত্তেঃ ইতি চেৎ, কা অত্রানু-পপত্তিঃ ? সিষাধয়িষিতস্বর্গো হি স্বর্গকামঃ, তস্য স্বর্গকামস্য কালান্তর-ভাবিস্বর্গসিদ্ধৌ ক্ষণভঙ্গিনী যাগাদিক্রিয়া ন সমর্থা ইতি চেৎ, অনাঘ্রাত-বেদসিদ্ধান্তানাম্ ইয়মনুপপত্তিঃ ; সর্বৈঃ কর্মভিঃ আরাধিতঃ পরমেশ্বরঃ ভগবান্ নারায়ণঃ তত্তদিষ্টং ফলং দদাতি ইতি বেদবিদো বদন্তি।

১৮৬। যথাহুঃ বেদবিদগ্রেসরাঃ দ্রমিড়াচার্যাঃ "ফলসম্বিভৎসয়া কর্মভিরাত্মানং পিপ্রীষন্তি, স প্রীতোঽলং ফলায় ইতি শাস্ত্রমর্যাদা" ইতি। ফলসম্বন্ধেচ্ছয়া কর্মভিঃ যাগদানহোমাদিভিঃ ইন্দ্রাদিদেবতা-মুখেন তত্তদন্তর্যামিরূপেণ অবস্থিতম্ ইন্দ্রাদিশব্দবাচ্যং পরমাত্মানং ভগবন্তং বাসুদেবম্ আরিরাধয়িষন্তি ; স হি কর্মভিরারাধিতঃ তেষাম্ ইষ্টানি ফলানি প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ।

উপরন্তু, আপনাদের মতে, বিধিলিঙ্ প্রত্যয়যুক্ত স্থায়ীরূপ ক্রিয়ায় 'অপূর্ব' বলিয়া প্রমাণ-অগোচর অ-দৃষ্ট বস্তুর আশ্রয়গ্রহণের হেতু কী ? যদি বলেন, 'স্বর্গকামী যজ্ঞ করিবে', এই বাক্যে যজ্ঞকরণের সহিত 'স্বর্গকামী'রূপ পদটি যে অন্বিত আছে। 'স্বর্গকামঃ' শব্দের অর্থ হইতেছে স্বর্গলাভে সাধনে অভিলাষী পুরুষ। এই যজ্ঞরূপ সাধনে কালান্তরে স্বর্গসিদ্ধি হইবে বলিয়া, ক্ষণভঙ্গুর এই যজ্ঞাদি ক্রিয়া সমর্থ হইতে পারে না বলিয়া, যদি ভবৎপক্ষে 'অপূর্ব' কল্পনা হয় তাহা হইলে বলিব—বৈদিক-সিদ্ধান্তে অনুপপত্তি বলিয়াই আপনাদের এই অনুপপত্তি কল্পনা। সর্ব কর্মের দ্বারা আরাধিত ভগবান নারায়ণই সেই সেই কর্মলভ্য ইষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন—ইহাই বেদবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন ॥১৮৫

বেদবিদ্‌গণের অগ্রেসর দ্রমিড়াচার্য বলিয়াছেন — "সম্যক্ ফললাভের ইচ্ছায় তাহারা বিভিন্ন কর্মের দ্বারা পরমাত্মাকে সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছা করে। পরমাত্মা প্রীত হইয়া ফলদান করিয়া থাকেন।" ইহাই হইতেছে শাস্ত্রের কথন, শাস্ত্র-মর্যাদা। দ্রমিড়াচার্যের এই বাক্যের তাৎপর্য হইতেছে — ফললাভের ইচ্ছায় লোকে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ দান হোম আদি কর্মের দ্বারা তত্তৎ দেবতার অন্তর্যামিরূপী পরমাত্মা ভগবান বাসুদেবকে আরাধনার ইচ্ছা করে। এই পরমাত্মা উক্ত কর্মের দ্বারা আরাধিত হইয়া তাহাদের অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন ॥১৮৬॥

১৮৭। তথা চ শ্রুতিঃ "ইষ্টাপূর্ত্তং বহুধা জাতং জায়মানং বিশ্বং বিভর্তি ভুবনস্য নাভিঃ" ইতি; "ইষ্টাপূর্ত্তম্" ইতি সকলশ্রুতিস্মৃতি-চোদিতং কর্ম উচ্যতে; তৎ "বিশ্বং বিভর্তি" ইন্দ্রাগ্নিবরুণাদিসর্বদেবতা-সম্বন্ধিতয়া প্রতীয়মানং, তত্তদন্তরাত্মতয়া অবস্থিতঃ পরমপুরুষঃ স্বয়মেব "বিভর্তি", স্বয়মেব স্বীকরোতি; "ভুবনস্য নাভিঃ" ব্রহ্মক্ষত্রাদিসর্ববর্ণ-পূর্ণস্য ভুবনস্য ধারকঃ, তৈস্তৈঃ কর্মভিরারাধিতঃ তত্তদিষ্টফলপ্রদানেন ভুবনানাং ধারক ইতি, "নাভিঃ" ইত্যুক্তঃ। অগ্নিবায়ুপ্রভৃতিদেবতান্ত-রাত্মতয়া তত্তচ্ছব্দাভিধেয়ঃ অয়মেবেত্যাহ "তদেবাগ্নিস্তদ্বায়ুস্তৎসূর্যস্তদু চন্দ্রমাঃ" ইতি।

১৮৮। যথোক্তং ভগবতা—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥

শ্রুতিও এই কথাই বলিতেছেন, যথা — "বহুপ্রকার কূপ ও জলাশয় কৃত অথবা ক্রিয়মাণ সকলকে তিনি ভুবনের নাভিরূপী বিশ্বে ধারণ করিয়া থাকেন" (ভারত)। 'ইষ্টা' এবং 'পূর্ত্ত' এই দুটি শব্দের অর্থ হইতেছে বেদে এবং স্মৃতিতে কথিত কর্ম। 'তিনি বিশ্বকে ধারণ করেন' বাক্যের অর্থ হইতেছে—(ইষ্টাপূর্ত্তাদি খননরূপ অনুষ্ঠান প্রকৃতপক্ষে তাহাদের অন্তর্যামী) পরম-পুরুষ স্বয়ং ইন্দ্র অগ্নি বরুণাদি সম্বন্ধারূপে প্রতীয়মান এই বিশ্বকে ধারণ করিয়া থাকেন। 'ভুবনের নাভি' শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সর্ববর্ণে পূর্ণ ভুবনের ধারক, অর্থাৎ বিভিন্ন কর্মে আরাধিত পরমাত্মাই তত্তৎ ইষ্টফল প্রদানের দ্বারা সমস্ত ভুবনের ধারক। এই হেতু তাঁহাকে ভুবনের 'নাভি' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তাৎপর্য এই যে—'অগ্নি বায়ু প্রভৃতি দেবতার অন্তরাত্মারূপে তত্তৎ শব্দবাচ্য বস্তু হইতেছেন এই পরমাত্মা। যথা বাক্য—'তিনি অগ্নি, তিনি বায়ু, তিনি সূর্য তিনিই চন্দ্রমা' (ভারত)॥১৮৭॥

গীতায় ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রও বলিয়াছেন—"যে যে পুরুষ আমার তনুরূপী ইন্দ্রাদি দেবতাকে ভক্তিযুক্ত হইয়া শ্রদ্ধার সহিত আরাধনা করিতে ইচ্ছা করে, সেই সেই পুরুষদিগকে তত্তৎ তনুবিষয়ক (ইন্দ্রাদি বিষয়ক) শ্রদ্ধা আমি নিশ্চলা অর্থাৎ নির্বিঘ্না করিয়া থাকি।" (গীতা ৭।২১)। 'সেই পুরুষ

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥

"যাং যাং তনুম্" ইন্দ্রাদিদেবতাবিশেষাঃ, তত্তদন্তর্যামিতয়া অবস্থিতস্য ভগবতঃ তনবঃ শরীরাণি ইত্যর্থঃ। "অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ" ইত্যাদি; "প্রভুরেব চ" ইতি সর্বফলানাং প্রদাতা চেত্যর্থঃ। যথা চ—

যজ্ঞৈস্ত্বমিজ্যসে নিত্যং সর্বদেবময়াচ্যুত।
যৈঃ স্বধর্মপরৈর্নাথ নরৈরারাধিতো ভবান্।
তে তরন্ত্যখিলামেতাং মায়ামাত্মবিমুক্তয়ে॥ ইতি।

১৮৯। সেতিহাসপুরাণেষু সর্বেষ্বেব বেদেষু সর্বাণি কর্ম্মাণি সর্বেশ্বরারাধনরূপাণি, তৈস্তৈঃ কর্মভিরারাধিতঃ পুরুষোত্তমঃ তত্তদিষ্ট-ফলং দদাতি ইতি তত্র তত্র প্রপঞ্চিতম্।

নির্বিঘ্নীকৃত সেই শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া (আমার শরীররূপী) সেই ইন্দ্রাদি দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। তখন সেই পুরুষ নিজ নিজ অভিলষিত কাম্য বস্তু সকল তত্তৎ দেবতা দ্বারা প্রদত্ত হইলেও প্রকৃতপক্ষে (সেই সকল দেবতার শরীরী বা অন্তর্যামী) আমার দ্বারাই যে বিহিত (প্রদত্ত হয়) তাহা নিশ্চিত (গীতা ৭।২২)।

উক্ত অর্থের অভিপ্রায় এই যে, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ হইতেছেন তাহাদের অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত ভগবানের শরীরী বা তনু। 'আমি সর্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভুই', 'প্রভুই' শব্দে সর্ব ফলপ্রদানের কর্তা অর্থটি কথিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন — 'হে অচ্যুত, আপনি সর্বদেবময় যজ্ঞের দ্বারা সর্বদাই আরাধিত হন' (বিঃ ৫।২০।৯৭)। 'হে প্রভু, যে সকল ধর্মপরায়ণ নরগণের দ্বারা আপনি আরাধিত হন তাঁহারা আত্মবিমুক্তির জন্য এই অখিল মায়া উত্তীর্ণ হন। (বিঃ ৫।৩০।১৬)॥১৮৮॥

এই ভাবে সমস্ত বেদ এবং সমস্ত ইতিহাস পুরাণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে সমস্ত কর্মই ভগবানের আরাধনারূপী। এই সকল প্রকরণে শাস্ত্র ইহাও প্রতিপাদন করিতেছেন যে এই সকল কর্ম দ্বারা আরাধিত হইয়া পুরুষোত্তম আরাধককে প্রার্থিত ইষ্টফল প্রদান করিয়া থাকেন॥১৮৯॥

১৯০। এবমেব হি সর্বজ্ঞং সর্বশক্তিং, সর্বেশ্বরং ভগবন্তম্ ইন্দ্রাদি-দেবতান্তর্যামিরূপেণ যাগদানহোমাদিবেদোদিতসর্বকর্মণাং ভোক্তারং সর্বফলানাং প্রদাতারং চ সর্বাঃ শ্রুতয়ো বদন্তি, "চতুর্হোতারো যত্র সম্পদং গচ্ছন্তি দেবৈঃ" ইত্যাদ্যাঃ; "চতুর্হোতারঃ" যজ্ঞাঃ, "যত্র" পরমাত্মনি দেবেষ্বন্তর্যামিতয়া অবস্থিতে, "দেবৈঃ" সম্বন্ধং গচ্ছন্তি ইত্যর্থঃ। অন্তর্যামিরূপেণ অবস্থিতস্য পরমাত্মনঃ শরীরতয়া অবস্থিতা-নামিন্দ্রাদীনাং যাগাদিসম্বন্ধঃ ইত্যুক্তং ভবতি। যথোক্তং ভগবতা— "ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্" ইতি। তস্মাৎ অগ্ন্যাদি-দেবতান্তর্যামিভূতপরমপুরুষারাধনভূতানি সর্বাণি কর্মাণি, স এব চ অভিলষিতপ্রদায়ী ইতি কিমত্র অপূর্বেণ ব্যুৎপত্তিপথদূরবর্তিনা বাচ্যতয়া অভ্যুপগতেন কল্পিতেন বা প্রয়োজনম্?

১৯১। এবং চ সতি লিঙাদেঃ কোঽয়মর্থঃ পরিগৃহীতো ভবতি? যজদেবপূজায়াম্ ইতি দেবতারাধনভূতযাগাদেঃ প্রকৃত্যর্থস্য কর্তৃ-

এই প্রকারেই সমস্ত শ্রুতি নির্দেশ দিতেছেন যে, যাগ দান হোম আদি বৈদিক সর্ব কর্মের ভোক্তা হইতেছেন ইন্দ্রাদি দেবতার অন্তর্যামী-রূপে অবস্থিত সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ভগবান এবং তিনিই হইতেছেন সর্বফল-প্রদাতা। 'চতুর্হোতা (যজ্ঞের দ্বারা) দেবতাগণের সহিত যে পরমাত্মায় সম্বন্ধযুক্ত হন' (তৈত্তিঃ আঃ ৩।২১)। চতুর্হোতৃ মানে যজ্ঞ: এই সকল যজ্ঞ দেবতাগণের পরমাত্মারূপে অবস্থিত ভগবানে যজ্ঞ-দেবতাগণের সহিত মিলিত হয়। তাৎপর্য এই যে, অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত পরমাত্মার শরীররূপী যে ইন্দ্রাদি দেবতা সেই শরীররূপী দেবতাগণের সহিত যাগাদির সম্বন্ধ। (গীতায়) ভগবানও বলিয়াছেন—'যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা সর্বলোকের মহেশ্বরকে'। অতএব, যজ্ঞাদি সর্ব কর্মই যখন ইন্দ্রাদি দেবতার অন্তরাত্মাভূত পরমপুরুষের আরাধনা-রূপী এবং এই পরম পুরুষই যখন সর্বফলপ্রদাতা তখন এই যজ্ঞাদি কর্মে দূরবর্তী এক 'অপূর্ব'রূপ বস্তুর কল্পনার আর কি প্রয়োজন? ॥১৯০॥

(হে কার্যার্থবাদি!) ইহার প্রতিবাদে যদি আপনারা বলেন যে, তাহা হইলে যজ্ঞ করিবে ('যজেত') এই বিধিলিঙপূর্বক যজ্ঞাদি ক্রিয়ার সার্থকতা কি আছে? তদুত্তরে আমরা (রামানুজীয়) বলিব—(যজ-দেবপূজায়াম্) — এই উক্তি অনুসারে দেবতার আরধনাভূত যাগাদি যে কর্তার ব্যাপার-সাধ্য তাহাই

ব্যাপারসাধ্যতাং ব্যুৎপত্তিসিদ্ধাং লিঙাদয়ঃ অভিদধতি ইতি ন কিঞ্চিদনুপপন্নম্। কর্তৃবাচিনাং প্রত্যয়ানাং প্রকৃত্যর্থস্য কর্তৃব্যাপারসম্বন্ধপ্রকারো হি বাচ্যঃ। ভূতবর্ত্তমানতাদিম্ অন্যে বদন্তি; লিঙাদয়স্তু কর্তৃব্যাপারসাধ্যতাং বদন্তি।

১৯২। অপি চ কামিনঃ কর্ত্তব্যতয়া কর্ম বিধায়, কর্মণো দেবতারাধনরূপতাং তদ্দ্বারেণ ফলসিদ্ধিং চ তত্তৎকর্মবিধিবাক্যান্যেব বদন্তি—"বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি স এবৈনং ভূতিং গময়তি" ইত্যাদীনি; নাত্র ফলসিদ্ধ্যনুপপত্তিঃ কাপি দৃশ্যতে ইতি, ফলসাধনত্বাবগতিঃ ঔপাদানিকী ইত্যপি ন সংগচ্ছতে; বিধ্যপেক্ষিতং যাগাদেঃ ফলসাধনত্বপ্রকারং বাক্যশেষ এব বোধয়তি ইত্যর্থঃ।

প্রতিপন্ন করিতেছে উক্ত বিধিলিঙ্ প্রত্যয়। অতএব এই লিঙ্ প্রত্যয়যোগে বিরোধ কিছুই নাই। ক্রিয়ার প্রত্যয়গুলি নির্দেশ দেয় যে কর্তা কর্তৃক কার্যটি কি ভাবে করা হইয়াছে বা হইবে। অন্যান্য প্রত্যয় ক্রিয়ার কাল ইত্যাদির নির্দেশ দেয়। বিধিলিঙ্ আদি প্রত্যয় নির্দেশ দেয় যে, ক্রিয়াটি করণীয় এবং কর্ত্তার ব্যাপার-সাধ্য ॥১৯১॥

(ইতিপূর্বে কথিত হইল যে ফলপ্রদত্ত কার্যটি ভগবানেরই, অতএব 'অপূর্ব' কল্পনার কোন প্রয়োজন নাই। এখন বলা হইতেছে কর্মের বিধি বাক্যের দ্বারাই যখন দেবতাদিগের ফলপ্রদত্ত কথিত হইয়াছে তখন আর 'অপূর্ব' কল্পনার কোন প্রয়োজন নাই)।

পুনরায়, ফলকামিগণের কর্ত্তব্যরূপে কর্মের বিধান করিয়া, সেই কর্মের দেবতার আরাধনারূপতা এবং তাহার দ্বারা যে ফলসিদ্ধি হয়, তাহা তত্তৎ কর্মের বিধিবাক্যেই কথিত হইয়াছে। যথা—"ঐশ্বর্যকামী বায়ু দেবতার যজ্ঞে শ্বেতপশুবলি দিবে। বায়ু হইতেছে সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী দেবতা, কামী যজ্ঞকর্ত্তা বায়ুর সন্নিধিতে যাইবে তাঁহাকে দেয় অংশের উপঢৌকন লইয়া, সেই বায়ুদেবতা তখন তাহাকে ঐশ্বর্য প্রদান করেন' (তৈঃ সং ২।১।১), ইত্যাদি বাক্য। এস্থলে ফলসিদ্ধির কোন ব্যর্থতা দেখা যায় না। এইরূপ ফলপ্রাপ্তি যে কেবল স্বীকার মাত্র কিন্তু বস্তুর বাস্তব ফলপ্রাপ্তি নহে—এ কথা ভাবিবার কোন হেতুই নাই। যজ্ঞানুষ্ঠানই যে ফলপ্রাপ্তির কারণ তাহা তো বিধিবাক্য স্বয়ং বুঝাইয়া দিতেছে ॥১৯২॥

১৯৩। "তস্মাৎ ব্রাহ্মণায় নাপগুরেত" ইত্যত্র অপগোরণ-নিষেধবিধিপরবাক্যশেষে শ্রূয়মাণং নিষেধ্যস্য অপগোরণস্য শতযাতনা-সাধনত্বং নিষেধবিধ্যুপযোগি ইতি হি স্বীক্রিয়তে। অত্র পুনঃ কামিনঃ কর্ত্তব্যতয়া বিহিতস্য যাগাদেঃ কাম্যস্বর্গাদিসাধনত্বপ্রকারং বাক্যশেষা-বগতম্ অনাদৃত্য কিমিতি উপাদানেন যাগাদেঃ ফলসাধনত্বং পরি-কল্প্যতে। হিরণ্যনিধিমপবরকে নিধায় যাচতে কোদ্রবাদিলুব্ধঃ কৃপণং জনম্ ইতি শ্রূয়তে, তদেতৎ যুষ্মাসু দৃশ্যতে।

১৯৪। শতযাতনাসাধনত্বমপি ন অদৃষ্টদ্বারেণ; চোদিতান্যনু-তিষ্ঠতঃ বিহিতং কর্মাকুর্বতঃ নিন্দিতানি চ কুর্বতঃ সর্বাণি সুখানি দুঃখানি চ পরমপুরুষানুগ্রহনিগ্রহাভ্যামেব ভবন্তি। "এষ হ্যেবানন্দ-য়াতি", "অথ সোঽভয়ংগতো ভবতি", "অথ তস্য ভয়ং ভবতি", "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্যঃ ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি

অতএব, 'ব্রাহ্মণকে গালি দিবে না (ভয় দেখাইবে না)' (মীঃ ৩৪।১৭) —এই নিষেধ বাক্যেও বাক্যশেষে এইরূপ (নিষিদ্ধ) কার্যের জন্য কর্মকর্ত্তাকে শত স্বর্ণমুদ্রা দণ্ড-বিধানের বিষয় জানা যায়। এইরূপ বাক্যে যখন তাৎকালিক দণ্ডবিধান স্বীকৃত আছে তখন স্বর্গকামী কর্ত্তৃক, ফলদানের জন্য, যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা মধ্যবর্ত্তী এক 'অপূর্ব' বস্তুর কল্পনার কি প্রয়োজন? বিশেষতঃ বিধিবাক্য যখন বলিতেছে যে যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারাই স্বর্গরূপ ফললাভ হইয়া থাকে। শুনা যায় যে, কৃপণজন সিন্দুকে স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া বাহিরে এক মুষ্টি অন্ন ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, (হে 'অপূর্ব'-বাদি!) আপনাদের অবস্থাও যে তদ্রূপ! ॥১৯৩॥

একথা আপনারা (মীমাংসক) বলিতে পারেন না যে এই শত স্বর্ণমুদ্রার দণ্ডটি হইয়াছে অদৃষ্টের ফলে। যাহারা শাস্ত্রবিধি অনুসারে কার্য করে তাহারা সুখ পাইবে এবং যাহারা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কার্য করে তাহারা দুঃখ পাইবে—ইহাই যথাক্রমে পরম পুরুষের অনুগ্রহের বা নিগ্রহের ফল। শ্রুতি এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। যথা শ্রুতিবাক্য—('ইনিই এই ব্রহ্মই) আনন্দ দান করেন' (তৈঃ ২।৭)। 'তখন সে (জীব) অভয় প্রাপ্ত হয়' (তৈঃ ২।৭)। 'তখন তাহার ভয় উপজাত হয়' (তৈঃ ২।৭)। 'তাঁহার (ভয়ে) বায়ু বহন করে, তাঁহার ভয়ে সূর্যের উদয় হয়, তাঁহার ভয়ে অগ্নি ইন্দ্র এবং মৃত্যু (পঞ্চম) ধাবিত

পঞ্চম ইতি", "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ", "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবাঃ দর্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ" ইত্যাদ্যনেকবিধাঃ শ্রুতয়ঃ সন্তি।

১৯৫। যথোক্তং দ্রমিড়ভাষ্যে—"তস্য আজ্ঞয়া ধাবতি বায়ুঃ, নদ্যঃ স্রবন্তি, তেন চ কৃতসীমানো জলাশয়াঃ সমদা ইব মেষবিসর্পিতং কুর্বন্তি" ইতি, "তৎসংকল্পনিবন্ধনা হি ইমে লোকাঃ ন চ্যবন্তে, ন স্ফুটন্তে; স্বশাসনানুবর্তিনং জ্ঞাত্বা কারুণ্যাৎ স ভগবান্ বর্ধয়েত বিদ্বান্ কর্মদক্ষঃ" ইতি চ।

১৯৬। পরমপুরুষযাথাত্ম্যজ্ঞানপূর্বকং তদুপাসনাদিবিহিতকর্মানুষ্ঠায়িনঃ তৎপ্রসাদাৎ তৎপ্রাপ্তিপর্যন্তানি সুখানি অভয়ং চ যথাধিকারং ভবন্তি। তজ্‌জ্ঞানপূর্বকং তদুপাসনাদি বিহিতং কর্মাকুর্বতঃ নিন্দিতানি চ কুর্বতঃ তন্নিগ্রহাদেব তদপ্রাপ্তিপূর্বকাপরিমিতদুঃখানি ভয়ং চ ভবন্তি।

হয়' (তৈঃ ২।৮)। 'হে গার্গি! এই অক্ষরের (ব্রহ্মের) প্রশাসনেই সূর্য এবং চন্দ্র বিধৃত হইয়া আছে' (বৃহঃ ৩।৮।৯)। 'হে গার্গি! এই অক্ষরের প্রশাসনে (দানজীবী) মনুষ্য দাতাকে প্রশংসা করে, যজ্ঞভোগী দেবতাগণ যজ্ঞকর্ত্তাকে প্রশংসা করে, পিতৃপুরুষগণ দর্বী-হোম-কর্ত্তাকে প্রশংসা করে' (বৃহঃ ৩।৮।৯) ॥১৯৪॥

দ্রমিড়ভাষ্যে কথিত হইয়াছে—"তাঁহারই আজ্ঞায় বায়ু ধাবিত হয়, নদী প্রস্রবিত হয়, সমুদ্র মত্তের ন্যায় স্ফীত হয় বর্দ্ধিত হয়"; "তাঁহার সংকল্পেই এই সকল জগৎ ধৃত আছে, পতিত হয় না, ফাটিয়া যায় না; যাহারা ভগবানের শাসন মানিয়া চলে তাহাকে সেই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি ভগবান করুণা করিয়া সমৃদ্ধ করিয়া থাকেন" ॥১৯৫॥

যাহারা পরমপুরুষের যাথাত্ম্য জ্ঞানপূর্বক উপাসনা প্রভৃতি বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা এই পরমপুরুষের প্রসাদে তাঁহার প্রাপ্তিরূপ পরম সুখ লাভ করিয়া যাবৎ ভয় হইতে বিমুক্ত থাকেন। পক্ষান্তরে, যাহারা উক্ত জ্ঞানে অজ্ঞ, এইজন্য উপাসনাদি শাস্ত্রবিহিত কর্ম না করিয়া নিন্দিত কর্মে নিরত থাকেন, তাঁহারা এই পরমপুরুষের নিগ্রহেই তাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া অপরিমিত দুঃখ এবং ভয় ভোগ করেন ॥১৯৬॥

১৯৭। যথোক্তং ভগবতা — "নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ" ইত্যাদিনা কৃৎস্নং কর্ম জ্ঞানপূর্বকমনুষ্ঠেয়ং বিধায়, "ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্য" ইতি সর্বস্য কর্মণঃ স্বারাধনতাম্, আত্মনাং স্বনিয়াম্যতাং চ প্রতিপাদ্য,

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ॥
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥

ইতি স্বাজ্ঞানুবর্তিনঃ প্রশস্য বিপরীতান্ বিনিন্দ্য, পুনরপি স্বাজ্ঞানু-পালনম্ অকুর্বতাম্ আসুরপ্রকৃত্যন্তর্ভাবম্ অভিধায়, অধমা গতিশ্চ উক্তা;

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন — '(হে অর্জ্জুন)! তুমি অনাদিকাল হইতে কর্মে অভ্যস্ত, অতএব কর্মের অনুষ্ঠান করিতে থাক।' (গীতা ৩।৮) — এইভাবে জ্ঞানপূর্বক যাবৎ কর্মের অনুষ্ঠেয়তার বিধান দিয়া পরে বলিয়াছেন, 'সর্ব কর্ম আমাকে সমর্পণ কর' (গীতা ৩।৩০) — এইভাবে সর্ব কর্মই যে ভগবানের আরাধনারূপী এবং সর্ব আত্মবস্তু যে ভগবানের নিয়াম্য তাহা প্রতিপাদন করিয়া অব্যবহিত পরেই বলিতেছেন—'যে পুরুষগণ আমার এই সিদ্ধান্তের অনুগুণ সর্বদা অনুষ্ঠান করে, যাহারা (অনুষ্ঠান না করিলেও) এই সিদ্ধান্তে শ্রদ্ধাবান এবং (যাহারা শ্রদ্ধাবান না হইলেও) এই সিদ্ধান্তে দোষ দর্শন করে না— সকলেই (সংসারজনক) সমস্ত কর্ম হইতে মুক্তিলাভ করেন' (গীতা ৩।৩১)।

"যে সকল পুরুষ আমার উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত অনুগুণ অনুষ্ঠান করে না এবং যাহারা অশুদ্ধচিত্ত হইয়া এই সিদ্ধান্তের নিন্দা করে, সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানরহিত সেই পুরুষদিগকে বিনষ্ট এবং কুমতিযুক্ত বলিয়া জানিবে" (গীতা ৩।৩২)। এই ভাবে নিজ আজ্ঞা অনুবর্ত্তনকারীদের প্রশংসা করিয়া, তদ্বিপরীতভাবাপন্নগণের নিন্দা করিয়াছেন। পরে পুনরায়, নিজ আজ্ঞা পালন যাহারা করে না, তাহারা আসুরী-প্রকৃতিযুক্ত, এই বলিয়া তাহাদের অধমাগতির বিধান করিয়াছেন।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভান্ আসুরীষ্বেব যোনিষু ॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ইতি।
সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥

ইতি চ স্বাজ্ঞানুবর্ত্তিনাং শাশ্বতং পদং চ উক্তম্। অশ্রুতবেদান্তানাং কর্মণি অশ্রদ্ধা মা ভূৎ ইতি দেবতাধিকরণেঽতিবাদাঃ কৃতাঃ কর্মমাত্রে যথা শ্রদ্ধা স্যাৎ ইতি, সর্বং একশাস্ত্রমিতি বেদবিৎসিদ্ধান্তঃ।

১৯৮। তস্যৈতস্য পরস্য ব্রহ্মণো নারায়ণস্য অপরিচ্ছেদ্যজ্ঞানানন্দামলত্বস্বরূপবৎ, জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্যবীর্যতেজঃপ্রভৃত্যনবধিকাতিশয়া-

---

যথা —"অশুভ আচারপরায়ণ এই ক্রূর নরাধমদিগকে এই সংসারে আসুরিক যোনিতেই আমি নিক্ষেপ করিয়া থাকি। হে কৌন্তেয়! আসুরিক যোনিতে জাত পুরুষেরা জন্মে জন্মে মদ্বিষয়ে অজ্ঞানী থাকিয়া, আমাকে এবং মদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভে অসমর্থ হইয়া পুনরায় অধিকতর অধম গতি (নীচ যোনি) প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" (গীতা ১৬।১৯,২০)।

'সর্বদা আমাকে বিশেষরূপে আশ্রয় করিয়া (অর্থাৎ, আমার উপর কর্মের কর্তৃত্ব প্রভৃতি ছাড়িয়া দিয়া), সমস্ত কর্মেরই অনুষ্ঠানকারী পুরুষ আমার কৃপায় নিত্য এবং অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।' (গীতা ১৮।৫৬)।— এইভাবে আমার আজ্ঞার অনুবর্ত্তিগণের শাশ্বত পদ প্রাপ্তির কথা কথিত হইয়াছে। যাঁহারা বেদান্ত শ্রবণ করেন নাই এই সব লোকের মনে যাহাতে কর্মে অশ্রদ্ধা না হয় এবং কর্ম মাত্রে যাহাতে শ্রদ্ধা হয় সেইজন্য দেবতা-অধিকরণে কর্মের অতি-প্রশংসা করা হইয়াছে। কিন্তু যাহারা বেদবিৎ অর্থাৎ বেদের অভিপ্রায় জ্ঞাত আছেন তাঁহারা বেদগত (কর্মমীমাংসা এবং ব্রহ্ম-মীমাংসা) দুই ভাগকে একই শাস্ত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন ॥১৯৭॥

(শাঙ্কর-মত, ভাস্কর-মত, যাদব-প্রকাশ মত, মীমাংসক মত খণ্ডন করিয়া রামানুজ এখন নিজ মতটি বর্ণনা করিতেছেন—প্রথমে নারায়ণ ও তাঁহার নিত্যবিভূতির সমর্থন করিতেছেন—)। উক্ত পরমব্রহ্ম নারায়ণের অপরিচ্ছেদ্য জ্ঞান, আনন্দ ও অমলত্ব 'স্বরূপ' জ্ঞান শক্তি বল ঐশ্বর্য বীর্য তেজ প্রভৃতি

সংখ্যেয়কল্যাণগুণবৎ, স্বসংকল্পপ্রবর্ত্ত্যস্বেতরসমস্তচিদচিদ্বস্তুজাতবৎ, স্বাভিমতস্বানুরূপৈকরূপদিব্যরূপ-তদুচিতনিরতিশয়কল্যাণবিবিধানন্ত-ভূষণ-স্বশক্তিসদৃশাপরিমিতানন্তাশ্চর্যনানাবিধায়ুধ-স্বাভিমতস্বানুরূপ-স্বরূপরূপগুণবিভবৈশ্বর্যশীলাদ্যনবধিকমহিমমহিষী-স্বানুরূপকল্যাণজ্ঞান-ক্রিয়াদ্যপরিমেয়গুণানন্তপরিজনপরিচ্ছদ-স্বোচিতনিখিলভোগ্যভোগো-পকরণাদ্যনন্তমহাবিভবাবাঙ্মনসগোচর-স্বরূপস্বভাবদিব্যস্থানাদি-নিত্য-তানিরবদ্যতাগোচরাশ্চ সহস্রশঃ শ্রুতয়ঃ সন্তি—

১৯৯। "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ", "য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ… …তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী", "স য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ অমৃতো হিরণ্ময়ঃ", "মনোময়ঃ" ইতি মনসৈব বিশুদ্ধেন

অনবধিক অতিশয় অসংখ্য কল্যাণগুণরাশি, তাঁহার সঙ্কল্পেই প্রবর্ত্তিত যাবৎ চিদচিৎ বস্তু, এবং এই প্রকার স্বরূপ ও গুণের অনুরূপ এবং অভিমত হইতেছে তাঁহার সদা একরূপ নিজ দিব্যরূপ, তদুচিত নিরতিশয় কল্যাণময় বিবিধ অনন্ত ভূষণ, নিজ অনন্ত শক্তির তুল্য অপরিমিত অনন্ত আশ্চর্য নানাবিধ আয়ুধ, নিজ অভিমত ও অনুরূপ স্বরূপ রূপ গুণ বিভব ঐশ্বর্য শীল (চরিত) প্রভৃতি যুক্ত মহিষী, নিজ অনুরূপ জ্ঞান ক্রিয়াদি অপরিমিত গুণবিশিষ্ট অনন্ত পরিজন ও পরিচ্ছদ, নিজ-উপযুক্ত নিখিল ভোগ্য ভোগোপকরণ প্রভৃতি অনন্ত মহাবিভূতিবিশিষ্ট বাক্য ও মনের অগোচর স্বরূপ ও স্বভাবযুক্ত নিত্য নিরবদ্য দিব্যস্থান প্রভৃতি —এই সমস্ত বিষয়ই শত শত শ্রুতিবাক্য প্রমাণ করিতেছেন ॥১৯৮॥

নিত্যবিভূতি সমর্থন—নারায়ণ স্বরূপ-গুণরূপাদি—

যথা শ্রুতি—'যিনি সমস্ত তমঃ বা অন্ধকারের পরপারে, যিনি আদিত্য-বর্ণ, এইরূপ মহান পুরুষকে আমি জানি' (পুঃ সূঃ ২০), 'এই আদিত্যের অন্তরে যে হিরণ্ময় পুরুষ বিরাজমান, (এই হইতে আরম্ভ করিয়া) 'উদীয়মান সূর্যের ন্যায় তাঁহার রাতুল কমল নয়নযুগল' (এই অবধি) (ছাঃ ১।৬।৮), 'হৃদয়ের অন্তর্বর্ত্তী যে আকাশ তাহার মধ্যে মনোময় অমৃত হিরণ্ময় এই পুরুষ বিরাজমান' (তৈঃ ১।৬।১), এস্থলে 'মনোময়' শব্দের অর্থ—কেবল বিশুদ্ধ

গৃহ্যতে ইত্যর্থঃ। "সর্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি" বিদ্যুদ্বর্ণাৎ পুরুষাদিত্যর্থঃ।

২০০। "নীলতোয়দমধ্যস্থা বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরা" মধ্যস্থনীল-তোয়দা বিদ্যুল্লেখেব ; সেয়ং দহরপুণ্ডরীকমধ্যস্থাকাশবর্ত্তিনী বহ্নিশিখা, স্বান্তর্নিহিতনীলতোয়দাভপরমাত্মস্বরূপা স্বান্তর্নিহিতনীলতোয়দা বিদ্যু-দিব আভাতি ইত্যর্থঃ।

২০১। "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ভারূপঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ আকাশাত্মা সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাত্তোঽ-বাক্যনাদরঃ", "মহারজতং বাসঃ" ইত্যাদ্যাঃ।

২০২। "অস্যেশানা জগতো বিষ্ণুপত্নী", "হ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যৌ", "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ", "ক্ষয়ন্তমস্য রজসঃ পরাকে", "যদেকমব্যক্তমনন্তরূপং বিশ্বং পুরাণং তমসঃ

মনের দ্বারা গ্রহণীয়। 'এই বিদ্যুৎ পুরুষ হইতে নিমেষ সকল উদ্ভূত হইয়াছে' (মহাঃ ১।২), 'বিদ্যুৎ' অর্থে—অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুৎবর্ণ ॥১৯৯॥

'নীল মেঘের মধ্যস্থ বিদ্যুৎ-লেখার ন্যায় ভাস্বর' (মহাঃ) — এই বাক্যের তাৎপর্য — কথিত পুরুষটি জ্যোতির্ময়, বিদ্যুৎ-রেখা যেন নীলমেঘকে ঘিরিয়া আছে। দহর-আকাশস্থিত রাতুল কমলের (পুণ্ডরীক) মধ্যে আকাশবর্ত্তিনী বহ্নিশিখার ন্যায় নিজ অন্তবর্ত্তী (বিরাজ করেন) নীলমেঘাভ-পরমাত্মার স্বরূপ অর্থাৎ নিজ হৃদয়ান্তরে নিহিত নীলমেঘবর্ণ যাহার আভা বিদ্যুতের ন্যায় অত্যুজ্জ্বল ॥২০০॥

"তিনি মনোময়, প্রাণ তাঁহার শরীর, তিনি সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প, আকাশের ন্যায় স্বচ্ছ-স্বভাববিশিষ্ট, সর্বকর্মা সর্বকামযুক্ত, সর্বগন্ধ ও সর্বরসময়, এই সমস্ত বিশ্বই তাঁহার অধীন, তিনি অবাকী ও অনাদর" (আসক্তিশূন্য) (ছাঃ ৩।১৪।২), 'তাঁহার বাস (বস্ত্র) হইতেছে পীতবর্ণ' (বৃঃ ৫।৩।৬) ॥২০১॥

'এই জগতের শাসনকর্ত্রী হইতেছেন বিষ্ণুর পত্নী' (যজুঃ ৪।৪।১২।৫৭), 'হ্রী এবং লক্ষ্মী তাঁহার পত্নীদ্বয়' (পুঃ সুঃ ২৪), 'বিষ্ণুর পরমপদ (পরমস্থান বৈকুণ্ঠ) নিত্যসুরিগণ সর্বদা দর্শন করিয়া থাকেন' (যজুঃ ৬।৫), 'তিনি এই রাজসের পরপারে অবস্থান করেন' (যজুঃ ২।২।১২), 'তিনি হইতেছেন অদ্বিতীয় অনন্তরূপ, তিনিই এই সমগ্র বিশ্বরূপী, পুরাতন পুরুষ, অন্ধকারের অতীত

পরস্তাৎ", "যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্", "যোঽস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্", "তদেব ভূতং তদু ভব্যমা ইদং তদক্ষরে পরমে ব্যোমন্" ইত্যাদিশ্রুতিশতনিশ্চিতোঽয়মর্থঃ।

২০৩। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইতি, বিষ্ণোঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ পরমং পদম্ "সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" ইতি বচনাৎ সর্বকালদর্শনবন্তঃ পরিপূর্ণজ্ঞানাঃ কেচন সন্তি ইতি জ্ঞায়তে। যে সূরয়ঃ তে সদা পশ্যন্তি ইতি বচনব্যক্তিঃ। যে সদা পশ্যন্তি তে সূরয়ঃ ইতি বা।

২০৪। উভয়পক্ষেঽপ্যনেকবিধানং ন সম্ভবতি ইতি চেৎ, ন; অপ্রাপ্তত্বাৎ সর্বস্য সর্ববিশিষ্টং পরমং স্থানং বিধীয়তে। যথোক্তম্—"তদ্‌গুণাস্তু বিধীয়েরন্ অবিভাগাদ্বিধানার্থে, ন চেদন্যেন শিষ্টাঃ" ইতি। যথা "যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালঃ" ইত্যাদিকর্মবিধৌ কর্মণো গুণানাং চ

বস্তু' (মহাঃ), 'পরমাকাশে গুহায় নিহিত বস্তুকে যিনি জানেন' (তৈঃ ২।১), 'যিনি এই বিশ্বের অধ্যক্ষ, তিনি পরম ব্যোমে অবস্থিত' (ঋক্ঃ ১০।১২৯।৭), 'তিনিই অক্ষর পরম ব্যোমে অবস্থিত, তিনিই দৃশ্যমান এই সমস্ত বস্তু; অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান যা কিছু সমস্তই তিনিই' (মহাঃ), এইরূপে শত শত শ্রুতিবাক্য উক্ত সত্য ঘোষণা করিতেছেন ॥২০২॥

'পরমপদ' বর্ণনা—

'সেই বিষ্ণুর পরমপদ'—ইহার অর্থ, বিষ্ণু পরম ব্রহ্মের পরম পদ; 'সূরিগণ সর্বদা দর্শন করেন'—ইহার অর্থ, সর্বকালদর্শী পরিপূর্ণ জ্ঞানবান জীব কেহ কেহ আছেন, তাঁহারা সূরী পদবাচ্য। এই সকল সূরী (পরমপদ) সর্বদা দর্শন করিয়া থাকেন। অথবা যাঁহারা সর্বদা দর্শন করেন তাহারাই সূরী পদবাচ্য ॥২০৩॥

যদি আপত্তি হয় যে, একই বিষয়ে দুই প্রকার লক্ষণ সম্ভব নহে, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণই বিধি। তদুত্তরে বলি, ইহা সম্ভব কারণ, উক্ত পরমস্থানটি ইন্দ্রিয়-অগোচর বলিয়া এই পরমস্থানটিকে বুঝাইতে হইলে নানাদিক দিয়া ইহার লক্ষণাবলী বলিতে হয়। বেদেও (কর্মকাণ্ডে) এইরূপ ভাবে বর্ণনার নিয়ম দেখা যায়। যথা, কর্মমীমাংসায় (মীঃ ১।৪।৯) আছে—'এই কর্মের গুণগণ দৃঢ়স্বীকৃত হইতেছে, যেহেতু ইহাতে কোন বিরোধ নাই এবং যদি অন্য প্রকরণগত কর্মে এই গুণগণের উল্লেখ না থাকে'। 'আগ্নেয় অষ্টকপাল' ইত্যাদি কর্মবিধিতে ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। উপরি-উক্ত বাক্যে কেবল

অপ্রাপ্তত্বেন সর্বগুণবিশিষ্টং কর্ম বিধীয়তে, তথা অত্রাপি সূরিভিঃ সদা দৃশ্যত্বেন বিষ্ণোঃ পরং স্থানমপ্রাপ্তং প্রতিপাদয়তি ইতি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ।

২০৫। করণমন্ত্রাঃ ক্রিয়মাণানুবাদিনঃ স্তোত্রশাস্ত্ররূপাঃ জপাদিষু বিনিযুক্তাশ্চ প্রকরণপঠিতাশ্চ অপ্রকরণপঠিতাশ্চ স্বার্থং সর্বং যথাবস্থিতমেব অপ্রাপ্তমবিরুদ্ধং ব্রাহ্মণবৎ বোধয়ন্তি ইতি হি বৈদিকাঃ। বিনিযুক্তার্থপ্রকাশিনাং চ দেবতাদিষু অপ্রাপ্তাবিরুদ্ধগুণবিশেষপ্রতিপাদনং বিনিয়োগানুগুণমেব।

২০৬। নেয়ং শ্রুতিঃ মুক্তজনবিষয়া, তেষাং সদা দর্শনানুপপত্তেঃ; নাপি মুক্তপ্রবাহবিষয়া, "সদা পশ্যন্তি" ইত্যেকৈককর্তৃবিষয়তয়া প্রতীতেঃ শ্রুতিভঙ্গপ্রসঙ্গাৎ। মন্ত্রার্থবাদগতা হ্যর্থাঃ কার্যপরত্বেঽপি সিদ্ধ্যন্তি ইত্যুক্তম্; কিং পুনঃ সিদ্ধবস্তুন্যেব তাৎপর্যে ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ ইতি সর্বমুপপন্নম্।

দিব্যসূরিগণেরই সর্বদা দৃশ্য বলিয়া এই বিষ্ণুর পরমপদ অন্যের নিকট অপ্রাপ্ত বলিয়া এই উভয়বিধভাবে বর্ণিত হইলেও ইহাতে দোষ হয় না ॥২০৪॥

বৈদিক কর্ম-পন্থীগণ বলিয়া থাকেন যে, ক্রিয়মাণ কর্মের অঙ্গরূপী স্তোত্রগুলি দুই প্রকার হইতে পারে—(১) স্তোত্র অর্থাৎ গানরূপী কিংবা (২) শাস্ত্ররূপী অর্থাৎ গানরহিত, এবং জপাদিতেও (আবৃত্তিরূপে) বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। সেইরূপ বেদান্তের ব্রাহ্মণ অংশেও এইরূপ নিয়ম দেখা যদি বিভিন্ন বিধান পরস্পর বিরুদ্ধ না হয় এবং যদি সেগুলির উল্লেখ অন্য প্রকরণে না থাকে ॥২০৫॥

সূরী সম্বন্ধীয় উক্ত শ্রুতি বাক্যটি ('সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ' বাক্যটি) মুক্ত জীবন বিষয়ে বলিতে হয় নাই, কারণ মুক্ত জীবগণ মুক্তির পূর্বে তাহারা এই পরমপদ দর্শন করেন নাই, অতএব 'সদা-দর্শন' উপপন্ন হয় না। পুনরায়, এই প্রকার কারণেই, এই বাক্যটি মুক্ত-প্রবাহ বা মুমুক্ষুর বিষয়েও কথিত হয় নাই। মন্ত্রের প্রশংসাবাদরূপী অর্থ যদি কার্যের উৎসাহদাতা বলিয়া সিদ্ধ হয় তখন সিদ্ধবস্তুর প্রতিপাদনে 'সূরিগণ সদা দর্শন করেন' এই শ্রুতির উপপাদনে দুই প্রকার অর্থ সম্ভব হইতে পারে। ইহাতে আপত্তি কর্তব্য নহে ॥২০৬॥

২০৭। নন্থ চাত্র "তদ্বিষ্ণোঃ পরমঃ পদম্" ইতি পরস্বরূপমেব পরমপদশব্দেন অভিধীয়তে, "সমস্তহেয়রহিতং বিষ্ণবাখ্য পরমং পদম্" ইত্যাদিষু অব্যতিরেকদর্শনাৎ।

নৈবম্ — "ক্ষয়ন্তমস্য রজসঃ পরাকে", "তদক্ষরে পরমে ব্যোমন্", "যোঽস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্", "যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্" ইত্যাদিষু পরস্থানস্যৈব দর্শনাৎ, "বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইতি ব্যতিরেকনির্দেশাচ্চ। "বিষ্ণবাখ্যং পরমং পদম্" ইতি বিশেষণাৎ অন্যদপি পরমং পদং বিদ্যতে ইতি তেনৈব জ্ঞায়তে তদিদং পরস্থানং সূরিভিঃ সদা দৃশ্যত্বেন প্রতিপাদ্যতে।

২০৮। এতদুক্তং ভবতি — ক্বচিৎ পরস্থানং চ পরমপদশব্দেন প্রতিপাদ্যতে; ক্বচিৎ প্রকৃতিবিযুক্তাত্মস্বরূপম্, ক্বচিৎ ভগবৎস্বরূপম্। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইতি পরস্থানম্; "সর্গস্থিত্যন্তকালেষু ত্রিধৈবং

পুনরায়, যদি আপত্তি হয় 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্' বাক্যটিতে 'পরমপদ' শব্দে পরস্বরূপকেই বলা হইয়াছে (কোন স্থান বিশেষকে নহে), যথা— 'সমস্তহেয়রহিতং বিষ্ণবাখ্যং পরমং পদম্' (বিঃ ১।২২।৫৩); তদুত্তরে বলি— না, এই অভিমত ঠিক নহে। কারণ বেদ বলিতেছেন—'রাজসের পরপারে অবস্থান করেন' (যজুঃ ২ ২।১২)। 'সেই অক্ষর পরম ব্যোমে' (ঋক্ ১০।১২৯।৭), 'তাঁহাকে পরম ব্যোমে গুহায় নিহিত যে জানে' (তৈঃ ২।১)।—এই সকল শ্রুতি পরম স্থানের কথাই বলিতেছেন। পুনরায়, 'বিষ্ণুর পরমদ'—এইভাবে বিষ্ণু হইতে পৃথক্‌ভাবে পরমপদের নির্দেশ হেতুও বুঝা যায় এই পরমপদ স্থানরূপেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। আবার 'বিষ্ণু নামক পরমপদ' এই বাক্যেরও উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে বিষ্ণুর স্থানরূপী পরমপদ হইতে অন্য বস্তু 'বিষ্ণু' নামক পরমপদও বিদ্যমান। এই পরমস্থানটি সূরিগণ কর্তৃক সদা দৃশ্যমান তাহাও প্রতিপাদিত হইতেছে ॥২০৭॥

পরমপদ বিষয়ে উপরি-উক্ত শ্রুতিসমূহের তাৎপর্য এই যে, কোথাও কোথাও পরমপদ শব্দে পরম স্থানকে, আবার কোথাও বা প্রকৃতি-বিযুক্ত আত্মস্বরূপকে, আবার কোথাও বা ভগবৎস্বরূপকে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। 'বিষ্ণুর সেই পরমস্থান' শ্রুতিতে পরমপদ, 'গুণহীন এবং মহান পরমপদের সৃষ্টি,

সম্প্রবর্ত্ততে, গুণপ্রবৃত্ত্যা পরমং পদং তস্যাগুণং মহৎ” ইত্যত্র প্রকৃতি-বিযুক্তাত্মস্বরূপম্; “সমস্তহেয়রহিতং বিষ্ণ্বাখ্যং পরমং পদম্” ইত্যত্র ভগবৎস্বরূপম্। ত্রীণ্যপ্যেতানি পরমপ্রাপ্যত্বেন পরমপদশব্দেন প্রতিপাদ্যন্তে।

২০৯। কথং ত্রয়াণাং পরমপ্রাপ্যত্বমিতি চেৎ, ভগবৎস্বরূপং পরমপ্রাপ্যত্বাদেব পরমং পদম্; ইতরয়োরপি ভগবৎপ্রাপ্তিগর্ভত্বাদেব পরমপদত্বম্। সর্বকর্মবিনির্মুক্তাত্মস্বরূপাবাপ্তিঃ ভগবৎপ্রাপ্তিগর্ভা “ত ইমে সত্যাঃ কামাঃ অনৃতাপিধানাঃ” ইতি ভগবতো গুণগণস্য তিরোধায়কত্বেন অনৃতশব্দেন স্বকর্মণঃ প্রতিপাদনাৎ।

অনৃতরূপতিরোধানং ক্ষেত্রজ্ঞকর্মেতি কথমবগম্যতে ইতি চেৎ;

অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে।
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্বগা॥

স্থিতি এবং অন্তকালে, তিন প্রকার পরিবর্ত্তন হয়, তাহার প্রাকৃত দেহের তিন প্রকার স্থিতির জন্য’ (বিঃ পু- ১।২৩।৪১)—এই বাক্যে প্রকৃতি-বিযুক্ত জীবের বিষয় স্পষ্টই কথিত হইয়াছে। ‘সমস্ত হেয়রহিত বিষ্ণু-নামক পরমপদ’ (বিঃ পুঃ ১।২২।৫৩)—এই বাক্যে ভগবৎ-স্বরূপ কথিত হইয়াছে। উক্ত তিনটী বস্তুই পরমপ্রাপ্য বলিয়া ‘পরমপদ’ শব্দে প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥২০৮॥

যদি প্রশ্ন হয়, উপরি-উক্ত তিনটী বস্তুই পরম প্রাপ্য কি প্রকারে হইতে পারে? তদুত্তরে বলি— ভগবৎ-স্বরূপ পরমপ্রাপ্য বলিয়া পরমপদবাচ্য, অপর দুইটী (পরমস্থান এবং প্রকৃতিবিমুক্ত আত্মা) ভগবৎপ্রাপ্তির সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া পরমপদবাচ্য। সর্বকর্ম-বিনির্মুক্ত আত্মস্বরূপের প্রাপ্তিও ভগবৎ-প্রাপ্তিগর্ভ, যেহেতু জীবের কর্মবন্ধন হইতে বিমুক্তি হইতেছে ভগবৎপ্রাপ্তির সহায়ক, অতএব, ভগবৎপ্রাপ্তির অন্তর্ভুক্ত। শ্রুতি বলিতেছেন—“এই সকল সত্যগুণ মিথ্যা বা দুষ্ট (সাংসারিক) কর্মের দ্বারা আবৃত” (ছাঃ উঃ ৮।৩।১)। ক্ষেত্রজ্ঞের এই কর্ম যে মিথ্যারূপী এবং স্বরূপের আবরক তাহাও শাস্ত্র বলিতেছেন— যথা —“(ক্ষেত্রজ্ঞের) কর্ম নামক অবিদ্যাটি তৃতীয় শক্তিরূপে কথিত হয়। হে রাজন্! এই শক্তির দ্বারা জীবের ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তিটি সর্বত্র আবৃত হইয়া

সংসারতাপানখিলান্ অবাপ্নোত্যতিসন্ততান্।
তথা তিরোহিতত্বাচ্চ······ ॥

ইত্যাদিবচনাৎ; পরস্থানপ্রাপ্তিরপি ভগবৎপ্রাপ্তিগর্ভৈব ইতি সুব্যক্তম্।

২১০। "ক্ষয়ন্তমস্য রজসঃ পরাকে" ইতি রজঃশব্দেন ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরুচ্যতে, কেবলস্য রজসোঽনবস্থানাৎ; ইমাং ত্রিগুণাত্মিকাং প্রকৃতিমতিক্রম্য স্থিতে স্থানে ক্ষয়ন্তং বসন্তম্ ইত্যর্থঃ। অনেন ত্রিগুণাত্মকাৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্য ভোগ্যভূতাৎ বস্তুনঃ পরস্তাৎ বিষ্ণোঃ বাসস্থানমিতি গম্যতে। "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" ইত্যত্রাপি তমসঃশব্দেন সৈব প্রকৃতিঃ উচ্যতে; কেবলস্য তমসঃ অনবস্থানাদেব, "রজসঃ পরাকে ক্ষয়ন্তম্" ইত্যনেন একবাক্যত্বাৎ; তমসঃ পরস্তাৎ বসন্তং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং পুরুষম্ অহং বেদ ইত্যয়মর্থঃ অবগম্যতে।

আছে। অবিদ্যাকৃত জীবের জ্ঞানের তিরোধান হেতু তাহারা অখিল-সংসারের তাপে তপ্ত হয়" (বিঃ পুঃ ৭।৬১,৬২)। পরমস্থান প্রাপ্তিটিও যে ভগবৎ-প্রাপ্তির অন্তর্ভুক্ত তাহাও সুব্যক্ত হইয়াছে ॥২০৯॥

"যাহারা রাজসের পরপারে অবস্থান করে" (যজুঃ ২।২।১১) — এই বাক্যে 'রজঃ' শব্দটি বুঝাইতেছে, (সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ মিশ্রিত) ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি অতিক্রম করিয়া স্থিত স্থানে অবস্থানকারী; কারণ, রজঃগুণ কখনো একা অবিমিশ্রিতভাবে থাকে না। অতএব এই বেদবাক্যটিতে বুঝা যায় যে, তিনি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির অতীত স্থানে অবস্থান করেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, বিষ্ণুর বাসস্থান হইতেছে ত্রিগুণের অতীত স্থানে এবং এই ত্রিগুণাত্মক বস্তুসমূহ হইতেছে ক্ষেত্রজ্ঞ বদ্ধ জীবেরই ভোগ্যভূত। পুনরায়, শ্রুতি বলিতেছেন—"আদিত্যের বর্ণ হইতে উজ্জ্বল এবং তামসের পরপারে অবস্থিত এই মহাপুরুকে আমি জানি" (পুঃ সূঃ ২০)। এই 'তামস' শব্দটিও ত্রিগুণের অতীত বস্তুকে বুঝাইতেছে, যেহেতু উপরে কথিত শুদ্ধ রাজসের ন্যায় শুদ্ধ তামসও কখনো একা থাকিতে পারে না, সর্বদাই মিশ্র ত্রিগুণরূপেই থাকে। এতদ্দ্বারা "তামসের পরপারে আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে আমি জানি" — এই বাক্যের অর্থ সুব্যক্ত হইল ॥২১০॥

২১১। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্", "তদক্ষরে পরমে ব্যোমন্" ইতি তৎ স্থানম্ অবিকাররূপং পরমব্যোমশব্দাভিধেয়মিতি চ গম্যতে। "অক্ষরে পরমে ব্যোমন্" ইত্যস্য স্থানস্য অক্ষরত্বশ্রবণাৎ ক্ষররূপাদিত্যমণ্ডলাদয়ঃ ন পরমব্যোমশব্দাভিধেয়াঃ।

২১২। "যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ", "যত্র ঋষয়ঃ প্রথমজা যে পুরাণাঃ" ইত্যাদিষু চ তে এব সূরয় ইতি অবগম্যতে। "তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎপরমং পদম্" ইত্যত্রাপি, 'বিপ্রাসঃ' মেধাবিনঃ, 'বিপণ্যবঃ' স্তুতিশীলাঃ, 'জাগৃবাংসঃ' অস্খলিত-জ্ঞানাঃ; ত এব অস্খলিতজ্ঞানাঃ তৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা স্তুবন্তঃ সমিন্ধতে ইত্যর্থঃ।

'ব্রহ্ম হইতেছেন সত্য, জ্ঞান এবং অনন্তস্বরূপ', তাঁহাকে যিনি পরম আকাশে নিহিত বলিয়া জানেন' (তৈঃ ২।১) এবং 'সেই অক্ষর পরম ব্যোমে' (মহাঃ)—এই দুটি শ্রুতিবাক্য বুঝাইতেছে যে, উক্ত 'পরমপদ' স্থানটি অবিকারী এবং পরম-আকাশ শব্দবাচ্য। এই পরম ব্যোমে স্থানটি 'অক্ষর' পদে আখ্যাত হইয়াছে, অতএব বুঝিতে হইবে যে এই পরমাকাশটি ক্ষররূপী (প্রাকৃত) আদিত্যমণ্ডল নহে, কিন্তু 'পরমপদ' ॥২১১॥

আবার এই প্রকারে, 'যেখানে প্রাচীন সাধুগণ এবং দেবতাগণ অবস্থান করেন' (পুঃ সূঃ ১৮), 'যেখানে প্রথম জাত পুরাতন ঋষিরা থাকেন' (যজুঃ ২।৬০) —এই বাক্যদ্বয়ে দেবতা ও ঋষিগণকে সূরী বলিয়া অবগত হওয়া যায়। পুনরায়, 'সেই জ্ঞানপূর্ণ স্তুতিশীল এবং অস্খলিত-জ্ঞান পুরুষেরা বিষ্ণুর পরমপদে স্তুতিকরতঃ প্রকাশমান থাকেন'—এই শ্রুতিবাক্যটিও সেই কথাই বলিতেছেন। এই বাক্যে 'বিপ্রাসঃ' পদের অর্থ হইতেছে—মেধাবী। 'বিপণ্যবঃ' পদের অর্থ স্তুতিশীলগণ, 'জাগৃবাংস' শব্দের অর্থ অচ্যুত-জ্ঞানে জ্ঞানী। এইরূপ গুণ-বিশিষ্ট পুরুষগণ বিষ্ণুর পরমপদে সর্বদা স্তুতিকরতঃ উজ্জ্বল হইয়া থাকেন ॥২১২॥

২১৩। এতেষাং পরিজনস্থানাদীনাং "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যত্র জ্ঞানবলৈশ্বর্যাদিকল্যাণগুণগণবৎ পরব্রহ্মস্বরূপান্তর্ভূত-ত্বাৎ, "সদেব......একমেব অদ্বিতীয়ম্" ইতি ব্রহ্মান্তর্ভাবঃ অবগম্যতে এষামপি কল্যাণগুণৈকদেশত্বাদেব। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যত্র 'ইদম্' ইতি শব্দস্য কর্মবশ্যভোক্তৃবর্গমিশ্রতদ্ভোগ্যভূতবিষয়ত্বাচ্চ "সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" ইতি সদাদর্শিত্বেন চ তেষাং কর্মবশ্যানন্তর্ভাবাৎ।

২১৪। "অপহতপাপ্মা" ইত্যাদি "অপিপাসঃ" ইত্যন্তেন স্বলীলোপকরণভূতত্রিগুণাত্মকপ্রকৃতিপ্রাকৃততৎসংসৃষ্টপুরুষগতং হেয়-স্বভাবং সর্বং প্রতিষিধ্য, "সত্যকামঃ" ইত্যনেন স্বভোগ্যভোগোপকরণ-

---

এই সকল সুতিশীল জ্ঞানিগণের স্থান ব্রহ্মেরই অন্তর্ভাবিত বলিয়া বুঝিতে হইবে; কারণ এই সকল সুরীর জ্ঞান, শক্তি এবং অন্যান্য গুণগণ ব্রহ্মের জ্ঞান বল ঐশ্বর্য প্রভৃতি শ্রুতি-কথিত কল্যাণগুণগণের ন্যায় ইহারা পরমব্রহ্মের স্বরূপেরই অন্তর্গত। "হে ব্রহ্মণ! এই জগৎ অগ্রে 'সৎ'ই ছিল, একই এবং অদ্বিতীয় ছিল" (ছাঃ উঃ ৬।২।১) — এই বাক্যে 'এই' শব্দে কর্মবশ্য ভোক্তৃ-বর্গ-মিশ্রিত ভোগ্যভূত প্রাকৃত জগৎকে যেমন বুঝাইতেছে, সেইরূপ আবার 'সর্বদাই সুরিগণ দর্শন করেন', (যজুঃ ৬।৫)—এই বাক্যে সুরিগণ সর্বদাই দর্শী বলিয়া তাঁহারা যে কর্মকশ্যতার অন্তর্ভুক্ত নহেন তাহা বুঝা যাইতেছে।

পরমপদস্থ পরিজন এবং পরিজন-স্থান প্রভৃতি

(অভিপ্রায় এই যে, 'পরমপদ' ভগবানের নিত্যবিভূতি বলিয়া ইহা কারণবস্তু ব্রহ্মেরই অন্তর্গত। 'সদাই একই এবং অদ্বিতীয়', শ্রুতিগত এই সকল শব্দে নিত্যবিভূতিও যে ব্রহ্মেরই অন্তর্গত তাহা বুঝা যাইতেছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, নিত্যবিভূতিবিশিষ্ট ব্রহ্ম—এই অর্থই বুঝাইতেছে)। ॥২১৩॥

"অপহতপাপ্মা বিজরোঃ বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ বিজিঘিৎসঃ অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" (ছাঃ উঃ) — এই শ্রুতিতে 'অপহতপাপ্মা' হইতে 'অপিপাসঃ' অবধি পদসমূহে (শ্রীভগবানের) লীলার উপকরণভূত ত্রিগুণা-ত্মক প্রকৃতি, প্রাকৃত তৎসংসৃষ্ট পুরুষগত সমস্ত হেয় স্বভাবের প্রতিষেধ করিয়া, 'সত্যকাম' শব্দে (নিত্যবিভূতিগত) নিজ ভোগ্য ভোগোপকরণজাত

জাতস্থ সর্বস্থ নিত্যতা প্রতিপাদিতা। সত্যাঃ কামাঃ যস্থ অসৌ সত্যকামঃ। কাম্যন্তে ইতি কামাঃ, তেন পরেণ ব্রহ্মণা স্বভোগ্য-তদুপকরণাদয়ঃ স্বাভিমতাঃ তে কাম্যন্তে, তে সত্যাঃ নিত্যা ইত্যর্থঃ। অন্যস্থ লীলোপকরণস্থাপি বস্তুনঃ প্রমাণসম্বন্ধযোগ্যত্বে সত্যপি বিকারাস্পদত্বেন অস্থিরত্বাৎ, তদ্বিপরীতং স্থিরত্বম্ এষাং "সত্য"-পদেন উচ্যতে।

২১৫। "সত্যসংকল্পঃ" ইতি এতেষু ভোগ্যতদুপকরণাদিষু নিত্যেষু নিরতিশয়েষু অনন্তেষু সৎস্বপি, অপূর্বাণাম্ অপরিমিতানাম্ অর্থানামপি সংকল্পমাত্রেণ সিদ্ধিং বদতি। এষাং চ ভোগোপকরণানাং লীলোপকরণানাং চেতনানাম্ অচেতনানাং স্থিরাণামস্থিরাণাং চ, সৎসংকল্পায়ত্তস্বরূপস্থিতিপ্রবৃত্তিভেদাদিসর্বং বদতি "সত্যসঙ্কল্পঃ" ইতি।

২১৬। ইতিহাসপুরাণয়োঃ বেদোপবৃংহণয়োশ্চ অয়মর্থঃ উচ্যতে—

সমস্ত বস্তুর সত্যতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। যাহার সমস্ত কামনাই সত্য তিনি হইতেছেন 'সত্যসঙ্কল্প'। এতদ্দ্বারা বুঝাইতেছে যে, পরমব্রহ্মের ভোগ্য উপকরণাদি যাহা তাঁহার দ্বারা অভিলষিত হয় সেই সমস্তই সত্য, অর্থাৎ নিত্য। অন্যান্য লীলা-উপকরণরূপী যে সকল বস্তু তাহা বিকারাস্পদ বলিয়া অস্থির বা অনিত্য। তদ্‌বিপরীত স্থিরত্বগুণটি 'সত্য' পদের দ্বারা ভগবানের নিত্য-ভোগোপকরণের বিষয়ে কথিত হইয়াছে ॥২১৪॥

এই সকল ভোগ-উপকরণাদি নিত্য নিরতিশয় এবং অনন্ত হইলেও সমস্ত অপূর্ব অপরিমিত বস্তুসমূহও সঙ্কল্পমাত্রেই সিদ্ধ হয়। ইহাই 'সত্য-সঙ্কল্প' শব্দের অর্থ। এই যাবৎ ভোগ-উপকরণ এবং লীলা-উপকরণ, যাবৎ চেতন ও অচেতন, যাবৎ স্থির এবং অস্থির সমস্ত বস্তুরই স্বরূপ স্থিতি এবং প্রবৃত্তি ভেদ যে তাহারই (ভগবানেরই) সঙ্কল্পের অধীন তাহাই কথিত হইয়াছে উক্ত শ্রুতিগত 'সত্যসঙ্কল্প' পদে ॥২১৫॥

বেদের উপবৃংহণরূপী ইতিহাস — (রামায়ণ এবং মহাভারতেও) এই কথাই বলা হইয়াছে—

তৌ তু মেধাবিনৌ দৃষ্ট্বা বেদেষু পরিনিষ্ঠিতৌ।
বেদোপবৃংহণার্থায় তাবগ্রাহয়ত প্রভুঃ॥ ইতি।

বেদোপবৃংহণতয়া প্রারব্ধে শ্রীরামায়ণে—

ব্যক্তমেষ মহাযোগী পরমাত্মা সনাতনঃ।
অনাদিমধ্যনিধনঃ মহতঃ পরমো মহান্॥
তমসঃ পরমো ধাতা শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
শ্রীবৎসবক্ষাঃ নিত্যশ্রীঃ অজয্যঃ শাশ্বতো ধ্রুবঃ॥
শরা নানাবিধাশ্চাপি ধনুরায়তবিগ্রহম্।
অন্বগচ্ছন্ত কাকুৎস্থং সর্বে পুরুষবিগ্রহাঃ॥
বিবেশ বৈষ্ণবং ধাম সশরীরঃ সহানুগঃ।

২১৭। শ্রীমদ্‌বৈষ্ণবে পুরাণে—

সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতাঃ নৃপ যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তদ্বিশ্বরূপবৈরূপ্যং রূপমন্যদ্ধরের্মহৎ॥
মূর্তং ব্রহ্ম মহাভাগ সর্বব্রহ্মময়ো হরিঃ।

"বেদে পরিনিষ্ঠিত সেই দুটি মেধাবী বালককে (লব ও কুশকে) দেখিয়া, প্রভু বাল্মীকি, দৃষ্টান্তের দ্বারা এই বেদকে পুষ্ট করিবার জন্য, তাহাদিগকে পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন।" (রাঃ বাঃ ৪।৬)। পরে রামায়ণ বলিয়াছেন—"এই মহাযোগী পুরুষ যে সনাতন পুরুষ পরমাত্মা, তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত। তাঁহার আদি মধ্য ও অন্ত কিছুই নাই, তিনিই মহান পরম পুরুষ। তিনি তামসের অতীত বিধাতা পুরুষ, তিনি শঙ্খচক্রগদাধর, বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্নধারী, নিত্যশ্রীযুক্ত, অজয্য এবং শাশ্বত ধ্রুব পুরুষ" (রাঃ যুঃ ১১৪।১৪, ১৫)। "তাঁহার আয়ত ধনু এবং নানাবিধ শর সকলেই বিগ্রহ ধারণ করতঃ কাকুৎস্থ বংশধর শ্রীরামের অনুগমন করিয়াছিলেন। এই রামচন্দ্র সশরীরে, অনুগামিগণ সহ বৈষ্ণবধামে প্রবিষ্ট হইলেন" (রাঃ উঃ ১১০।১২) ॥২১৬॥

বিষ্ণুপুরাণেও—

'হে নৃপ, এই সকল শক্তি যাহাতে প্রতিষ্ঠিত সেই বিশ্বরূপ হইতে হরির মহান রূপ হইতেছে পৃথক্' (বিঃ ৭।৭০)। 'হে মহাভাগ! ব্রহ্মাত্মক এই বিশ্ব জগৎই শ্রীহরির মূর্ত্তি' (বিঃ ১।২২।৬৩)। "এই 'শ্রী' হইতেছেন জগন্মাতা, তিনি

নিত্যৈবৈষা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী।
যথা সর্বগতো বিষ্ণুঃ তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম ॥
দেবত্বে দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী।
বিষ্ণোঃ দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্ ॥
একান্তিনঃ সদা ব্রহ্মধ্যায়িনো যোগিনো হি যে।
তেষাং তৎ পরমং স্থানং যদ্বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ ॥
কলামুহূর্ত্তাদিময়শ্চ কালঃ ন যদ্বিভূতেঃ পরিণামহেতুঃ।

২১৮। মহাভারতে চ—

দিব্যং স্থানমজরং চাপ্রমেয়ং দুর্বিজ্ঞেয়ং চাগমৈর্গম্যমাদ্যম্।
গচ্ছ প্রভো রক্ষ চাস্মান্ প্রপন্নান্ কল্পে কল্পে জায়মানঃ স্বমূর্ত্ত্যা ॥
কালঃসম্পচ্যতে তত্র ন কালস্তত্র বৈ প্রভুঃ ॥ ইতি।

২১৯। পরস্য ব্রহ্মণো রূপবত্ত্বং সূত্রকারশ্চ বদতি—

বিষ্ণুর নিত্য অনপায়িনী। বিষ্ণু যেমন সর্বব্যাপক, তিনিও সেইরূপ সর্ব-ব্যাপিনী।" (বিঃ ১।৮।১৭)। "যখন তিনি দেবতারূপী হন তখন লক্ষ্মীজী দেবীরূপিনী হন। যখন বিষ্ণু মানুষরূপে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি মানুষীরূপী হন। বিষ্ণু যে-জাতীয় রূপ ধরেন, তিনিও সেই-জাতীয় রূপ ধারণ করেন।" (বিঃ ১।৯।১৪৫)। "যাঁহারা যোগী, যাঁহারা সদাই ব্রহ্ম-ধ্যানে নিরত এবং যাঁহারা এই ধ্যানে অনন্য তাঁহারা তাঁহার সেই পরমস্থান প্রাপ্ত হন, যে স্থান সূরিগণ (নিত্যসূরিগণ) সর্বদা দর্শন করেন" (বিঃ ১।৬।৩৮)। "কলা মুহূর্ত্তাদিতে বিভক্ত কাল তাঁহার সেই বিভূতির (পরমপদরূপ নিত্যবিভূতির) কোনই পরিণাম সাধন করিতে পারে না" (বিঃ ৪।১।৮৪) ॥২১৭॥

মহাভারতও বলিতেছেন—"হে প্রভু! আপনি সেই দিব্য, অজর, অপ্রমেয় দুর্বিজ্ঞেয় কেবল আগম শাস্ত্রবেদ্য, সেই আদি স্থানে গমন করুন। কল্পে কল্পে সেই স্থান হইতে দিব্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া আপনি শরণাগত আমাদিগকে রক্ষা করুন। সেখানে কালের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, কাল সেখানে (আপনার) বশীভূত থাকে" ॥২১৮॥

সূত্রকারও (বেদব্যাসও) পরব্রহ্মের রূপবত্ত্বার কথা বলিয়াছেন—

"অন্তস্তদ্ধর্মোপদেশাৎ" ইতি।

২২০। যোঽসাবাদিত্যমণ্ডলান্তর্বর্তী, তপ্তকার্তস্বরগিরিবরপ্রভঃ, সহস্রাংশুশতসহস্রকিরণঃ, গম্ভীরাম্ভঃসমুদ্‌ভূতসুমৃষ্টনালরবিকরবিকসিত-পুণ্ডরীকদলামলায়তেক্ষণঃ, সুভ্রূললাটঃ, সুনাসঃ, সুস্মিতাধরবিদ্রুমঃ, সুরুচিরকোমলগণ্ডঃ, কম্বুগ্রীবঃ, সমুন্নতাংসবিলম্বিচারুরূপদিব্যকর্ণ-কিসলয়ঃ, পীনবৃত্তায়তভুজঃ, চারুতরাতাম্রকরতলানুরক্তাঙ্গুলীভিঃ, অলংকৃতঃ, তনুমধ্যঃ, বিশালবক্ষঃস্থলঃ, সমবিভক্তসর্বাঙ্গঃ, অনির্দেশ্য-দিব্যরূপসংহননঃ, স্নিগ্ধবর্ণঃ, প্রবুদ্ধপুণ্ডরীকচারুচরণযুগলঃ, স্বানুরূপ-পীতাম্বরধরঃ, অমলকিরীটকুণ্ডলহারকৌস্তুভকেয়ূরকটকনূপুরোদরবন্ধ-নাদ্যপরিমিতাশ্চর্যানন্তদিব্যভূষণঃ, শঙ্খচক্রগদাসিশার্ঙ্গশ্রীবৎসবনমালা-

---

ব্রহ্মের রূপবত্ত্ব

'(সূর্য ও চক্ষুর) অভ্যন্তরস্থ (যে পুরুষ তিনি ব্রহ্ম), যেহেতু তাহার (পরমাত্মার) এইরূপ ধর্মের উপদেশ আছে (ব্রঃ সূঃ ১।১।২১)। (এই সূত্রের অভিপ্রায়—আলোচ্যমান প্রকরণে যাঁহার রূপের প্রশংসা করা হইতেছে তিনি হইতেছেন পরমব্রহ্মই) ॥২১৯॥

যথা—'যে পুরুষ এই আদিত্যমণ্ডলের অন্তর্বর্তী, তাহার প্রভা হইতেছে গলিত কাঞ্চনের ন্যায় তাঁহার জ্যোতি শত সহস্র সূর্যের ন্যায়। তাঁহার আয়ত অমল নয়নযুগলের শোভা গভীর জল হইতে উৎপন্ন নালে রবিকরের দ্বারা সদ্য বিকসিত পদ্ম-পলাশের ন্যায়। তাঁহার ভ্রূযুগল এবং ললাটদেশ সুন্দর, তাঁহার সুনাসা, তাঁহার প্রবাল অধর মন্দস্মিত, গণ্ডস্থল সুরুচি ও কোমল, তাঁহার গ্রীবা ত্রিবলীশোভিত (কম্বুকণ্ঠ)। তাঁহার শ্রুতিমূলে বিলম্বিত চারু দিব্য কর্ণফুল, তাঁহার ভুজ পুষ্ট এবং গোলাকার, তাঁহার তাম্রাভ করতল অনুরঞ্জিত অঙ্গুলী সুশোভিত, কটিদেশ ক্ষীণ, বক্ষঃস্থল বিশাল, তাঁহার সমস্ত অঙ্গই সমুচিতভাবে বিভক্ত, তাঁহার অনুপম দিব্যরূপের লাবণ্য সমস্ত বর্ণনাকেই হীন করিয়া দেয় অর্থাৎ সম্যক্ বর্ণনার অতীত। তাঁহার শ্রীঅঙ্গের বর্ণ স্নিগ্ধ, বিকসিত কমলের ন্যায় তাঁহার চরণযুগল, তাঁহার পরিধানে অনুরূপ পীতাম্বর। অমল কিরীট-কুণ্ডল-হার-কৌস্তুভ-কেয়ুর কটক-নূপুর-উদরবন্ধন প্রভৃতি তাঁহার অপরিমিত আশ্চর্য অনন্ত দিব্য বিভূষণ। তিনি শঙ্খ চক্র গদা অসি শার্ঙ্গধনু শ্রীবৎস ও বনমালায় অলঙ্কৃত। তাঁহার অনবধিক অতিশয়

লংকৃতঃ, অনবধিকাতিশয়সৌন্দর্যাহৃতাশেষমনোদৃষ্টিবৃত্তিঃ, লাবণ্যামৃত-পূরিতাশেষচরাচরভূতজাতঃ, অত্যদ্ভূতাচিন্ত্যনিত্যযৌবনঃ, পুষ্পহাস-সুকুমারঃ, পুণ্যগন্ধবাসিতানন্তদিগন্তরালঃ, ত্রৈলোক্যাক্রমণপ্রবৃত্তগম্ভীর-ভাবঃ, করুণানুরাগমধুরলোচনাবলোকিতাশ্রিতবর্গঃ, পুরুষবরো দরীদৃশ্যতে ; স চ নিখিলজগদুদয়বিভবলয়লীলঃ, নিরস্তসমস্তহেয়ঃ, সমস্তকল্যাণগুণনিধিঃ স্বেতরসমস্তবস্তুবিলক্ষণঃ পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম নারায়ণঃ ইত্যবগম্যতে।

২২১। "তদ্ধর্মোপদেশাৎ", "স এষ সর্বেষাং লোকানামীশঃ সর্বেষাং কামানাম্", "স এষ সর্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিতঃ" ইত্যাদি-দর্শনাৎ। তস্যৈতে গুণাঃ, "সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ", "অপহতপাপ্মা

সৌন্দর্যের দ্বারা তিনি সকলের দৃষ্টি এবং চিত্ত অপহরণ করিয়াছেন। তাঁহার লাবণ্যরূপ* অমৃতে তিনি অশেষ চরাচরকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার যৌবন নিত্য অতি অদ্ভুত এবং অচিন্ত্য। সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় তাঁহার সৌকুমার্য। ভক্তের প্রতি তাঁহার অবলোকন সুমিষ্ট, স্নেহ এবং করুণাপূরিত। তাঁহার দিব্য অঙ্গগন্ধে সমস্ত দিগন্তরাল পুণ্যগন্ধসুবাসিত। তাঁহার গম্ভীর ভাব ত্রিলোক আক্রমণে (ত্রিবিক্রম-লীলায়) প্রবৃত্ত। এইরূপ পরমপুরুষ গুহায়, আদিত্য-মধ্যে দৃষ্ট হয়েন। ইনিই নিখিল জগতের উদয় বিভব ও লয়ের লীলাকারী, সমস্ত হেয়রহিত, সমস্ত কল্যাণগুণনিধি, অন্য সমস্ত বস্তু হইতে বিলক্ষণ (পৃথক্)। ইনিই পরমাত্মা পরমব্রহ্ম নারায়ণ ॥২২০॥

পরমপুরুষ পরমব্রহ্মের উপরি-উক্ত বর্ণনাটির প্রতিপাদনে এখন বিভিন্ন শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত হইতেছে—

'(সূর্য ও চক্ষুর) অভ্যন্তরস্থ পুরুষ (হইতেছেন ব্রহ্ম) যেহেতু তাঁহার (ব্রহ্মের বা পরমাত্মার) ধর্মের উপদেশ আছে' (ব্রঃ সূঃ ১।১।২১)। 'তিনিই এই সর্বলোকের ঈশ্বর, সর্ব কাম্যবস্তুরও ঈশ্বর' 'তিনি সকল পাপেরই অতীত' (ছাঃ ১।৬।৭)। উপরে ব্রহ্মের যে সকল গুণাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলি নিম্নলিখিত শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়—'তিনিই সকলেরই বশী (সকলেই তাঁহার বশে), সকলেরই ঈশান (নিয়মনকর্তা)' (বৃহঃ ৪।৪।২২)।

---

* লাবণ্য—সমুদয় শোভা।

বিজরঃ” ইত্যাদি “সত্যসংকল্পঃ” ইত্যন্তং, “বিশ্বতঃ পরমং নিত্যং বিশ্বং নারায়ণং হরিম্”, “পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরম্” ইত্যাদিবাক্য-প্রতিপাদিতাঃ।

২২২। বাক্যকারশ্চৈতৎ সুস্পষ্টমাহ — “হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে” ইতি প্রাজ্ঞঃ সর্বান্তরঃ স্যাৎ লোককামেশোপদেশাৎ তথোদয়াৎপাপ্মনাম্ ইত্যাদিনা। তস্য চ রূপস্য অনিত্যতাদি বাক্যকারেণৈব প্রতিষিদ্ধম্; “স্যাদ্রূপং কৃতকমনুগ্রহার্থং তচ্চেতসামৈশ্বর্যাৎ” ইতি উপাসিতুঃ অনুগ্রহার্থঃ পরমপুরুষস্য রূপসংগ্রহঃ ইতি পূর্বপক্ষং কৃত্বা, “রূপং বাতীন্দ্রিয়মন্তঃকরণপ্রত্যক্ষনির্দেশাৎ” ইতি যথা জ্ঞানাদয়ঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপতয়া নির্দেশাৎ স্বরূপভূতা গুণাঃ, তথা ইদমপি রূপং শ্রুত্যা স্বরূপতয়া নির্দেশাৎ স্বরূপভূতমিত্যর্থঃ।

“তিনি ‘পাপশূন্য জরারহিত’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘সত্যসঙ্কল্প’ এই অবধি বাক্য, (ছাঃ ৮।১।৫)। ‘নারায়ণ বিশ্ব হইতেও বিরাট, তিনি নিত্য, তিনি সর্ববিশ্ব তিনিই হরি’ (মহোঃ)। ‘বিশ্বের পতি, প্রতি জীবের পতি’ (মহোঃ) ......ইত্যাদি বাক্য ॥২২১॥

বাক্যকার এই কথাই সুস্পষ্ট রূপে বলিয়াছেন—

‘হিরণ্ময় পুরুষ দৃষ্ট হয়’—এই বাক্যে কথিত হইয়াছে যে প্রাজ্ঞ পুরুষ (পরমাত্মা) সকলেরই অন্তরাত্মারূপী, কারণ তাঁহাকে সর্বলোকের, সর্বকামনার ঈশ্বর এবং সমস্ত পাপের অতীত বলা হইয়াছে। এই বাক্যকারই তাঁহার (উক্ত হিরণ্ময় পুরুষের) রূপের অনিত্যতা প্রভৃতির নিষেধ করিয়াছেন ‘উপাসককে অনুগ্রহার্থ তাঁহার (পরমাত্মার) এই রূপকল্পনা, যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান, তাহার পক্ষে সর্বরূপ ধারণই সম্ভব।’—এই বাক্যকে পূর্বপক্ষ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—‘তাঁহার এই রূপ কিন্তু বাস্তব, যেহেতু শ্রুতি নির্দেশ দিতেছেন, এই রূপ অতীন্দ্রিয় হইলেও অন্তঃকরণের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়।’ অতএব, যেরূপ শ্রুতিতে জ্ঞানাদি পরমব্রহ্মের স্বরূপান্তর্গত বলিয়া নির্দেশ হেতু ইহারা হইতেছে স্বরূপভূত গুণ, সেইরূপ তাঁহার রূপও তাঁহার স্বরূপ বলিয়া শ্রুতিতে নির্দেশ হেতু এই রূপও তাঁহার স্বরূপভূত ॥২২২॥

২২৩। ভাষ্যকারেণ এতদ্‌ব্যাখ্যাতম্ — "অঞ্জসৈব বিশ্বসৃজো রূপং তত্তু ন চক্ষুষা গ্রাহ্যং, মনসা ত্বকলুষেণ সাধনান্তরবতা গৃহ্যতে, 'ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা মনসা তু বিশুদ্ধেন' ইতি শ্রুতেঃ; ন হি অরূপায়া দেবতায়া রূপমুপদিশ্যতে, যথাভূতবাদি হি শাস্ত্রম্; 'মহারজতং বাসঃ', 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ' ইতি প্রকরণান্তরনির্দেশাচ্চ সাক্ষিণঃ" ইত্যাদিনা।

২২৪। "হিরণ্ময় ইতি রূপসামান্যাৎ চন্দ্রমুখবৎ", "ন ময়ডত্র বিকারমাদায় প্রযুজ্যতে, অনারভ্যত্বাদাত্মনঃ" ইতি।

২২৫। যথা জ্ঞানাদিকল্যাণগুণানন্ত্যনির্দেশাৎ অপরিমিত-কল্যাণগুণবিশিষ্টং পরং ব্রহ্মেত্যবগম্যতে, এবম্, "আদিত্যবর্ণং পুরুষম্" ইত্যাদিনির্দেশাৎ স্বাভিমতস্বানুরূপকল্যাণতমরূপঃ পর-ব্রহ্মভূতঃ পুরুষোত্তমো নারায়ণ ইতি জ্ঞায়তে; তথা "অস্যেশানা",

---

ভাষ্যকারও (দ্রমিড়াচার্যও) পরমব্রহ্মের রূপের বিষয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন —বিশ্বস্রষ্টার রূপ হইতেছে স্বাভাবিক, এইরূপ চক্ষুগ্রাহ্য নহে, অন্যান্য সাধনের সহায়ে নির্মল মনের দ্বারা ইহা গ্রহণীয়। শ্রুতি বলিতেছেন—'তিনি চক্ষুগ্রাহ্য নহেন, তিনি বাক্য-গ্রাহ্য নহেন কিন্তু তিনি বিশুদ্ধ মনের দ্বারা গ্রাহ্য' (মুণ্ডঃ ৩।৮)। শাস্ত্র কখনো রূপবিহীন দেবতার রূপের উপদেশ দেন না; শাস্ত্র যাহা বাস্তব (সত্য) তাহারই উপদেশ দিয়া থাকেন। 'তিনি মহাপীত-বসনধারী', 'অন্ধকারের অতীত আদিত্যবর্ণ এই মহান পুরুষকে আমি জানি' (পুঃ সূঃ ২০)। অন্যান্য প্রকরণেও রূপ বিষয়ে এই সকল বাক্য উপদিষ্ট হইয়াছে ॥২২৩॥

বাক্যকার বলিয়াছেন — শ্রুতিতে কথিত, রূপের হিরণ্ময়তার অর্থ— রূপের প্রভা, স্বর্ণপ্রভার ন্যায়, যেমন কথিত হয় 'চন্দ্রমুখ', অর্থাৎ মুখের সৌন্দর্য ও মাধুর্য চন্দ্রের শোভার ন্যায়। 'হিরণ্ময়' শব্দে 'ময়ট্' প্রত্যয়টি স্বর্ণেরই বিকার-বস্তু (স্বর্ণ দিয়া রচিত) বলিতে পার না, যেহেতু আত্মা (পরমাত্মা) হইতেছেন বিকাররহিত অবিকারী বস্তু ॥২২৪॥

শ্রুতিতে যেমন জ্ঞানাদি অনন্তকল্যাণগুণের নির্দেশ হেতু জানা যায় যে ব্রহ্ম হইতেছেন অনন্তকল্যাণগুণবিশিষ্ট, সেইরূপ শ্রুতিতে 'আদিত্যবর্ণ পুরুষ' ইত্যাদি নির্দেশের জন্য জানা যায় যে, পরমব্রহ্মভূত পুরুষোত্তম নারায়ণ হইতেছেন নিজ অভিমত, নিজ অনুরূপ কল্যাণতমরূপবিশিষ্ট। পুনরায় এই

“হ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্নী”, “সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ”, “তমসঃ পরস্তাৎ”, “ক্ষয়ন্তমস্য রজসঃ পরাকে” ইত্যাদিনা পত্নীপরিজনস্থানাদীনাং নির্দেশাদেব তথৈব সন্তীত্যবগম্যতে। যথাহ ভাষ্যকারঃ “যথাভূতবাদি হি শাস্ত্রম্” ইতি।

২২৬। এতদুক্তং ভবতি—যথা “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইতি নির্দেশাৎ পরমাত্মস্বরূপং সমস্তহেয়প্রত্যনীকানবধিকানন্দৈকতানতয়া অপরিচ্ছেদ্যতয়া চ সকলেতরবিলক্ষণং, তথা “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ”, “পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ”, “তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি” ইত্যাদিনির্দেশাৎ নিরতিশয়াসংখ্যেয়াশ্চ গুণা সকলেতরবিলক্ষণাঃ; তথা “আদিত্যবর্ণম্” ইত্যাদিনির্দেশাৎ রূপপরিজনস্থানাদয়শ্চ সকলেতরবিলক্ষণাঃ স্বাসাধারণাঃ অনির্দেশ্যস্বরূপস্বভাবাঃ ইতি।

জগতের শাসনকর্ত্রী', 'হ্রী এবং লক্ষ্মী তাঁহার দুই পত্নী', 'সূরিগণ সর্বদা দর্শন করিয়া থাকেন', 'অন্ধকারের অতীত', 'রাজসের পরপারে প্রকাশমান'— ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে পরমপুরুষ নারায়ণের পত্নী পরিজন দিব্যাবস্থানাদির নির্দেশ হেতু বুঝিতে হইবে যে, এই সমস্ত তত্ত্ব বাস্তবই। যেরূপ ভাষ্যকার (দ্রমিড়াচার্য) বলিয়াছেন—'শাস্ত্রবচন সমস্তই বাস্তব' ॥২২৫॥

উপরি-উক্ত বাক্যাবলীর তাৎপর্য এই যে—'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত' (তৈত্তিঃ ২।১), এই বাক্যে যেমন সমস্ত হেয়রহিত কেবল নিরবধিক আনন্দরূপ অপরিচ্ছেদ্য এবং সকল ইতরবস্তু হইতে পৃথক পরমাত্মার স্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, যেমন 'যিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্ববিদ্' (মুণ্ডকঃ ২।২।৭), 'ইহার বল, ক্রিয়া প্রভৃতি বিবিধ স্বাভাবিক পরাশক্তির কথা শুনা যায়' (শ্বেতাঃ ৬।৭), 'তিনি প্রভাময়, এই প্রভাময়ের প্রভাবেই অন্য সমস্ত উজ্জ্বল হয়, তাঁহার আভাতেই অন্য সমস্ত বস্তু প্রকাশমান হয়' (কঠঃ ২।৫।১৫), —ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য নির্দেশ দেয় যে, নিরতিশয় অসংখ্য গুণরাশির দ্বারা ব্রহ্ম হইতেছেন ইতর সমস্ত বস্তু হইতে বিলক্ষণ। সেইরূপ আবার 'আদিত্যবর্ণ' ইত্যাদি শ্রুতি নির্দেশ দিতেছেন যে, তাঁহার রূপ, পরিজনস্থান প্রভৃতিও ইতর সমস্ত বস্তু হইতে বিলক্ষণ, অসাধারণ এবং অনির্বচনীয় স্বরূপবিশিষ্ট ও স্বভাববিশিষ্ট ॥২২৬॥

২২৭। বেদাঃ প্রমাণং চেৎ, বিধ্যর্থবাদমন্ত্রগতং সর্বম্ অপূর্বম্ অবিরুদ্ধম্ অর্থজাতং যথাবস্থিতমেব বোধয়ন্তি। প্রামাণ্যং চ বেদানাম্ "ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ" ইত্যুক্তম্; যথা অগ্নিজলাদানাম্ ঔষ্ণ্যাদিশক্তিযোগঃ স্বাভাবিকঃ, যথা চ চক্ষুরাদীনাম্ ইন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিবিশেষজননশক্তিঃ স্বাভাবিকী, তথা শব্দস্যাপি বোধকত্বশক্তিঃ স্বাভাবিকী।

২২৮। ন চ হস্তচেষ্টাদিবৎ সঙ্কেতমূলং শব্দস্য বোধকত্বম্ ইতি বক্তুং শক্যম্ অনাদ্যনুসন্ধানাবিচ্ছেদেঽপি সঙ্কেতয়িতৃপুরুষাজ্ঞানাৎ; যানি সঙ্কেতমূলানি তানি সর্বাণি সাক্ষাদ্বা পরম্পরয়া বা জ্ঞায়ন্তে। ন চ দেবদত্তাদিশব্দবৎ কল্পয়িতুং যুক্তম্; তেষু চ সাক্ষাদ্বা পরম্পরয়া বা সঙ্কেতো জ্ঞায়তে; গবাদিশব্দানাং তু অনাদ্যনুসন্ধানাবিচ্ছেদেঽপি

(পূর্বমীমাংসক বলিতেছেন—বেদের অর্থবাদ (প্রশংসাবাদ) আদির যদি প্রকৃত স্বার্থে তাৎপর্য না থাকে তাহা হইলে ব্রহ্ম স্বরূপ কথনেও যথার্থ অর্থ প্রকটিত হয় না। পূর্বমীমাংসকের এই আশঙ্কার নিরসনে বলা হইতেছে—) বেদবাক্য যখন প্রমাণ তখন বেদগত বিধি, অর্থবাদ ও মন্ত্র সমস্ত যথাযথই ব্যক্ত করিবে, অবশ্য ইহার অর্থ যদি পূর্বে প্রকাশিত না হইয়া থাকে (অপূর্ব হয়) এবং ইহার অর্থে যদি কোন বিরোধ না থাকে। 'বিদ্যমান বস্তুর সহিত শব্দের সম্বন্ধ হইতেছে স্বাভাবিক' (মীঃ ১।১।৭)। অগ্নির উষ্ণতা যেমন স্বাভাবিক এবং জলের শৈত্য যেমন স্বাভাবিক, চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় যেমন স্বভাবতঃই বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের প্রকাশক, সেইরূপ বিভিন্ন শব্দেরও বিশেষ বিশেষ বস্তু বোধনে স্বাভাবিক সামর্থ্য আছে ॥২২৭॥

শব্দের এই বোধকত্বটি কিন্তু সঙ্কেতমূলক জ্ঞানের ন্যায় নহে, কারণ, শব্দের বস্তুবোধকত্ব শক্তিটি অনাদিকাল হইতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে লোকে জ্ঞাত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু সঙ্কেত বিষয়ে সঙ্কেতকারীর সেরূপ কোন জ্ঞান নাই, কেবল সাক্ষাৎভাবে বা পরম্পরার দ্বারা সঙ্কেতের সহিত উদ্দেশ্যের সম্বন্ধ বুঝিয়া থাকেন। আবার, দেবদত্তাদি নামবোধক শব্দের যেরূপ অর্থবোধক শক্তি, সাধারণ শব্দের সে ভাবে জ্ঞাত হওয়া যায় না। নামবোধক শব্দের অর্থও পরম্পরায় বা সঙ্কেতের দ্বারা জানা যায়। 'গো' আদি শব্দের বোধক জ্ঞান অনাদি সম্বন্ধ-

সঙ্কেতাজ্ঞানাদেব বোধকত্বশক্তিঃ স্বাভাবিকী। অতঃ অগ্ন্যাদীনাম্ ঔষ্ণ্যাদিশক্তিবৎ ইন্দ্রিয়াণাং বোধকত্বশক্তিবচ্চ, শব্দস্যাপি বোধকত্ব-শক্তিঃ আশ্রয়ণীয়া।

২২৯। নন্বু চ ইন্দ্রিয়বৎ শব্দস্যাপি বোধকত্বং স্বাভাবিকং সম্বন্ধগ্রহণং বোধকত্বায় কিমিতি অপেক্ষতে? লিঙ্গবৎ ইত্যুচ্যতে; যথা জ্ঞাতসম্বন্ধনিয়মং ধূমাদি অগ্ন্যাদিবিজ্ঞানজনকং, যথা জ্ঞাতসম্বন্ধ-নিয়মঃ শব্দোঽপি অর্থবিশেষবুদ্ধিজনকঃ। এবং তর্হি, শব্দোঽপি অর্থবিশেষস্য লিঙ্গমিতি অনুমানমেব স্যাৎ; নৈবম্; শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধঃ বোধ্যবোধকভাব এব; ধূমাদীনাং তু সম্বন্ধান্তরমিতি, তস্য সম্বন্ধস্য জ্ঞানদ্বারেণ বুদ্ধিজনকত্বমিতি বিশেষঃ।

যুক্ত হইলেও সঙ্কেত জ্ঞানের দ্বারাই জ্ঞাত হওয়া স্বাভাবিক। অতএব, অগ্নি আদি বস্তুর ঔষ্ণ্য আদি শক্তির ন্যায়, ইন্দ্রিয়াদির বোধকত্ব শক্তির ন্যায় সাধারণতঃ শব্দের বোধকত্ব শক্তিরও স্বাভাবিকত্ব বুঝিতে হইবে ॥২২৮॥

পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে (মীমাংসক)—যদি ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক বিষয়-বোধকত্ব শক্তির ন্যায় শব্দেরও অর্থবোধকত্ব শক্তি স্বাভাবিক হয় তবে শব্দের সহিত তাহার বিশেষ অর্থের সম্বন্ধ বিষয়ে শিক্ষার প্রয়োজন কী? (হে বেদান্তবাদি!) যদি আপনারা বলেন যে অনুমানগম্য জ্ঞানের 'লিঙ্গ' বা চিহ্ন জ্ঞানের প্রয়োজন, এবং এই লিঙ্গজ্ঞানই যেরূপ সাধ্যবস্তু বিষয়েব অনুমাপক, যথা, ধূমাদি লিঙ্গ অগ্নি আদির জ্ঞাপক এবং ধূমের সহিত অগ্নির সম্বন্ধের নিয়ম শিক্ষার ন্যায় শব্দের সহিত তাহার বিশেষ অর্থরূপ সম্বন্ধের নিয়মও শিক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা (মীমাংসক) বলিব যে, শব্দের সহিত তাহার বিশেষ অর্থের যে জ্ঞান তাহা নিশ্চয় 'অনুমান-গম্য'। (রামানুজ)—তদুত্তরে আমরা বলিব—আপনাদের অভিমত যথার্থ নহে। বোধ্য-বোধক ভাবই হইতেছে অর্থের সহিত শব্দের স্বাভাবিক সম্বন্ধ। ধূমের সহিত অগ্নির সম্বন্ধ ভিন্ন প্রকারের। এই সম্বন্ধ জ্ঞানের দ্বারাই অনুমানসিদ্ধ হইয়া বস্তুর অস্তিত্ব-জ্ঞান হইয়া থাকে। উক্ত প্রকারে শব্দের সহিত তাহার অর্থবিশেষের সম্বন্ধ জ্ঞাত হইলেও এবং এ বিষয়ে অনাদি অবিচ্ছেদ অনুসন্ধান থাকিলেও সঙ্কেত জ্ঞানের দ্বারা উভয়ের (শব্দ ও তাহার অর্থের) পরস্পর বোধকত্বশক্তি নিশ্চয় করা হয় ॥২২৯॥

২৩০। এবং গৃহীতসম্বন্ধস্য বোধকত্বদর্শনাৎ অনাদ্যনুসন্ধানাবিচ্ছেদেঽপি সঙ্কেতাজ্ঞানাৎ বোধকত্বশক্তিরেবেতি নিশ্চীয়তে। এবং বোধকানাং পদসংঘাতানাং সংসর্গবিশেষবোধকত্বেন বাক্যশব্দাভিধেয়ানাম্ উচ্চারণক্রমো যত্র পুরুষবুদ্ধিপূর্বকঃ, তে পৌরুষেয়াঃ শব্দা ইত্যুচ্যন্তে; যত্র তু উচ্চারণক্রমঃ পূর্বপূর্বোচ্চারণক্রমজনিতসংস্কারপূর্বকঃ, সর্বদা অপৌরুষেয়াঃ, তে চ বেদাঃ ইত্যুচ্যন্তে।

২৩১। এতদেব বেদানামপৌরুষেয়ত্বং নিত্যত্বং চ, যৎ পূর্বপূর্বোচ্চারণক্রমজনিতসংস্কারেণ তমেব ক্রমবিশেষং স্মৃত্বা তেনৈব ক্রমেণ উচ্চার্যমাণত্বম্। তে চ আনুপূর্বীবিশেষেণ সংস্থিতাঃ অক্ষররাশয়ো বেদাঃ ঋক্‌যজুঃসামাথর্বভেদভিন্নাঃ অনন্তশাখাঃ বর্তন্তে; তে চ বিধ্যর্থবাদমন্ত্ররূপাঃ বেদাঃ পরব্রহ্মভূতনারায়ণস্বরূপং তদারাধনপ্রকারম্ আরাধিতাৎ ফলবিশেষং চ বোধয়ন্তি। পরমপুরুষবৎ, তৎস্বরূপতদারাধন-তৎফলজ্ঞাপক-বেদাখ্যং শব্দজাতং নিত্যমেব।

এইভাবে যখন পদের বোধকত্বশক্তি স্বাভাবিক তখন পদসমূহের সংঘাতবাক্যরূপে পুরুষ কর্তৃক বিশেষ উচ্চারণক্রম ব্যবহৃত হইয়া বিশেষ অর্থের বোধক হয়, তখন সেই সকল শব্দ বা বাক্যকে পৌরুষেয় বলা হয়। কিন্তু যে সকল বাক্যের পূর্ব পূর্ব উচ্চারণক্রমের (তৎসহ বিশেষ অর্থের) সংস্কার দ্বারা উচ্চারণক্রম (এবং এই বিশেষ অর্থ) নির্দ্ধারিত হয়, সেই সকল বাক্য সর্বদা অপৌরুষেয়, তাহারাই 'বেদ' নামে অভিহিত॥২৩০॥

ইহাই বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব। পূর্ব পূর্ব উচ্চারণক্রমজনিত সংস্কারের দ্বারা, এই ক্রমবিশেষ স্মরণ করতঃ সেই ক্রমানুসারে বেদের উচ্চারণ প্রথাটি ইহার অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্বের বিষয় বুঝাইয়া দেয়। আনুপূর্বী উচ্চারণক্রমে সংস্থিত অক্ষররাশি সমন্বিত বেদ ঋক্ যজু সাম ও অর্থব ভেদে ভিন্ন। এই বেদের অনন্ত শাখা। বিধি-অর্থবাদ এবং মন্ত্ররূপ এই বেদ পরমব্রহ্মভূত নারায়ণের স্বরূপ, তাঁহার আরাধনা প্রকার এবং এই আরাধনার দ্বারা ফলবিশেষের জ্ঞান দান করিয়া থাকেন। পরমপুরুষ যেরূপ নিত্য, সেইরূপ তাহার স্বরূপ, তাঁহার আরাধনা, এবং এই আরাধনার ফলজ্ঞাপক 'বেদ' নামক শব্দরাশিও নিত্য॥২৩১॥

২৩২। বেদানামনন্তত্বাৎ দুরবগাহত্বাচ্চ পরমপুরুষনিযুক্তাঃ পরমর্ষয়ঃ কল্পে কল্পে নিখিলজগদুপকারার্থং বেদার্থং স্মৃত্বা, বিধ্যর্থ-বাদমন্ত্রমূলানি ধর্মশাস্ত্রাণি ইতিহাসপুরাণানি চ চক্রুঃ।

২৩৩। লৌকিকাশ্চ শব্দাঃ বেদরাশেঃ উদ্ধৃত্যৈব তত্তদর্থ-বিশেষনামতয়া পূর্ববৎ প্রযুক্তাঃ পারম্পর্যেণ প্রযুজ্যন্তে। ননু চ বৈদিকা এব সর্বে বাচকাঃ শব্দাশ্চেৎ, "ছন্দস্যেবং ভাষায়ামেবম্" ইতি লক্ষণভেদঃ, কথমুপপদ্যতে? উচ্যতে— তেষামেব শব্দানাং তস্যামেব আনুপূর্ব্যাং বর্ত্তমানানাং তথৈব প্রয়োগঃ; অন্যত্র প্রযুজ্য-মানানামন্যথেতি ন কশ্চিৎ দোষঃ।

২৩৪। এবম্ ইতিহাসপুরাণধর্মশাস্ত্রোপবৃংহিতসাঙ্গবেদবেদ্যঃ পরব্রহ্মভূতঃ নারায়ণঃ নিখিলহেয়প্রত্যনীকঃ সকলেতরবিলক্ষণঃ অপরিচ্ছিন্নজ্ঞানানন্দৈকস্বরূপঃ স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-

---

এই বেদ অনন্ত বলিয়া এবং দুর্বোধ্য বলিয়া পরমপুরুষ কর্ত্তৃক নিযুক্ত পরম ঋষিগণ কল্পে কল্পে নিখিল জগতের উপকারের জন্য বেদের অর্থ স্মরণ করতঃ বিধি-অর্থবাদ ও মন্ত্রমূলক ধর্মশাস্ত্রসমূহ, ইতিহাস (রামায়ণ ও মহাভারত) পুরাণসমূহ রচনা করিয়াছেন॥২৩২॥

লৌকিক ব্যবহারেও বেদরাশি হইতে উদ্ধৃত করিয়া বিভিন্ন শব্দ তাহাদের অর্থ সহিত পূর্ববৎ ব্যবহার এবং পরম্পরাক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শঙ্কা হইতে পারে যে, সমস্ত শব্দই যদি বৈদিক শব্দ হয় তাহা হইলে (এই সকল শব্দের বৈদিক অর্থ এবং ব্যবহারিক অর্থ—এই লক্ষণভেদের প্রয়োজন কী?) তদুত্তরে বলিব (রামানুজ—) যখন এই সকল শব্দ আনুপূর্বী বৈদিক প্রয়োগ (অর্থ ও উচ্চারণ) অনুসারে প্রযুক্ত হয় তখন শব্দগুলি বৈদিক লক্ষণযুক্ত। আবার যখন তাহারা ভিন্ন ক্রমে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন তাহারা লৌকিক— এইভাবে বৈদিক এবং লৌকিক লক্ষণ কথিত হইলে কোন দোষ হয় না॥২৩৩॥

ইতিহাস পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রের দ্বারা বিশদীকৃত অঙ্গসহিত বেদে বেদ্য পরমব্রহ্ম নারায়ণের নিখিল হেয়বিবর্জিত সকল ইতর বস্তু হইতে বিলক্ষণ জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ স্বাভাবিক অনবধিক অতিশয় কল্যাণ-

কল্যাণগুণগণাকরঃ স্বসংকল্পানুবিধায়িস্বরূপস্থিতিপ্রবৃত্তিভেদচিদচিদ্বস্তু-জাতঃ অপরিচ্ছেদ্যস্বরূপস্বভাবানন্তমহাবিভূতিঃ নানাবিধানন্তচেতনা-চেতনাত্মকপ্রপঞ্চলীলোপকরণঃ ইতি প্রতিপাদিতম্।

২৩৫। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং··· তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো", "এনমেকে বদন্ত্যগ্নিং মরুতোঽন্যে প্রজাপতিম্। ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণম্ অপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্", "জ্যোতীংষি শুক্রাণি চ যানি লোকে ত্রয়ো লোকে লোকপালাঃ ত্রয়ী চ। ত্রয়োঽগ্নয়শ্চাহুতয়শ্চ পঞ্চ সর্বে দেবা দেবকীপুত্র এব", "ত্বং যজ্ঞঃ ত্বং বষট্কারঃ ত্বমোঙ্কারঃ পরন্তপঃ", "ঋতধামা বসুঃ পূর্বঃ বসূনাং ত্বং প্রজাপতিঃ", "জগৎসর্বং শরীরং তে স্থৈর্যং তে বসুধাতলম্। অগ্নিঃ কোপঃ প্রসাদস্তে সোমঃ শ্রীবৎসলক্ষণঃ", "জ্যোতীংযি বিষ্ণুঃ ভুবনানি বিষ্ণুঃ বনানি বিষ্ণুঃ গিরয়ো দিশশ্চ। নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ স এব সর্বম্

ব্রহ্ম তাঁহার রূপ গুণ পত্নী পরিজন দিব্য স্থানাদি বিষয়ের (বিভূতির) সংক্ষেপ সংগ্রহ — গুণগণাকর, নিজ সঙ্কল্পের অনুগুণ বিভিন্ন স্বরূপ স্থিতি ও প্রবৃত্তিযুক্ত অনন্ত মহাবিভূতি, নানাবিধ অনন্ত চেতন ও অচেতনরূপী লীলা-উপকরণ উপরে প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥২৩৪॥

'পরিদৃশ্যমান এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম' (ছাঃ ৩।১৪।১), 'এই সমস্তই ব্রহ্মাত্মক······হে শ্বেতকেতু! তুমিই সেই (ব্রহ্ম)' (ছাঃ ৬।৮।৭), 'ইহাকে কেহ অগ্নি বলিয়া থাকেন, কেহ বায়ু, কেহ প্রজাপতি, কেহ ইন্দ্র, কেহ প্রাণ আবার অন্যে শাশ্বত ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন' (মনু স্মৃতি ১২।১২৩), 'সমস্ত অগ্নি, সমস্ত আলোক, ত্রিলোক, লোকপাল, বেদ, অগ্নিত্রয়, পঞ্চাহুতি—এই সমস্তই একমাত্র দেবকীনন্দন কৃষ্ণেরই' (ভারত), 'হে পরন্তপ! আপনি হইতেছেন যজ্ঞ, আপনি বষট্‌কার, আপনি ওঙ্কার' (রাঃ যুঃ ১২০।২০), 'পুরাকালে আপনি ছিলেন বসু এবং বায়ুগণের মধ্যে ঋতধাম, আপনি প্রজাপতি' (রাঃ যুঃ ১২০।৭), 'সমগ্র বিশ্ব হইতেছে আপনার শরীর, স্থৈর্যে আপনি ধরাতল, অগ্নি হইতেছে আপনার কোপ, চন্দ্র আপনার প্রসন্নতা, আপনি শ্রীবৎসচিহ্নধারী' (রাঃ যুঃ ১২০।২৬), 'সমস্ত অগ্নি হইতেছে বিষ্ণু, সমস্ত ভুবন বিষ্ণু, সমস্ত বন বিষ্ণু, সমস্ত পর্বত বিষ্ণু, সমস্ত দিক্‌ও বিষ্ণু, নদী সমুদ্র সেই বিষ্ণু, যাহা বিদ্যমান

যদস্তি যন্নাস্তি চ বিপ্রবর্য” ইত্যাদি সামানাধিকরণ্যপ্রয়োগেষু সর্বৈঃ শব্দৈঃ সর্বশরীরতয়া সর্বপ্রকারং ব্রহ্মৈব অভিধীয়তে ইতি চোক্তম্।

২৩৬। সত্যসংকল্পং পরং ব্রহ্ম স্বয়মেব “বহুপ্রকারং স্যাম্” ইতি সঙ্কল্প্য, অচিৎসমষ্টিরূপমহাভূতসূক্ষ্মং বস্তু ভোক্তৃবর্গসমূহং চ স্বস্মিন্ প্রলীনং স্বয়মেব বিভজ্য, তস্মাৎ ভূতসূক্ষ্মাৎ বস্তুনঃ মহাভূতানি সৃষ্ট্বা, তেষু চ ভোক্তৃবর্গমাত্মতয়া প্রবেশ্য, তৈঃ চিদধিষ্ঠিতৈঃ মহাভূতৈঃ অন্যোন্যসংসৃষ্টৈঃ কৃৎস্নং জগৎ বিধায়, স্বয়মপি সর্বস্য আত্মতয়া প্রবিশ্য, পরমাত্মত্বেন অবস্থিতং সর্বশরীরং বহুপ্রকারমবতিষ্ঠতে।

২৩৭। যদিদং মহাভূতসূক্ষ্মং বস্তু তদেব প্রকৃতিশব্দেন অভিধীয়তে; ভোক্তৃবর্গসমূহ এব পুরুষশব্দেন উচ্যতে। তৌ চ প্রকৃতি-পুরুষৌ পরমাত্মশরীরতয়া পরমাত্মপ্রকারভূতৌ; তৎপ্রকারঃ পরমাত্মৈব

আছে এবং যাহা বিদ্যমান নাই, হে বিপ্রবর! সে সমস্তই বিষ্ণু’ (বিঃ ১।৫।৭২), ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ করিতেছে যে সামানাধিকরণ্য বৃত্তির দ্বারা (শরীর-শরীরী ভাবের দ্বারা) প্রতিপাদন করিতেছে যে সমস্ত শব্দই ব্রহ্মের শরীররূপী এবং ব্রহ্ম হইতেছেন উক্ত সমস্ত শরীরবিশিষ্ট বস্তু ॥২৩৫॥

সত্যসঙ্কল্প পরমব্রহ্ম স্বয়ংই ‘বহু প্রকার হইব’ এই সঙ্কল্প করিয়া, (নিজ মধ্যে প্রলীন) অচিৎবস্তুর সমষ্টিরূপ মহাভূতসূক্ষ্ম বস্তু এবং ভোক্তৃবর্গ সমূহকে স্বয়ং বিভক্ত করিয়া, সেই সূক্ষ্ম মহাভূত হইতে মহাভূতবর্গ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মধ্যে আত্মরূপে চেতন ভোক্তৃবর্গকে প্রবেশ করাইয়া, সেই সকল চেতন মহাভূতবর্গকে পরস্পর সংসৃষ্ট করিয়া কৃৎস্ন জগৎ রচনা করিয়াছেন। এই সমস্ত জগতের উপকারার্থে তাহাদের আত্মারূপে স্বয়ংও প্রবেশ করিয়া পরমাত্মারূপে অবস্থিত হইয়া সমস্ত জগৎকে তাহার শরীররূপে তাহার প্রকার বা বিশেষণরূপে অবস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। (তিনি সর্বশরীরী ও সর্ব-প্রকারীরূপে অবস্থান করিতেছেন) ॥২৩৬॥

এই সূক্ষ্ম-মহাভূত বস্তু ‘প্রকৃতি’ নামে অভিহিত। ভোক্তৃবর্গ (চেতন বস্তু-সমূহ) ‘পুরুষ’ নামে অভিহিত। এই প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই পরমাত্মার শরীররূপে তাহার প্রকার বা বিশেষণ। এইরূপ প্রকারবিশিষ্ট পরমাত্মাই

প্রকৃতিপুরুষশব্দাভিধেয়ঃ। "সোঽকাময়ত, বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি··· ······তৎসৃষ্ট্বা, তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ, নিরুক্তং চানিরুক্তং চ, নিলয়নং চানিলয়নং চ, বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ, সত্যং চানৃতং চ সত্যমভবৎ" ইতি পূর্বোক্তং সর্বং অন্যৈব শ্রুত্যা ব্যক্তম্।

২৩৮। ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়শ্চ শাস্ত্রাধিগততত্ত্বজ্ঞানপূর্বক-স্বকর্মানুগৃহীতভক্তিনিষ্ঠাসাধ্যানবধিকাতিশয়প্রিয়-বিশদতমপ্রত্যক্ষতাপন্নানুধ্যানরূপ-পরভক্তিরেব ইত্যুক্তম্। ভক্তিশব্দশ্চ প্রীতিবিশেষে বর্ত্ততে। প্রীতিশ্চ জ্ঞানবিশেষ এব।

২৩৯। ননু চ সুখং প্রীতিঃ ইত্যনর্থান্তরম্; সুখং চ জ্ঞানবিশেষসাধ্যং পদার্থান্তরম্ ইতি লৌকিকাঃ। নৈবম্; যেন জ্ঞানবিশেষেণ তৎ সাধ্যমিত্যুচ্যতে, স এব জ্ঞানবিশেষঃ সুখম্।

প্রকৃতি ও পুরুষ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, এই হেতু 'তিনি কামনা করিলেন, বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে জন্ম গ্রহণ করিব······তাহা সৃজন করিয়া তাহাতে প্রবেশ করাইলেন, তাহাতে (স্বয়ংও) অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বস্তু হইলেন, আকৃতিযুক্ত ও অনাকৃতিযুক্ত, ধারক ও ধৃত, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান হইলেন। তিনি সত্য হইয়াও সত্য এবং অসত্য হইলেন' (তৈঃ ২।৬)। ॥২৩৭॥

ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়—

ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায়রূপে অবলম্বনীয় ক্রম হইতেছে — শাস্ত্রবিধিগত তত্ত্ব জ্ঞানপূর্বক নিজ কর্তব্য কর্মের দ্বারা অনুগৃহীত (সহায়ীভূত) হইয়া যে ভক্তি, সেই ভক্তি-নিষ্ঠার দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে পরাভক্তি। এই পরাভক্তিই হইতেছে অনবধিক অতিশয় প্রিয় বিশদতম প্রত্যক্ষ-সমান ভগবৎ-অনুধ্যান। এই পরভক্তিরূপ ভগবদ্-অনুধ্যানই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়। ভক্তি হইতেছে প্রীতিবিশেষ, প্রীতি হইতেছে জ্ঞানবিশেষ ॥২৩৮॥

যদি বলা হয় যে, প্রীতি এবং সুখ হইতেছে একই বস্তু; সাধারণের মতে এই সুখ এবং জ্ঞানবিশেষ একই বস্তু নহে, কিন্তু জ্ঞানবিশেষের দ্বারা সাধ্যবস্তু হইতেছে সুখ; তদুত্তরে বলি—এ কথা যথার্থ নহে, যে জ্ঞানের দ্বারা সুখকে সাধ্য বলিয়া কথিত হইতেছে সেই জ্ঞান-বিশেষই হইতেছে সুখ। (সুখ-সাধক এই জ্ঞান এবং জ্ঞানসাধ্য সুখ একই বস্তু) ॥২৩৯॥

২৪০। এতদুক্তং ভবতি — বিষয়জ্ঞানানি সুখদুঃখমধ্যস্থ-সাধারণানি। তানি চ বিষয়াধীনবিশেষাণি তথা ভবন্তি। যেন চ বিষয়বিশেষেণ বিশেষিতং জ্ঞানং সুখস্য জনকমিত্যভিমতং, তদ্বিষয়-জ্ঞানমেব সুখম্। তদতিরেকিপদার্থান্তরং নোপলভ্যতে। তেনৈব সুখিত্বব্যবহারোপপত্তেশ্চ।

২৪১। এবংবিধসুখরূপজ্ঞানস্য বিশেষকত্বং ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য বস্তুনঃ সাতিশয়ম্ অস্থিরং চ; ব্রহ্মণস্তু অনবধিকাতিশয়ং স্থিরং চ ইতি, "আনন্দো ব্রহ্ম" ইত্যুচ্যতে। বিষয়ায়ত্তত্বাৎ জ্ঞানস্য সুখরূপতয়া ব্রহ্মৈব সুখম্।

২৪২। তদিদমাহ — "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" ইতি। ব্রহ্মৈব সুখম্ ইতি, ব্রহ্ম লব্ধ্বা সুখী ভবতীত্যর্থঃ। পরমপুরুষঃ স্বেনৈব স্বয়মনবধিকাতিশয়সুখঃ সন্ পরস্যাপি সুখং ভবতি, সুখরূপত্বাবিশেষাৎ; ব্রহ্ম যস্য জ্ঞানবিষয়ো ভবতি স সুখী ভবতি ইত্যর্থঃ।

তাৎপর্য এই যে—সাধারণভাবে বিষয়ের জ্ঞান মনের তিন প্রকার অবস্থা উৎপাদন করিয়া থাকে—সুখ অথবা দুঃখ অথবা উভয়ের মধ্যস্থ অবস্থা। জ্ঞানের বিষয়গত গুণ বা দোষের জন্য মনের এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে; যে বিষয়ের জ্ঞান সুখের জনক সেই বিষয়-জ্ঞানই সুখ। কারণ, জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন সুখের বিষয় এস্থলে তো দেখা যায় না। এই জ্ঞানের দ্বারাই সুখিত্ব উপলব্ধি হয় ॥২৪০॥

ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত বস্তুর এবম্বিধ সুখরূপ জ্ঞান হইতেছে সীমাবদ্ধ এবং অস্থির। ব্রহ্মের জ্ঞানজনিত সুখ হইতেছে নিঃসীম অতিশয় এবং স্থির। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন 'ব্রহ্ম হইতেছেন আনন্দ' (তৈঃ ৩।৬)। এই জ্ঞানের সুখরূপতা ব্রহ্মবস্তুর অধীন বলিয়া বুঝিতে হইবে ব্রহ্মই সুখ ॥২৪১॥

অন্যত্রও শ্রুতি বলিতেছেন—'তিনি (ব্রহ্ম) হইতেছেন রস, এই রস লব্ধ হইলে লাভকর্তা পুরুষ তখন আনন্দময় হইয়া যান' (তৈত্তিঃ ২।৭)। অর্থাৎ ব্রহ্মই সুখ, ব্রহ্মকে লাভ করিলে পুরুষ সুখী হন। পরমপুরুষ স্বয়ং অনবধিক অতিশয় সুখস্বরূপ এবং সুখময়, এই প্রকার সুখত্বের জন্য তিনি অপরেরও সুখরূপী, যেহেতু সুখত্ব স্বরূপটি সর্বত্র একরূপ। অর্থাৎ ব্রহ্ম যাহার জ্ঞানের বিষয় হন, সে সুখী হয় ॥২৪২॥

২৪৩। তদেবং পরস্য ব্রহ্মণঃ অনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণ-গুণাকরস্য নিরবদ্যস্য অনন্তমহাবিভূতেঃ অনবধিকাতিশয়সৌশীল্য-বাৎসল্যসৌন্দর্যজলধেঃ, সর্বশেষিত্বাৎ, আত্মনঃ শেষত্বাৎ, প্রতিসম্বন্ধি-তয়া অনুসন্ধীয়মানম্ অনবধিকাতিশয়প্রীতিবিষয়ং সৎ পরং ব্রহ্মৈব এনমাত্মানং প্রাপয়তি ইতি।

২৪৪। ননু চ অত্যন্তশেষতৈব আত্মনঃ অনবধিকাতিশয়ং সুখমিত্যুক্তং ভবতি, তদেতৎ সর্বলোকবিরুদ্ধম্। তথা হি—সর্বেষামেব চেতনানাং স্বাতন্ত্র্যমেব ইষ্টতমং দৃশ্যতে, পারতন্ত্র্যং দুঃখতরম্; স্মৃতিশ্চ—"সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখম্"; তথা চ "সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জয়েৎ" ইতি।

২৪৫। তদিদম্ অনধিগতদেহাতিরিক্তাত্মস্বরূপাণাং শরীরাত্মা-

এই প্রকারে পরমব্রহ্ম হইতেছেন, হেয়রহিত অনবধিক অতিশয় কল্যাণ-গুণাকর, অনন্ত মহাবিভূতিমান, অনবধিক অতিশয় সৌশীল্য বাৎসল্য এবং সৌন্দর্যের সাগর। তিনি হইতেছেন, 'সর্বশেষী' (পরমপুরুষ)। আত্মা (জীবাত্মা) তাঁহার 'শেষ'-বস্তু। যদি জীব এই সম্বন্ধের জ্ঞানে (শেষ-শেষী সম্বন্ধের জ্ঞানে) জ্ঞানবান হইয়া অত্যন্ত প্রীতির সহিত পরমব্রহ্মের ধ্যান করে তখন তিনি স্বয়ংই এই জীবের প্রতি তাঁহার প্রাপ্তিতে সহায়ক হইয়া থাকেন ॥২৪৩॥

যদি শঙ্কা হয় যে, পরমাত্মার অত্যন্ত 'শেষ-বস্তু' বলিয়া আত্মার অনবধিক অতিশয় সুখ হইয়া থাকে — ভবৎ-কথিত এই মতটি তো সর্বলোকবিরুদ্ধ। দেখা যায় যে, সমস্ত জীবই স্বাতন্ত্র্যকে ইষ্টতম বলিয়া মনে করে এবং পারতন্ত্র্যই তাহার নিকট দুঃখজনক। স্মৃতিও এই কথাই বলিতেছেন — "সমস্ত পরতন্ত্রতাই দুঃখ এবং সমস্ত স্বতন্ত্রতাই সুখ" (মনুস্মৃতি ৪।১৬০)। পুনরায়, "সেবাকে কুকুরের বৃত্তি বলা হইয়া থাকে, অতএব, এই সেবাকে পরিবর্জন করিবে।" (মনুঃ ৪।৬) ॥২৪৪॥

'শেষত্বের' অপুরুষার্থ শঙ্কা নিবৃত্তিপূর্বক পুরুষার্থত্ব স্থাপনা

এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন (রামানুজ),— যাহারা দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করে এবং দেহের অতিরিক্ত আত্মস্বরূপের বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাহারাই

ভিমানবিজৃম্ভিতম্ ; তথা হি—শরীরং হি মনুষ্যত্বাদিজাতিগুণাশ্রয়পিণ্ডভূতং স্বতন্ত্রং প্রতীয়তে ; তস্মিন্নেব "অহম্" ইতি সংসারিণাং প্রতীতিঃ ; আত্মাভিমানো যাদৃশঃ তদনুগুণৈব পুরুষার্থপ্রতীতিঃ ; সিংহব্যাঘ্রবরাহমনুষ্যযক্ষরক্ষঃপিশাচদেবদানবস্ত্রীপুংসব্যবস্থিতাত্মাভিমানানাং সুখানি ব্যবস্থিতানি, তানি চ পরস্পরবিরুদ্ধানি ; তস্মাৎ আত্মাভিমানানুগুণপুরুষার্থব্যবস্থয়া সর্বং সমাহিতম্ ।

২৪৬। আত্মস্বরূপং তু দেবাদিদেহবিলক্ষণং জ্ঞানৈকাকারম্ ; তচ্চ পরশেষতৈকস্বরূপম্। যথাবস্থিতাত্মাভিমানে তদনুগুণৈব পুরুষার্থপ্রতীতিঃ। "আত্মা জ্ঞানময়োঽমলঃ" ইতি স্মৃতেঃ জ্ঞানৈকাকারতা প্রতিপন্না ; "পতিং বিশ্বস্য" ইত্যাদিশ্রুতিগণৈঃ পরমাত্মশেষতৈকাকারতা চ প্রতিপাদিতা ; অতঃ সিংহব্যাঘ্রাদিশরীরাত্মাভিমানবৎ, স্বতন্ত্রাভিমানোঽপি কর্মকৃতবিপরীতাত্মজ্ঞানরূপো বেদিতব্যঃ।

ভবদুক্ত অভিমত পোষণ করে। দেহ হইতেছে মনুষ্যত্ব প্রভৃতি জাতি ও তাহার গুণাশ্রয় একটি পিণ্ডবিশেষ। এই দেহতেই সংসারিগণের 'অহং'-বুদ্ধি থাকে। আত্মার বিষয়ে যাহার যেরূপ ধারণা, তদনুগুণই তাহার পুরুষার্থ বিষয়ে বুদ্ধি হয়। সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মনুষ্য, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, দেব, দানব, স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি বিভিন্ন দেহে যার আত্মা-অভিমান, তাহাদের সুখও সেই সেই দেহের অনুরূপে অবস্থিত। উক্ত বিভিন্ন দেহের এবং তত্তৎ দেহাভিমানী জীবের প্রকৃতি বিভিন্ন বলিয়া তাহাদের সুখ-বুদ্ধিও পরস্পর বিরুদ্ধ। অতএব, বিভিন্ন আত্মাভিমানের অনুগুণ বিভিন্ন পুরুষার্থের ব্যবস্থা যুক্তিযুক্তই ॥২৪৫॥

আত্মস্বরূপ কিন্তু দেবাদি দেহ হইতে পৃথক্, ইহা কেবল জ্ঞানাকার বস্তু। তাহার স্বরূপ হইতেছে পরমাত্মার 'শেষরূপী'। 'আত্মা হইতেছেন, জ্ঞানময় এবং অমল' (বিঃ ৬।৭।২২)। এই স্মৃতি-বাক্য আত্মার জ্ঞানাকারত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে। আবার, '(ব্রহ্ম) বিশ্বের পতি'—এই প্রকার শ্রুতিসমূহ প্রতিপন্ন করিতেছেন, জীবাত্মার একমাত্র আকার হইতেছে — পরমাত্মার 'শেষবস্তু'। সিংহ ব্যাঘ্রাদির দেহে জীবের আত্মা-অভিমানের ন্যায় তাহার স্বতন্ত্র-অভিমানও আত্ম-বিষয়ে তাহার পূর্বকর্মকৃত বিপরীত জ্ঞানের ফল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

॥২৪৬॥

২৪৭। অতঃ কর্মকৃতমেব পরমপুরুষব্যতিরিক্তবিষয়াণাং সুখত্বম্; অত এব তেষাম্ অল্পত্বম্ অস্থিরত্বং চ। পরমপুরুষস্যৈব স্বত এব সুখত্বম্। অতঃ তদেব স্থিরম্ অনবধিকাতিশয়ং চ, "কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম", "আনন্দো ব্রহ্ম", "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতেঃ।

২৪৮। ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য বস্তুনঃ স্বরূপেণ সুখত্বাভাবঃ কর্মকৃতত্বেন চ অস্থিরত্বং ভগবতা পরাশরেণ উক্তম্—

নরকস্বর্গসংজ্ঞে বৈ পাপপুণ্যে দ্বিজোত্তম॥
বস্ত্বেকমেব দুঃখায় সুখায়েৰ্ষ্যাগমায় চ।
কোপায় চ যতস্তস্মাৎ বস্তু বস্ত্বাত্মকং কুতঃ॥

সুখদুঃখাদ্যেকান্তরূপেণ বস্তুনো বস্তুত্বং কুতঃ? তদেকান্ততা পুণ্যপাপকৃতেত্যর্থঃ।

২৪৯। এবম্ অনেকপুরুষাপেক্ষয়া কস্যচিৎ সুখমেব কস্যচিৎ দুঃখং ভবতি ইত্যব্যবস্থাং প্রতিপাদ্য, একস্মিন্নপি পুরুষে ন ব্যবস্থিতমিত্যাহ—

অতএব পরমপুরুষ-ব্যতিরিক্ত বিষয়ের সুখত্ব হইতেছে (জীবের) কর্মকৃত। সুতরাং এই সকল সুখের অল্পত্ব ও অস্থিরত্ব। পরমপুরুষ কিন্তু স্বয়ংই সুখরূপ বলিয়া তদ্বিষয়ে সুখ হইতেছে স্বাভাবিক; এইজন্য এই সুখই স্থির অনবধিক এবং অতিশয়। তাঁহার এই সুখবিষয়ে শ্রুতি বলিতেছেন — 'ব্রহ্ম সুখ, ব্রহ্ম আকাশ' (ছাঃ ৪।১০।৫); 'ব্রহ্ম আনন্দ' (তৈত্তিঃ ৩।৬); 'ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান এবং অনন্ত' (তৈত্তিঃ ২।১) ॥২৪৭॥

ব্রহ্মব্যতিরিক্ত সমস্ত বস্তুরই স্বরূপগত সুখের অভাব, এই সুখ কর্মকৃত, অতএব অস্থির। ভগবান পরাশরও বলিতেছেন—

'হে দ্বিজোত্তম, পাপ এবং পুণ্য এই দুটি নরক ও স্বর্গ নামে আখ্যাত। একই বস্তু দুঃখ ও সুখের, ঈর্ষ্যা এবং কোপের কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং সুখ ও দুঃখাদি কখনও বস্তুর স্বভাব হইতে পারে না। (বিঃ পুঃ ২।৬।৪৪, ২।৬।৪৫)। এই সকল সুখ দুঃখাদি সকল সময়েই কিন্তু পুণ্য পাপ-কৃত, অতএব, একই বিষয়ঘটিত সুখ-দুঃখ কেবল এক পুরুষের জন্য ব্যবস্থিত নহে, বহু পুরুষের জন্য ব্যবস্থিত ॥২৪৮॥

একই বিষয়ানুভব কাহারো সুখদায়ক, আবার কাহারো যে দুঃখদায়ক হইয়া থাকে তাহা কথিত হইয়াছে—

তদেব প্রীতয়ে ভূত্বা পুনঃ দুঃখায় জায়তে।
তদেব কোপায় যতঃ প্রসাদায় চ জায়তে॥
তস্মাৎ দুঃখাত্মকং নাস্তি ন চ কিঞ্চিৎসুখাত্মকম্। ইতি।

সুখদুঃখাত্মকত্বং সর্বস্য বস্তুনঃ কর্মকৃতং, ন বস্তুস্বরূপকৃতম্; অতঃ কর্মাবসানে তদপৈতি ইত্যর্থঃ।

২৫০। যত্তু "সর্বং পরবশং দুঃখম্" ইত্যুক্তং, তৎ পরমপুরুষ-ব্যতিরিক্তানাং পরস্পরশেষশেষিভাবাভাবাৎ তদ্ব্যতিরিক্তং প্রতি শেষতা দুঃখমেব ইত্যুক্তম্। "সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা" ইত্যত্রাপি অসেব্যসেবা শ্ববৃত্তিরেব ইত্যুক্তম্। "স হ্যাশ্রমৈঃ সদোপাস্যঃ সমস্তৈঃ এক এব তু" ইতি, সর্বৈঃ আত্মযাথাত্ম্যবিদ্ভিঃ সেব্যঃ পুরুষোত্তম এক এব। যথোক্তং ভগবতা—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ইতি।

'ইহা সুখকর হইয়া পুনরায় দুঃখকর হয়। ইহা কখনো কোপের আবার কখনো বা আনন্দের কারণ হয়। অতএব কোন বস্তুই স্বভাবত সুখাত্মক বা দুঃখাত্মক নহে।' (বিঃ পুঃ ২।৬।৪৬, ৪৭)। আবার সমস্ত বস্তুর এই সুখাত্মকত্ব ও দুঃখাত্মকত্ব কর্মকৃত, স্বরূপগত নহে। অতএব, কর্মের অবসানে এই সুখ ও দুঃখ তিরোহিত হয়॥২৪৯॥

আবার, যে বলা হইয়াছে 'অধীনতা মাত্রই দুঃখ', তাহা পরমপুরুষ ব্যতিরিক্ত ইতর বিষয়ের জন্য কথিত, যেহেতু ইতর বিষয়ে শেষ-শেষী সম্বন্ধের অভাব থাকে। ভগবদিতর সমস্ত বস্তুনিচয়ে স্বাভাবিক শেষ-শেষী সম্বন্ধ নাই বলিয়াই 'অধীনতা' দুঃখেরই বিষয় হইয়া থাকে। 'সেবা কুকুরের বৃত্তি' বলা হইয়াছে, এই উক্তির অভিপ্রায় হইতেছে অসেব্য-সেবা কুকুরের বৃত্তি। পরম পুরুষই একমাত্র বস্তু যিনি সমস্ত আত্মস্বরূপজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই সেবনীয়। যথা গীতাবাক্য—

"যে পুরুষ ঐকান্তিক ভক্তিযোগের দ্বারা আমাকে সেবা করিয়া থাকে, সে এই (সত্ত্বাদি) গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির উপযুক্ত হয়।" (গীতা ১৪।২৬)॥২৫০॥

২৫১। ইয়মেব ভক্তিরূপা সেবা "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্", "তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি", "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদিষু বেদনশব্দেনাভিধীয়তে ইত্যুক্তম্। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" ইতি বিশেষণাৎ "যমেবৈষ বৃণুতে" ইতি ভগবতা বরণীয়ত্বং প্রতীয়তে; বরণীয়শ্চ প্রিয়তমঃ, যস্য ভগবতি অনবধিকাতিশয়া প্রীতিঃ জায়তে স এব ভগবতঃ প্রিয়তমঃ। তদুক্তং ভগবতৈব—"প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ" ইতি। তস্মাৎ পরভক্তিরূপাপন্নমেব বেদনং তত্ত্বতো ভগবৎপ্রাপ্তিসাধনম্।

২৫২। যথোক্তং ভগবতা দ্বৈপায়নেন মোক্ষধর্মে সর্বোপনিষদ্-ব্যাখ্যানরূপম্—

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
ভক্ত্যা চ ধৃত্যা চ সমাহিতাত্মা জ্ঞানস্বরূপং পরিপশ্যতীহ॥ ইতি।
ধৃত্যা সমাহিতাত্মা ভক্ত্যা পুরুষোত্তমং পশ্যতি সাক্ষাৎকরোতি,

এই ভক্তিরূপী সেবাই বেদন বা জ্ঞান নামে অভিহিত। যথা শ্রুতি—'যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি পরবস্তুকে লাভ করিয়া থাকেন' (তৈঃ ২।১)। 'যিনি তাহাকে জানেন তিনি মৃত্যুহীন হইয়া যান' (পুঃ ২০)। 'যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মের ন্যায়ই হইয়া যান' (মুণ্ডঃ ৩।২।৯)। 'যাহাকে তিনি বরণ করেন তাহার দ্বারাই তিনি লভ্য হন' (মুণ্ডঃ ৩।২।৩)। 'তিনি বরণ করেন' বাক্যে জানা যায় যে মুমুক্ষু পুরুষ ভগবান কর্তৃক বরণীয়। প্রিয়তম পুরুষই বরণীয় হইয়া থাকে। ভগবানের প্রতি যাহার অনবধিক অতিশয় প্রীতি থাকে সেই ভগবানের প্রিয়তম হয়। 'আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং সেও আমার প্রিয়' (গীতা ৭।১৭) সুতরাং পরভক্তিরূপী বেদন বা জ্ঞান ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় হইয়া থাকে ॥২৫১॥

ভগবান ব্যাসদেবও সর্ব উপনিষদের ব্যাখ্যারূপী মোক্ষধর্মে (মহাভারত) বলিয়াছেন—

'তাহার রূপ সম্যক্ উপলব্ধিগোচর হয় না, তিনি কাহারও দৃষ্টিগোচর নহেন। ভক্তি এবং ধৃতির দ্বারা একান্তগত (সমাহিত) মনের দ্বারা এই জ্ঞানস্বরূপ পরমপুরুষকে দর্শন করা যায়।' এই কথাই গীতায় কথিত হইয়াছে—

প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ; "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ" ইত্যনেন ঐক্যার্থ্যাৎ। ভক্তিশ্চ জ্ঞানবিশেষ এব ইতি সর্বমুপপন্নম্।

সারাসারবিবেকজ্ঞাঃ গরীয়াংসো বিমৎসরাঃ।
প্রমাণতন্ত্রাঃ সন্তীতি কৃতো বেদার্থসংগ্রহঃ॥

ইতি শ্রীভগবদ্ রামানুজাচার্য-বিরচিতো বেদার্থসংগ্রহঃ সমাপ্তঃ॥

'অনন্য ভক্তির দ্বারা তিনি লব্ধ হন' (গীতা ৯।৫৪)। এস্থলে দর্শন করেন শব্দের অর্থ, প্রাপ্ত হন। অতএব, ভক্তি যে জ্ঞানবিশেষ তাহা উপপন্ন হইল।

"যাঁহারা সার ও অসার বিষয়ে জ্ঞানবান, যাঁহারা গরীয়ান্ অর্থাৎ বহু শ্রবণের দ্বারা শাস্ত্রোক্ত প্রাবল্য ও দৌর্বল্য বিষয়ে জ্ঞানবান, এবং যাঁহারা মাৎসর্যবিহীন, অতএব যাঁহারা কেবল প্রমাণের দ্বারাই চালিত হন (প্রমাণাধীন), তাঁহাদের জন্য এই 'বেদার্থসংগ্রহ' রচিত হইয়াছে।" (অর্থাৎ এইরূপ পুরুষ বহু আছেন এই আশায় এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে ॥২৫২॥

শ্রীভগবদ্ রামানুজাচার্য বিরচিত বেদার্থসংগ্রহ সমাপ্ত।

শ্রিয়ৈঃ নমঃ।

অস্মদ্ গুরুভ্যো নমঃ।